আ-লে রাসূল

সাল-াল-াহু ’আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম

A-LE RASUL

Sallallaho Alaihe Wa-Alehi Wasallam

বহু গ্রন্থ প্রণেতা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

কামিল হাদীস-জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

বি.এ (অনার্স), এম.এ, পি-এইচ.ডি. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

উপাধ্যক্ষ-রাঙ্গুনীয়া নূরুল উলুম ফাযিল(ডিগ্রী) মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

আ-লে রাসূল

সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

০১৮১৭-০৭২২৫৪

ই. মু. ফা. গবেষণা-০০৪

ই. মু. ফা. প্রকাশনা-২০১৫/৪

প্রথম প্রকাশ :

রজব	-	১৪৩৬ হি.
মে	-	২০১৫ খৃ.
বৈশাখ	-	১৪২২ বা.

গ্রন্থস্বত্ত্ব :

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক :

আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুন্নবী

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

সহযোগিতায় : আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইছহাক মিয়া

আলহাজ্বা ফাতেমা খাতুন

মিনা গাজীর বাড়ী, নাঙ্গল মোড়া, হাটহাজারী

প্রচ্ছদ :

ডা. মুহাম্মদ আখতার আমীন চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান : রেজভী কুতুবখানা ও মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল-া, চট্টগ্রাম।

A-LE RASUL Sallallaho Alaihe Wa-Alehi Wasallam by Dr. Mohammad Abdul Halim in Bangla and Published by Mohammad Nurunnabi, Director Publication Department, Al-Imam Muslim (Rh.) Foundation, Hathazari, Chittagong, Bangladesh. May- 2015.

উৎসর্গ

রাহ্নুমায়ে শরী‘য়ত ও তরীক্বত, মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল-াত
কুতুবে মাদার, গাউছে জামান, মুরশেদে বরহক্ব
আওলাদে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি
ওয়াসাল-াম, হযরতুল আল-ামা হাফেয ক্বারী
সৈয়্যদ মোহাম্মদ ত্বৈয়্যব শাহ্ (রহ.)
(ওফাত-১৯৯৩ খৃ.)
এবং
গাউছে জামান, মুরশেদে বরহক্ব, শায়খুল হাদীস
নায়েবে ছদরুল আফাদ্বিল, আওলাদে রাসূল সাল-াল-াহু
‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম, হযরতুল ‘আল-ামা
ওবায়দুল মোস্তফা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নূরুচ্ছফা
ন‘ঈমী আশরাফী নকশবন্দী (রহ.)
(ওফাত-১৯৯৩ খৃ.)
এর
করকমলে

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু

সূচীপত্র

হযরতুল ‘আল-ামা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক্ব ফারূকী (ম.জি.আ.)-এর অভিমত- ১১
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ শায়খুল হাদীস হযরতুল ‘আল-ামা হাফেয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী (ম.জি.আ.)-এর অভিমত- ১৩
হযরতুল ‘আল-ামা সৈয়্যদ ওবাইদুল মোস্তফা ন‘ঈমী (ম.জি.আ.)-এর অভিমত- ১৫
ভাইস চেয়ারম্যান-এর কথা- ১৬
প্রকাশকের কথা- ১৭
ভূমিকা- ১৮

প্রথম অধ্যায়

আহল ও আ-ল শব্দের তাত্ত্বিক বিশে-ষণ -২৩
আ-লে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-া-এর মর্যাদা -২৫
আল-াহ তা‘আলার ভাষায় আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম -২৬
উক্ত আয়াত দ্বারা কারা উদ্দেশ্য -২৭
রিজসুন ও তাত্বহীরা এর অর্থ -২৮
আ-লে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর গুণাবলী -২৯
প্রথমত :-২৯
দ্বিতীয়ত : আল-াহ তা‘আলার বাণী-২৯

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَ نَا وَاَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَاَنْفُسَنَا
وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ـ

উক্ত আয়াতের শানে নুযুল -৩০
এ আয়াতের ফলাফল -৩০
তৃতীয়ত : আল-াহ তা‘আলার বাণী-৩২ - قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى
শানে নুযুল -৩২
নিকটাত্মীয় বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে -৩৩
চতুর্থত : আল-াহ তা‘আলার বাণী-৩৫

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

‘সালাত ও সালামের অর্থ -৩৬
অপর একটি দরূদ শরীফের নমুনা -৩৮
দরূদ শরীফের আরেকটি নমুনা -৩৯
পঞ্চমত : আল-াহর ভাষায় নবীর বংশধরদের গুণকীর্তন -৪০
ষষ্ঠত : আল-াহ তা‘আলার ভাষায় আ-লে রাসূলের গুণকীর্তন -৪১
حَبْلُ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যা -৪১
সপ্তমত : আল-াহর ভাষায় আ-লে রাসূলের স্তুতি -৪২
“হাসাদ” এর অর্থ -৪২
“আন-নাস-দ্বারা উদ্দেশ্য -৪৩
অষ্টমত : আল-াহর ভাষায় আ-লে রাসূলের স্তুতি গুণকীর্তন -৪৩
শানে নুযুল -৪৩
রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভাষায় আ-লে রাসূল-এর স্তুতি ও গুণকীর্তন -৪৬
আ-লে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি ভালবাসা -৫০
আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ -৫২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সদস্যবৃন্দ -৫৪
নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পূতপবিত্র স্ত্রীগণ -৫৪
উম্মুল মূ‘মিনীন খাদীজাতুল কুবরা (রা.) -৫৮
নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে তাঁর নিকাহ -৫৮
হযরত খাদীজা (রা.)-এর মর্যাদা -৬০
হযরত খাদীজা (রা.)-এর সন্তান-সন্তুতি -৬১
উম্মুল মু’মিনীন হযরত সৈয়্যদা সাওদাহ (রা.) -৬১
উম্মুল মু’মিনীন সৈয়্যদা হযরত ‘আয়শা (রা.) -৬২
আল-াহ তা‘আলার ভাষায় হযরত ‘আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.)-এর প্রশংসা -৬৩
আয়াতের শানে নুযুল -৬৪

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভাষায় হযরত ‘আয়শা (রা.)-এর প্রশংসা -৭১
উম্মুল মু’মিনীন সৈয়্যদা হাফসা (রা.) -৭৫
উম্মুল মু’মিনীন সৈয়্যদা যয়নাব (রা.) -৭৬
উম্মুল মু’মিনীন সৈয়্যদা উম্মে সালামা (রা.) -৭৭
উম্মুল মু’মিনীন সৈয়্যদা যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) -৭৭
উম্মুল মু’মিনীন সৈয়্যদা জুওয়াইরিয়া (রা.) -৭৯
উম্মুল মু’মিনীন সৈয়্যদা উম্মে হাবীবাহ (রা.) -৮০
উম্মুল মু’মিনীন সৈয়্যদা সাফীয়্যাহ (রা.) -৮১
উম্মুল মু’মিনীন সৈয়্যদা মায়মুনা (রা.) -৮২
নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সেবিকাগণ -৮৩
বহু বিবাহের তাৎপর্য -৮৪

তৃতীয় অধ্যায়

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সন্তানগণ (রা.) -৮৬
হযরত সৈয়্যদ ক্বাসিম (রা.)- ৮৬
হযরত সৈয়্যদ ‘আবদুল-াহ (রা.)- ৮৭
হযরত সৈয়্যদ ইবরাহীম (রা.)- ৮৭
নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর কন্যাগণ (রা.) -৮৮
সৈয়্যদা যয়নাব বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম -৮৯
সৈয়্যদা রূক্বাইয়া বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম -৯২
সৈয়্যদা উম্মে কুলসুম বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম -৯৩
সৈয়্যদা ফাতিমা বতুল বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম -৯৪

চতুর্থ অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতিমা বতুল বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম -৯৫
আল-কুরআনে হযরত ফাতিমা (রা.) -৯৭

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভাষায় মা ফাতিমা (রা.)-এর মর্যাদা :-৯৭
হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বংশগত শজরা -১০৫
হযরত ফাতিমা (রা.)-এর দৈহিক গঠন -১০৭
হযরত ফাতিমা (রা.)-এর জ্ঞানের প্রখরতা -১০৭
হযরত ফাতিমা (রা.)-এর শাদীয়ে মোবারক -১০৮
হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিবাহের খুৎবা -১০৮
হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিবাহে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর উপঢৌকন -১০৮
হযরত ‘আলী (রা.) কর্তৃক অলিমার আয়োজন -১০৯
সাংসারিক জীবন -১১০
হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ইবাদাত-বন্দেগী -১১১
হযরত ফাতিমা (রা.) ও পর্দা -১১৩
হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ছেলে-মেয়ে -১১৫
হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কবিতা গুচ্ছ- ১১৬

পঞ্চম অধ্যায়

সৈয়্যদুনা ‘আলী মরতুদ্বা (রা.) -১১৭
আল-াহ তা‘আলার ভাষায় হযরত ‘আলী (রা.)-এর প্রশংসা -১১৮
মাওলা (مَوْلَا) শব্দের অর্থ -১১৯
নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভাষায় হযরত ‘আলী (রা.)-এর প্রশংসা -১২৬
হযরত ‘আলী (রা.)-এর ‘ইলমী স্তর -১৩৫
সৈয়্যদুনা ‘আলী মরতুদ্বা (রা.)-এর স্ত্রীগণ -১৩৮
সৈয়্যদুনা ‘আলী মরতুদ্বা (রা.)-এর শাহাদাত ১৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা (রা.) -১৪১
ইমাম হাসান (রা.)-এর প্রতি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভালবাসা -১৪২
ইমাম হাসান নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ -১৪৭
ইমাম হাসান এবং হোসাইন (রা.) জান্নাতী যুবকদের সরদার -১৫১
ইমাম হাসান এবং হোসাইন (রা.) দুনিয়ার সুগন্ধিময় ফুল :-১৫২

ইমাম হাসান (রা.) দুনিয়া ও আখিরাতের সরদার -১৫২
ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর জন্য নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম কর্তৃক শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা -১৫৪
ইমাম হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস -১৫৫
ইমাম হাসান (রা.)-এর ভাষায় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রশংসা -১৫৭
ইমাম হাসান (রা.)-এর শিক্ষা জীবন -১৫৮
ইহুদী সালেহ-এর ঘটনা -১৫৯
ইমাম হাসান (রা.)-এর কারামাত -১৬০
ইমাম হাসান (রা.)-এর স্ত্রীগণ -১৬০
ইমাম হাসান (রা.)-এর সন্ড়ান সন্ড়তি -১৬১
কন্যা সন্ড়ান -১৬১
ইমাম হাসান (রা.)-এর শাহাদাত -১৬১
ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশধর যাঁদের মাধ্যমে আজও বিদ্যমান -১৬১
হযরত যায়দ ইবন হাসান (রা.) -১৬২
হযরত ইমাম হাসান মুসান্না (রা.) -১৬২

সপ্তম অধ্যায়

সৈয়্যদুনা ইমাম হোসাইন শহীদে কারবালা (রা.) -১৬৪
ইমাম হোসাইন (রা.)-এর স্ত্রীগণ -১৬৪
ইমাম হোসাইন (রা.)-এর সন্ড়ান-সন্ড়তি -১৬৫
হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক ইয়াজিদের পক্ষে বা‘য়াত গ্রহণ -১৬৫
আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর ব্যাপারে আহলে হক্বদের দৃষ্টিভঙ্গি -১৭৩
ইমাম হোসাইন ইয়াজিদের হাতে বা‘য়াত না হওয়ার প্রেক্ষাপট -১৭৪
ইয়াজিদ সম্পর্কে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভবিষ্যৎবাণী -১৮৫
ইয়াজিদের ক্ষমতারোহণ এবং ইমাম হোসাইন (রা.) থেকে বায়‘আতের আকাংখা -১৯৬
ইমাম হোসাইন (রা.)-এর মক্কা মুকাররমায় যাত্রা -১৯৯
মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়া (রা.)-এর পরামর্শ -২০১
কুফাবাসীদের চিঠি ও প্রতিনিধি -২০২
হযরত মুসলিম ইবন ‘আক্বীলের (রা.)-এর কুফায় গমন -২০৬
ইয়াজিদকে সংবাদ জ্ঞাপন -২০৬
ইবন যিয়াদের কুফায় পদার্পন -২০৮

শুরাইক ইবন ‘আওয়ার -২১১
ইমাম মুসলিমের অনুসন্ধানে গুপ্তচর -২১২
হানীর গ্রেফতারী -২১৪
হযরত মুসলিম এবং ইবন যিয়াদ -২২৭
ইমাম মুসলিম (রা.)-এর শাহাদত -২২৮
হযরত মুসলিম (রা.)-এর দুই পুত্র -২২৯
ইমাম হোসাইন (রা.)-এর যাত্রা -২৪০
পানি বন্ধের নির্দেশ -২৫৭
৯ মুহাররম ৬১হিজরীর একটি রাত -২৫৮
সাথীদের উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর খুতবা -২৫৯
অকৃত্রিম বন্ধুদের প্রত্যুত্তর -২৬১
১০ ই মুহাররম ৬১ হিজরী এক ভয়াবহ দিন -২৬৫
শিমারের বেয়াদবী ও ইমামের শেষ চেষ্টা -২৬৬
হুরের আগমন -২৭২
যুদ্ধের সূচনা -২৭৪
কারবালার মর‍ুপ্রান্ড়রে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর অন্ড়িম মূহুর্ত -২৭৪
শেষ চেষ্টা -২৭৮
শহীদদের সমাধী -২৮৫
সহযোগীসহ আহলে বায়তের সংখ্যা -২৮৬
কারবালায় বন্দীদের নামের তালিকা -২৮৬
ইমাম হোসাইন (রা.)-এর নূরানী মাথা মুবারকের আলোচনা -২৮৭
নুরানী মাথামোবারক ও ইবন যিয়াদ -২৮৮
ইয়াজিদের দরবারে মাথা মোবারক -২৯০
বাস্ড়বতার নিরিখে অভিমত -২৯৭
নূরানী মাথা মোবারক কোথায় সমাহিত -২৯৮
নূরানী মাথা মোবারক-এর কারামত (অলৌকিকত্ব) -৩০০
‘আলী ইবনুল হোসাইন যয়নুল আবেদীন (রা.) -৩০২
উপসংহার -৩০৩
গ্রন্থপঞ্জি -৩০৫
গ্রন্থকার পরিচিতি -৩০৮

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন-এর উপদেষ্টা মন্ডলীর সম্মানিত সভাপতি, পীরে কামেল, মুরশিদে বরহক্ব হযরতুল 'আল-ামা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক ফারুক্বী (ম.জি.আ.)-এর

অভিমত

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّى وَ نُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ ـ

সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম হলেন আমাদের প্রিয় আক্বা-মুনিব হুযুর মুহাম্মদ রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যতায় মানুষ বিমোহিত। তিনি যেমন মহান তাঁর পরিবার-পরিজনও মহান। সকলের অনুকরণীয় অনুসরণীয়। তাঁদের উত্তম জীবনাদর্শ আমাদের জন্য হেদায়ত স্বরূপ। দুনিয়াভী লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষসহ যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত করে আল-াহ তা'আলা তাদেরকে এক মহান স্তরে উপনীত করেছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন,

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

"আল-াহ তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দুরীভূত করে দেবেন, এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন। (সূরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩)

এভাবে, আমাদের প্রিয় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামও তাঁর পরিবার-পরিজন ও বংশধর সম্পর্কে উচ্চাঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্ড়াবে তাঁরাই ইসলামের মহান ধারক ও বাহক। তাঁদের পথই সীরাতুল মুসতাকীম তথা কুরআন মাজীদে ঘোষিত সহজ-সরল সঠিক পথ। তাঁদের প্রতি মুহাব্বত রাখা ঈমানের পরিচায়ক। তাঁদের প্রতি শত্র“তা মুনাফিকের লক্ষণ। আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বলতে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পূতপবিত্র বিবিগণ, সন্ড়ান-সন্ড়তি মা ফাতিমা, হযরত ‘আলী ও উভয়ের সন্ড়ান ইমাম হাসান মুজতবা, ইমাম হোসাইন শহীদ কারবালা এবং তাঁদের বংশধরদেরকে বুঝানো হয়েছে। আমার স্নেহ ভাজন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবিদ, লেখক ও গবেষক বহু গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম নিরলস গবেষণার মাধ্যমে আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এর শান-মান ও ফদ্বীলত সম্পর্কে কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের আলোকে গবেষণার ভিত্তিতে বই খানা রচনা করেছেন। বিশেষ করে কারবালার মর“প্রান্ড়রে ইমাম হোসাইন (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের আত্ম-ত্যাগের যে বিবরণ সুনিপুন ভাবে উপস্থাপন করেছেন তার তুলনা বিরল। অভিশপ্ত ইয়াজিদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জাম‘আতের দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেছেন।

কারবালার মর“প্রান্ড়রে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের যে আত্ম-ত্যাগ তা পৃথিবীর ইতিহাসে চির ভাস্বর চির অম্-ান। মূলত ইসলাম জিন্দা হয়েছে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর পবিত্র রক্তের বিনিময়ে। আর ইয়াজিদ চিরদিন ধিকৃত হবে তার কুকীর্তির জন্য। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতে তার ব্যাপারে তিনটি অভিমত রয়েছে বলে আ‘লা হযরত আযীমুল বরকত আহমদ রেযা খান (রহ.) মনে করেন। যেমন

১. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) ও অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি ইয়াজিদকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, সে কখনো ক্ষমা পাবে না।
২. ইমাম গাজ্জালী (রহ.) প্রমূখের মতে ইয়াজিদ মুসলমান, তবে সে শাস্ড়ি ভোগ করার পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।
৩. আমাদের ইমাম আ‘যম আবূ হানিফা (রহ.) ইয়াজিদের বিষয়ে নিরবতা ইখতিয়ার করেছেন, আমরা তাকে মুসলমানও বলব না আবার কাফিরও

বলব না। সুতরাং এখানে আমরা নিরবতা পালন করব”। (আহকামে শরী‘আত)

পরিশেষে আল-াহ তা‘আলা আমাদের অন্ড়রে আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর মুহাব্বত বৃদ্ধি করম্নন। তাঁদের উসিলায় আমাদের সকলকে জান্নাত দান করম্নন। আমীন বেহুরমতি সায়্যিদিল মুরসালিন সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম।

আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

(মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক)

এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলীয়ার শায়খুল হাদীস এবং ও.এ.সি. বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান, উস্ড়াযুল ‘উলামা হযরতুল ‘আল-ামা, আলহাজ্ব মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী (ম.জি.আ.)-এর

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على اله واصحابه الطيبين و الطاهرين اما بعد!

মহান রাব্বুল আলামিন মানব মন্ডলীদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্ব গুণে গুণান্বিত আমাদের প্রিয় নবী হুজুর আকরম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে বিশ্ব জগতের জন্য মুক্তির দিশারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী রাহমাতুলি-ল ‘আলামিন সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সর্বদিক দিয়ে অতুলনীয়, দৃষ্টান্ড়হীন আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) সাথে যাঁরা সংশি-ষ্ট বংশের তাঁরাও অনন্য ও অদ্বিতীয়। তন্মধ্যে নবী

পরিবারের সদস্যবৃন্দ যাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বলা হয়। আহলে বায়তে রাসূলের মহামর্যাদা, চরিত্র ও আদর্শ মুসলিম মিল-াতের জন্য অনুসরণীয়। নবী পরিবারের ভালবাসা প্রেম-প্রীতি মূলত প্রকৃত ঈমানদারের সঠিক ঈমানের পরিচয়।

আহলে বায়তকে অনুসরণ করার জন্য হুজুর আকরম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

انا تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى و النور و اهل بيتى (الحديث)

অর্থ : (হে মু’মিনগণ) আমি তোমাদের মাঝে দুইটি ভারী জিনিস (তোমাদের মুক্তির জন্য) রেখে যাচ্ছি এই দুইটির মধ্যে একটি হল আল-াহর কিতাব অর্থাৎ-আল কুরআনুল কারীম এতে রয়েছে সুস্পষ্ট হেদায়াত ও নূর আর দ্বিতীয়টি হল আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পরিবারবর্গ। অর্থাৎ- তোমরা যদি কুরআন মাজীদ এবং আমার পরিবার বর্গের আদর্শকে শক্ত ভাবে আকড়ে ধর তাহলে কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না।

অত্যন্ড় পরিতাপের বিষয় এক শ্রেণির মুসলমান সম্প্রদায় আহলে বায়তকে যথাযথ সম্মান, মূল্যায়ন না করার ফলে পূরা মুসলিম সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। শান্ড়ির স্থলে অশান্ড়ি পারস্পরিক বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়েছে। অথচ আহলে বায়তের গুর“ত্ব, মর্যাদা, মহব্বত, ভালবাসা ও তাঁদের অনুসরণ, অনুকরণ করা উচিত ছিল। নবী পরিবারের মহব্বতের বৈশিষ্ট্য ও গুর“ত্বের উপর “আ-লে রাসূল” সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম নামক একটি তথ্য নির্ভর কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত গবেষণা ধর্মী কিতাব লেখেছেন বরণ্য ‘আলেমে দ্বীন বহু তথ্য বহুল গবেষণা ধর্মী গ্রন্থ প্রণেতা লেখক সাহিত্যিক প্রখ্যাত ইসলামী চিন্ড়াবিদ ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাঙ্গুনীয়া নুর“ল উলুম ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসার সুযোগ্য উপাধ্যক্ষ হযরতুল ‘আল-ামা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম সাহেব। এই কিতাবটি অধ্যয়নে আমি মনে করি মুসলিম সমাজের অনেক ফিতনার নিরসণ হবে। লেখক অক্লান্ড় গবেষণা ও তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে আহলে বায়তের মহামর্যাদা পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। কোন পাঠক যদি মুক্ত মন নিয়ে এই কিতাবটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ড় ভালভাবে অধ্যয়ন করেন তাহলে তিনি আহলে বায়ত

সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্েড় উপনীত হতে পারবেন। কারণ লিখক কুরআন-হাদীস ও নির্ভর যোগ্য মনীষীদের প্রমাণ্য কিতাবাদির উদ্বৃতি দিয়ে এই কিতাবের বিষয় বস্তুকে সুদৃঢ় করেছেন।

অতএব আমি এই কিতাবের বহুল প্রচার, লিখকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আল-াহ তা'আলা আমাদের সকলের খেদমত কবুল কর্ন আমীন বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম।

(আলহাজ্ব হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনছারী)

রাংগুনিয়া রাহাতীয়া নূরীয়া নক্শবন্দীয়া আশরাফীয়া দরবার শরীফের শাজ্জাদানসীন, পীরে তরীক্বত, হযরতুল 'আল-ামা আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ওবাইদুল মোস্ড়ফা ন'ঈমী নক্শবন্দী আশরাফী (ম.জি.আ.)-এর

অভিমত

সমস্ড় প্রশংসা মহান আল-াহর জন্য যিনি কুলকায়েনাতের প্রভু। অসংখ্য অগনিত দরূদ-সালাম রহমতুলি-ল আ'আলামীন, শফী'উল মুযনাবিন, সৈয়্যদুল আম্বিয়া হুযুর মোহাম্মদুর রাসূল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি যাঁর উসীলায় আল-াহ এ কুলকায়েনাত সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে অসংখ্য দরূদ-সালাম তাঁর পরিবারবর্গ, আযওয়াজে মুতাহ্হারাত, উম্মহাতুল মু'মিনীন, সমস্ড় সাহাবী তাবি'য়ীন, তবে' তাবি'য়ীন, আইম্মাতুল মুজতাহিদীন, আওলিয়াইল কামিলীনের প্রতি যাঁদের অক্লান্ড় পরিশ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ইসলামের নি'য়ামত সমূহ লাভ করেছি।

অতঃপর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়বিদ, লেখক ও গাবেষক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাংগুনিয়া নুর্ল উলূম ফাযিল ডিগ্রি মাদ্‌রাসার সুযোগ্য উপাধ্যক্ষ হযরতুল আল-ামা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম রচিত **আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম** একটি তথ্য নির্ভর গবেষনাধর্মী বই। যাতে লেখক পূতপবিত্র আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ফদ্বীলত-মর্যাদা, মাহাত্ম ও গুণাবলী স্বপ্রমাণ

উপস্থাপন করেছেন। বইটি অধ্যয়ন করলে নবী কারীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পূতপবিত্র বিবিগণ, সন্ড়ান-সন্ড়তি হযরত আলী, মা ফাতেমা বতুল, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) সম্পর্কে বিস্ড়ারিত জানা যাবে। ফলে পাঠকের হৃদয় প্রশান্ড়ি ও চক্ষু শীতল হবে। তাঁদের প্রতি আন্ড়রিক মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে। তাঁদের প্রেম অন্ড়রে জাগর"ক হবে। সর্বোপরি ঈমানী চেতনা বৃদ্ধি পাবে। হোসাইনী মুসলমানদের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যাবে এবং অভিশপ্ত ও অত্যাচারী ইয়াজিদের কুকীর্তি সম্পর্কেও জানা যাবে।

পরিশেষে সত্যের ধারক-বাহক আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর আত্ম-ত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন পরিচালিত করার জন্য আল-াহ যেন আমাদের সকলকে তাওফিক দান করেন সে প্রত্যাশা রাখি। আমীন বেহুরমতি সায়্যিদিল মুরসালিন সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম।

আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

(সৈয়্যদ মুহাম্মদ ওবাইদুল মোস্ড়ফা ন'ঈমী)

ভাইস-চেয়ারম্যানের কথা

সমস্ড় প্রশংসা আল-াহ তা'আলার জন্য যিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পরিবার-পরিজনকে অসংখ্য নিয়া'মতে, অগণিত গুণে গুণান্বিত করেছেন। তাঁদের শানে আল-কুরআনে অসংখ্য আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। মহান আল-াহ তাঁদেরকে পূতপবিত্র ঘোষণা করে বিশ্ববাসীকে তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি ভালবাসা পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক। তাঁদেরকে যাঁরা ভালবাসবে তাঁরাই প্রকৃত মু'মিন। তাঁরা জান্নাতে যাবেন বলে মহানবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ঘোষণা দিয়েছেন।

তাঁদের ফযীলত, মাহাত্ম, মর্যাদার উপর বাংলা ভাষায় গবেষণামূলক গুর"ত্বপূর্ণ বই অপ্রতুল। আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবিদ বহু গ্রন্থ প্রণেতা, লেখক ও গবেষক হযরতুল 'আল-ামা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম বাংলাভাষাবাসী মুসলমানদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সম্পর্কে তথ্য নির্ভর ও তথ্য বহুল অত্র গ্রন্থ **"আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম"** গবেষণা পদ্ধতির আলোকে রচনা

করেছেন। যা পাঠকদের মনের গভীরে সংরক্ষিত আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা জাগর˜ক করবে। ঈমানী চেতনায় তাঁদের উদ্বুদ্ধ করবে। জান্নাতের পথ সুগম করবে।

একথা অনস্বীকার্য যে, নবী পরিবারের অবদান ইসলামী শরী'আতে চির অম্-ান, চির ভাস্বর। তাঁদের সে অবদানের কথা মূলত স্বল্প পরিসরে কারো পক্ষে উপস্থাপন করা আদৌ সম্ভব নয়। তারপরেও সম্মানিত লেখক তাঁর ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে যথা সম্ভব কুরআন-হাদীসের আলোকে তাঁদের ফযীলত, মর্যাদা পাঠকের সমীপে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছেন। যা আমাদের সামাজিক, পরিবারিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে এক অনন্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি অত্র গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

মোহাম্মদ আলমগীর
ভাইস-চেয়ারম্যান
আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি প্রেম জাগর˜ক অত্র বইটি অত্যন্ড় তথ্য নির্ভর ও গবেষণামূলক। আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান নিরলস পরিশ্রম করে বইটি বাংলাভাষী মুসলমানদের খেদমতে উপস্থাপন করার মানসে রচনা করেছেন। যা আমাদের বাংলা ভাষায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি আন্ড়রিক মুহাব্বত প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক। অনুরূপভাবে তাঁর বংশধর ও পরিবার পরিজনদের প্রতি ভালবাসা নাজাতের উসিলা। নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নবীর প্রতি সালাম ও দরূদ এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি দরূদ পাঠ করা অবশ্যই করণীয়। তা নাহলে নামায বিশুদ্ধ হয় না। তাঁরা এমনই সম্মানের অধিকারী যে, তাঁদের প্রতি স্বয়ং আল-াহ তা'আলা দরূদ-সালামের অভিনন্দনে সিক্ত করেছেন। ফিরিস্ড়রাও দরূদ সালাম প্রেরণ করছেন। প্রত্যেক মু'মিনকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁদের প্রতি দরূদ-সালামের তোহফা প্রেরণ করতে। নবীর পরিবার মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ড় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, তাঁর (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) স্ত্রীদেরকে মু'মিনের মা ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর বংশধরগণকে হেদায়তের আলোকবর্তিকা, পথপ্রদর্শক ও নূহ্ (আ.)-এর নৌকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁরা জ্ঞানে-গুণে, সম্মান-মার্যাদায় অতুলনীয়। তাঁদের সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশে-ষণ হলো অত্র **আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম** গ্রন্থ খানি।

আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর গুর“ত্ব ও ফযীলত বিবেচনা করে গবেষণা ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন অত্র গ্রন্থটি প্রকাশ করার এক যুগান্ড়কারী সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেছেন।
গ্রন্থে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত ও দলীল-প্রমাণ খুবই নির্ভরযোগ্য। গ্রন্থটির উপস্থাপনা দেখে এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ‘আলিয়া ষোলশহর, চট্টগ্রামের সম্মানিত শায়খুল হাদীস এবং ও. এ. সি. বাংলাদেশের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান হযরতুল ‘আল-ামা মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী (ম.জি.আ.) সন্ড়্রষ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর গুর“ত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অত্র প্রকাশানায় মুদ্রণ প্রমাদও থাকা অস্বাভাবিক নয়। আশা করি কোন ভুল-ভ্রান্ড়ি নযরে আসার পর আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশা-আল-াহ।
আল-াহ তা‘আলা আমাদের প্রাণের নবী ও তাঁর আহলে বায়তের প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসা কবুল কর“ন আমিন। বিহুরমতি সাইয়িদিল মুরসালীন সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম।

মোহাম্মদ নূর“ন্নবী
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ خَلْقِهٖ وَ اَفْضَلُ رُسُلِهٖ مُحَمَّدٍ ، اَلْمَبْعُوْثُ لِلنَّاسِ كَافَّةً بِالْهُدٰى ، وَ الرَّحْمَةُ ، وَ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ، لِمَنْ اٰمَنَ بِهٖ ، وَ أَحَبَّهٗ وَ اتَّبِعَ سَبِيْلَهٗ ، ﷺ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ ، وَاَزْوَاجِهٖ ، وَذُرِّيَّتِهٖ ، وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ ، وَ مَنْ تَبِعَهٗ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اَمَّا بَعْدُ !

আল-াহ তা‘আলা যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যিনি সৃষ্টি জগতের প্রাণস্পন্দন, কর“ণার আধার, দয়ার নবী, মায়ার নবী, শাফা‘আতের কান্ডারী, খাতামুন্নবীয়্যীন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল আম্বিয়া, মা‘ওয়ানা, মালজানা সৈয়্যদুনা মুহাম্মদ ইবন ‘আবদুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম। তিনি যেমন অতি প্রশংসনীয়, উন্নত চরিত্রের অধিকারী ঠিক তেমনি আল-াহর প্রশংসা তাঁর মুখে অতুলনীয়। তিনিই একমাত্র মহান ব্যক্তিত্ব যিনি পৃথিবীর বুকে একটি অনন্য মডেল সমাজ কাঠামো, রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠিত করে মানুষের মৌলিক অধিকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, ভ্রাতৃবোধ, মানবতাবোধ জাগ্রত করেছেন, মানুষের পরিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করেছেন। নিজেই একটি অনন্য সুন্দর পরিবারের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। সে

পরিবার আহলে বায়তের প্রশংসায় স্বয়ং আল-াহ তা‘আলা আল-কুরআনে অসংখ্য আয়াত করীমা অবতীর্ণ করেছেন। সূরা আহযাবের ৩৩ নং তাত্বহীরের (পবিত্রতার) আয়াত, সূরা আলে ‘ইমরানের ২১ নং মুবাহেলার (চ্যালেঞ্জের) আয়াত, সূরা শূরা’র ২৩ নং মুয়াদ্দাত (ভালবাসার) আয়াত, সূরা আহযাবের ২৬ নং দরূদ (দরূদের) আয়াত, সূরা আস-সাফ্‌ফাতের ১৩০ নং সালামের (নবীর প্রতি শান্ড়ি বর্ষণের) আয়াত, সূরা আস-সাফ্‌ফাতের ২৪ নং সাওয়াল (প্রার্থনার) আয়াত, সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং ই‘তিসাম (আহলে বায়তকে আকড়ে ধরার) আয়াত, সূরা নিসার ৫৪ নং ফদ্বল (অনুগ্রহের) আয়াত, সূরা আনফালের ৩৩ নং আমানের (নিরাপত্তার) আয়াত, সূরা ত্বা-হার ৮২ নং হেদায়াতের (সত্য পথের সন্ধানের) আয়াত, সূরা আদ্ব-দ্বুহার ৫ নং রিদ্বা (সন্ড়েষ্টির) আয়াত, সূরা দাহরের ৮ নং মুহাব্বতের (ভালবাসার) আয়াত, সূরা আর-রহমানের ১৯-২২ নং মনযিলাতের (হযরত ফাতিমা (রা.)-এর মাধ্যমে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধারা প্রবাহিত) আয়াত, সূরা কাউসারের ১ নং নাসিবার (হযরত ফাতিমা (রা.)-এর মাধ্যমে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বংশধারা প্রবাহিত) আয়াত, সূরা রা‘দের ২৮ নং যিকিরের (হযরত ফাতিমা (রা.)সহ আহলে বায়তের স্মরণ মানে আল-াহর স্মরণ) আয়াত, সূরা হাজরের ৪৭ নং রিফাকতের (আহলে বায়তের চরিত্রের প্রশংসা) আয়াত, সূরা ফাতিহার ৫ নং সিরাতের (আহলে বায়ত হেদায়তের আলোকবর্তিকা) আয়াত এবং সূরা নূরের ৩৫ নং নূরের (হযরত ফাতিমা (রা.)-এর মাধ্যমে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র নূরানী বংশধারা প্রবাহিত) আয়াত প্রভৃতিতে নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ড় তাফসীর অনুযায়ী আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বিভিন্ন গুণ, ফযীলত, মাহাত্ম ও প্রশংসা করা হয়েছে। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম স্বয়ং আহলে বায়তের প্রশংসায় অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর জামি‘ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আল-কুরআন ও আহলে বায়তকে আঁকড়ে ধরার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যেমনটি তিনি বলেছেন, “আমি তোমাদের মাঝে দু’টি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি আল-াহর কিতাব, তথায় হেদায়ত ও নূর রয়েছে। সুতরাং আল-াহর কিতাব আঁকড়ে ধর এবং গ্রহণ কর। তিনি আল-াহর কিতাব বিষয়ে অনেক প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। অত:পর বলেন, আমার আহলে বায়ত। আমার আহলে বায়ত সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আল-াহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি”। একথা তিনি বার বার বললেন।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

يَآاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیۡ تَرَکۡتُ فِيۡکُمۡ مَنۡ اِنۡ اَخَذۡتُمۡ بِهٖ لَنۡ تَضِلُّوۡا کِتَابَ اللّٰهِ عِتۡرَتِیۡ اَهۡلُ بَيۡتِیۡ -

“ওহে লোকসকল ! আমি তোমাদের মাঝে এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আল-াহর কিতাব আল-কুরআন, এবং আমার বংশধর, পরিবার-পরিজন”।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর নসব তথা বংশ সম্ভ্রান্ড়, উচ্চ পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বংশ, প্রত্যেক নবী আপন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ বংশে প্রেরিত হয়েছেন, স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন “আমি বণি আদমের উত্তম বংশে প্রেরিত হয়েছি”। (বুখারী শরীফ) তাঁর বংশধরগণও পবিত্র। আল-াহ তা‘আলা আল-কুরআনে এরশাদ করেছেন, “নিশ্চয়ই হে আহলে বায়ত, আল-াহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্র বস্তু দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র করতে”। (সূরা আহযাব, আয়াত নং ৩৩) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর আহলে বায়ত তথা বংশধর পরিবার-পরিজনকে আল-াহ তা‘আলা সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। সুতরাং ঈমানদারেরও দায়িত্ব তাঁদেরকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া ও মুহাব্বত করা। আর কেনই বা নয় যেখানে স্বয়ং আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন, আপনি বলুন ওহে প্রিয় হাবিব ! আমি এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাই না। চাই শুধু আমার বংশধরদের প্রতি ভালবাসা”। (সূরা শুরা, আয়াত নং ২৩)। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আরও এরশাদ করেছেন “হে আমার বংশধরগণ আল-াহর কসম ! আল-াহর ওয়াস্ড়ে এবং আমার সাথে তোমাদের বংশ সম্পর্কের কারণে কেউ তোমাদেরকে মুহাব্বত না করলে তাঁর অন্ড়রে ঈমান প্রবেশ করবে না”। (জামি‘ তিরমিযী)। ইমাম শাফি‘য়ী (রহ.) কতই না সুন্দর বলেছেন।

“আহলে বায়তে রাসূল ফরয তোমাদের ভালবাসা
নাযিলকৃত কুরআন মাঝে তাইতো লেখা
তোমাদের প্রতি সম্মান শেষ হবার নয়
তোমাদের প্রতি দরূদ ছাড়া নামায নাহি হয়”।

আর এই আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে মুহাব্বত করা ভালবাসা এক বছরের ইবাদাতের চেয়ে উত্তম। আর যাঁরা তাঁদের ভালবাসার উপর মৃত্যুবরণ করবেন তাঁরা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর যাঁরা তাঁদেরকে কষ্ট দেয় তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পরবে না। আর যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসবে সে ক্ষমা প্রাপ্ত হিসেবে প্রকৃত মু’মিন হিসেবে এবং

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদার উপর ইনতিকাল করবেন। আর যে বিশুদ্ধ 'আক্বীদার উপর ইনতিকাল করবেন তিনি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। সাধারণত **আহলে বায়ত** বলতে ঘরের অধিবাসীদেরকে বুঝানো হয়। আবার কখনো কখনো **আহল** বলতে মালিককে বুঝায়।

আহল ব্যবহৃত হয় সম্ভ্রান্ড় বংশের হলে, আর **আ-ল** ব্যবহৃত হয় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর হলে।

মূলত **আহল** এবং **আ-ল** সমার্থবোধক শব্দ।

আর আ-লে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বলতে কারা উদ্দেশ্য তা নিয়ে মত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। আ-ল থেকে যদি আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম উদ্দেশ্য হয় তাহলে

হযরত 'আলী, মা ফাতিমা বতুল, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন (রা)সহ উম্মাহাতুল মূ'মিনীন তথা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পূতপবিত্র স্ত্রীগণকে বুঝাবে। এরাই হলেন ( ) আ-লে খাস তথা বিশেষ পরিবারবর্গ। অপর এক হাদীসে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম প্রত্যেক নেককার মূ'মিনকে নিজের আ-ল বলেছেন। এদেরকে ( ) আ-লে 'আম তথা সাধারণ পরিবারবর্গ অর্থাৎ নেককার ঈমানদারগণকে বুঝাবে। তাছাড়াও চার প্রকার আহলে বায়ত রয়েছে, যথা :

১. আহলে বায়তে খাস্সাহ : এখানে পবিত্র পঞ্জতন তথা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম, হযরত 'আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) উদ্দেশ্য।
২. আহলে বায়তে মাসকন : এখানে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পূতপবিত্র স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য।
৩. আহলে বায়তে নসব : এখানে বনু হাশিম উদ্দেশ্য।
৪ আহলে বায়তে শরফ : এখানে হযরত সালমান ফার্সী (রা.)সহ সমস্ড় সাহাবীগণ উদ্দেশ্য।

অত্র গ্রন্থে শুধুমাত্র এক ও দুই নম্বর ক্রমিকের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে ভালবাসা আমাদের নাজাতের উসিলা হবে। ইহকালে সুখ শান্ড়ি ও পরকালিন মুক্তি সুনিশ্চিত হবে। মূলত তাঁরা এমনই ফযীলত ও মাহাত্মের অধিকারী তাঁদের সে সব মর্যাদা ফযীলত বর্ণনা করা মোটেও সম্ভব নয়। এর পরেও আশিকের (প্রেমিকের) কাজ হলো প্রেমাস্পদের স্মরণ-যিকির করে যাওয়া। যা অন্ড়রের প্রশান্ড়ি চোখের

শীতলতা বৃদ্ধি করে, ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত করে। ইসলামের হাকীকত ও মৌলিকত্ব রক্ষায় তাঁদের অবদান, ত্যাগ-তীতিক্ষা অপরিসীম। পৃথিবীর ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে তাঁদের অবদান লিখিত আছে। তাঁদের ত্যাগ আমাদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক।

অত্র গ্রন্থ রচনায় কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ ছাড়াও পীর খিদ্বির হোসাইন চিশতীর আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম (লাহোর : নূরীয়া রদ্বভিয়া পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশিত) ‘আল-ামা ইউসুফ ইবন ইসমা‘ঈল আন নাব্হানীর আশ-শরফুল মু’আব্বাদ লি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম, (মিসর থেকে প্রকাশিত) ইবন হাজর হায়সামী মক্কীর আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, (১৯৭৬ খৃ. সালে মুলতান মজীদীয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত) ‘আল-ামা শিবলঞ্জীর নূর“ল আবচার ফী মানাক্বিবি আ-লে বায়তিন নবীয়্যীল মুখতার, (১৯৬৩ খৃ. সালে মিসর থেকে প্রকাশিত) শায়খ মুহাম্মদ ইবন আস-সাব্বানের ইস‘আফুর রাগিবীন ‘আলা হামিশি নূর“ল আবচার, ‘আবদুর রহমান সাফুরীর নুযহাতুল মাজালিস, (কায়রো থেকে প্রকাশিত) ইমাম হাকিম নিশাপুরীর মুসতাদারক, (বৈর“ত, দার“ল কুতুব আল-‘ইলমিয়া কর্তৃক প্রকাশিত) ইবন জরীর ত্বাবারীর তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ইবনুল আসীরের আল-কামেল ফিত তারীখ, ‘আল-ামা শফি’ উকাড়ভী-এর শামে কারবালা (বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান), ইমামে পাক আওর ইয়াজিদ পলীদ প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া যাদের গ্রন্থ থেকে তথ্য-উপাথ্য গ্রহণ করা হয়েছে তাদের সকলের নিকট আমি ঋণী।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমার প্রিয় বন্ধু ড. সা‘ঈদ আহমদ সাইফ আত-তুনাইজী (Dr. Saeed Ahmed Saif Al-Tuniji, Col. Piolt, Manager- Dept. of Naturalization, Sharjah, U.A.E.)-এর প্রতি যিনি আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। আরো কৃতজ্ঞা জ্ঞাপন করছি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রশিদ, ড. মুহাম্মদ জাফর উল-াহ, হাটহাজারী জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ হযরত ‘আল-ামা আলহাজ্ব সৈয়দ হোসাইন, জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া ‘আলিয়ার শায়খুল হাদীস এবং ও. এ. সি. বাংলাদেশের সভাপতি, হযরতুল ‘আল-ামা হাফেয মোহাম্মদ সোলায়মান আনসারী ও বিখ্যাত ফকীহ হযরতুল ‘আল-ামা মুফতী মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ এবং রাঙ্গুনীয়া রাহাতীয়া নূরীয়া নকশবন্দীয়া আশরাফীয়া দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন পীরে ত্বরীক্বত হযরতুল ‘আল-ামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ওবাইদুল মোস্তফা ন‘ঈমী ও রাঙ্গুনীয়া নুর“ল উলুম ফাযিল ডিগ্রি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হযরতুল ‘আল-ামা

মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন তৈয়বী এবং আমার সকল সম্মানিত আসাতাযায়ে কেরামের প্রতি যাঁদের স্নেহ ও আন্তরিক দু‘আ আমার পথের দিশারী। পাঠক যদি বইটি অধ্যায়ন করে আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সম্পর্কে সামান্য পরিমাণও অবগত হয়। তাঁদের প্রতি ভালবাসায় আপ-ুত হয় সেটাই আমার পরম পাওনা, নাজাতের উসিলা।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশিষ্ট দানবীর, শিল্পপতি, শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সেবক, SONNET TEXTILE INDUSTRIES LTD. ও SONNET FASHIONS LTD. এর পরিচালক জনাব গাজী মুহাম্মদ শহিদুল-াহকে যিনি তার পিতা-মাতার মাগফিরাত ও হায়াত দারাজীর জন্য অত্র বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করেছেন। আল-াহ আমাদের সকলের সহযোগিতা কবুল কর“ন। আমীন

وَصَلَّى اللّٰهُ وَ سَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

তারিখ
৯ রজব ১৪৩৬ হি.
সোমবার

নিবেদক
আহ্‌কার
ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম
নিয়ামত আলী ম্যানসন # হেদায়াত আলীর বাড়ী
নাঙ্গলমোড়া # হাটহাজারী # চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

আহল ও আ-ল শব্দের তাত্ত্বিক বিশে-ষণ :

কুরআন মাজীদে ‘আ-লু’ (آلُ) শব্দটি মহান আল-াহ ২২ বার[১] ‘আহল’ শব্দটি ৩৯ বার[২] এবং ‘আর-রাসূল’ শব্দটি ৪৫ বার[৩] এবং ‘রাসূল’ শব্দটি ৫২ বার[৪]

---

১. শায়খ ‘আবদুল ওয়াহীদ নূর আহমদ : আল-মু‘জামু মুফাহ্‌রাস লিকালিমাতিল কুরআনিল কারীম (রিয়াদ্ব : দার“স সালাম লিননশর ওয়াত তাওযী‘, ১ম সং ১৪২১ হি.) পৃ. ৭১; আল-কুরআনে আ-ল শব্দের ব্যবহার সূরা ও আয়াতের ক্রমিক নং যথাক্রমে : ২ : ৪৯, ২ : ৫০, ২ : ২৪৮, ৩ : ১১, ৪ : ৫৪, ৭ : ১৩০, ৭ : ১৪১, ৮ : ৫২, ৮ : ৫৪, ৮ : ৫৪, ১২ : ৬, ১৪ : ৬, ১৫ : ৫৯, ১৫ : ৬১, ১৯ : ৬, ২৭ : ৫৬, ২৮ : ৮, ৩৪ : ১৩, ৪০ : ২৮, ৪০ : ৪৬, ৫৪ : ৩৪, ৫৪ : ৪১।

২. শায়খ ‘আবদুল ওয়াহীদ নূর আহমদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২, আল-কুরআনে ‘আহল’ এর ব্যবহার, সূরা ও আয়াতের ক্রমিক নং যথাক্রমে- ২ : ১০৫, ২ : ১০৯, ৩ : ৬৯, ৩ : ৭২, ৩ : ৭৫, ৩ : ১১০, ৩ : ১১৩, ৩ : ১৯৯, ৪ : ১২৩, ৪ : ১৫৩, ৪ : ১৫৯, ৫ :

উলে-খ করেছেন। 'آلٌ' শব্দটি মূলত اَهْلٌ (আহলুন) ছিল। 'هَا' কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে 'أَأْلٌ' (আ'লুন) হলো। যখন দু'টি হামযা একত্রিত হলো তখন দ্বিতীয় হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। সুতরাং 'آلٌ' (আ-লু) শব্দটি গঠিত হলো।[৫]

ইব্‌ন মুঞ্জুর (রহ.) বলেন,[৬] آلُ الرَّجُلِ বলতে اَهْلُهٗ তার পরিবারকে বুঝায়, আর آلُ اللّٰهِ وَ آلُ رَسُوْلِهٖ বলতে اَوْلِيَاءُهٗ বুঝায় অর্থাৎ আল-াহর বন্ধু এবং তাঁরই

৪৭, ৫ : ৬৫, ৭ : ৯৬, ৭ : ৯৭, ৭ : ৯৮, ৯ : ১০১, ১১ : ৭৩, ১২ : ১০৯, ১৫ : ৬৭, ১৬ : ৪৩, ১৮ : ৭৭, ২০ : ৪০, ২১ : ৭, ২৮ : ১২, ২৮ : ৪৫, ২৯ : ৩১, ২৯ : ৩৪, ২৯ : ৪৬, ৩৩ : ২৬, ৩৩ : ৩৩, ৩৮ : ৬৪, ৫৭ : ২৯, ৫৯ : ২, ৫৯ : ৭, ৫৯ : ১১, ৭৪ : ৫৬, ৯৮ : ১, ৯৮ : ৬।

৩. শায়খ 'আবদুল ওয়াহীদ নূর আহমদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩, আল-কুরআনে 'আর-রাসূল' শব্দের ব্যবহার, সূরা ও আয়াতের ক্রমিক নং যথাক্রমে- ২ : ১৪৩, ২ : ১৪৩, ২ : ২১৪, ২ : ২৮৫, ৩ : ৫৩, ৩ : ৮৬, ৪ : ৪২, ৪ : ৫৯, ৪ : ৬১, ৪ : ৬৪, ৪ : ৮০, ৪ : ৮৩, ৪ : ১১৫, ৪ : ১৭০, ৫ : ৪১, ৫ : ৬৭, ৫ : ৮৩, ৫ : ৯২, ৫ : ৯৯, ৫ : ১০৪, ৭ : ১৫৭, ৯ : ১৩, ৯ : ৮৮, ৯ : ৯৯, ১২ : ৫০, ২০ : ৯৬, ২২ : ৭৮, ২৪ : ৫৪, ২৪ : ৫৪, ২৪ : ৫৬, ২৪ : ৬৩, ২৫ : ৭, ২৫ : ২৭, ২৫ : ৩০, ২৯ : ১৮, ৪৭ : ৩২, ৪৭ : ৩৩, ৪৮ : ১২, ৫৮ : ৮, ৫৮ : ৯, ৫৮ : ১২, ৫৯ : ৭, ৬০ : ১, ৬৪ : ১২, ৭৩ : ১৬।

৪. শায়খ 'আবদুল ওয়াহীদ নূর আহমদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪, আল-কুরআনে 'রাসূল' শব্দের ব্যবহার, সূরা ও আয়াতের ক্রমিক নং যথাক্রমে- ২ : ৮৭, ২ : ১০১, ৩ : ৮১, ৩ : ১৪৪, ৪ : ৬৪, ৪ : ১৫৭, ৪ : ১৭১, ৫ : ৭০, ৫ : ৭৫, ৭ : ৬১, ৭ : ৬৭, ৭ : ১০৪, ৭ : ১৫৮, ৯ : ৬১, ৯ : ৮১, ৯ : ১২০, ৯ : ১২৮, ১০ : ৪৭, ১৪ : ৪, ১৫ : ১১, ১৬ : ১১৩, ১৯ : ১৯, ২১ : ২৫, ২২ : ৫২, ২৬ : ১৬, ২৬ : ১০৭, ২৬ : ১২৫, ২৬ : ১৪৩, ২৬ : ১৬২, ২৬ : ১৭৮, ৩৩ : ২১, ৩৩ : ৪০, ৩৩ : ৫৩, ৩৬ : ৩০, ৪৩ : ৪৬, ৪৪ : ১৩, ৪৪ : ১৭, ৪৪ : ১৮, ৪৮ : ২৯, ৪৯ : ৩, ৪৯ : ৭, ৫১ : ৫২, ৬১ : ৫, ৬১ : ৬, ৬৩ : ৫, ৬৩ : ৭, ৬৯ : ১০, ৬৯ : ৪০, ৭২ : ২৭, ৮১ : ১৯, ৯১ : ১৩, ৯৮ : ২।

৫. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম (লাহোর : নূরীয়া রদ্বভীয়া পাবলিকেশন,) খ. ১, পৃ. ৪৭।

৬. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭, সূত্র : ইব্‌ন মঞ্জুর : লিসানুল 'আরব।

রাসূলের বন্ধু। আর أَهْلُ الرَّجُلِ বলতে عَشِيرَتُهُ وَ ذُوُو قُرْبَاهُ অর্থাৎ লোকটির পরিবার বলতে তাঁর পরিবারবর্গ ও রক্তসম্পর্কীয় নিকটতম আত্মীয়কে বুঝায়।[৭]

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন,[৮] 'আ-ল' অর্থ : পরিবার, গোত্রীয় লোকজন, বংশ ইত্যাদি। আর 'আহল' এর অর্থ বর্ণনায় ড. মুহাম্মদ মুস্ড়াফিজুর রহমান বলেন, [৯] স্ত্রী, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, অধিবাসী, বাসীন্দা, জনগণ, অধিকারী, যোগ্য, দক্ষ ও অনুসারী ইত্যাদি।

শব্দ আ-ল এবং আহলের মধ্যে সুক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান আছে বলে অভিধানবেত্তাগণ মনে করেন। 'আ-ল' শব্দটি অধিকতর নির্দিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ড় স্ড়রের বেলায় প্রযোজ্য আর 'আহল' শব্দটি তুলনা মূলক ব্যাপক অর্থবোধক।[১০] আল-মুনজিদ গ্রন্থকারও তাই মনে করেন।

'আর-রাসূল' আলিফ লামযুক্ত নির্দিষ্ট বাচক বিশেষ্য, যার অর্থ হলো-(সম্মানিত রাসূল) বার্তাবাহক।[১১] আল-াহ তা'আলার প্রেরিত মহাপুর ুষ।

ড. মুহাম্মদ মুস্ড়াফিজুর রহমান বলেন,[১২] রাসূল অর্থ- দূত, বার্তা বাহক, প্রতিনিধি, রাসূল ও ফিরিস্ড়া ইত্যাদি।

মুফতী সৈয়্যদ 'আমীমুল ইহসান বলেন,[১৩]

فِى الشَّرْعِ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْاَحْكَامِ

শরী'য়াতের দৃষ্টিতে এমন একজন সম্মানিত মহামানব যাঁকে আল-াহ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন হুকুম-আহকাম পৌঁছিয়ে দেবার জন্য।

---

৭. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭, সূত্র : ইব্‌ন মঞ্জুর : প্রাগুক্ত, খ. ১১।

৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, (ঢাকা : রিয়াদ্ব প্রকাশনী, ৭ম সং, ২০১০ খৃ.) পৃ. ১৪৪।

৯. ড. মুহাম্মদ মুস্ড়াফিজুর রহমান : আল-মুনীর (আরবী-বাংলা অভিধান) দার ল হিকমাহ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৩৬।

১০. 'আল-ামা মুফতী ক্বাজী মুহাম্মদ 'আবদুল ওয়াজেদঃ সৈয়্যদা ফাতেমা বতুল বিনতে রাসূল, পৃ. ১৭৭, সূত্র : ইব্‌ন মঞ্জুর : প্রাগুক্ত।

১১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৯।

১২. ড. মুহাম্মদ মুস্ড়াফিজুর রহমান : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪।

১৩. মুফতী সৈয়্যদ 'আমীমুল ইহসান : কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ, (ইউ.পি : দার ল কিতাব, দেউবন্দ, ১৯৯১, খৃ.) পৃ. ৩০৭।

সুতরাং **‘আ-লুর রাসূল’** বলতে আল-াহ তা‘আলা কর্তৃক সৃষ্টি জগতের প্রতি প্রেরিত মহাপুর ষ হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পূতপবিত্র স্ত্রীসহ সন্‍ড়ান-সন্‍ড়তিকে বুঝায়। মূলত আ-লে বায়তে রাসূল এবং আহলে বায়তে রাসূল সমার্থবোধক। অর্থাৎ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পরিবারবর্গকে বুঝায়।

আ-লে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর মর্যাদা :

আল-াহ তা‘আলার প্রিয় হাবীব, নূরে মুজাস্‌সাম, রহমতে দু‘আলম, হুযুর পূর নূর হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র স্ত্রীসহ সন্‍ড়ান-সন্‍ড়তির মাহাত্ম ও মর্যাদা অপরিসীম, যাঁদের শান-মান ও শওকত সম্পর্কে মহান আল-াহ আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা দিয়েছেন। স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামও তাঁদের সম্পর্কে অনেক উঁচু স্ড়রের বিবৃতি দিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ বিশেষত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ‘আক্বীদায় বিশ্বাসী ইসলামী চিন্‍ড়াবিদগণ ইফরাত-তাফরীতের মাঝামাঝী ধ্যান-ধারনার বিবরণ দিয়েছেন অতি সাবলিল ভাষায়।

আল-াহ তা‘আলার ভাষায় আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম :

রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পূতপবিত্র স্ত্রীগণ, হযরত ‘আলী (রা.), মা-ফাতিমা এবং ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) ও তাঁদের বংশধরই হলেন আ-লে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম।[১৪]

ইমাম ‘আলাউদ্দীন ‘আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-বাগদাদী যিনি ‘আল-ামা খাযিন হিসেবে প্রসিদ্ধ তিনি বলেন, উম্মুল মু‘মিনীন হযরত ‘আয়িশা সিদ্দীক্বা (রা.)

---

[১৪]. ইমাম খাযিন : তাফসীর- খ. ৩, পৃ. ৪৯৯ (সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।) ; সৈয়্যদ মুহাম্মদ আলূসী : রূহুল মা‘আনী, খ. ১১, পৃ. ৫০৩-৫০৪; ইসমা‘ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান, (বৈর ত দার ল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ২য় সং, ২০০৯ খৃ.) খ. ৭, পৃ. ১৭৩।

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সকালবেলা তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তাঁর গায়ে ছিল ডোরাকাটা কালো রঙের চাদর। এর পর সৈয়্যদাতুনা ফাতিমা (রা.) তাঁর খেদমতে আসলেন, তাঁকে (রা.) তিনি চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন, অতঃপর ইমাম হাসান (রা.) আসলেন, তাঁকেও তিনি চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন, অতঃপর ইমাম হোসাইন (রা.) আসলেন, তাঁকে তিনি চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতে করীমা তেলাওয়াত করলেন-

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

"আল-াহ তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন"।[১৫]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন,[১৬] এ আয়াতে করীমা আমার ঘরে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন আমি ঘরের দরজায় বসা ছিলাম, তখন আমি আরয করলাম ওহে আল-াহর রাসূল ! আমি কি আপনার পরিবারের সদস্যভুক্ত নই ? নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম উত্তর দিলেন, নিশ্চয় তুমি কল্যাণের উপরই আছ, তুমি নবীর স্ত্রীদের মধ্যে একজন হও।

উম্মে সালমা (রা.) আরো বলেন, ঘরের মধ্যে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ছাড়াও হযরত 'আলী, মা ফাতিমা, ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁদের উপর চাদর ঢেলে দিলেন এবং বললেন,

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا -

---

[১৫]. আ'লা হযরত, শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী : কানযুল ঈমান, সৈয়্যদ মুহাম্মদ ন'ঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : খাযাইনুল 'ইরফান, বঙ্গানুবাদ : আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, (প্রকাশনায় : গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপে- ক্স, চট্টগ্রাম- ১ম সং, ১৯৯৫ খৃ.) পৃ. ৭৬১, সূরা আহযাব, আয়াত নং ৩৩।

[১৬]. ইমাম খাযিন : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪৯; ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : তাফসীরে দূররে মনসূর, খ. ৫, পৃ. ১৯৮, (সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াত দ্র.) ইমাম তিরমিযী : জামি' সহীহ, হাদীস নং ৩২০৫, ৩৭৮৭।

“ওহে আল-াহ ! এরাই আমার পরিবারভুক্ত, আপনি তাঁদের থেকে অপবিত্রতা দূরিভূত করে দিন এবং তাঁদেরকে খুবই পরিচ্ছন্ন করে দিন” ।

আল-ামা ইব্ন হাজ্বর মক্কী বর্ণনা করেন,[১৭] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ঐ সব পবিত্র আত্মা (হযরত ‘আলী, মা ফাতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.)-এর উপর নিজের পবিত্র চাদর মুবারক ঢেলে দিলেন এবং পবিত্র হাত মুবারক তাঁদের উপর রেখে বললেন,

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ آلُ مُحَمَّدٍ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ اِنَّکَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ۔

ওহে আল-াহ ! এরাই মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পরিবার। সুতরাং মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পরিবারের উপর আপনার রহমত ও বরকত নাযিল কর―ন। অতএব আপনি মহান প্রশংসিত ও শ্রেষ্ঠ বুযূর্গ।

উক্ত আয়াত দ্বারা কারা উদ্দেশ্য :[১৮]

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদুরী (রা.)সহ অধিকাংশ সাহাবী এবং বিশিষ্ট তাবি‘য়ী হযরত মুজাহিদ (রহ.), হযরত কাতাদা (রা.)সহ অধিকাংশ কুরআন ভাষ্যকারগণের অভিমত হলো উক্ত পবিত্রতার আয়াত দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম, হযরত আলী, মা ফাতিমা, ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন (রা.)ই উদ্দেশ্য।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ‘আবদুল-াহ ইব্ন আব্বাস (রা.)সহ কিছু সাহাবী মনে করেন উক্ত পবিত্রতার আয়াত দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর স্ত্রীগণ তথা উম্মুহাতুল মু’মিনীনই উদ্দেশ্য।

ইমাম সা‘বী বলেন, উক্ত আয়াত দ্বারা হাশিম গোত্রই উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ বলেন, বনু ‘আব্বাস, বনু ‘আক্বীলসহ যাঁদের উপর সাদক্বা হারাম তাঁরাই উদ্দেশ্য।

---

১৭. ইব্ন হাজর মক্কী : আস-সাওয়াইকুল মুহ্রিকা, (মুলতান থেকে প্রকাশিত) পৃ. ১৪৪; সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী : রূহুল মা‘আনী, খ. ১১, পৃ. ৫০১-৫০২।

১৮. ‘আল-ামা ইউসুফ নাব্হানী : শরফুল মুআব্বাদ লি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম; সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী : রূহুল মা‘আনী, খ. ১১, পৃ. ৫০২।

অতএব বলা যায় উক্ত আয়াতে করীমার মূখ্য উদ্দেশ্য হলো- নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম উম্মুহাতুল মু’মিনীন, মাওলা ‘আলী শেরে খোদা, সৈয়্যদা ফাতিমা যুহরা বতুল, হাসান মুজতাবা, হোসাইন শহীদে কারবালা রাদ্বি আল-াহু তা’আলা ‘আনহুম।

রিজসুন ও তাত্বহীরা এর অর্থ :

‘রিজসুন’ (اَلرِّجْسَ) অর্থ[১৯] ময়লা, পঙ্কিলতা, নোংরা কাজ, খারাপ কাজ, নিষিদ্ধতা ও শাস্ড়ি ইত্যাদি।

ইমাম যুহরী বলেন,[২০] - اَلرِّجْسَ اِسْمٌ لِكُلِّ مُسْتَقْذِرٍ مِّنْ عَمَلٍ وَّ غَيْرِهٖ

প্রত্যেক অপছন্দনীয় বস্তু যা আমল হউক অথবা অন্য বিষয় হউক অধিকাংশ ইসলামী চিন্ড়াবিদ এর দ্বারা গুনাহ উদ্দেশ্য করেছেন। ইমাম সুদ্দী এর দ্বারা চারিত্রিক দোষ-ত্র“টি এবং আক্বীদাগত ভ্রান্ড় বিশ্বাস উদ্দেশ্য করেছেন।

ইমাম যুজাজ বলেন, এর দ্বারা ফিস্ক্ব-অশ-ীলতা উদ্দেশ্য।

ইমাম হাসান বসরী বলেন, এর দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা সন্দেহ, কৃপণতা, লোভ-লালসা, কুপ্রবৃত্তি, বিদ‘আত, ত্র“টি-বিচ্ছুতি ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আমি এবং আমার আহলে বায়ত গুনাহ থেকে পূতপবিত্র।[২১]

আর তাত্বহীর শব্দটি বাবে তাফ‘য়ীল-এর ক্রিয়ামূল, যাতে প্রাচুর্যতা বিদ্যমান, অর্থ হবে খুব পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, ইত্যাদি।

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন,[২২] তাত্বহীর অর্থ পরিষ্করণ, পবিত্রকরণ, পরিশুদ্ধকরণ, শোধন ইত্যাদি।

---

[১৯]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।

[২০]. ‘আল-ামা ইউসুফ নাব্হানী : প্রাগুক্ত, সূত্র পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম, খ. ১, পৃ. ৫২; সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী : রূহুল মা‘আনী, (কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তাওফিকীয়্যাহ, ২০০৮ খৃ.) খ. ১১, পৃ. ৫০০, সূরা আহ্যাবের ৩৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.)

[২১]. ইমাম তাবরানী : মু‘জামুল কবীর, হাদীস নং ২৬৭৪, ১২৬০৪; ইমাম বায়হাক্বী : দালাইলুল নবুয়্যত, খ. ১, পৃ. ১৭০-১৭১।

ইসমা‘ঈল হক্বী বলেন,[২৩] تَطْهِيْرًا اى بَلِيْغًا
অর্থাৎ খুব উন্নত পর্যায়ের পবিত্রতা। সর্বশেষ স্ড়রের পরিচ্ছন্নতা।

আল-াহ তা‘আলার ভাষায় আ-লে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর গুণাবলী :

প্রথমত : উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর স্ত্রীগণ, হযরত ‘আলী, মা ফাতিমা, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন (রা.) সমস্ড় পাপ, সন্দেহ, লোভ-লালসা কৃপণতা, কুপ্রবৃত্তি, শিরক ও বিদা‘আত থেকে পূতপবিত্র। সর্বোপরি তাঁরা সুন্দর চরিত্রের এবং গুণাবলীর অধিকারী।

দ্বিতীয়ত : আল-াহ তা‘আলার বাণী :

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَ نَا وَاَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَاَنْفُسَنَا
وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ـ

‘অতঃপর হে মাহবুব ! যে ব্যক্তি আপনার সাথে ‘ঈসা (আ.) সম্পর্কে বিতর্ক করে এর পরে যে, আপনার নিকট জ্ঞান (ওহী) এসেছে, তবে তাদেরকে বলেদিন, এসো আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমরা তোমাদের পুত্রদেরকে এবং আমরা আমাদের নারীদেরকে ও তোমরা তোমাদের নারীদেরকে ! অতঃপর ‘মুবাহালাহ’ করি। অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের বির“দ্ধে, নিজ নিজ দাবীতে যদি মিথ্যা হয় তবে আল-াহর অভিশম্পাত কামনা করি’।[২৪]

উক্ত আয়াতের শানে নুযুল :[২৫]

নজরানবাসীদের একটি দল নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট আগমন করল, এবং তাঁকে বলল, আপনি কি ধারণা

---

২২. আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান, পৃ. ২৯১।
২৩. ইসমা‘ঈল হক্বী : রূহুল বয়ান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৭২।
২৪. আ’লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১, সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৬১।
২৫. আ’লা হযরত : কানযুল ঈমান ; সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান, বঙ্গানুবাদ : পৃ. ১২১, টীকা নং ১১৫ দ্র.।

করছেন যে, হযরত 'ঈসা (আ.) আল-াহর বান্দা ? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ, তিনি আল-াহর বান্দা, তাঁর রাসূল এবং তাঁর কলেমা, যা সতী-সাধ্বী, কুমারী রমনী হযরত মারইয়াম (আ.)-এর প্রতি ফিরিশতার মাধ্যমে ফুৎকার করানো হয়েছে। খৃষ্টানরা এ কথা শুনে খুব ক্ষুব্ধ হলো আর বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আপনি কখনো পিতাবিহীন মানুষ দেখেছেন ? এ থেকে তাদের উদ্দেশ্যে এ ছিলো যে, তিনি 'ঈসা (আ.) আল-াহর পুত্র"। (আল-াহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি)-এ কথা খন্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর একথা বলা হয়েছে যে, হযরত 'ঈসা (আ.) শুধু পিতা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছেন। আর হযরত আদম হযরত আদম (আ.) মাতা ও পিতা বিহীন উভয় ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছেন। সুতরাং তাঁকে যখন আল-াহর সৃষ্টি ও বান্দা বলে মেনে নিচ্ছো, তখন হযরত 'ঈসা (আ.) কে আল-াহর সৃষ্টি ও বান্দা বলে মানতে আশ্চর্যের কি আছে।

এ আয়াতের ফলাফল :[২৬]

এ আয়াত শরীফ যখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম নজরানবাসী খৃষ্টানদেরকে পাঠ করে শুনালেন এবং 'মুবাহালার' দাও'য়াত দিলেন, তখন তারা বলতে লাগলো, 'আমরা চিন্ড়ভাবনা ও পরামর্শ করে নিই। আগামীকাল আপনাকে জবাব দেবো'। যখন তারা একত্রিত হলো তখন তারা তাদের সর্বপেক্ষা বড় আলেম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি 'আকিব' কে বললো, "ওহে আবদুল মসীহ! আপনার অভিমত কি ?" সে বললো, "হে খৃষ্টানদের দল ! তোমরা চিনতে পেরেছো যে, মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তো অবশ্যই প্রেরিত রাসূল। যদি তোমরা তাঁর সাথে 'মুবাহালা' করো তবে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন যদি খৃষ্টান ধর্মের উপর টিকে থাকতে চাও তবে তারঁ সাথে 'মুবাহালা' ছাড়ো এবং ঘরে ফিরে চলো।
এ সিদ্ধান্ড় গৃহীত হওয়ার পর তারা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে হাযির হলো। অতঃপর তারা দেখতে

---

২৬. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১, টীকা নং ১১৬ ; ইসমা'ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান, খ. ২, পৃ. ৪৬, সূরা আলে ইমরানের ৬১ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্ঠব্য।

পেলো যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বরকতময় কোলেতে হযরত ইমাম হোসাইন রয়েছেন। বরকতময় হাতে হযরত হযরত ইমাম হাসানের হাত এবং হযরত ফাতিমা ও হযরত ‘আলী (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পিছনে উপবিষ্ট। আর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁদেরকে বললেন, “যখন আমি দু‘আ করবো তখন তোমরা সবাই আমীন বলবে”।

নজরানের সবচেয়ে বড় পাদ্রী যখন এ সব হযরাতকে দেখলেন, তখন বলতে লাগলেন, “হে খৃষ্টান দল! আমি এমন কতগুলো চেহরা প্রত্যক্ষ করছি যে, যদি এসব ব্যক্তি আল-াহর দরবারে পাহাড়কে আপন স্থান থেকে সরানোর জন্য প্রার্থনা করেন তবে আল-াহ তা‘আলা পাহাড়কে আপন জায়গা থেকে সরিয়ে দেবেন। তাঁদের সাথে ‘মুবাহালা’ করো না। ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ড় পৃথিবীর বুকে কোন খৃষ্টান অবশিষ্ট থাকবে না’। এ কথা শুনে খৃষ্টানরা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর খেদমতে আরয করলো ‘মুবাহালায়’ আমাদের কারো সম্মতি নেই। শেষ পর্যন্ড় ‘জিয্য়া’ দিতে সম্মত হলো ‘মুবাহালায়’ রাজী হলো না। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, ‘ঐ পবিত্র সত্তার শপথ ! যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ নজরানবাসীদের উপর আযাব নিকটস্থ হয়ে এসেছিলো। যদি তারা ‘মুবাহালা’ করতো তবে তারা বানর ও শুকুরের আকৃতিতে বিকৃত হয়ে যেতো এবং জঙ্গলে আগুন প্রজ্জলিত হয়ে উঠতো। আর নাজরান ও সেখানে বসবাসকারী পাখী পর্যন্ড় নীসত-নাবুদ হয়ে যেতো এবং মাত্র এক বছরের মধ্যে সমস্ড় খৃষ্টান ধ্বংস হয়ে যেতো।

উলে-খ্য যে, এ মুবাহালার ঘটনা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হিজরতের ১০ম বছর সংঘটিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে ৬ষ্ঠ হিজরীতে আল-াহ রাসূলের কন্যা হযরত র"কাইয়া (রা.) ইনতিকাল করেন। ৮ম হিজরীতে হযরত যয়নব (রা.) এবং ৯ম হিজরীতে হযরত উম্মে কুলছুম (রা.) ইনতিকাল করেছেন। সে কারণে শুধু হযরত ফাতিমা (রা.) মুবাহালায় অংশ নিয়েছিলেন।[২৭]

[২৭]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩।

তৃতীয়ত : আল-াহ তা'আলার বাণী-[২৮]

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ـ

"ওহে মাহবুব ! আপনি বলুন, "আমি সেটার (রিসালতের প্রচার, উপদেশ দান ও সৎপথ প্রদর্শনের) জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। কিন্তু নিকটাত্মীয়তার ভালবাসা (যা তোমাদের উপর অপরিহার্য)"।

শানে নুযুল :

হযরত 'আবদুল-াহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করলেন, আর আনসার সাহাবীগণ দেখলেন যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ব্যয়ের খাত অনেক রয়েছে। অথচ সম্পদ বলতে কিছুই নেই। তখন তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করলেন, আর তাঁর (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম)-এর প্রতি কর্তব্যাদী ও তাঁর উপকারাদীর কথা স্মরণ করে তাঁর (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) খেদমতে পেশ করার জন্য বহু মাল সামগ্রী একত্রিত করলেন। সেগুলো নিয়ে তাঁর মহান দরবারে হাযির হলেন, আর আরয করলেন, "আপনার মাধ্যমে আমরা সঠিক পথ লাভ করেছি, পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আপনার ব্যয়ের খাত অনেক বেশী। এ জন্য আমরা খাদেমগণ আপনার মহান দরবারে মাল-সামগ্রীগুলো দান করার জন্য নিয়ে এসেছি। গ্রহণ করে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি কর‍ুন"। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) ঐ মালগুলো গ্রহণ না করে ফেরৎ দিলেন।

সুতরাং বুঝাগেল যে, "আমি নবী হিদায়ত ও পথ প্রদর্শনের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না। কিন্তু আত্মীয়তার প্রতি কর্তব্য পালন করাতো তোমাদের উপর অপরিহার্যই। তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রাখো, আমার নিকটাত্মীয়গণ তোমাদেরও আপনজন। তাঁদেরকে কষ্ট দিও না"।

---

[২৮]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৯, সূরা শূরা, আয়াত নং ২৬ ; ইসমা'ঈল হক্কী : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪৩ ; সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী : রূহুল মা'আনী, খ. ১২, পৃ. ৫৮৫।

নিকটাত্মীয় বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে :[২৯]

এ বিষয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

১. নিকটাত্মীয় বলতে হযরত ‘আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কে বুঝায়।
২. নিকটাত্মীয় বলতে, হযরত ‘আলী, হযরত ‘আকীল, হযরত জা‘ফর ও হযরত ‘আব্বাস (রা.)-এর বংশধরগণকে বুঝায়।
৩. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ঐ সমস্ড় নিকটাত্মীয় যাঁদের উপর সাদক্বা হারাম। আর তাঁরা হলেন, বনী হাশিম, বনী মুত্তালিবের নিষ্ঠাবান লোকেরা, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র স্ত্রীগণও ‘আহলে বায়তের’ সংজ্ঞার অন্ড়র্ভূক্ত।

   উলে-খ্য যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা দ্বীনের ফরয সমূহের মধ্যে অন্যতম।

ইমাম মহীউদ্দীন ইবনুল আরবি (রহ.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উলে-খ করেছেন, যখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবা কেরাম (রা.) আরয করেন, ওহে আল-াহর রাসূল ! আপনার ঐ সমস্ড় নিকটাত্মীয় কারা যাঁদের প্রতি আমাদের ভালবাসা ওয়াজিব ?

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম উত্তরে বলেন,[৩০]

قَالَ عَلِىٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ اَبْنَائُهُمَا -

“হযরত ‘আলী, মা ফতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন এবং তাঁদের উভয়ের বংশধরগণই হলো ভালবাসা ও আন্ড়রিকতা পাবার হক্বদার”।

সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী (রহ.) বলেন,[৩১]

حُبُّ اٰلِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ مِنْ اَعْظَمِ الْحَسَنَاتِ -

---

[২৯]. সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী : প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৫৮৫ ; আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৯-৮৭০।

[৩০]. তাফসীরে ইব্ন ‘আরবি খ. ২, পৃ. ৪৩৩ ; ইসমা‘ঈল হক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪৩ ; (উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.)

[৩১]. সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী : রূহুল মা‘আনী, খ. ১২, পৃ. ৫৮৫ - ৫৮৬।

'নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পরিবার-পরিজন ও বংশধরগণকে ভালবাসা শ্রেষ্ঠ আমল।

'আল-ামা খাযিন (রহ.) বলেন,[৩২]

اِرْقَبُوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِهٖ -

'হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে খুব সতর্ক আচরণ কর"। তাঁদের মাহাত্ম সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৩]

'যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর, পরিবার-পরিজনদের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যু বরণ করল সে শহীদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করল। জেনে রাখ ! যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর, পরিবার-পরিজনদের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যু বরণ করল, সে ক্ষমা প্রাপ্ত হিসেবে মৃত্যু বরণ করল। জেনে রাখ ! যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর, পরিবার-পরিজনদের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যু বরণ করল, সে তাওবাকারী হিসেবে মৃত্যু বরণ করল। জেনে রাখ ! যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর, পরিবার-পরিজনদের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যু বরণ করল, সে পরিপূর্ণ মু'মিন হিসেবে মৃত্যু বরণ করল। জেনে রাখ ! যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর, পরিবার-পরিজনদের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যু বরণ করল, তাঁকে মালাকুল মাউত বেহেস্তের সুসংবাদ প্রদান করেন। জেনে রাখ ! যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর, পরিবার-পরিজনদের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যু বরণ করল, তাঁর কবরকে দু'টি বেহেস্তের দিকে দরজা খুলে দেয়া হয়। জেনে রাখ ! যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর, পরিবার-পরিজনদের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যু বরণ করল, তাঁর কবরকে রহমতের ফিরিস্তারা যিয়ারত করে। জেনে রাখ ! যে

[৩২]. 'আল-ামা খাযিন : তাফসীরে খাযিন, খ. ৪, পৃ. ১০১, (উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.)
[৩৩]. ইসমা'ঈল হক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩৪৩।

ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর, পরিবার-পরিজনদের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যু বরণ করল, সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার উপর মৃত্যু বরণ করল।

আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর, পরিবার-পরিজনদের প্রতি হিংসা নিয়ে মৃত্যু বরণ করল সে ক্বিয়ামতের ময়দানে তার দু'চোখের মধ্যখানে أيس من رحمة الله (আল-াহর রহমত থেক বঞ্চিত) লিপিবদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হবে। জেনে রাখ ! যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর, পরিবার-পরিজনদের প্রতি হিংসা নিয়ে মৃত্যু বরণ করল, সে কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল। । জেনে রাখ ! যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর, পরিবার-পরিজনদের প্রতি হিংসা নিয়ে মৃত্যু বরণ করল, সে বেহেস্তের বাতাসও পাবে না"।

উলে-খ্য যে, যাঁর সম্পর্ক নবীর সাথে সর্বাধিক তাঁরাই আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম। এবার এ কথা সর্বজনবিদিত যে, 'আলী, ফাতিমা, হাসান, হোসাইন (রা.)-এর সম্পর্ক তাঁর সাথে সর্বাধিক। সুতরাং তাঁরাই আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) বলেন,[৩৪] فَوَجَبَ اَنْ يَّكُوْنُوْا هُمُ الْاٰلُ সুতরাং প্রমাণিত হলো তাঁরাই রাসূলের বংশধর পরিবার-পরিজন।

অতএব, বলা যায়, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর পরিবার-পরিজনদেরকে ভালবাসা ঈমানের আলামত। আর তাঁদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রাখা মুনাফিকের চিহ্ন।

চতুর্থত : আল-াহ তা'আলার বাণী -[৩৫]

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۔

---

[৩৪]. তাফসীরে কবীর, ২৭তম অংশ, পৃ. ১৬৬।

[৩৫]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৯, সূরা আহ্যাব, আয়াত নং ৫৬।

“নিশ্চয় আল-াহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ দরূদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)’র প্রতি, হে ঈমানদারগণ ! তাঁর প্রতি দরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো” ।

‘সালাত ও সালামের অর্থ :

‘সালাত’ অর্থ নামায, প্রার্থনা, দু‘আ, দরূদ, অনুগ্রহ, দয়া ও রহমত ইত্যাদি ।[৩৬] আল-কামুসুল মহীত্ব গ্রন্থকার বলেন,[৩৭]

اَلصَّلَاةُ ، اَلدُّعَاءُ ، والرَّحْمَةُ ، وَالْاِسْتِغْفَارُ ، وَ حُسْنُ الثَّنَاءُ ، مِنَ اللّٰهِ ، عَزَّ وَ جَلَّ ، عَلٰى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

সালাত-অর্থ, দু‘আ, রহমত-দয়া, ক্ষমা প্রার্থনা এবং রাসূলের প্রতি আল-াহ তা‘আলার গুণকীর্তন, স্তুতি, প্রশংসা, প্রভৃতি। অর্থাৎ ফিরিশতাদের সামনে আল-াহর প্রিয় হাবীবের সম্মানার্থে আল-াহর কর্তৃক প্রশংসা করা ।[৩৮]

আল-াহ কর্তৃক নবীর সম্মানার্থে দুনিয়াতে তাঁর স্মরণ সুউচ্চ করার জন্য তাঁর ধর্মকে প্রকাশ করার জন্য, তাঁর শরীয়তকে ক্বিয়ামত পর্যন্ড় অটুট রাখার জন্য এবং আখেরাতে তাঁর শাফা‘আত উম্মতের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উত্তম প্রতিদান প্রদানের জন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে তাঁর অগ্রগামীতা বিশেষ করে মাকামে মাহমূদ লাভ করা এবং সকলের উপর সাক্ষ্য প্রদানে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যে প্রশংসা ও গুণকীর্তন তা-ই হলো ‘সালাত’। এ সম্মান প্রদর্শন তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) বংশধর ও পরিবার-পরিজন সকলের জন্য প্রযোজ্য ।[৩৯]

‘সালাম’-অর্থ, বিভিন্ন অব্যয়যোগে এর বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় যেমন- ‘على’ ‘আলা অব্যয় যোগে অর্থ হবে, সালাম দেওয়া, অভিনন্দন জানানো। আর ‘من’ মিন যোগে অর্থ হবে সালামত অর্থাৎ নিরাপদ থাকা, মুক্ত থাকা, রক্ষা পাওয়া, সুস্থ থাকা, অক্ষত থাকা, অর্থাৎ সমস্ড় দোষ-ত্র“টি এবং

---

৩৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৩।

৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূব ফিরোজাবাদী : আল-কামুসুল মহীত্ব, (কায়রো : দার“ল হাদীস, ২০০৮ খৃ.) পৃ. ৯৪৪।

৩৮. সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : রূহুল মা‘আনী, খ. ১১, পৃ. ৫৯০। (উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.)

৩৯. সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : রূহুল মা‘আনী, খ. ১১, পৃ. ৫৯০।

বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকা। অথবা এর অর্থ দু‘আ অর্থাৎ আল-াহ তা‘আলা আপনাকে অক্ষত রাখুন। হেফাযতে রাখুন। অথবা এর অর্থ ‘ইনকিয়াদ’ আনুগত্য, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি।[৪০]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি প্রত্যেক মজলিসে তাঁর নাম উলে-খকারী ও শ্রোতার উপর একবার দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা ওয়াজিব। এর অধিক মুস্ড়াহাব, এটাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য অভিমত। নামাযের শেষ বৈঠকে ‘তাশাহ্হুদের’ পর দরূদ পাঠ করা সুন্নাত। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে পরপরই তাঁর বংশধর, সাহাবীগণ (রা.) ও অন্যান্য মু’মিনদের প্রতিও দরূদ প্রেরণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ দরূদ শরীফের মধ্যে তাঁর বরকতময় নামের পর তাঁদেরকে অন্ড়র্ভূক্ত করা যেতে পারে; কিন্তু আলাদাভাবে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ব্যতীত তাঁদের মধ্যে অন্য কারো উপর দরূদ পাঠ করা মাকরূহ।

দরূদ শরীফের মধ্যে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর ও সাহাবীদের উলে-খ করার নিয়ম সুন্নাতে মুতাওয়ারিসা (বা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত নিয়ম, এ কথাও বলা হয়েছে যে, তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম)- বংশধরদের উলে-খ ব্যতীত তা গৃহীত হয় না।[৪১]

ইমাম দায়লামী বর্ণনা করেন,[৪২]

اَلدُّعَاءُ مَحْجُوْبٌ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ -

‘দু‘আ পর্দার অন্ড়রালে থেকে যায় যতক্ষণ না হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি দরূদ প্রেরণ না করা হয়’।

ইমাম শাফী‘ (রহ.) বলেন,[৪৩]

---

৪০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২ ; মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূব ফিরোজাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৬-৭৯৭ ; সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী : প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫৯৫।

৪১. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, ; সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৯; ইব্ন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

৪২. ইব্ন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

“ওহে আল-াহর রাসূলের পরিবারবর্গ ! আল-কুরআনে আল-াহ আপনাদের প্রতি ভালবাসা আমাদের উপর ফরয করেছেন।

“আপনারা সম্মানিত-মহিমান্বিত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি আপনাদের প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে না তার নামাযই হল না”।

যখন এ আয়াতে করীমা নাযিল হলো তখন সাহাবায়ে কেরাম দরবারে রেসালতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল-াহ ! সালামের পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি কিন্তু সালাত সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। তখন তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) তাঁদেরকে সালাত-দরূদ শিক্ষা দিলেন।[৪৪]

قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَآلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ - وَ السَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ -

অপর একটি দরূদ শরীফের নমুনা,[৪৫]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ، قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ الصَّلوٰاتُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ -

“হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল-াহ ! আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। অতঃপর কিভাবে আমরা আপনার প্রতি সালাত প্রেরণ করব ?

---

৪৩. ইব্‌ন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

৪৪. সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫৯৩ ; ইমাম নাসাঈ : ‘আমল ইয়াউম ওয়াল লায়ল, ৪৭; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আদ-দূররুল মানসূর, খ. ৫, পৃ. ৪০৮।

৪৫. সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫৯৩ ; ইমাম বুখারী : আল-জামি‘ হাদীস নং ৪৭৯৮, ৬৩৫৮ ; ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, খ. ৩, পৃ. ৪৭ ; ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান, খ.৩, পৃ. ৪৭ ; ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ : আস-সুনান, হাদীস নং-৯০৩।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম উত্তরে বললেন, তোমরা বল ওহে আল-াহ আপানর বিশেষ বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি রহমত বর্ষণ কর ‍ ন যেরূপ আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি এবং হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি বরকত নাযিল কর ‍ ন যেরূপ আপনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি বরকত নাযিল করেছেন।

দরূদ শরীফের আরেকটি নমুনা :

হযরত আবূ হুমায়দ আস-সা‘ঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪৬] সাহাবীগণ আরয করলেন ইয়া রাসূলাল-াহ ! আপনার প্রতি কিরূপ ‘সালাত’ পাঠ করব ? উত্তরে আল-াহর রাসূল এরশাদ ফরমান,

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

‘তোমরা বল-ওহে আল-াহ ! রহমত নাযিল কর ‍ ন হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এবং তাঁর স্ত্রীগণ এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি, যেরূপ আপনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের প্রতি রহমত নাযিল করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ও তাঁর স্ত্রীগণ এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল কর ‍ ন যেরূপ আপনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও শ্রেষ্ঠ বুযূর্গ।

---

[৪৬]. সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৫৯৩ ; ইমাম বুখারী : আল-জামি‘ হাদীস নং ৩৩৬৯ ; ইমাম মুসলিম : আল-জামি‘, হাদীস নং ৪০৭; ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, খ. ৫, পৃ. ৪২৪ ; ইমাম আবূ দাউদ : আস-সুনান, হাদীস নং ৯৭৯ ; ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৪৯ ; ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ : আস-সুনান, হাদীস নং-৯০৪।

সুতরাং বুঝা গেল আল-াহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ও তাঁর হাবীবের বংশধর, স্ত্রীদের প্রতি প্রতিনিয়ত অসংখ্য অগণিত রহমত-বরকত বর্ষণে সিক্ত করছেন, আর এটাই কত সৌভাগ্য যে স্বয়ং আল-াহ তা'আলা, নূরানী ফিরিশতা ও অগণিত মু'মিন-মু'মিনাত নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি তাঁর স্ত্রীদের প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি দরূদ সালামের অভিনন্দনে সিক্ত করছেন এবং করবেন। সুবহানাল-াহ ! এখানেই তাঁদের মাহাত্ম, ফযীলত মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব।

পঞ্চমত : আল-াহর ভাষায় নবীর বংশধরদের গুণকীর্তন : سَلٰمٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ
"শান্তি বর্ষিত হোক ইলিয়াসের উপর"[৪৭]
অধিকাংশ কুরআন ভাষ্যকারদের মতে এ আয়াত দ্বারা হযরত ইলিয়াস (আ.) উদ্দেশ্য। তবে বিশিষ্ট ক্বারী হযরত নাফি', ইব্‌ন 'আমির ও ইয়াকূব (রা.)-এর কিরআত মতে سَلَامٌ عَلٰى آلِ يَاسِيْنَ
অর্থাৎ শান্তি বর্ষিত হউক ইয়াসিন সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধরদের প্রতি।

ইমাম রাযী (রহ.) বলেন,[৪৮] - آلُ يَاسِيْنَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ইয়াসিন-এর বংশধর বলতে হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধরকে বুঝায়।
ইবন হাজর মক্কী বলেন, কুরআন ভাষ্যকারদের একদল হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন, - اَنَّ الْمُرَادَ بَذَالِكَ سَلَامٌ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ
নিশ্চয় উক্ত আয়াতের তাফসীর হলো শান্তি বর্ষিত হউক হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধরদের প্রতি।
ইমাম রাযী বলেন,[৪৯]

---

[৪৭]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৩, সূরা আস-সাফ্‌ফাত-আয়াত নং ১৩০; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

[৪৮]. তাফসীরে কবীর, খ. ২৫, পৃ. ১৬২, সূরা আস-সাফ্‌ফাত-আয়াত নং ১৩০ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পরিবার-পরিজন পাঁচ বিষয়ে নবীর সমপর্যায়ের। (যদিও নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে কারো কোন তুলনা নেই)।

১. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে যে রূপ সালাম প্রদান করা হয় সাথে সাথে তাঁর আহলে বায়তকে অনুরূপ প্রদান করা হয়।
২. নামাযের মধ্যে যেরূপ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে স্মরণ করা হয় অনুরূপ আহলে বায়তকেও স্মরণ করা হয়।
৩. পবিত্রতার ক্ষেত্রে অর্থাৎ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম যেরূপ পবিত্র তাঁর আহলে বায়তও অনুরূপ পবিত্র।
৪. সাদক্বার ক্ষেত্রে অর্থাৎ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর জন্য যেরূপ সাদক্বা হারাম অনুরূপ তাঁর আহলে বায়তের জন্যও হারাম।
৫. উম্মতের উপর যেরূপ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে ভালবাসা একান্ড়ে অপরিহার্য অনুরূপ তাঁর আহলে বায়তকেও ভালবাসা অপরিহার্য।

ষষ্ঠত : আল-াহ তা‘আলার ভাষায় আ-লে রাসূলের গুণকীর্তন :

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

“এবং আল-াহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো সবাই মিলে। আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না”।[৫০]

حَبْلُ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যা :[৫১]

“হাবলুল-াহ” অর্থ “আল-াহর রজ্জু” তবে এর ব্যাখ্যা ও তাফসীর সম্পর্কে কুরআন ভাষ্যকারদের মত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

১. “হাবলুল-াহ” অর্থ ‘আল-কুরআন’ হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি

---

[৪৯]. তাফসীরে কবীর, খ. ২৫, পৃ. ১৬২ ; ইবন হাজর মক্কী : আস-সাওয়া‘ইকুল মুহরিকা, পৃ. ১৪৯।
[৫০]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১, সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১০৩।
[৫১]. সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬-২৭, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

ওয়াআলিহি ওয়াসাল-লাম এরশাদ করেছেন, আল-কুরআনই আল-লাহর রজ্জু।[৫২]

২. হযরত ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) বলেন, আল-লাহর রজ্জু দ্বারা জামা'আত তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে বুঝায়।[৫৩]
৩. হাসান বসরী (রহ.) থেকে বর্ণিত 'হাবলুল-লাহ' দ্বারা আল-লাহ রাসূলের আনুগত্যকে বুঝায়।[৫৪]
৪. ইমাম জা'ফর সাদিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হাবলুল-লাহ' দ্বারা আমরা রাসূলের বংশধরগণ উদ্দেশ্য। যেমনটি তিনি বলেছেন,[৫৫]

نَحْنُ حَبْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ فِيْهِ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا -

"আল-লাহ তা'আলার উক্ত বাণী দ্বারা আমরা রাসূলের বংশধরাগণই উদ্দেশ্য, অতএব বুঝা গেল আল-লাহর রজ্জু বলতে আ-লে রাসূলই উদ্দেশ্য"।

সপ্তমত : আল-লাহর ভাষায় আ-লে রাসূলের স্তুতি :

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

"অথবা মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সেটারই উপর, যা আল-লাহ তাঁদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে দিয়েছেন"।[৫৬]

"হাসাদ" এর অর্থ :

'হাসাদ' অর্থ হিংসা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি।[৫৭]
দ্বিয়াউল উম্মত 'হাসাদ'-এর অর্থ বর্ণনায় বলেন,[৫৮]

---

৫২. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, খ. ৫, পৃ. ১৮১-১৮২; ইমাম ত্বাবরানী : আল-মু'জামুল কবীর, হাদীস নং ৪৯২১।

৫৩. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত ; সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত পৃ. ১৩১ ; সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭,

৫৪. সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬।

৫৫. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

৫৬. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১, সূরা নিসা, আয়াত নং ৫৪।

৫৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩।

৫৮. দ্বিয়াউল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৩৫৪।

اَلْحَسَدُ تَمَنِّىْ زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنْ صَاحِبِهَا اَلْمُسْتَحِقُّ بِهَا

“এমন ব্যক্তি থেকে নিয়ামত চলে যাওয়ার আশা করা যিনি উক্ত নিয়ামতের প্রকৃত হকদার। অর্থাৎ ব্যক্তির অনিষ্টা কামনা করা”।

“আন-নাস-দ্বারা উদ্দেশ্য :

ইমাম বাকির (রহ.) বলেন, ‘আন-নাস’ দ্বারা আমরা আ-লে রাসূলগণ উদ্দেশ্য।[৫৯] অর্থাৎ আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রতি মানুষের হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি। যেহেতু আল-াহ তা‘আলা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে নবুয়্যত দিয়েছেন, আল-কুরআন দিয়েছেন সাথে সাথে সম্মান ও বিজয় দান করেছেন। দিন দিন উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করেছেন।[৬০] তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) সঙ্গী সাথী, পরিবার-পরিজনদের এমন শান্ড়ি ও কল্যাণ দেখে বিধর্মীরা হিংসা করা স্বাভাবিক বিষয়।

অষ্টমত : আল-াহর ভাষায় আ-লে রাসূলের স্তুতি গুণকীর্তন :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ -

“এবং আল-াহর কাজ এ নয় যে, তাদেরকে শাস্ড়ি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ড় হে মাহবুব ! আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন”।[৬১]

শানে নুযুল :[৬২]

কাফিরগণ বিশেষ করে নসর ইব্‌ন হারিস নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর রেসালত এবং কুরআন মাজীদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং কুরআনের বিভিন্ন উন্নত রচনা শৈলী ও বৈশিষ্টাবলীকে আগেরকার

---

৫৯. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।
৬০. ইসমা‘ঈল হক্কী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৯।
৬১. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩, সূরা আনফাল, আয়াত নং ৩৩।
৬২. পানিপথী : তাফসীরে মাযহারী, খ. ৪, পৃ. ৬০।

যুগের কিস্সা-কাহিনী বলে উড়িয়ে দিল। তখন সাহাবীগণ তাকে কুরআনের চ্যালেঞ্জকে স্মরণ করিয়ে দিল। তখন সে লা জবাব হয়ে বলতে লাগল,[৬৩]

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

"ওহে আল-াহ ইহা যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয় তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ কর্ন অথবা আমাদের নিকট যন্ত্রণাদায়ক শাস্ড়ি নিয়ে এসো"। তখন আল-াহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে করীমা নাযিল করেন।

উক্ত আয়াতের সারমর্ম হলো, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম দুনিয়ার জন্য আমান-নিরাপদ। তাঁর উপস্থিতির কারণে দুনিয়া আযাব থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত। অনুরূপভাবে আ-লে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম দুনিয়াবাসীর জন্য আমান।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৬৪]

اَلنُّجُوْمُ اَمَانٌ لِاَهْلِ السَّمَاءِ وَ اَهْلُ بَيْتِىْ اَمَانٌ لِاُمَّتِىْ -

"তারকারাজী আকাশবাসীদের জন্য আমান-নিরাপদ আর আমার পরিবার-পরিজন আমার উম্মতের জন্য আমান স্বরূপ"।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আরো এরশাদ করেছেন,[৬৫]

اَهْلُ بَيْتِىْ اَمَانٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ فَاِذَا هَلَكَ اَهْلُ بَيْتِىْ جَاءَ اَهْلُ الْاَرْضِ مِنَ الْاَيَاتِ مَا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ -

"আমার আহলে বায়ত পৃথিবীবাসীর জন্য আমান স্বরূপ। অতঃপর যদি আমার আহলে বায়ত ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীবাসীর উপর প্রতিশ্র্ত নিদর্শনাবলী আবির্ভূত হবে"।

মুসতাদারাক হাকিমের সূত্রে ইব্ন হাজর মক্কী বর্ণনা করেন,

اَلنُّجُوْمُ اَمَانٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ - وَاَهْلُ بَيْتِىْ اَمَانٌ لِاُمَّتِىْ مِنَ الْاِخْتِلَافِ -

---

[৬৩]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৩।

[৬৪]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

[৬৫]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

“নক্ষত্ররাজী হলো পৃথিবীবাসীর জন্য ডুবে যাওয়া থেকে আমান স্বরূপ, আর আমার আ-লে বায়ত হলো মত বিরোধ থেকে বেচে থাকার ব্যাপারে আমার উম্মতের জন্য আমান স্বরূপ”।

সুতরাং রহমাতুলিল ‘আলামীনের বংশধর ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন (রা.) ও তাঁদের বংশধর যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ড় আসবেন সকলে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য নিরাপত্তা তথা রক্ষাকবচ।

ইব্ন সা‘দ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,[৬৬]

তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় সর্বপ্রথম আমি, ফাতিমা, হাসান ও হোসাইন বেহেস্ড়ে প্রবেশ করব।

রাবী বলেন, আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলুল-াহ ! আমাদের অনুসারী প্রেমিকদের কি অবস্থা হবে ?

তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) জবাব দিলেন, তোমাদের পিছে পিছে তাঁরাও বেহেস্ড়ে প্রবেশ করবে।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আরো বলেছেন,

رَضِیَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ اَنۡ لَایَدۡخُلُ اَحَدٌ مِنۡ اَھۡلِ بَیۡتِہٖ النَّارَ ۔

“হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এ কথার উপর সন্ড়ষ্ট যে, তাঁর কোন আহলে বায়ত দোযখে প্রবেশ করবে না”।

তিনি আরো এরশাদ করেছেন,

وَعَدَنِیۡ رَبِّیۡ فِیۡ اَھۡلِ بَیۡتِیۡ مَنۡ اَقَرَّ مِنۡھُمۡ بِالتَّوۡحِیۡدِ وَلِی بِالۡبَلَاغِ اَنۡ لَایُعَذِّبَھُمۡ ۔

“মহান প্রভু আল-াহ তা‘আলা আমাকে ওয়া‘দা দিয়েছেন যে, আমার আহলে বায়তের মধ্যে যাঁরা একত্ববাদের ঘোষণা দেবে এবং আমার সম্পর্কে এ কথার ঘোষণা দেবে যে তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন তবে তাঁকে দোযখের শাস্ড়ি দেয়া হবে না”।

তিনি সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আরো বলেছেন,

---

[৬৬]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

“আমি আল-লাহর দরবারে দু‘আ করেছি যে, আমার আহলে বায়তের মধ্যে কাউকে দোযখে দেয়া হবে না। আল-লাহ আমার দু‘আ কবূল করেছেন” প্রভৃতি।[৬৭]

অতএব, উপরোক্ত আয়াতে করীমা থেকে বুঝা গেল যে, আল-লাহ তা‘আলা এবং তাঁর প্রিয় হাবীব সাল-লাল-হু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-লাম আহলে বায়তকে অনেক সম্মান, মর্যাদা ও মাহাত্ম (ফদ্বীলত) দান করেছেন, তাঁরা উম্মতের রক্ষাকবচ, তাঁদের অনুসরণ ও আনুগত্য করা প্রত্যেকের উপর আবশ্যক।

রাসূলে করীম সাল-লাল-হু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-লাম-এর ভাষায় আ-লে রাসূল-এর স্তুতি ও গুণকীর্তন :

আল-লাহ তা‘আলা যেমন আ-লে রাসূলকে সম্মান, মর্যাদা ফদ্বীলত দান করেছেন অনুরূপভাবে স্বয়ং নবী করীম সাল-লাল-হু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-লামও বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে তাঁদের শান-মান বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম হাদীস :

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন,[৬৮]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বিদায় হজ্বের সময় আরাফার ময়দানে নবী করীম সাল-লাল-হু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-লাম কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর থেকে খুতবা দেবার সময় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি,

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَنْ اِنْ اَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَ عِتْرَتِىْ اَهْلُ بَيْتِىْ

“ওহে মানব মন্ডলী ! নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তা তোমরা আঁকড়ে ধরো তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল-লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং আমার বংশধর আহলে বায়ত।

---

৬৭. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪-৮৮।

৬৮. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি‘ (করাচী : সা‘ঈদ কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত) খ.২, পৃ. ২১৯।

দ্বিতীয় হাদীস :
ইমাম তিরমিযী (রহ.) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, সাহাবী বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৬৯]

اِنِّیْ تَارِکٌ فِیْکُمْ مَا اِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِیْ اَحَدُهُمَا اَعْظَمُ مِنَ الْاٰخِرِ کِتَابُ اللّٰهِ حَبْلٌ مَّمْدُوْدٌ مِّنَ السَّمَاءِ اِلَی الْاَرْضِ وَ عِتْرَتِیْ اَهْلُ بَیْتِیْ وَلَنْ یَّتَفَرَّقَا حَتّٰی یَرِدَ عَلَیَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوْا کَیْفَ تَخْلُفُوْنِیْ فِیْهَا۔

“নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট রেখে যাচ্ছি এমন দু’টি বস্তু যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো তাহলে আমার পরে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তম্মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে গুর”ত্বপূর্ণ, বড়, আল-াহর কিতাব আল-কুরআন যা আকাশের থেকে পৃথিবী পর্যন্ড় টাংগানো মজবুত রজ্জু দ্বিতীয়টি হলো আমার বংশধর আহলে বায়তে রাসূল। এ দু’টি কখনো পৃথক হবে না যতক্ষণ না আমার কাছে হউদ্বে কাউসারে নিকট চলে আসবে। আমি দেখব তোমরা আমার পরে তাঁদের সাথে কিরূপ আচরণ কর”।

তৃতীয় হাদীস :
ইমাম তিরমিযী (রহ.) অপর একটি হাদীস বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ‘আবদুল-াহ ইব্‌ন ‘আব্বাস(রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,[৭০] তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَحِبُّوْا اللّٰهَ لِمَا یَغْذُوْکُمْ مِنْ نِعَمِهٖ ۔ وَاَحِبُّوْنِیْ بَحُبِّ اللّٰهِ ۔ وَاَحِبُّوْا اَهْلَ بَیْتِیْ بِحُبِّیْ ۔

“আল-াহ তা‘আলাকে ভালবাস যেহেতু তিনি তোমাদেরকে তাঁর নি‘আমতরাজী থেকে আহার-খাদ্য দিয়েছেন, আমাকে আল-াহর সন্ড়ষ্টির জন্য ভালবাস, আর আমার কারণে আমার বংশধর আহলে বায়তকে ভালবাস”।

চতুর্থ হাদীস :

---

[৬৯]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৯।
[৭০]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৯।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি আল-াহর ঘর বায়তুল-াহর দরজা ধরে বলছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এরশাদ করতে আমি শুনেছি,[৭১]

اَلَا اِنَّ مَثَلَ اَهْلِ بَيْتِىْ فِيْكُمْ مَثَلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ مَنْ رَّكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ ـ

“সাবধান ! জেনে রাখ ! আমার বংশধর আহলে বায়ত হযরত নূহ (আ.)-এর কিস্তিড়র মত যে তাতে আরোহন করবে মুক্তি পাবে আর যে এর পেছনে থাকবে সে ধ্বংস হবে” ।

পঞ্চম হাদীস :

নূর্ল আবসার ফী মানাক্বিবি আ-লে বায়তিন নবীয়্যীল মুখতার গ্রন্থকার একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা হলো-[৭২]

حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلٰى مَنْ ظَلَمَ اَهْلَ بَيْتِىْ اٰذَانِىْ فِىْ عِتْرَتِىْ ـ

“যে ব্যক্তি আমার পরিবার-পরিজনদের উপর অত্যাচার করবে, আমার বংশধরদের কষ্ট দেবে তার জন্য বেহেস্ড় হারাম ।

ষষ্ঠ হাদীস :

আশ্ শরফুল মুআব্বাদ লি আ-লে মুহাম্মদ গ্রন্থকার একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন,[৭৩]

اِجْعَلُوْا اَهْلَ بَيْتِىْ مِنْكُمْ مَكَانَ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ مَكَانَ الْعَيْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ
وَلَا تَهْتَدِىْ الرَّأْسُ اِلَّا بِالْعَيْنَيْنِ ـ

---

৭১. শাইখ ওলী উদ্দীন আল-খত্বীব : মিশকাতুল মাসাবীহ, (লাহোর : আল-মাত্ববা‘আতুল ‘আরাবীয়্যাহ তা. বি.) খ. ২, পৃ. ৫৯৫ ।

৭২. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : নূর্ল আবচার, (মিশর থেকে প্রকাশিত ১৯৬৩ খৃ.) পৃ. ১১১ ।

৭৩. ইউসুফ ইব্ন ইসমা‘ঈল নাবহানী : আশ শরফুল মূ’আব্বাদ, (মিশর থেকে প্রকাশিত) পৃ. ২৮ ।

"আমার আহলে বায়তকে নিজের মধ্যে এমন স্থানে সমাসীন কর যেমন শরীরের মধ্যে মাথা, আর মাথার মধ্যে চোখ আছে এবং মাথা চোখ দিয়ে পথ নির্দেশনা পেয়ে থাকে"।

সপ্তম হাদীস :

'ইস্'আফুর রাগিবীন ফী সীরাতিল মুস্ড়ফা ওয়া ফাদ্বায়িলু আহলে বায়তিত্ব ত্বাহিরীন গ্রন্থকার ইমাম হাকিম নিশাপুরী সূত্রে বিশিষ্ট সাহাবী আহলে সুফ্ফার সরদার হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৭৪]

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِيْ مِنْ بَعْدِيْ -

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে আমার পরে আমার পরিবার-পরিজনদের অধিকারের ব্যাপারে উত্তম হবে"।

অষ্টম হাদীস :

হযরত ইব্ন 'আদী এবং ইমাম দায়লামী হযরত 'আলী মুরতুদ্বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,[৭৫] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, **اَثْبَتُكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ اَشَدُّكُمْ حُبًّا لِّاَهْلِ بَيْتِيْ وَ لِاَصْحَابِيْ -**

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই পুল-সিরাতের মধ্যে অধিক স্থীর সম্পন্ন হবে যে আমার আহলে বায়ত এবং আমার সাহাবীদের অত্যধিক ভালবাসবেন"।

নবম হাদীস :

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৭৬]

---

[৭৪]. শায়খ মুহাম্মদ ইবন সাবুন : 'ইস'আফুর রাগিবীন, (গ্রন্থটি নূরু-ল আবচার গ্রন্থের টীকা বিশেষ) পৃ. ১১১।

[৭৫]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

[৭৬]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

اَرْبَعَةٌ اَنَا لَهُمْ مُشَفِّعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، اَلْمُكَرِّمُ لِذُرِّيَّتِىْ ، وَالْقَاضِىُ لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ ، وَالسَّاعِىُ لَهُمْ فِىْ اُمُوْرِهِمْ عِنْدَ مَااضْطُرُّوْا اِلَيْهِ وَ الْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهٖ وَ لِسَانِهٖ ۔

কিয়ামতের দিবসে আমি চার ব্যক্তির জন্য শুপারিশ করব

১. যে আমার সন্ড়ানদের সম্মান করবেন।
২. যে তাঁদের প্রয়োজন মিটাবেন।
৩. যে তাঁদের অসহায় অবস্থার মধ্যে তাঁদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন।
৪. যে অন্ড়র ও মুখ দিয়ে তাঁদের ভালবাসবেন।

দশম হাদীস :

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৭৭]

مَنْ اَبْغَضَ اَهْلَ الْبَيْتِ فَهُوَ مُنَافِقٌ ۔

“আহলে বায়তের সাথে শত্রুতা পোষণকারী হলো মুনাফিক”।

আ-লে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি ভালবাসা :

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ও তাঁর বংশধর, পরিবার-পরিজনকে ভালবাসা মু’মিনের উপর অপরিহার্য বিষয়। সে জন্য নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম স্বয়ং এ বিষয়ে উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁদের ভালবাসার উসিলায় আল-াহ উম্মতকে বেহেস্ড় দান করবেন। এ বিষয়ে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আনেক হাদীস শরীফ বলেছেন, নিম্নে কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করা হলো।[৭৮]

---

[৭৭]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

[৭৮]. মহিউদ্দীন ইবনুল ‘আরবী : আত-তাফসীর, খ. ২, পৃ. ৪৩৩ ; ইমাম রাযী : তাফসীরে কবীর, (ইরান থেকে প্রকাশিত) খ. ২৭, পৃ. ১৬৫-১৬৬ ; ইসমা‘ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান, খ. ৮, পৃ. ৩১২ ; ইউসুফ ইব্ন ইসমা‘ঈল নাবহানী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪ ;

১. হযরত ‘আবদুল-াহ ইব্ন মাস‘উদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَّمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

“হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধরদের প্রতি একদিনের ভালবাসা এক বছরের ‘ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যক্তি এ ভালবাসার উপর মৃত্যু বরণ করবে সে বেহেস্ড়ে প্রবেশ করবে”।

২. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَلا وَ مَنْ مَاتَ عَلٰى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوْرًا ـ

“জেনে রেখো! যে ব্যক্তি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভালবাসার উপর মৃত্যু বরণ করবে, সে অবশ্যই ক্ষমাপ্রাপ্ত”।

৩. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বলেছেন।

مَنْ مَاتَ عَلٰى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيْدًا ـ

“যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর আ-লের ভালবাসার উপর মৃত্যু বরণ করবে, সে শহীদের মর্যাদা পাবেন”।

৪. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন।

اَلا وَ مَنْ مَاتَ عَلٰى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا مُسْتَكْمِلَ الْإِيْمَانِ ـ

“জেনে রেখো ! যে ব্যক্তি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভালবাসার উপর মৃত্যু বরণ করেছেন, সে পরিপূর্ণ মু’মিন হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন”।

৫. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَلا وَ مَنْ مَاتَ عَلٰى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ بَشَّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ مُنْكِرٌ وَّ نَكِيْرٌ ـ

‘আল-ামা শিবলঞ্জী : নূরু্ল আবচার, পৃ. ১১৪-১১৫ ; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য।

“জেনে রেখো ! যে ব্যক্তি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভালবাসার উপর মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁকে মৃত্যুর ফিরিস্ড়া জান্নাতের শুভ সংবাদ দেবেন অতঃপর মুনকির-নাকীরও সুসংবাদ দেবেন”।

৬. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছে,

اَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلٰى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ يُزَفُّ اِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ الْعُرُوْسُ اِلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا ـ

“খুব ভালকরে জেনে রেখো ! যে ব্যক্তি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভালবাসার উপর মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁকে অত্যন্ড় সম্মানের সাথে বেহেস্ড়ে প্রবেশ করানো হবে, যেরূপ দুলাকে নব বধুর বাসরঘরে সম্মানের সাথে প্রবেশ করানো হয়”।

৭. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلٰى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فُتِحَ لَهٗ فِيْ قَبْرِهٖ بَابَانِ اِلَى الْجَنَّةِ ـ

“খুব মনোযোগসহকারে জেনে রেখো ! যে ব্যক্তি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভালবাসার উপর মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁর জন্য কবরে বেহেস্ড়ের দু’টি দরজা খুলে দেয়া হবে”।

৮. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَلَاوَمَنْ مَاتَ عَلٰى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللّٰهُ قَبْرَهٗ مَزَارَ مَلَائِكَتِهِ الرَّحْمَةِ ـ

“সাবধান জেনে রেখো ! যে ব্যক্তি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভালবাসার উপর মৃত্যু বরণ করবে, আল-াহ তা‘আলা তাঁর কবরকে ফিরিস্ড়াদের যিয়ারতের স্থান বানিয়ে দেবেন”।

৯. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, - اَلَاوَمَنْ مَاتَ عَلٰى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ

“সাবধান জেনে রেখো ! যে ব্যক্তি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভালবাসার উপর মৃত্যু বরণ করবে, সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত তথা সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন।

আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি শত্র“তা পোষণ :[৭৯]

যারা আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি শত্র“তা, বিদ্বেষ পোষণ করে তাদের পরিণতি খুবই ভয়াবহ হবে বলে নিম্নোক্ত হাদীস গুলোর পর্যালোচনায় দেখা যায়।

১. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَلَاوَمَنْ مَاتَ عَلٰى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوْبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِّنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ـ

“খুব মনোযোগসহকারে শুনে রেখো ! যে ব্যক্তি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বিদ্বেষের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, সে ক্বিয়ামতের দিবসে দুই চোখের মাঝখানে এটা লিখিতাবস্থায় আসবে যে, সে “আল-াহর রহমত থেকে বঞ্চিত”।

২. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, اَلَاوَمَنْ مَاتَ عَلٰى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِرًا ـ

“যে ব্যক্তি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর শত্র“তার উপর মৃত্যুবরণ করবে, সে কাফির হয়ে মারা গেছে”।

৩. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, اَلَاوَمَنْ مَاتَ عَلٰى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ـ

“যে ব্যক্তি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বিদ্বেষের উপর মৃত্যুবরণ করবে, সে বেহেস্তে্র খুশবোও পাবে না”।

---

[৭৯]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০০।

অতএব বুঝা গেল যারা আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তারা মূলত মুনাফিক যারা বেহেস্তে্র খুশবোও পাবে না, দুনিয়াতে লাঞ্চিত হবে অপমানিত হবে, শাস্তি পাবে, পরকালে দোযখে যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সদস্যবৃন্দ :

উপরোক্ত পর্যালোচনায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, নিম্ন বর্ণিত সদস্যরাই হলেন আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বা আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম।

১. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সম্মানিত মহিমান্বিত স্ত্রীগণ (রা.)
২. সৈয়্যদাতুনা হযরত মা ফাতিমা (রা.)
৩. সৈয়্যদুনা হযরত 'আলী ইব্ন আবি তালিব (রা.) এবং
৪. উপরোক্তদের সন্ড়ানগন।

১. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পূতপবিত্র স্ত্রীগণ :

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পূতপবিত্র, সম্মানিত, মহিমান্বিত স্ত্রীগণ আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর অন্যতম সদস্য। তাঁদেরকে আল-াহ তা'আলা মু'মিনদের মা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করেছেন, আল-াহ তা'আলা তাঁদের বিষয়ে আল-কুরআনে অনেক আয়াতে করীমা অবতীর্ণ করেছেন।

আল-াহ তা'আলার ভাষায় তাঁদের প্রশংসা :

১. আল-াহ তা'আলার বাণী-[৮০]

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ـ

"এ নবী, মুসলমানদের, তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা"।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বলেছেন,[৮১]

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَ اَنَا اَوْلٰى النَّاسِ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

"কোন মু'মিন এরূপ নেই যার জন্য আমি দুনিয়া-আখিরাতে সমস্ড় মানুষের হতে অধিক আওলা বা নিকটবর্তী নই"।

তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) আরো এরশাদ করেছেন,[৮২] اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمُنْزِلَةِ الْوَالِدِ

---

[৮০]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৩, সূরা আহযাব, আয়াত নং ৬।
[৮১]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭০৫।
[৮২]. ইমাম আবূ দাউদ : আস-সুনান ; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১,পৃ. ১২৫।

"আমি তোমাদের পিতার সমতুল্য"।

তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) অপর এক হাদীসে বলেছেন,[৮৩]

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ড় প্রকৃত মু'মিন হবে না যতক্ষণ না আমি তাঁর নিকট তাঁর পিতার চেয়ে তাঁর সন্ড়ানের চেয়ে এবং সমগ্র মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হব"।

তাই নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আমাদের জন্য পিতার সমতুল্য অর্থাৎ রূহানী পিতা এবং তাঁর পূতপবিত্র স্ত্রীগণ আমাদের মায়ের সমতুল্য।

২. আল-াহ তা'আলার বাণী-[৮৪] **يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ**

"হে নবীর স্ত্রীগণ ! তোমরা অন্যান্য নারীদের মতো নও"।

অর্থাৎ তোমাদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী এবং তোমাদের পুরস্কার সর্বাপেক্ষা অধিক, বিশ্বের নারীদের মধ্যে কেউ তোমাদের সমকক্ষ নয়।[৮৫]

সুতরাং বুঝা গেল নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সম্পর্কের কারণে তাঁদের মর্যাদা-ফদ্বীলত, মাহাত্ম পৃথিবীর সমস্ড় নারীদের উপর সর্বাধিক, আর তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ নারী।

৩. আল-াহ তা'আলার বাণী-[৮৬] **يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ**

"হে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা (নবী)! আমি আপনার জন্য হালাল করেছি আপনার ঐ বিবিগণকে, যাদেরকে আপনি মহর প্রদান করেছেন"।

৪. আল-াহ তা'আলার বাণী-[৮৭]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ - تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ

---

৮৩. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭।

৮৪. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬১, ; সূরা আহযাব, আয়াত নং ৩২।

৮৫. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সৈয়্যদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬১, টীকা নং ৮১।

৮৬. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৬, সূরা আহযাব, আয়াত নং ৫০।

৮৭. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৮, সূরা তাহরীম, আয়াত নং ১।

"হে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা (নবী)! আপনি নিজের উপর কেন হারাম করে নিচ্ছেন ঐ বস্তুকে, যা আল-াহ আপনার জন্য হালাল করেছেন ? আপনার বিবিগণের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন"।

৫. আল-াহ তা'আলার বাণী-[৮৮]

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً -

"হে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা (নবী)! আপনার বিবিগণকে বলে দিন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও সেটার ভূষণ কামনা করো, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে সম্পদ দিই, এবং সৌজন্যের সাথে ছেড়ে দিই"।

৬. আল-াহ তা'আলার বাণী-[৮৯]

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا -

"আর যদি তোমরা আল-াহ এবং তাঁর রাসূল ও পরকালের ঘর চাও, তবে নিশ্চয় আল-াহ তোমাদের সৎকর্মপরায়ণা নারীদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন"।

৭. আল-াহ তা'আলার বাণী-[৯০]

لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ - وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا -

"তাদের পর অন্য কোন নারী আপনার জন্য বৈধ নয় এবং এও নয় যে, তাদের পরিবর্তে অন্য বিবি গ্রহণ করবেন, যদিও আপনাকে তাদের সৌন্দর্য বিস্মিত করে; কিন্তু দাসী আপনার হাতের মাল, এবং আল-াহ প্রত্যেক কিছুর উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন"।

৮. আল-াহ তা'আলার বাণী-[৯১]

---

৮৮. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৯, সূরা আহযাব, আয়াত নং ২৮।

৮৯. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬০, সূরা আহযাব, আয়াত নং ২৯।

৯০. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৭, সূরা আহযাব, আয়াত নং ৫২।

৯১. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৮-৭৬৯, সূরা আহযাব, আয়াত নং ৫৩।

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ـ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ـ

“এবং তোমাদের জন্য শোভা পায় না যে, আল-াহর রাসূলকে কষ্ট দেবে এবং না এও যে, তাঁর পরে কখনো তাঁর বিবিগণকে বিবাহ করবে; নিশ্চয় এটা আল-াহর নিকট বড় জঘন্য কথা।”

৯. আল-াহ তা‘আলার বাণী-[৯২]

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ـ

“এবং স্মরণ করো, যা তোমাদের গৃহসমূহে পাঠ করা হয়-আল-াহর আয়াতসমূহ এবং হিকমত অর্থাৎ সুন্নাত। নিশ্চয়, আল-াহ প্রত্যেক সুক্ষ্ম বিষয় জানেন, সর্ববিষয়ে অবহিত”।

অতএব, বুঝা গেল নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম -এর পূতপবিত্র স্ত্রীগণ, মুমিনদের মা, তাঁদের ঘর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার স্থান, যেখানে কুরআন-সুন্নাহর চর্চা হয়। তাঁদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ সরল-সঠিক পথের দিক নির্দেশনা পেয়েছে। তাঁরা এমনই সম্মানের অধিকারী যে, তাঁদের সাথে অত্যন্ড় আদবের সাথে কথা বলা, দরূদ-সালামে তাঁদের উলে-খ করা অত্যন্ড় ফযীলত মাহাত্মের পরিচায়ক। তাঁরা সকলে বেহেস্ড়ী বলে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ঘোষণা দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেছেন.[৯৩]

سَأَلْتُ رَبِّىْ اَنْ لَّا اُزَوِّجَ اِلَّا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَااَتَزَوَّجُ اِلَّا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

“আমি আল-াহ মহান দরবারে ফরিয়াদ করেছি যে, জান্নাতী ব্যতীত কাউকেও বিয়ে করব না। জান্নাতীর সাথেই আমার শাদী হবে।”

তিনি সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আরো এরশাদ করেছেন যে, আল-াহ তা‘আলা সে দু‘আ-প্রার্থনা কবুল করেছেন।

সুতরাং সমস্ড় আজওয়াযে মুতাহ্হারাত জান্নাতী। এ পর্যায়ে উম্মহাতুল মূমিনীনদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

---

[৯২]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬২, সূরা আহযাব, আয়াত নং ৩৪।

[৯৩]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

১. উম্মুল মূ’মিনীন খাদীজাতুল কুবরা (রা.) :[৯৪]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম -এর প্রথম স্ত্রী। যাঁর নাম খাদীজা, পিতার নাম খোইয়ালাদ ইবন আসাদ ইব্‌ন ‘আবদুল ওয্‌যা ইবন কুসাই। মায়ের নাম, ফাতিমা বিনতে যায়েদ বা যাহেদ। উপাধী ত্বাহেরা বা পূতপবিত্র। উপনাম, উম্ম হিন্দ।

তাঁর প্রথম শাদী আবূ ছালাহ মালেকের সাথে হয়েছিল। সে সংসারে ছালাহ্‌, ত্বাহের ও হিন্দ তিনজন ছেলে ছিল। তাঁরা সকলে সাহাবী ছিলেন। রাদ্বি আল-াহ তা‘আলা ‘আনহুম।

আবু ছালাহ মালেক ইবন যুবারাহর মৃত্যুর পর তাঁর শাদী ‘উতাইক্ব ইব্‌ন ‘আয়েয মাখযুমীর সাথে হয়েছিল। সে সংসারে একজন ছেলে ছিল।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে তাঁর নিকাহ :

“উতাইক্ব ইব্‌ন ‘আয়েযের মৃত্যুর পর কয়েকজন কুরাইশ সরদার তাঁকে বিয়ের প্রস্ড়াব দিয়েছিল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরি মধ্যে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সুনাম চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বস্ড়তা, আমানতদারী, বিনয়-নম্রতা, ভদ্রতা, ন্যায়নৈতিকতা সব মিলিয়ে একজন নীতিবান ব্যক্তি হিসেবে তিনি সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। চাচা আবূ তালেবের ঘরে লালিত পালিত হন। চাচার আর্থিক অবস্থা মোটেও ভাল ছিল না। তাই তিনি ব্যবসার নিমিত্তে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া গমন করেন।

খাদীজা (রা.)ও রূপে-গুণে ধনে-জনে পরিপূর্ণ ছিলেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সুনাম তিনিও শুনতে পেয়েছিলেন, মনে মনে তাঁকে ব্যবসায়িক দায়িত্ব দেবার সিদ্ধান্ড় নিলেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে তা জানালে তিনি চাচার

---

[৯৪]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৬ ; ক্বাযী মুহাম্মদ সোলায়মান সালমান : রহমাতুলিল ‘আলামীন, (লাহোর : শায়খ গোলাম ‘আলী, ১৯৬৮ খৃ. সালে প্রকাশিত) খ. ২, পৃ. ১৪৯ ; শায়খ আবদুল হক দেহলভী : মাদারেজুন নবুয়্যত, (উর্দু ভাষায় অনুদিত, করাচী : মদীনা পাবলিসং কোম্পানী, ১৯৭০ খৃ.) খ. ২, পৃ. ৭৯৮ ; মাদারিজুন নবুওয়াত (বাংলায় অনুদিত, ই.ফা.বা প্রকাশনা : ২৩৮২ প্রকাশকল : জুন-২০০৫ খৃ.) খ. ২, পৃ. ৩২৫-৩২৮।

অনুমতিক্রমে বাইয়ে মুদ্বারাবা অর্থাৎ লভ্যাংশের শেয়ারের ভিত্তিতে ব্যবসা করার সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁর গোলাম মায়সারা এবং খুযায়মাকে তাঁর খেদমতের জন্য সাথে দেন। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বসরায় ব্যবসা করে প্রচুর পরিমাণ লাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মক্কায় তাঁর (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) প্রত্যাবর্তনের সময় দুপুর বেলায় হযরত খাদীজা (রা.) বালাখানায় বসা ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম প্রত্যাবর্তনের সময় দুই ফিরিস্ড়া তাঁকে ছায়া দিচ্ছেন। এদিকে মায়সারা ও খুযায়মাও নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বিশেষ অলৌকিক ব্যাপার দেখতে পেয়েছেন। তাঁরাও এসে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বিশেষ মর্যাদার কথা খাদীজা (রা.) কে বলেছিলেন। তা ছাড়াও খাদীজা (রা.) স্বপ্নে দেখলেন যে, আসমান থেকে একটি নূর এসে তাঁর ঘরে পড়েছে । সে নূরের আলোয় মক্কা মুকাররামার প্রত্যেক ঘর আলোকিত হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে তিনি তাঁর চাচাত ভাই ওরাক্বা ইব্ন নাওফেলকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হে খাদীজা তোমাকে শেষ নবী বিয়ে করবে। ফলে তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম -এর প্রতি দূর্বল হয়ে পড়েন। অতঃপর তাঁর এক বান্ধবী নুফাইসা বিনতে মুনিয়্যার মাধ্যমে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে বিয়ের প্রস্ড়াব করলে তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) তা গ্রহণ করেন এবং চাচা আবূ তালেব সম্ভ্রান্ড় কুরাইশদের নিয়ে আক্বদের ব্যবস্থা করেন। এ আক্বদে তিনি এক অলংকার সমৃদ্ধ গুর"ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। অপরদিকে খাদীজার পক্ষে চাচাত ভাই ওরাকা ইব্ন নাওফাল এবং চাচা 'আমর ইব্ন আসাদও গুর"ত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। মাহর ছিল চারশত মিস্কাল। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বয়স ছিল পঁচিশ এবং খাদীজা (রা.)-এর বয়স ছিল পঁয়তালি-শ বছর।

হযরত খাদীজা (রা.)-এর মর্যাদা :

হযরত খাদীজা (রা.)-এর অনেক ফযীলত মর্যাদা রয়েছে, স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যেমন-
হযরত ‘আলী (রা.) বলেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৯৫]

خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتِ عِمْرَانَ وَ خَيْرُ نَسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتِ خُوَيْلَدٍ ـ

“সমস্ড় নারীর মধ্যে হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরান (আ.) ও হযরত খাদীজা বিনতে খোয়াইলাদ (রা.) সর্বাপেক্ষা উত্তম”।
হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত,[৯৬] হযরত জিবরাইল (আ.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ইয়া রাসূলাল-াহ ! এ হচ্ছে খাদীজা আপনার জন্য বাসন থালা নিয়ে খাবার নিয়ে হাযির হয়েছেন, এবং এটি শরবত।

فَاِذَا هِىَ اَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَّبِّهَا وَ مِنِّىْ وَ بَشِّرْهَا بِبَيْتٍ
فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَاصَخَبَ فِيْهِ وَلَانَصَبَ ـ

“অতঃপর তিনি যখন আপনার নিকট আসবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন, এবং খোলবিশিষ্ট মূতির বেহেস্ড়ের সুসংবাদ প্রদান কর ুন যাতে কোন ধরনের শোরগোল নেই এবং কোন ধরনের কষ্ট নেই”।
সুবহানাল-াহ ! স্বয়ং আল-াহ তাঁকে বেহেস্ড়ের সুসংবাদ এবং সালাম প্রেরণ করেছেন,
নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আরো এরশাদ করেছেন,[৯৭] اِذَا ذَبَحَ الشَّاةُ يَقُوْلُ اَرْسِلُوْا بِهَا اِلٰى اَصْدِقَاءِ خَدِيْجَةَ الخ ـ
“যখন তিনি ছাগল জবাই করতেন তখন বলতেন ওহে ‘আয়শা ! ছাগলের মাংস খাদীজার বান্ধবীদের নিকট পাঠাও”। হযরত ‘আয়শা (রা.) বলেন, একদিন আমি রাগ করলাম এবং বললাম খাদীজা! নবী করীম সাল-াল-াহু

[৯৫]. ইমাম মুসলিম : আল-জামি‘, খ. ২, কিতাবুল ফাদ্বায়িল, পৃ. ২৮৪।
[৯৬]. ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত , খ. ২, পৃ. ২৮৪।
[৯৭]. ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত , খ. ২, পৃ. ২৮৪।

‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বলেন, আল-াহ তা‘আলা খাদীজার প্রতি ভালবাসা আমার অন্ড়রে ঢেলে দিয়েছেন।
হযরত ‘আয়শা (রা.) আরো বলেন, মূলত এ কারণে আমি খাদীজাকে ইর্ষা করতাম ।
কেমন ভাগ্যবতী তিনি সমস্ড় ধন-সম্পদ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর জন্য উৎসর্গ করেছেন। বিপদে-আপদে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে সাহস যুগিয়েছেন। একনিষ্টভাবে তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর তুলনাই বিরল। তিনি নবূয়্যত প্রকাশের দশম বছর, ২৪/২৫ বছর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে জীবন যাপন করে ইনতিকাল করেন। তাঁকে মাকামে হাজুন/জান্নাতুল মু‘আল-াতে দাফন করা হয়। তার ইনতিকালের বছরকে ‘আম্মুল হুযন’ বা পেরেশানীর বছর বলে আখ্যায়িত করা হয়।

হযরত খাদীজা (রা.)-এর সন্ড়ান-সন্ড়তি :[৯৮]
হযরত খাদীজা (রা.) থেকে তিনজন ছেলে চারজন মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তম্মধ্যে হযরত ক্বাসেম (রা), হযরত র“ক্বাইয়া (রা.), হযরত যয়নব (রা.) এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) নবুয়্যত প্রকাশের পূর্বে এবং হযরত তৈয়্যব (রা.), হযরত ত্বাহের (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.) নবুয়্যত প্রকাশের পর ভুমিষ্ট হন।

২. উম্মুল মু’মিনীন হযরত সৈয়্যদা সাওদাহ (রা.) :[৯৯]
হযরত খাদীজা (রা.)-এর ইনতিকালের পর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম উম্মুল মু’মিনীন সৈয়্যদা সাওদাহ (রা.) কে শাদি করেন। মূলত এমন কঠিন সময় এ ঘটনা সংগঠিত হয় যখন চর্তুদিকে ঘোর অমানিশা বিরাজমান নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি

---

[৯৮]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৭ ;
[৯৯]. শায়খ আবদুল হক দেহলভী : প্রাগুক্ত (উর্দু) খ. ২, পৃ. ৮০২ ; সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬১।

ওয়াসাল-াম খুবই পেরেশানীর হালতের মধ্যে ছিলেন, এ বিয়ে তাঁকে কিছুটা হলেও সস্ড়ি দিয়েছিল।
উম্মুল মু'মিনীনের নাম সাওদা, পিতার নাম যাম'আহ ইবন কায়স। তাঁর বংশ লতিফার সাথে লুওয়াই এর নিকট গিয়ে আল-াহর রাসূলের বংশধারা মিলে যায়। তাঁর মাতার নাম সামুশ বিনতে কায়। তিনি সর্বপ্রথম চাচাত ভাই সাকরান ইবন 'আমর-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।
একদা তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, আকাশ থেকে চন্দ্র এসে তাঁর কোলে পড়েছে। এ স্বপ্নের কথা তাঁর স্বামীকে বললে সে বলল তোমার স্বপ্ন যদি বাস্ড়ব হয় তাহলে অতি শীঘ্রই আমি মারা যাব এবং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তোমাকে চাইবেন। সত্যিই তাঁর স্বামী মারা গেল। এবং নবুয়্যতের দশম বছর নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হযরত সাওদাকে শাদী করেন। তাঁর মাহর ছিল চারশত দিরহাম। তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে খুবই ভালবাসতেন তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) পরবর্তীতে হযরত 'আয়শা (রা.) কে শাদী করলে নিজের অংশ হযরত 'আয়শাকে প্রদান করেন। এ মহিয়সী নারী হযরত 'উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ৫৪/৫৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

৩. উম্মুল মু'মিনীন সৈয়্যদা হযরত 'আয়শা (রা.) :

উম্মুল মু'মিনীন সৈয়্যদাতুনা 'আয়শা সিদ্দিকা (রা) ইসলামী পরিবারে হযরত সিদ্দিকে আকবরের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলামী পরিবেশে লালিত-পালিত হন। যাঁর প্রথম এবং শেষ নেকাহ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সম্পাদিত হয়েছিল। যাঁর মর্যাদা-ফযীলত, তাক্বওয়া-পরহেযগারী, পবিত্রতা ও ইবাদাত-বন্দেগী এমন এক স্থানে উন্নীত ছিল যাঁর সমপর্যায়ের কেউ ছিল না, তিনি এক অনন্য স্থান দখল করে আছেন। যাঁর নাম 'আয়শা পিতার নাম আবূ বকর সিদ্দীক, তাঁর বংশ লতিফা লুওয়াই পর্যন্ড় গিয়ে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশ লতিফার সাথে মিলে গেছে।
তাঁর মাতার নাম জয়নাব উম্মে রূমান বিনতে 'আমির। উপনাম উম্মে 'আবদুল-াহ ছিল। তিনি একদিন দরবারে রেসালতে আরযি পেশ করলেন যে,

আমার উপনাম রাখা কি হবে ? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান, তোমার বোনের ছেলে ‘আবদুল-াহ ইব্ন যুবায়েরের নামের সাথে তোমার উপনাম হবে, অর্থাৎ উম্মে ‘আবদুল-াহ’।[১০০]

আল-াহ তা‘আলা তাঁর শানে কমপক্ষে এগারটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আয়াত গুলো যথাক্রমে, সূরা নূর আয়াত নং **১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ও ১৭, ১৮, ১৯, ২০,** এবং সূরা নিসা, আয়াত নং ৪৩।

উপরোক্ত আয়াতে করীমা গুলো আল-াহ তা‘আলা তাঁর পবিত্রতা, তাক্বওয়া-পরহেযগারী সর্বোপরি তাঁর উসিলায় মুসলিম মিল-াত তাইয়াম্মুমের বিধান লাভ করেছেন।[১০১] সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

হাদীস গ্রন্থেও তাঁর ফযীলত ও মরতাবা সম্পর্কে বর্ণিত আছে। বিশেষ করে ইমাম বুখারী (রা.) স্বীয় বিখ্যাত আল-জামি‘ গ্রন্থের **১**ম খন্ড ৫৩২ পৃষ্ঠায়, ইমাম মুসলিম (রা.) স্বীয় বিখ্যাত ‘আল-জামি‘ গ্রন্থের ২য় খন্ড ২৮৫ পৃষ্ঠায়, ইমাম তিরমিযী (রহ.) স্বীয় বিখ্যাত আল-জামি‘ গ্রন্থের ২য় খন্ড ২২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। [১০২]

আল-াহ তা‘আলার ভাষায় হযরত ‘আয়শা সিদ্দিকা (রা.)-এর প্রশংসা :

১. আল-াহ তা‘আলার বাণী :[১০৩]

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ - لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ - بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ -

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ - وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

“নিশ্চয় ঐ সব লোক, যারা এ ‘বড় অপবাদ’ নিয়ে এসেছে তারা তোমাদেরই মধ্যখার একটা দল; সেটাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ পাপ রয়েছে, যা সে অর্জন করেছে; এবং তাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি, যে সর্বাপেক্ষা বড় অংশ নিয়েছে (প্রধান ভূমিকা পালন করেছে) তার জন্য মহা শাস্ড়ি রয়েছে”।

---

১০০. শায়খ আবদুল হক দেহলভী : প্রাগুক্ত (উর্দু) খ. ২, পৃ. ৮০৩।

১০১. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫০-১৬৭।

১০২. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৭-১৭১।

১০৩. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭, সূরা নূর, আয়াত নং-১১।

আয়াতের শানে নুযুল :[১০৪]

৫ম হিজরী সনে ‘বণী মস্ড়ুলাক্ব’ যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় কাফিলা মদীনা শরীফের সন্নিকটে এক স্থানে অবতরণ করলেন, তখন উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.) শৌচকার্য সম্পাদনের জন্য কোন এক প্রান্ড়ে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে তাঁর হারটা ছিড়ে পড়ে গেলো। তিনি সেটা অনুসন্ধানের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন। এদিকে কাফিলা রওনা হয়ে গেলো। তাঁর পালকি শরীফটাও উটের পিঠে তুলে নিলেন, আর তাঁদের ধারণা ছিলো যে, উম্মুল মু’মিনীন সেই পালকির মধ্যেই রয়েছেন, কাফেলা চলে গলো।

এদিকে তিনি (রা.) এসে কাফিলার পূর্ববর্তী স্থানে বসে পড়লেন। তাঁর ধারণা ছিল, “আমার তালাশে কাফিলা অবশ্যই ফিরে আসবে”।

কাফিলার পেছনে ভুলে ফেলে আসা মালপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য একজন সাহাবী নিয়োজিত থাকতেন। এ অভিযানে হযরত সাফ্ওয়ান (রা.) এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি যখন সেখানে আসলেন এবং হযরত ‘আয়শা (রা.) কে দেখতে পেলেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন, “ইন্নালিল-াহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি‘উন”। হযরত ‘আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.) কাপড় দিয়ে নিজেকে পর্দার আড়াল করলেন। হযরত সাফ্ওয়ান আপন উষ্ট্রীকে বসালেন, এবং তিনি হযরত ‘আয়শা সিদ্দিক্বাকে সেটার পিঠে আরোহন করলেন নিজে পদব্রজে উষ্ট্রীর লাগাম টানছিলেন।

কপট মুনাফিকগণ এ বিষয়ে তাদের খারাপ ধারণা প্রচার করলো এবং হযরত ‘আয়শা (রা.)-এর সম্পর্কে অপসমালোচনা আরম্ভ করলো। কোন কোন মুসলমানও তাদের ধোকার শিকার হলো। আর তাদের মুখেও কিছু কিছু অশোভনীয় উক্তি উচ্চারিত হয়েছিল।

উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আয়শা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ড় অসুস্থ ছিলেন। এ সময় তিনি অবহিত ছিলেন না তাঁর বির“দ্ধে মুনাফিকগণ কি বকাবকি করছিলো। একদিন উম্মে মিসতাহ (রা.)-এর মুখে

---

[১০৪]. সৈয়্যদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান, আ’লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭ টীকা নং-১৫; ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, (করাচী : আসাহ্হুল মাতাবি‘ কর্তৃক প্রকাশিত) খ. ২, পৃ. ৬৯৬-৬৯৮; ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত (করাচী : সা‘ঈদ কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত), খ. ২, পৃ. ১৫২; সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী : রূহুল মা‘আনী (মিসর : আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ) খ. ১০, পৃ. ১৫২-১৫৫।

তিনি এ সম্পর্কে অবহিত হলেন, এর ফলে তাঁর অসুস্থতা আরো বেড়ে গেল এবং এ দুঃখে তিনি এতই কান্নাকাটি করেছিলেন যে, তাঁর অশ্র" থামতোই না, এমনকি একটা মাত্র মুহুর্তের জন্যও তাঁর চোখে ঘুম আসতো না। এমতাবস্থায় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হলো আর উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়শা (রা.)-এর পবিত্রতায় এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো এবং তাঁর আভিজাত্য ও উচ্চ মর্যাদাকে আল-াহ তা'আলা এতই বৃদ্ধি করেছেন যে, কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতে করীমাতে তাঁর পবিত্রতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম মিম্বর শরীফের উপর তাশরীফ রেখে আল-াহর শপথ সহকারে এরশাদ করলেন, 'আমার পরিবারের পবিত্রতা ও প্রশংসনীয় চরিত্রের কথা নিশ্চিতভাবে আমার জানা আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সম্পর্কে অপসমালোচনা করেছে তার পক্ষ থেকে আমার নিকট কে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারো ? হযরত 'উমর (রা.) আরয করলেন, "মুনাফিকগণ নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী। উম্মুল মু'মিনীন নিশ্চিতভাবে পূতপবিত্র, আল-াহ তা'আলা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র শরীর মোবারকে মাছি বসা থেকে রক্ষ করেছেন; কারণ তা অপবিত্র বস্তুর উপর বসে থাকে। সুতরাং এটা কিভাবে হতে পারে যে, তিনি আপনাকে খারাপ স্ত্রী নৈকট্য থেকে রক্ষা করবেন না"।

হযরত 'উসমান (রা.)ও এভাবে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করলেন, আর বললেন, "আল-াহ তা'আলা আপনার ছায়া ভূ-পৃষ্ঠের উপর পড়তে দেননি, যাতে উক্ত ছায়া শরীফের উপর কারো পায়ের ছাপ না পড়ে। সুতরাং যেই প্রতিপালক আপনার ছায়াকে সংরক্ষণ করেছেন, কিভাবে হতে পারে যে, তিনি আপনার পরিবারবর্গকে সংরক্ষণ করবেন না"।

হযরত 'আলী (রা.) বললেন, "একটামাত্র উকূনের রক্ত লাগার কারণে বিশ্ব প্রতিপালক আপনাকে পাদুকাদ্বয় খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, সেই প্রতিপালক আপনার পবিত্র পাদুকা শরীফদ্বয় এতটুকু ময়লাযুক্ত হওয়াকে পছন্দ করেননি, কাজেই একথা কখনো সম্ভবপরই হতে পারে না যে, তিনি আপনার পরিবারের অপবিত্রতাকে বরদাশত করবেন"।

হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা.) বলেছেন, "ইয়া রাসূলাল-াহা ! আমি আপনার পরিবারের মধ্যে শুধু উত্তম চরিত্রই জানি, এর বিপরীত কিছুই আমার জানা নেই। এসবই মিথ্যা ও অপবাদ"।

হযরত বোরায়রা (হযরত 'আয়শা (রা.)-এর আযাদকৃত বান্দী) বলেছেন, "আল-াহরই শপথ ! আমি হযরত 'আয়শা (রা.)-এর মাঝে কোন অপছন্দনীয় কার্যকলাপ দেখিনি। অবশ্য তিনি অল্প বয়স্কা মেয়ে। অমনোযোগীতাবশত: কখনো শুয়ে পড়তেন, এদিকে মেষ ছাগল এসে তৈরীকৃত আটার খামীরা খেয়ে ফেলতো মাত্র"।

হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ, উম্মুল মু'মিনীন (রা.)-এর নিকট নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বলেন, "হে আল-াহর রাসূল ! আমি আপন কান ও চোখকে এ থেকে বাঁচাতে চাই যে, না দেখে, না শুনে কোন কথা দেখা বা শুনার দিকে সম্পৃক্ত করবো। আল-াহর শপথ ! আমি 'আয়শার মধ্যে সদ্‌গুণ ছাড়া অন্য কিছুই জানি না"।

হযরত আবূ আইউব আনসারী এবং অন্যান্য সাহাবীগণ বলেন, "সুবহানাকা হাযা বোহ্‌তানুন্‌ 'আযীম"। অর্থাৎ ওহে আল-াহ ! তোমারই পবিত্রতা ও মাহিমা ! এটা তো মহাঅপবাদ মাত্র"। এভাবে বহু সংখ্যক সাহাবী ও মহিলা সাহাবী বিভিন্নভাবে শপথ করেন।

আয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্ব থেকেই হযরত 'আয়শা (রা.)-এর দিক থেকে মানুষের অন্ড়রসমূহ প্রশস্ড়ই ছিল। আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সম্মান ও অভিজাত্যকে আরো বৃদ্ধি করে দিলো। কাজেই অপসমালোচনাকারীদের সমালোচনা আল-াহ, তাঁর রাসূল এবং শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের নিকট ভিত্তিহীন এবং সমালোচকদের জন্য মহাবিপদই। এমনকি দু'/একজন সরলমনা সাহাবী ছাড়া অন্যান্য সমস্ড় সাহাবী ও মহিলা সাহাবীর মনও এক্ষেত্রে প্রশস্ড় ছিল।

২. আল-াহ তা'আলার বাণী-[১০৫]

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا - وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ -

"কেন এমন হয়নি যখন তোমরা সেটা শুনেছিলে-মুসলমান পুর“ষগণ এবং মুসলমান নারীগণ নিজেদের লোকদের বিষয়ে ভাল ধারণা করতো এবং বলতো, এতো সুস্পষ্ট অপবাদ"।

---

[১০৫]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯, সূরা নূর, আয়াত নং-১২।

মূলত মুসলমানদের এ নির্দেশ দেয়া হয় যেন তাঁরা অপর মুসলমান সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে এবং খারাপ ধারণা করা নিষিদ্ধ। কোন কোন ভয়শুন্য পথভ্রষ্ট একথা বলে বেড়ালো যে, "নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর মনেও নাকি, আল-াহর আশ্রয় ! এ ব্যাপারে বিরূপ ধারণা জন্মেছিল"।

এ কথা যারা বলে তারা মিথ্যা রটনাকারী ও জঘন্য মিথ্যাবাদী, তারা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর শানে এমন উক্তি করে, যা মু'মিনগণ সম্পর্কেও শোভা পায় না। আল-াহ তা'আলা মু'মিনদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করেছেন, "তোমরা কেন ভাল ধারণা করলে না"? সুতরাং এ কথা কিভাবে সম্ভব ছিল যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বিরূপ ধারণা করেছিলেন ? বস্তুতঃ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর শানে বিরূপ ধারণা করার মন্ড়ব্য মুখে উচ্চারণ করাও বড় কপট মুনাফিক হবার নামান্ড়র, বিশেষ করে এমন অবস্থায় যখন তিনি এরশাদ করেছেন, "আল-াহর শপথ ! আমি জানি আমার পরিবারবর্গ পবিত্র"।[১০৬]

এ থেকে বুঝা গেল যে, মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা অবৈধ। আর যখন কোন সৎ লোকের বির"দ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তখন কোন প্রমাণ ব্যতিরেখে মুসলমানদের জন্য তার সাথে ঐকমত্য ঘোষণা করা ও সেটা সত্য বলে মেনে নেয়া বৈধ নয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন,[১০৭] هٰذَا عِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ -

"এটা মু'মিনদের জন্য আল-াহর পক্ষ থেকে তীব্র সমালোচনা"।

অর্থাৎ মু'মিনগণ তাঁর ঐ অপবাদ কেন শ্রবণ করলেন ? কেন প্রতিবাদ করলেন না।

৩. আল-াহ তা'আলার বাণী-[১০৮]

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ - فَاِذْلَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ -

---

১০৬. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সৈয়্যদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯, টীকা নং-২০।

১০৭. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

১০৮. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯, সূরা নূর, আয়াত নং-১৩।

"এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী কেন উপস্থিত করেনি ? সুতরাং যখন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল-াহর নিকট মিথ্যাবাদী"।

একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুনাফিকগণ যদি অপবাদের বিষয়ে দৃঢ়চেতা হতো তারা অবশ্যই সাক্ষী উপস্থাপন করতো। কিন্তু তারা তা করেনি। শুধু অপবাদ রটনোই এবং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পরিবারকে নাজেহাল করাই হলো তাদের মূল উদ্দেশ্য।

৪. আল-াহ তা'আলার বাণী-[১০৯]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

"এবং যদি আল-াহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে না থাকতো, তাহলে সেই চর্চায় তোমরা লিপ্ত হয়েছো তজ্জন্য কঠিন শাস্ড়ি তোমাদেরকে স্পর্শ করতো"।

এখানে ঐ সব লোক উদ্দেশ্য যারা হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ দিয়েছিল। সুতরাং তাদের উপর আল-াহর অনুগ্রহ না থাকলে তারা অবশ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হতো, কিন্তু আল-াহ তাদের জন্য তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন। এক কথায় তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে।

৫. আল-াহ তা'আলার বাণী-[১১০]

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا - وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ -

"যখন তোমরা এমন কথা নিজেদের মুখে একে অপরের নিকট শুনে নিয়ে আসছিল এবং নিজেদের মুখ থেকে তা-ই বের করেছিল যে সম্পর্কে তোমাদের আদৌ জ্ঞান নেই এবং সেটা সহজ (তুচ্ছ) মনে করেছিলেন; অথচ সেটা আল-াহর নিকট বড় কথা"।

৬. আল-াহ তা'আলার বাণী-[১১১]

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا - سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ -

"এবং কেন এমন হলো না যখন তোমরা শ্রবণ করেছিলে তখন একথা বলতে, 'আমাদের জন্য শোভা পায় না এমন কথা বলা। হে আল-াহ ! তোমারই পবিত্রতা ! এটাতো গুর"তর অপবাদ"।

---

[১০৯]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯, সূরা নূর, আয়াত নং-১৪।
[১১০]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯, সূরা নূর, আয়াত নং-১৫।
[১১১]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯, সূরা নূর, আয়াত নং-১৬।

একথা সর্বজন বিদিত যে, নবীর স্ত্রীগণ পূতপবিত্র। তাঁরা কোন অবস্থায় পাপাচারে লিপ্ত হতে পারে না।

৭. আল-াহ তা'আলার বাণী-[১১২]

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

"আল-াহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যে, তবে কখনো তোমরা এরূপ বলোনা যদি তোমরা ঈমান রাখ"।

৮. আল-াহ তা'আলার বাণী-[১১৩] وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

"এবং আল-াহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আল-াহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

৯. আল-াহ তা'আলার বাণী-[১১৪]

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ —

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

"ঐ সব লোক, যারা চায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ-ীলতার প্রসার হোক, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্ড়ি রয়েছে-দুনিয়া ও আখিরাতে এবং আল-াহ জানেন (অন্ড়র সমূহের রহস্য ও গোপন অবস্থাদি) এবং তোমরা জাননা"।

১০. আল-াহ তা'আলার বাণী-[১১৫]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

"এবং যদি আল-াহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের প্রতি না থাকতো এবং এই যে, আল-াহ হন তোমাদের প্রতি অত্যন্ড় দয়ার্দ্র। পরম দয়ালু, তবে তোমরা সেটার কষ্ট সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করতে (এবং আল-াহর শাস্ড়ি তোমাদেরকে অবকাশ দিতো না।)"।

উপরোক্ত দশটি আয়াতে করীমা মহান আল-াহ তা'আলা হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.)-এর পবিত্রতা ও শান-মান বর্ণনায় অবতরণ করেছেন। মুলত মুনাফিকগণ তাঁর শানে যে, অপবাদ দিয়েছে তা বড় মিথ্যা ও জঘন্যতর।

---

[১১২]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯, সূরা নূর, আয়াত নং-১৭।

[১১৩]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯, সূরা নূর, আয়াত নং-১৮।

[১১৪]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪০, সূরা নূর, আয়াত নং-১৯।

[১১৫]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪০, সূরা নূর, আয়াত নং-২০।

আল-াহ তা'আলা হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বার হক্কানিয়াতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাষায় মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন, সুবহানাল-াহ।

স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামও সবাইকে ডেকে অত্যন্ড় সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করে দিয়েছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন।[১১৬]

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذِرُنِىْ مِنْ رَّجُلٍ بَلَغَنِىْ اَذَاهُ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَوَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلَّا خَيْرًا ـ

"ওহে মুসলমান সম্প্রদায় ! ঐ ব্যক্তির মোকাবেলায় আমাকে কে সাহায্য করবে যে আমার পরিবারের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আল-াহ তা'আলার শপথ ! আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে মঙ্গল বৈ আর কিছুই জানি না"।

১১. আল-াহ তা'আলার বাণী-[১১৭]

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ـ

"তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো, সুতরাং আপন মুখ মন্ডল এবং হাত গুলোর উপর মাসেহ করো। নিশ্চয় আল-াহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল"।

আয়াতের শানে নুযুল : [১১৮]

বণী মুস্ড়ালাক্বের যুদ্ধে যখন মুসলিম সৈন্যদল এক মর্ভূমিতে উপনীত হলো, সেখানে পানি ছিলো না এবং সকালে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাবার ইচ্ছে ছিলো, সেখানে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.)-এর হার হারিয়ে গেলো। সেটার সন্ধান করার জন্য নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সেখানেই অবস্থান করলেন, ভোর হলো কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল-াহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

হযরত উমায়দ ইবন হোদায়র (রা.) বললেন, "হে আবূ বকরের পরিবাবর্গ ! এটা আপনাদের প্রথম বরকত নয়। অর্থাৎ আপনাদের বরকতে মুসলমানদের অনেক অসুবিধা দুরীভূত হয়েছে, অনেক উপকার হয়েছে"। অতঃএব উষ্ট্রী দাড় করানো হলো, তখন সেটার নীচে হারখানা পাওয়া গেল। হার হারিয়ে যাওয়া

---

১১৬. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৯।

১১৭. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮, সূরা নিসা, আয়াত নং-৪৩।

১১৮. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯, সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী, প্রাগুক্ত, টীকা নং-১৩৩।

এবং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তা কোথায় সে কথা না বলার মধ্যে অনেক হেকমত রয়েছে। যাথা :-

১. হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা হারের কারণে সেখানে অবস্থান করা তাঁরই ফযীলত ও উন্নত মর্যাদারই প্রমাণ।
২. সাহাবা কেরাম সেটা তালাশ করার মধ্যে এ নির্দেশনা রয়েছে যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র স্ত্রীদের সেবা করা মু'মিনদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ।
৩. অতঃপর তায়াম্মুমের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ায় বুঝা যাচ্ছে যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর স্ত্রীগণের খেদমতের এমনি পুরস্কার দেয়া হয় যা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ড় মুসলমানগণ উপকৃত হতে থাকবেন, সুবহানাল-াহ।

যে হারের এত দীর্ঘ ইতিহাস সেটা মূলত হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.) তাঁর বোন হযরত আসমা (রা.) থেকে ধার নিয়েছিলেন।[১১৯]

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভাষায় হযরত 'আয়শা (রা.)-এর প্রশংসা :

হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.) বহু গুণে গুণান্বিত ছিলেন। স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ যেমন তিনি বলেছেন।

হাদীস নং-১

হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন।[১২০]

كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ ، وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَ آسِيَةَ اِمْرَأَةِ فِرْعَوْنَ ، وَ فَضْلُ عَائِشَةِ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

---

[১১৯]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৬-১৬৭; ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩২।

[১২০]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩২, হাদীস-৩৭৬৯, ৩৭৭; সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা'ঈদ : মাওসূ'আত আ-লে বায়তিন নবীয়্যীল আত্বহার, (মিসর : দারুল গাদ্দিল জাদীদ, ১ম সং, ২০১৩ খৃ./১৪৩৪হি.) পৃ. ৫৭৮।

“পুর“ষের মধ্যে অধিকাংশ পরিপূর্ণ, নারীদের মধ্যে মরইয়াম বিনতে ইমরান এবং ফির‘আউনের স্ত্রী আসিয়া ব্যতীত কেউ পরিপূর্ণ নয়। আর নারীদের মধ্যে ‘আয়শার ফযীলত সেরূপ যেরূপ খাবারের মধ্যে সারীদ অত্যধিক সুস্বাদু”।

হাদীস নং-২

হযরত ‘উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,[১২১]

كَانَ النَّاسُ يَتَحَيَّرُوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ـ

“নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আয়শার হুজরায় থাকতেন যখন সাহাবীগণ অধিক হাদিয়া তোহফা পেশ করতেন”।

হযরত ‘আয়শা বলেন, এতে আমার সমস্ড় সঙ্গীনী আজওয়াযে মুতাহ্হারাত হযরত উম্মে সালামার হুজরায় সমবেত হলেন এবং বললেন, ওহে উম্মে সালমা! আল-াহর কসম ! সাহাবীগণ ঐদিন অধিক হাদিয়া তোহফা পেশ করেন। অথচ আমাদের জিনিস পত্রের প্রয়োজন। ‘আয়শারও প্রয়োজন। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁদের পাশ দিয়ে গমন করলেন এবং সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ওহে লোক সকল ! আমি যেখানেই থাকি না কেন তোমরা হাদিয়া পেশ করতেই থাকো, উম্মে সালমা তাঁদের অভিযোগ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম কে অবহিত করলে তিনি মুখ ফিরিয়ে দিলেন, উম্মে সালমা একথা দু’/তিনবার বললেন তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন,

يَا اُمَّ سَلَمَةَ لَاتُؤْذِيْنِيْ فِيْ عَائِشَةَ فِاِنَّهُ وَ اللّٰهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيِ وَ اَنَا فِيْ لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّنْكُنَّ غَيْرِهَا ـ

“ওহে উম্মে সালমা ! ‘আয়শার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিওনা, কেননা, আল-াহর শপথ ! ‘আয়শা ব্যতীত তোমাদের মধ্যে অপর কারো লিহাফের নিচে আমার উপর ওহী নাযিল হয়নি”।

হাদীস নং-৩

হযরত ‘আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত[১২২] একদা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

---

[১২১]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩২।

[১২২]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩২, হাদীস নং-২৫৮১, ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪৪২।

يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ يَقْرَأُكِ السَّلَامَ ـ فَقُلْتُ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ ـ تَرٰى مَالَا اَرٰى ـ

"ওহে 'আয়শা ইনি জিবরাইল; তোমাকে সালাম বলছে, অতঃপর 'আয়শা বললেন, আমি বললাম তোমার উপর আল-াহর শান্িড়, রহমত ও বরকত নাযিল হউক'। ইয়া রাসূলাল-াহ ! আপনি যা দেখেন তা আমরা দেখিনা"।

হাদীস নং-৪

হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.) থেকে বর্ণিত[১২৩] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اُرِيْتُكِ فِى الْـمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ـ جَاءَ نِىْ بِكِ الْمَلَكُ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ ـ يَقُوْلُ هٰذِهٖ اِمْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْ وَجْهِكَ فَاذَا اَنْتِ هِىَ ـ فَاَقُوْلُ اِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهٖ ـ

"আমি তোমাকে তিন রাত্রি স্বপ্নে দেখেছি, একজন ফিরিস্ড়া তোমাকে একটি সাদা রেশম কাপড়ে মুড়িয়ে আমার নিকট নিয়ে আসলেন, তিনি বললেন, এ আপনার স্ত্রী, তার চেহরা খোল। আমি যেই মাত্র খোললাম তোমাকেই দেখলাম। আমি বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল-াহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে এরূপই হবে"।

হাদীস নং-৫

হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.) বলেন,[১২৪] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَمَا تَرْضِيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ زَوْجَتِىْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ـ

"তুমি কি খুশী হবে না ? দুনিয়া এবং আখিরাতে তুমি আমার স্ত্রী হবে"।

হাদীস নং-৬

হযরত 'আমর ইবন গালিব (রা.) থেকে বর্ণিত,[১২৫] এক ব্যক্তি হযরত 'আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.)-এর সামনে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়শা সম্পর্কে বিরূপ মন্ড়ব্য করলো, হযরত 'আম্মার রাগান্বিত হয়ে বললেন,

اُعْزُبْ مَقْبُوْحًا مَنْبُوْحًا اَتُوْذِىْ حَبِيْبَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

---

১২৩. ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৫, হাদীস নং-২৪৩৮; ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১২৫।

১২৪. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা'ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮০।

১২৫. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৭; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭১।

“বদবখত, মুরদুদ দূর হও, তুমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রিয় হাবীবাকে কষ্ট দিচ্ছো”।

হাদীস নং-৭

হযরত ‘আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.) থেকে বর্ণিত[১২৬] তিনি বলেন, আমাকে আল-াহ এমন কয়েকটি নি‘আমত দান করেছেন যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। যথা :-

১. জিবরাইল (আ.) আমার ছবি নিয়ে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট অবতরণ করেছেন, আমার শাদীর বিষয়ে কথা বলেছেন।
২. আমাকে কুমারী অবস্থায় তিনি সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম শাদী করেছেন, আমাকে ছাড়া তিনি অপর কোন কুমারীকে শাদী করেননি।
৩. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ওফাতের সময় তাঁর মাথা মোবারক আমার কণ্ঠনালী নিচে ও বুকের উপরে ছিল।
৪. তাঁর কবর শরীফ আমার ঘরেই।
৫. আমি তাঁর খলীফা ও বিশ্বস্ড় সিদ্দিক্বে আকবরের কন্যা।
৬. নিশ্চয় নিশ্চয় অপবাদ থেকে মুক্তি লাভ আকাশ থেকে অবতীর্ণ। অর্থাৎ আল-াহ আমাকে অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে ওহী অবতীর্ণ করেছেন।
৭. নিশ্চয়ই আমাকে পবিত্রের নিকট পবিত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।
৮. নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা প্রাপ্ত, সম্মানিত রিযিক প্রাপ্ত হিসেবে প্রতিশ্র“তিবদ্ধ।

একথা সত্য যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম যখন ওফাত লাভ করেছেন তখন হযরত ‘আয়শার বয়স মাত্র ১৮ বছর। তিনি এর পর প্রায় ৫০ বছর জীবিত থেকেছেন। তাঁর থেকে অধিকাংশ সাহাবী এবং তাবী‘য়ী জ্ঞানার্জন করেছেন। তাঁরা তাঁর থেকে আহকাম বিষয়ক ও আদাব বিষয়ক অনেক মাসআলা শিক্ষা লাভ করেছেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁর থেকে শরী‘আতের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ মাসআলা-মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে। সুবহানাল-াহ !

---

[১২৬]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখনই কোন হাদীস বিষয়ে সমস্যায় নিপতিত হতাম তখন হযরত 'আয়শার নিকট গমন করতাম, তাঁর নিকট আমরা তা পেয়ে যেতাম।[১২৭]

হিজরতের পূর্বে তাঁর সাথে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর আক্বদ অনুষ্ঠিত হয় এবং হিজরতের পরে তাঁর সাথে বাসর হয়। আক্বদের সময় তার বয়স ছিল ৭ বছর। তিনি ৬৩ বছর বয়সে ৫৭ হিজরীর ১৭ রমযান ওফাত লাভ করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তাঁর জানাযার নামাজে ইমামতি করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। তাঁর থেকে ২২১০ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪. উম্মুল মু'মিনীন সৈয়্যদা হাফসা (রা.) :

আল-াহ রাসূলের চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)। তিনি মুত্তাকী-পরহেযগার ও খুবই ইবাদাত গুজার মহিলা ছিলেন তাঁর স্বাভাবের মধ্যে কিছুটা তেজীভাব থাকলেও নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর খেদমতে অত্যন্ড় নম্র ও বিনয়ী থাকতেন।

তাঁর নাম হাফসা, পিতার নাম 'উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর বংশ লতিফা লুওয়াই পর্যন্ড় পৌঁছে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশ লাতিফার সাথে মিলিত হয়েছে। তাঁর মাতার নাম যয়নাব বিনতে মায'উন।

তাঁর প্রথম 'আক্বদ খুনাইস ইবন হুযাফার (রা.)-এর সাথে হয়েছিল। বদর যুদ্ধে তিনি গুর"তর আহত হন। অতঃপর ওফাত লাভ করেন।

হযরত হাফসা যখন বিধবা হয়ে গেলেন তখন পিতা 'উমর তাঁকে হযরত উসমানের সাথে বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'উসমান না করে দিলেন। অনুরূপভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্বকে বিবাহ দিতে চাইলেন, তিনিও চুপ রইলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। হযরত 'উমর বললেন, আমার খুব রাগ হল। কিছুদিন পর স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হাফসার ব্যাপারে প্রস্ড়াব প্রেরণ করলেন। হযরত 'উমর বলেন,

---

[১২৭]. ইমাম তিরমিযী : জামি' হাদীস নং-৩০৪৪; সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা'ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৬-৫৮৭।

আমি হাফসাকে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে বিবাহ দিয়ে দিলাম।[১২৮]

একদা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে এক ত্বালাক দিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত জিবরাইল (আঃ) তাশরীফ আনলেন, এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল-াহ ! আপনি ত্বালাক প্রত্যাহার কর ন। কেননা তিনি বড়ই ইবাদাত গুজার এবং বেশী রোযা রাখেন। আর বেহেস্তের মধ্যে আপনার স্ত্রী হিসেবে থাকবেন।[১২৯]

তিনি ৬৩ বছর বয়সে ৪৫ হিজরী সালে ওফাত লাভ করেন। এবং তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

৫. উম্মুল মু’মিনীন সৈয়্যদা যয়নাব (রা.) :

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পঞ্চম স্ত্রী হযরত যয়নাব (রা.)। তিনি দানশীল ও গরীব দুঃখী মানুষের আপনজন ছিলেন। যাঁর কারণে তিনি ‘উম্মুল মাসাকীন’ উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর নাম যয়নাব, পিতার নাম খুযায়মা ইবন হারিস। তাঁর বংশ লতিফা ‘আদনান’ এসে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশ লতিফার সাথে মিলে যায়। তাঁর প্রথম ‘আক্বদ হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন জাহশ (রা.)-এর সাথে সম্পাদিত হয়েছিল। তাঁর সাথে আরো কয়েকজনের আক্বদ হয়ে ছিল। সর্বশেষ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ৩য় হিজরীতে ১২.৫ উকিয়া মাহরের বিনিময়ে তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি ৪র্থ হিজরী সালের রবি‘উস সানী মাসে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ওফাত লাভ করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৩০]

[১২৮]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, কিতাবুন নিকাহ, পৃ. ৭৬৭।

[১২৯]. শায়খ আবদুল হক দেহলভী : প্রাগুক্ত (উর্দু) খ. ২, পৃ. ৮১৩, সূত্র : আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুস্তফা।

[১৩০]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৫-১৭৬।

৬. উম্মুল মু'মিনীন সৈয়্যদা উম্মে সালামা (রা.) :

জ্ঞানে-গুণে তাক্বওয়া-পরহেযগারীতে হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.)-এর পরেই হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর স্থান। তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম -এর ৬ষ্ঠ স্ত্রী ছিলেন। তাঁর নাম হিন্দ তাঁর পিতার নাম আবূ উমাইয়া সাহল, তাঁর উপনাম উম্মে সালমা।

তাঁর প্রথম 'আক্বদ আবূ সালামা 'আবদুল-াহ ইবন আবদুল-াহ আসাদ (রা.)-এর সাথে হয়েছিল। তাঁরা উভয়ে মাদীনা শরীফের দিকে হিজরতের উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হলে উম্মে সালামার আত্মীয়-স্বজনগণ বাধা প্রদান করে এবং তাঁদের সন্ড়ান সালমা (রা.)কে জবরদস্ড়ী কেড়ে নিল। তখন আবূ সালামা (রা.) একাই মাদীনায় হিজরত করলেন। অনেক দিন যাবৎ কান্না-কাটি করে উম্মে সালামা (রা.) মাদীনায় হিজরত করেন। [১৩১]

হযরত আবূ সালামা (রা.) উহুদের যুদ্ধে ভীষণভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন। অতঃপর সুস্থ্য হন, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে অপর একটি যুদ্ধে প্রেরণ করেন। সে যুদ্ধে তিনি আবার আহত হন, ফলে আগের ক্ষতস্থানে রোগ বৃদ্ধি পেতে লাগলো, পরিশেষে ৪র্থ হিজরীর জমাদিউস সানীর তিন তারিখ ওফাত লাভ করেন।

তাঁর ওফাতের পর নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম শাওয়াল মাসে উম্মে সালামা (রা.)কে শাদী করেন। তাঁর ওফাতের সাল নিয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে এ কথার উপর সবাই একমত যে, ইয়াজিদ বাহিনীর মাদীনা শরীফ আক্রমণের (واقعه حَرّة) সময় পর্যন্ড় জীবিত ছিলেন। আর মাদীনা আক্রান্ড় হয়েছিল ৬৩ হি. সনে। উম্মহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ ওফাত প্রাপ্ত ছিলেন।

উলে-খ্য যে, হযরত উম্মে সালামা (রা.) কারবালার মর্মান্ড়িক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন।

৭. উম্মুল মু'মিনীন সৈয়্যদা যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) :

হযরত যয়নাব (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সপ্তম স্ত্রী। তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি

---

[১৩১]. সিরাতে ইবন হিশাম, খ. ১, পৃ. ৪৬৯।

ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ফুফাতবোন ছিলেন। তাঁর নাম যয়নাব, পিতার নাম জাহাশ (রা.) তাঁর মাতার নাম উমাইয়্যা, উপনাম “উম্মুল হাকাম”।
নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সম্মানিত আব্বাজান হযরত আবদুল-াহ (রা.) ও হযরত উমাইয়্যা এ দু’জন আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী ফাতিমা বিনতে ‘আমর মাখযুমীর গর্ভে ভূমিষ্ট হন।
হযরত যয়নাব (রা.)-এর প্রাথমিক নাম ছিল “বিররা”। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তা পরিবর্তন করে যয়নাব রাখেন।
তাঁর প্রথম ‘আক্বদ’ হয়েছিল আল-াহর রাসূলের আযাদকৃত গোলাম হযরত যায়দ বিন হারেসার সাথে। হযরত যায়দ তাঁকে ত্বালাক্ব দিলে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে শাদী করে নেন।
উলে-খ্য যে, হযরত যায়দ ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.)-এর গোলাম, তিনি তাঁকে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর হাতে হিবা করে দেন। পরবর্তীতে তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) তাঁকে স্বাধীন করে দেন। ইসলামের জন্য তিনি এবং তাঁর সুযোগ্য সন্ড়ান উসামা (রা.) অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। হযরত যয়নাবের সাথে হযরত যায়দের বিবাহের ব্যাপারে অনেক লম্বা ইতিহাস রয়েছে। আল-াহ তা‘আলা যখন সূরা আহযাবের ৩৬ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন তখন হযরত যয়নাব হযরত যায়দকে বিবাহ করে নেন।
হযরত যয়নাব (রা.)-এর বিশেষ তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন-

এক. নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেছেন তোমার নানা এবং আমার দাদা একই ব্যক্তি।

দুই. যয়নাব (রা.)-এর ‘আক্বদ আসমানে সম্পাদিত হয়েছিল। এবং

তিন. ‘আক্বদের মধ্যে হযরত জিবরাইল (আ.) স্বাক্ষী ছিলেন।[১৩২]

তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন এবং গরীব-মিসকিনদের বেশী সাদকা করতেন বলে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে ‘লম্বা হাত’ বিশিষ্ট্য মহিলা বলে ঘোষণা করেছেন।[১৩৩]

---

[১৩২]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯১।

[১৩৩]. ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত , খ. ২, পৃ. ২৯১।

৩৬ বছর বয়সে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে তাঁর শাদী হয় দুই বছর নবীজীর খেদমত করার সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি ৫১ বছর বয়সে ২০ হিজরী সালে ওফাত লাভ করেছেন। হযরত 'উমর (রা.) তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৩৪]

৮. উম্মুল মু'মিনীন সৈয়্যদা জুওয়াইরিয়া (রা.) :

হযরত জুওয়াইরিয়া নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর অষ্টম স্ত্রী, ৫ম হিজরী সালে মুরাইসীর যুদ্ধে তিনি বন্দি হন। তাঁর নাম জুওয়াইরিয়া, পিতার নাম হারিস। তাঁর প্রাথমিক নাম ছিল 'বিররা'। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সে নাম পরিবর্তন করে জুওয়াইরিয়া রাখেন।

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর প্রথম 'আক্বদ মাসাফিহ ইবন সাফওয়ানের সাথে সম্পাদিত হয়েছিল। তিনি গাজওয়া মুরাইসী/বনী মুস্ড়ালিক যুদ্ধে মারা যান, অতঃপর হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বন্দী হয়ে মাদীনায় আসেন। মালে গনীমতের ভাগে তিনি হযরত সাবিত ইবন ক্বায়স আনসারীর অংশে বন্টিত হন। তিনি যদিও বন্দী বাঁদী ছিলেন প্রকৃত প্রস্ড়াবে তিনি একজন সরদারের শাহজাদী ছিলেন। তিনি হযরত সাবিত (রা.) এর কাছে 'মুকাতাবাত' (অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট স্বর্ণ/দিরহামের বিনিময়ে আজাদী লাভ করা)-এর আবেদন করেন। তিনি নয় আওকিয়া স্বণের বিনিময়ে আজাদীর জন্য রাযী হলেন। তখন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) সাহায্যের জন্য নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে হাযির হন। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁর জিম্মাদারী নিলেন এবং বিবাহ করে নেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে সাহাবীগণ হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর বংশের সকল বন্দীকে আজাদ করে দেন। এবং তাঁরা বলেন, এরা তো নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর শ্বশুরালয়ের মেহমান। উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) অত্যন্ড় ইবাদাত গুজার মহিলা

---

[১৩৪]. শায়খ আবদুল হক দেহলভী : প্রাগুক্ত (উর্দু) খ. ২, পৃ. ৮২২,

ছিলেন। তিনি ৫০ হি./৫৬ হি. সালে ৬৫/৭০ বছর বয়সে ওফাত লাভ করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৩৫]

৯. উম্মুল মু'মিনীন সৈয়্যদা উম্মে হাবীবাহ (রা.) :

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ৯ম স্ত্রী। অত্যন্ড় গুণবতী ও দানশীল ও মুত্তাকী-পরহেযগার মহিলা ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মুসলিম হন। প্রথম স্বামী 'ওবায়দুল-াহ ইবন জাহাশ (রা.)সহ নবুয়্যতের ৬ষ্ঠ বছর হাবশায় হিজরত করেন। তখন বয়স হয়েছিল ২৩ বছর। তাঁর নাম রামালাহ পিতার নাম আবূ সুফইয়ান সাখার। মাতার নাম সফিয়্যাহ, তার উপনাম উম্মে হাবীবাহ।

তাঁর প্রথম 'আক্বদ হয় হযরত উবায়দুল-াহ ইবন জাহাশ, যিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশের ভাই ছিলেন।

উবায়দুল-াহ হাবশায় গমন করার পর সেখানকার বাদশা 'আযহা' (যার লকব ছিল নাজ্জাশী)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খৃষ্টান হয়ে যান। অপর দিকে হযরত উম্মে হাবীবাহ ইসলাম ধর্মের উপর সাবিত কদম থাকেন। ফলে তাঁরা দু'জন পৃথক হয়ে বসবাস করতে থাকেন। নাজ্জাশী কিন্তু মুসলিম মিল-াতের প্রতি খুবই আন্ড়রিক ছিলেন। পরবর্তীতে স্বয়ং মুসলমান হয়ে যান।

হযরত উম্মে হাবীবাহ ইসলামের কারণে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে পরিত্যাগ করেন। স্বামীও যখন মুরতাদ হয়ে যায়। তখনও তিনি ইসলামের উপর অবিচল থেকেছেন। যখন এ অবস্থা তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম 'আমর ইবন উমাইয়া ফিহরীকে হাবশার বাদশাহর নিকট উম্মে হাবীবাহর বিবাহের প্রস্ড়াব নিয়ে পাঠালেন। বাদশাহ তাঁর এক বাঁদীকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। এদিকে উম্মে হাবীবাহও স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁকে কে যেন উম্মুল মু'মিনীন বলে আহ্বান করছেন। বাঁদীর নিকট থেকে যখন এ প্রস্ড়াব দিলেন তখন তিনি তাঁর শরীরের মধ্যে যত অলংকার ছিল সব তাঁকে হাদিয়া দিয়ে দিলেন এবং শোকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। এদিকে নাজ্জাশী স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ও হযরত উম্মে হাবীবাহর 'আক্বদ মজলিশের

---

[১৩৫]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

আয়োজন করলেন, এতে হযরত জা‘ফর তৈয়্যারসহ মুসলিমগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর নাজ্জাশী বিবাহের খুতবা পাঠ করলেন।
ওদিকে উম্মে হাবীবাহর ওকিল হযরত খালিদ ইবন সা‘ঈদ (রা.)ও একটি খুতবা পাঠ করলেন। অতঃপর ‘আক্বদ সুসম্পন্ন হল।
উম্মুল মু’মিনীন হযরত উম্মে হাবীবাহ ৭৪ বছর বয়সে ৪৪ হিজরী সালে মাদীনা শরীফে ওফাত লাভ করেন।[১৩৬]

১০. উম্মুল মু’মিনীন সৈয়্যদা সাফীয়্যাহ (রা.) :

হযরত সাফীয়্যাহ (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দশম স্ত্রী। বনী নদ্বীর গোত্রের সরদার হুওয়াই ইবন আখত্বাব এর কন্যা যাঁরা হযরত হারূন (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি জ্ঞানে-গুনে অনন্যা ছিলেন। তিনি উত্তম খানা পাকাতেন যা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর নাম সাফীয়্যাহ, পিতার নাম হুওয়াই ইবন আখত্বাব, মাতার নাম বিররা বিনতে সামাওয়েল।
তাঁর প্রকৃত নাম যয়নাব, আরবের প্রথানুযায়ী মালে গণীমতের যে অংশ আমীরের ভাগে পড়ে সে অংশকে সাফী, বা সাফীয়্যাহ বলে। যেহেতু যয়নাব নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভাগে পড়েছিলেন সে কারণে তাঁর নাম হয়ে যায় সাফীয়্যাহ।
হযরত সাফীয়্যাহ (রা.)-এর প্রথম ‘আক্বদ সালাম ইব্‌ন মুশকাম-এর সাথে সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু ওটা স্থায়ী হয়নি, অতঃপর কিনানা ইব্‌ন আবূল হাক্বীক্ব-এর সাথে সম্পাদিত হয়েছিল তিনি খায়বর যুদ্ধে নিহত হলে সাফীয়্যাহ (রা.) গ্রেপ্তার হন।
খায়বর যুদ্ধ শেষে হযরত দেহ্ইয়া কলবী (রা.) যিনি ঐ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি একজন বাঁদীর জন্য নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে আরযি পেশ করলেন। তখন দেহ্ইয়া হযরত সাফীয়্যাহকে গ্রহণ করলেন। এদিকে অপরাপর সাহাবী এ বিষয়ে মত বিরোধ করল যে, হযরত সাফীয়্যাহ রূপে-গুণে অনন্যা, সর্বোপরি হযরত হারূর (আঃ)-

---

[১৩৬]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৯-২০৪।

এর বংশধর এবং একজন সরদারের কন্যা সেহেতু উক্ত মহিলাকে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম স্বয়ং নিজের জন্য মনোনিত করবেন। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তা-ই করলেন। তাঁর মাহর হিসেবে তাঁকে তিনি আজাদ করে দিলেন।[১৩৭]
তিনি ৬০ বছর বয়সে ৫০ হি. সনের রমদ্বান মাসে ওফাত লাভ করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

১১. উম্মুল মু'মিনীন সৈয়্যদা মায়মুনা (রা.) :

হযরত মায়মুনা (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর একাদশ স্ত্রী। তিনি খুবই মুত্তাকী-পরহেযগার, ইবাদাত গুজার মহিলা ছিলেন। ঘরের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ড় থাকতেন। আত্মীয়-স্বজনের খবরাখবর বেশী রাখতেন।
তাঁর নাম মায়মুনা, পিতার নাম হারিস, হযরত মায়মুনা (রা.)-এর চার বোন, উম্মুল ফদ্বল লুবাবা যিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর চাচী, 'আবদুল-াহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর মা, লুবাবা সুগরা যিনি খালেদ ইবন ওয়ালীদের মা, উস্‌মা যিনি উবাই ইবন খালফ-এর ঘরে ছিলেন। 'আয্‌যাহ' যিনি যিয়াহ ইবন মালিকের ঘরে ছিলেন। তাঁর মাতা হিন্দ বিনতে 'আউদ, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বিররা, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁর নাম পরিবর্তন করে মায়মুনা রেখেছেন।
তাঁর প্রথম 'আক্বদ মাস'উদ ইবন 'আমর-এর সাথে সম্পাদিত হয় অতঃপর তাদের সাথে বনাবনী না হওয়ায় ছাড়াছাড়ী হয়ে যায়। তারপর আবূ রূহুম-এর সাথে সম্পাদিত হয়। ৭ম হিজরীতে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম যখন কাযা উমরা আদায়ের জন্য মক্কা শরীফে গমন করেছিলেন তখন হযরত মায়মুনা (রা.) বিধবা ছিলেন। তাঁর চাচা আব্বাস (রা.) তাঁকে এ বিয়ের প্রস্ড়াব প্রদান করেন, তখন হযরত মায়মুনা (রা.) উটের উপর সাওয়ার ছিলেন। হযরত মায়মুনা প্রস্ড়াব গ্রহণ করতঃ বলেন, উট এবং

---

[১৩৭]. ইমাম আবূ দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুন নিকাহ্ ; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৭-২০৮।

উটের উপর যা আছে সবই আল-াহ ও রাসূলের জন্য। তখন আল-াহ তা'আলা সূরা আহযাবের ৫০ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন।[১৩৮]

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো : হযরত মায়মুনার বিয়ে, বাসর রাত এবং তাঁর ওফাত একই স্থানে হয়ে ছিল। ঐ স্থানের নাম 'সারিফা' যা মক্কা শরীফ থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি ৮০ বছর বয়সে ৫১হি. সালে ওফাত লাভ করেছেন।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সেবিকাগণ :

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বেশ কয়েকজন বাঁদী বা সেবিকা ছিলো, তাঁরা হলেন-

১. **হযরত মারিয়া কিবত্বিয়া (রা.) :**
হযরত মারিয়া কিবত্বিয়া বিনতে শম'উন কিবত্বিয়া (রা.)কে মিসরের শাসনকর্তা মাকূকশ কিবত্বী নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি ইসলাম ধর্ম কবুল করেছেন। আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর শাহযাদা হযরত ইবরাহীম (রা.) তাঁর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হন।

২. **হযরত রায়হানা (রা.) :**
হযরত রায়হানা বিনতে যায়দ বণী নদ্বীর গোত্রভূক্ত তিনি বিদায় হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইনতিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

৩. **হযরত জামিলা (রা.) :**
হযরত জামিলা (রা.)কে কোন এক যুদ্ধে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম পেয়ে থাকবেন।

৪. ঐ সেবিকা যাকে সৈয়্যদা যয়নাব বিনতে জাহাশ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে খেদমত করা জন্য দিয়েছিলেন।

---

[১৩৮]. সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : প্রাগুক্ত, সূরা আহযাবের ৫০ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য ; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১২-২১৩।

বহু বিবাহের তাৎপর্য :

ইহুদী, খৃষ্ঠান ও অপরাপর বিধর্মীরা অভিযোগ উত্থাপন করে বলে যে, নবী উম্মতের জন্য চারজন নিজের জন্য **১১** জন বিবাহ করার বিধান রেখেছেন।

এর উত্তর জানার পূর্বে একথা জেনে রাখা উচিৎ যে, নবীগণ সাধারণ কোন সৃষ্টি নন। তাঁরা অসাধারণ এক সৃষ্টি, আল-াহ যাঁদেরকে বিশেষ ক্ষমতা দান করেছেন। হযরত দাউদ (আ.)-এর তিনশত জন স্ত্রী ছিলেন। অনেক নবী (আ.)ই বহু বিবাহ করেছেন।

আমাদের নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আল-াহর নূরের তৈরি এক অসাধারণ মহামানব যাঁর সাথে উম্মতের অনেক ক্ষেত্রে মিল নেই। তাঁকে আল-াহ তা'আলা বিশেষ বৈশিষ্টাবলী দান করেছেন। সূর্যকে পুনরায় উদিত করা, চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করা, শরী'আতে হ্যা-না বলার পূর্ণ ক্ষমতা রাখা, অদৃশ্যের সংবাদ দেয়া, আল-াহ তা'আলাকে স্বচক্ষে অবলোকন করা, সামনে যেরূপ দেখা পিছনেও অনুরূপ দেখা ইত্যাদি। অনুরূভাবে বহু বিবাহ তাঁর বিশেষ বৈশিষ্টাবলীর একটি। স্মরণ রাখা দরকার তাঁর প্রত্যেক বিবাহের এক একটি প্রেক্ষাপট আছে। তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম খাদীজতুল কুবরা (রা.)-এর ইন্তিকালের পর একাধিক বিবাহ করেছেন। তাঁর সোনালী যৌবনকাল অতিবাহিত হয়েছে হযরত খাদীজা (রা.)-এর সাথে, যখন বিবাহ হচ্ছে তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বয়স পঁচিশ বছর অপর দিকে খাদীজা (রা.) ছিলেন চলি-শ বছর বয়সী বিধবা এগার জন স্ত্রীর মধ্যে কেবল একজনই কুমারী। তাছাড়াও স্বয়ং আল-াহ তা'আলা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন। যেমন আল-কুরআনের বাণী-[১৩৯]

مَـا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْـمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ط سُـنَّةَ اللّٰهِ
فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ط وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ـ

[১৩৯]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৪। সূরা আহযাব, আয়াত নং ৩৮।

"নবীর জন্য কোন বাধা নেই এ কথায় যা আল-াহ তাঁর জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল-াহর বিধান চলে আসছে তাদের মধ্যে যারা পূর্বে অতীত হয়েছে এবং আল-াহর কাজ সুনির্ধারিতই"।

অতএব, স্বয়ং রাব্বুল 'আলামীন যেখানে আপন হাবীবকে বহু বিবাহের ক্ষমতা ও বৈধতা দান করেছেন সেখানে সৃষ্টির কারোরি পক্ষেই প্রশ্ন তোলা সমিচীন নয়। এ জাতীয় প্রশ্ন তোলা অশোভনীয় তাই এ বিষয়ের আলোচনা এখানে শেষ করা হল।

তৃতীয় অধ্যায়

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সন্তানগণ (রা.) :[১৪০]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর তিন ছেলে চারজন মেয়ে ছিলেন। ছেলেগণ অল্প বয়সে ওফাত লাভ করেছেন। যথাক্রমে তাঁদের নাম মোবারকসমূহ হলো-

১. সৈয়্যদুনা ক্বাসিম ইবন মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম

২. সৈয়্যদুনা ‘আবদুল-াহ ইবন মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম

৩. সৈয়্যদুনা ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম

মেয়েরা হলেন যথাক্রমে-

১. সৈয়্যদাতুনা যয়নাব বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম

২. সৈয়্যদাতুনা রুক্বাইয়া বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম

৩. সৈয়্যদাতুনা উম্মে কুলসুম বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম

৪. সৈয়্যদাতুনা ফাতিমা বতুল বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম

১. হযরত সৈয়্যদ ক্বাসিম ইবন মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম :

---

১৪০. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৫-২৬৫।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রথম সন্ড়ান তিনি। হযরত সৈয়্যদা খাদীজা উম্মুল মূ'মিনীন হলেন তাঁর মহিয়সী মাতা। তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর নবুয়্যত প্রকাশের শুরম্নতে জন্ম লাভ করেন। তাঁর মোবারক নামেই নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর উপনাম 'আবূল ক্বাসিম' প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে। তিনি হাঁটা-হাঁটী শুরম্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আল-াহ তা'আলার ইচ্ছা অন্য রকম ছিল দুই বছর মতান্ড়রে সতের মাস বয়সে তিনি ওফাত লাভ করেন।

২. হযরত সৈয়্যদ 'আবদুল-াহ ইবন মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম :

তাঁর মোবারক নাম আবদুল-াহ, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দ্বিতীয় ছেলে। হযরত খাদীজা উম্মুল মূ'মিনীন (রা.) তাঁর আম্মাজান, তাঁর পবিত্র উপাধী ছিল ত্বৈয়্যব ও ত্বাহির। তিনি ইসলামের আত্ম প্রকাশের পরে জন্ম লাভ করেন। খুব অল্প বয়সেই ওফাত পেয়েছেন। তাঁর ওফাতের খবর যখন 'আস ইবন ওয়ায়িল লাভ করল তখন সে বলল মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম 'আবতার' অর্থাৎ নিবংশ হয়েই থাকল। তখন আল-াহ তা'আলা সমস্ড় কাফিরদের উদ্দেশ্যে 'ইন্না আ'ত্বাইনাকাল-কাওসার' সূরাটি অবতীর্ণ করলেন।

৩. হযরত সৈয়্যদ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম :

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সর্বশেষ সন্ড়ান তিনি। তাঁর মহিয়সী মা হলেন মারিয়া কিবত্বীয়া (রা.)। তিনি অষ্টম হিজরীর যুলহজ্ব মাসে ভূমিষ্ট হন।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম যখন তাঁর জন্মের শুভ সংবাদ লাভ করলেন তখন তিনি তাঁর মা মারিয়া কিবত্বীয়াকে আযাদ করে দিলেন। হযরত ইবরাহীমও অল্প বয়সে ওফাত লাভ করেন। এক বর্ণনা মতে ষোল মাস আট দিন মতান্ড়রে চৌদ্দ মাস ছয়দিন তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর ওফাতে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আওয়াজ বিহীন অঝোর নয়নে কেঁদে ছিলেন।

হযরত উসামা (রা.) উচ্চ আওয়াজে ক্রন্দন শুর“ করলে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন,

اَلْبُكَاءُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ الصَّرَاخُ مِنَ الشَّيْطَان ـ

“ক্রন্দন করা এটা কর“ণা স্বরূপ আর ছিল-াছিলি- করে কাঁদা শয়তানের কাজ”।

হযরত ফদ্বল ইবন আব্বাস (রা.) তাঁকে গোসল দিলেন, হযরত ‘আবদুর রহমান ইবন আওফ পানি ঢাললেন অতঃপর তাঁকে ছোট কাটিয়ার উপর রাখলেন। কাপন পড়ানোর পর তাঁর জানাযার নামাযে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ইমামতি করলেন। জান্নাতুল বাকীতে হযরত ‘উসমান ইবন মায‘উন (রা.)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। এ কবর শরীফের মধ্যেই পানি ছিটানো হয় এবং নিশান লাগানো হয়। এ ধরনের কাজ এই প্রথম আরম্ভ হলো। তাঁর ইনতিকালে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বলেছেন,

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ اِبْنِىْ وَ اِنَّهُ مَاتَ فِى الثَّدِىِّ وَ اِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَةً فِى الْجَنَّةِ ـ

“নিশ্চয় আমার পুত্র ইবরাহীম দুগ্ধ বয়সে ওফাত লাভ করেছে। তাঁর জন্য বেহেস্ড়ে দু’জন ধাত্রী নিয়োজিত রয়েছেন। দুধ পান করানোর জন্য”।

তাঁর ওফাতের দিন সূর্য গ্রহণ লেগেছিল, এটা নিয়ে সাহাবীদের সাথে যখন কথা বলাবলি হচ্ছিল তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বলেন, এটা আমার পুত্রের ওফাতের জন্য নয় বরং চন্দ্র ও সূর্য গ্রহন আল-াহর দু’টি নিদর্শন।

হযরত আবূ মুসা আশ‘আরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, সূর্য গ্রহণের ঐ দিন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম মসজীদে নববী শরীফে তাশরীফ এনেছেন এবং লম্বা কিয়াম, র“কূ‘ এবং সিজদা সহকারে সালাত আদায় করেন। রাবী আরো বলেন, আমরা ইতি পূর্বে এ রকম সালাত আদায় করতে তাঁকে আর কখনো দেখিনি।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর কন্যাগণ (রা.) :[১৪১]

[১৪১]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪২।

আল-াহ তা'আলা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পূতপবিত্র স্ত্রীগণ ও কন্যাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করত:এরশাদ করেন,

يَآيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ -

"হে নবী ! আপনি বিবিগণ, সাহেবযাদীগণ ও মুসলমানদের নারীগণকে বলে দিন, যেন তারা নিজেদের চাদর গুলোর একাংশ স্বীয় মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখে"।

উপরোক্ত আয়াতে করীমার মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর কন্যাগণের সংখ্যা দু'য়ের অধিক। যাঁদের নাম পূর্বে উলে-খ করা হয়েছে। নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১. সৈয়্যদা যয়নাব বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম :

হযরত যয়নাব (রা.) নবুয়্যত প্রকাশের দশ বছর পূর্বে সৈয়্যদাতুনা খাদীজা (রা.)-এর গর্ভে, পবিত্র মক্কা মুকাররমায় ভূমিষ্ট হন। তিনি অপর তিন বোনের মধ্যে ১ম। কেউ কেউ বলেছেন সৈয়্যদুনা ক্বাসিম (রা.) সবার বড় ছিলেন। হযরত যয়নাব ২য় ছিলেন। তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। জ্ঞানে-গুণে, কথা-বার্তায় অত্যন্ড় পরিপক্ক ছিলেন।

তাঁর বিবাহ হযরত আবূল 'আস (রা.)-এর সাথে সম্পাদিত হয়, হযরত আবূল 'আস একজন আমানতদার, ভদ্র-নম্র ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

এদিকে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর নবুয়্যত প্রকাশিত হলে হযরত যয়নাব স্বামীর অবর্তমানেই ঈমান গ্রহণ করেন। তাঁর স্বামী সফরের মধ্যে ছিলেন। সফরের মধ্যেই তিনি ইসলামের সংবাদ শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি সফর থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন যয়নাব ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছেন। কুরাইশের বাধা-বিপত্তির কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তখনো ইসলাম গ্রহণের কারণে স্বামী-স্ত্রীর পৃথক হওয়ার বিধান নাযিল হয়নি। ফলে তাঁরা একই সাথে সংসার করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন তিনি ইসলাম গ্রহন করেছিলেন।

কাফিরদের নির্যাতন চরমে পৌঁছলে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম মদীনায় হিজরত করেন। সেখানেও তিনি কাফিরদের রোষানলে পড়েছিলেন। মক্কায় বসে মদীনার বির“দ্ধে ষড়যন্ত্র চলছিল পুরোদমে। দ্বিতীয় হিজরী সনে মক্কার কাফির ও মুসলমানদের এক রক্তক্ষয়ী বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেখানে চৌদ্দজন সাহাবী শহীদ হন। সত্তরজন কাফির বন্দী হয় আর সত্তরজন নিহত হয়। বন্দীদের মধ্যে এ আবূল ‘আসও ছিলেন। উলে-খ্য যে, একদিকে দুই সন্ড়ান ‘আলী ও উসামার পিতা, আপন স্বামী আবূল ‘আস অপর দিকে বড়ই দয়াবান পিতা আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম। হযরত যয়নাব একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। খবর আসল মক্কার কুরাইশরা পরাজিত হয়েছে। তখন তিনি স্বামীর কি অবস্থা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে গেলেন। আতিকাহ উত্তর দিলেন, আপনার স্বামী গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি আপনার পিতার হিফাযতে রয়েছেন। বন্দীদের নিয়ে সাহাবীগণ (রা.) মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন। সিদ্ধান্ড় হলো যে, তাদের থেকে ফিদ্ইয়া নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে। আবূল ‘আস ফিদ্ইয়া পাঠানোর জন্য হযরত যয়নাবের নিকট সংবাদ পাঠালেন। হযরত যয়নাব স্বামীর মুক্তির জন্য নিজের মা খাদীজার স্মৃতি বিজড়িত হারটি পাঠিয়ে দিলেন। আবূল ‘আস যখন মুক্তি পণের এই হার নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে দিলেন তখন তিনি আবেগ আপ-ুত হয়ে গেলেন। দুচোখ মুবারক বেয়ে পানি পড়তে লাগল। তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) এ অবস্থা দেখে সাহাবীদের মাথা নত হয়ে গেলে। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন। তোমরা যদি কিছু মনে না করো। আমি হারটি ফেরত দিতে চাই কারণ এ হারের সাথে খাদীজার স্মৃতি জড়িত আছে। আবূল ‘আসকে এ শর্তে মুক্তি দিতে চাই যে, যয়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিবে। সাহাবীগণ খুশী মনে সম্মতি দিলেন। তিনি মুক্তি পেয়ে গেলেন। অত:পর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হযরত যয়নাবকে নিয়ে আসার জন্য আবূল ‘আসের সাথে হযরত যায়দ ইবন হারিস এবং অপর একজন আনসারীকে মক্কা মুকাররামায় মসজিদে ‘আয়শার পাশে পাঠিয়ে দিলেন আর আবূল ‘আসকে বলে দিলেন সে যেন যয়নাবকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়।

ঘরে পৌঁছে আবূল 'আস হযরত যয়নাবকে তার ভাই কেনানা ইবন রবির মাধ্যমে রওয়ানা করে দিলেন, কুরাইশরা যখন যয়নাবের হিজরতের কথা জানতে পারল তখন তারা তাঁর উটকে ধাওয়া করল এক পর্যায়ে 'যি ত্বাওয়া' নামক স্থানে পৌঁছে তাঁর উটকে আঘাত করল ফলে উট লাফিয়ে উঠলে হযরত যয়নাব উট থেকে পড়ে মারাত্মক আহত হলেন।

অবশেষে হযরত যায়দ ইবন হারিসা ও আনসারী মিলে তাঁকে মদীনা ত্বৈয়্যবায় এনে আল-াহর রাসূলের হাতে হাওলা করে দিলেন।

অন্যদিকে তাঁর স্বামী আবূল 'আস ৬ষ্ঠ হিজরীতে ঘটনাক্রমে মদীনা ত্বৈয়্যবায় এসেছিলেন, তখন সাহাবীগণ ফজরের নামায আদায় করছিলেন। সে সময় হযরত যয়নাবের আওয়াজ শুনা গেল, তিনি বলছেন,

اِنِّیْ قَدْ اَجِرْتُ اَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیْعِ -

"আমি আবূল 'আস ইবন রবীর নিরাপত্তা দিলাম।

ফজরের নামায শেষে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, এবং বললেন,

اَیْ بُنَیَّةَ اَکْرِمِیْ مَثْوَاهُ وَلَایَخْلِصَنَ اِلَیْکَ فَاِنَّکَ لَاتَحِلِّیْنَ لَهٗ -

"স্নেহের বৎস ! আবূল 'আসের সম্মানের দিকে লক্ষ রেখো, নিজেই তার থেকে পৃথক থেকো। কেননা তুমি তার জন্য বৈধ নও"।

হযরত যয়নাব (রা.) আরয করলেন, আব্বাজান আবূল 'আস আমার ছেলে 'আলী ও উসামার পিতা, এবং আমার খালাতো ভাই। তিনি তার লুঠকৃত মালের জন্য এখানে এসেছেন। এ কথা শুনে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বের হয়ে আসলেন এবং সাহাবীদের প্রতি বক্তব্য দিলেন, লুঠকৃত মাল ফেরৎ দেয়ার আশা পোষণ করলেন। সাহাবীগণ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ফরমান তামিল করলেন।

সুতরাং আবূ জন্দল (রা.)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছানো হলো। আবূল 'আসকে তিনি লুঠকৃত সমস্ড় মাল ফেরৎ দিলেন। আবূল 'আস সে গুলো নিয়ে মক্কা মুকাররমা গিয়ে প্রকৃত মালিকের হাতে পৌঁছে দিলেন। সবার নিকট তিনি ধন্যবাদ পেলেন। কিন্তু আবূল 'আস মুসলমানদের উত্তম আচরণে মুগ্ধ হলেন। উচ্চ স্বরে কলেমা শাহাদাত পাঠ করলেন এবং সবাইকে ছেড়ে মদীনার দিকে

রওয়ানা দিলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে স্বস্নেহে গ্রহণ করলেন এবং হযরত যয়নাবকে প্রথম 'আক্বদের ভিত্তিতে তাঁর নিকট ফেরৎ দিলেন।

হযরত যয়নাব (রা.) অষ্টম হিজরী সালে ওফাত লাভ করেন। এবং হযরত আবূল 'আস বার হিজরী সালে ওফাত লাভ করেন। তাঁদের এক ছেলে 'আলী এবং এক মেয়ে উমামা ছিলেন। হযরত 'আলী সিবতে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ফতেহ মক্কার সময় আপন নানার পিছনে উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার ছিলেন। তবে তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। হযরত উমামা বিনতে যয়নাব (রা.) আল-াহ রাসূলের খুবই আদরনীয় ছিলেন, তিনি তাকে কোলে-কাঁধে করে বড় করেছেন।

হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত 'আলীকে ওসিয়্যত করে গেছেন, তিনি যদি ওফাত পেয়েযান তাহলে নিজের আপন বোনের মেয়ে উমামাকে যেন শাদী করা হয়। হযরত 'আলী (রা.) সে ওসিয়্যত পূর্ণ করেছিলেন। সে সংসারে একজন ছেলে ছিল যাঁর নাম মুহাম্মদ আওসাদ (রা.)।

২. সৈয়্যদা রুক্বাইয়া বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম :[১৪২]

হযরত সৈয়্যদা রুক্বাইয়া (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দ্বিতীয় শাহযাদী। তিনি নবুয়্যত প্রকাশের সাত বছর পূর্বে মক্কা মুকাররমায় হযরত যয়নাবের তিন বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মহিয়সী মা হযরত খাদীজা (রা.)। তাঁর প্রথম 'আক্বদ আবূ লাহাবের ছেলে 'উতবার সাথে সম্পাদিত হয় তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন। তবে তাঁর শ্বাশুরী আবূ সুফইয়ানের বোন, হযরত হযরত আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.)-এর ফুফু উম্মে জমীল বিনতে হারব খুবই কর্কসভাষী মহিলা ছিলেন। সর্বোপরি ইসলাম প্রকাশের পর আবূ লাহাব নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর চরম বিরোধীতা করতে শুর“ করে। সূরা লাহাব অবতীর্ণ হলে আবূ লাহাব তার ছেলেকে বলল তুমি অতিসত্ত্বর তোমার স্ত্রীকে ত্বালাক দাও। সে অনুযায়ী 'উতবা হযরত রুক্বাইয়া (রা.)কে তালাক্ব দিয়ে ছিলেন।

---

[১৪২]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৭-২০৮।

এই 'উতবার জন্য নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম নিম্ন বর্ণিত বদ দু'আ করেছিলেন। اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ -
"হে আল-াহ ! আপনার কুকুর গুলোর মধ্য হতে একটিকে তার উপর জয়ী করে দাও"। পরবর্তীতে সত্যি তাকে সিংহ ছিড়ে-ফেটে খেয়ে ফেলেছে।

পরবর্তীতে সৈয়্যদা রুক্বাইয়া (রা.)-এর সাথে আল-াহর মনশা অনুযায়ী হযরত 'উসমান ইবন 'আফ্‌ফান (রা.)-এর 'আক্বদ নিকাহ সম্পাদিত হয়।

হযরত রুক্বাইয়া (রা.) ভাগ্যবান যে, স্বামী 'উসমান (রা.)-এর দুই স্থানে হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এক. হাবশার দিকে হিজরত, দুই. হাবশা থেকে মদীনা তৈয়্যবায় হিজরত। তাঁদের শানে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন।[১৪৩]

اِنَّهُمَا لَاَوَّلِ مَنْ هَاجَرَ بَعْدَ لُوْطٍ وَّ اِبْرَاهِيْمَ -

"হযরত লূত (আ.) এবং ইবরাহীম (আ.)-এর পরে এরা প্রথম যুগল যাঁরা আল-াহর রাস্ড়ায় হিজরত করেছেন"।

হযরত রুক্বাইয়া (রা.) দ্বিতীয় হিজরীর শুর"তে অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। বদর যুদ্ধের বিজয়ের পর যেদিন হযরত যায়দ ইবন হারিসা বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে মদীনায় আসেন তখন তাঁর দাফনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তাঁর সেবা করার জন্যই মূলত হযরত 'উসমান (রা.) বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি।

৩. সৈয়্যদা উম্মে কুলসুম বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম :[১৪৪]

হযরত সৈয়্যদা উম্মে কুলসুম (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর তৃতীয় শাহযাদী। তিনি নবুয়্যত প্রকাশের ছয় বছর পূর্বে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শু'আবে আবূ তালেবের কঠিনতম দিনে বৃদ্ধা মা এবং দয়াবান পিতার সাথেই ছিলেন। ছোট বোন ফাতিমা (রা.)কে লালন-পালন করেছেন। তাঁর মা মহিয়সী খাদীজা (রা.)।

---

১৪৩. ক্বাজী মুহাম্মদ সুলায়মান সালমান মনসুরপুরী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০০।

১৪৪. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬০-২৬৪ ; 'আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

হযরত উম্মে কুলসুমের সাথে আবূ লাহাবের পুত্র 'উতায়বার সাথে নিকাহ 'আক্বদ সম্পাদিত হয়। তখন তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন। পরবর্তীতে সূরা লাহাব নাযিল হলে আবূ লাহাব তার পুত্রকে বলল তাঁকে ত্বালাক দেয়ার জন্য। ফলে সে ত্বালাক দিয়ে দিল।

যখন হযরত রুক্বাইয়া (রা.) ওফাত লাভ করেন তৃতীয় হিজরী রবি'উল আওয়াল মাসে হযরত 'উসমান (রা.)-এর সাথে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁর 'আক্বদ নিকাহ দেন। তখন হযরত জিবরাইল (আ.) উপস্থিত ছিলেন। হযরত 'উসমান (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দুইজন কন্যা বিবাহ করার সুবাদে তাঁর উপাধী হয়ে যায় 'যুন নুরাইন' তথা দুই নূরের মালিক। সুবাহানাল-াহ ! ৯ম হিজরী সনে হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) ওফাত লাভ করেন। তাঁর কোন সন্ড়ান ছিল না।

৪. সৈয়্যদা ফাতিমা বতুল বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম :

তাঁর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো :

চতুর্থ অধ্যায়

সৈয়্যদা ফাতিমা বতুল বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম : [১৪৫]

হযরত সৈয়্যদা ফাতিমা বতুল (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর চতুর্থ শাহযাদী। রূপে-গুণে দানশীলতা, বধন্যতা, ধৈর্য্যশীলতায় তিনি অনন্য এক মহীরূহ। পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতায় তিনি অদ্বিতীয়। যিনি ‘সমগ্র বিশ্বের রমনীদের সরদার’ উপাধীতে ভূষিত। তাঁর মহিয়সী মা হযরত খাদীজা (রা.)।

তাঁর অনেক উপাধী রয়েছে তম্মধ্যে কয়েকটি হলো : সৈয়্যদা নিসায়িল ‘আলামীন, (সমগ্র বিশ্বের রমণীদের সরদার) ফাতিমা (উদ্ধারকারীনী/দোযখ থেকে পৃথককারীনী) যাহ্‌রা (ফুলের কলি, অত্যন্ড় সুন্দর) বতুল (অতুলনীয়, নযীরবিহীন) মসতুরা (পর্দানসিনী), মা‘সূমা (গুনাহ থেকে পবিত্র, নিষ্কলুষ), মারহুমা (নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর

---

[১৪৫]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৫-৩২৮ ; ‘আল-ামা মোল-া হোসাইন : রাওদ্বাতুশ শুহাদা (ইরান থেকে প্রকাশিত) পৃ. ১১৭-১১৮ ; ‘আল-ামা ইউসুফ নাব্‌হানী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭ ; ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান সাফূরী : নুযহাতুল মাজালিস, (উর্দু ভাষায় অনুদিত) খ. ২, পৃ. ৪৪১।

পক্ষ থেকে বিশেষ দয়া প্রাপ্ত) তকিয়্যা (পরহেযকারীনী) যাকিয়্যা (আত্মার দিক দিয়ে পূতপবিত্র) ইত্যাদি।

তিনি নবুয়্যতের প্রথম বছর মক্কা মুকাররমায় ভূমিষ্ঠ হন। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বয়স একচলি-শ ছিল। হযরত খাদীজা (রা.)-এর যখন প্রসব বেদনা শুর– হলো তখন তিনি কুরাইশ রমণীদের সাহায্য চাইলেন। কিন্তু নতুন ধর্মে বিশ্বাসের অপরাধে তারা আসলো না। তখন তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন চারজন সুন্দরী রমণী তাঁর ঘরে প্রবেশ করে কুরাইশ রমণীদের মত কথা বলতে আরম্ভ করল। মা খাদীজা কিছুটা গাবড়ে গেলেন তখন তাঁরা বললেন, আমরা আপনার বোনের মত আপনি ভয় পাবেন না। আপনার সাহায্যের জন্য এসেছি। তাঁরা হলেন, হযরত সারা (আ.), মরইয়াম (আ.), মুসা (আ.)-এর বোন কুলসুম (আ.) হযরত আসিয়া (আ.), তাঁরা মা খাদীজার চর্তুদিকে বসে গেলেন। অতঃপর মা ফাতিমার শুভাগমন ঘটল। তাঁর শুভাগমনে ঘরের চতুর্দিকে আলোকিত হয়ে গেল, মক্কার অলি-গলিও আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি মাতৃস্নেহে পিতার আদরে বড় হতে লাগলেন। তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন।

ষষ্ঠ হিজরী সালে তাঁর ‘আক্বদ নিকাহ হযরত ‘আলী (রা.)-এর সাথে সম্পাদিত হয়। বিবাহের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পনের এবং ‘আলী (রা.)-এর বয়স হয়েছিল একুশ বছর। তাঁদের বাসর রাত্রে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁদের বিছানায় গিয়ে বসলেন এবং দু‘আ করলেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

“ওহে আল-াহ ! তাঁকে এবং সন্ড়ানদেরকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি”। হযরত ‘আলী (রা.)-এর জন্য একই দু‘আ করলেন। অতঃপর দুজনকে উদ্দেশ্য করে আবার বললেন,

بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمَا وَ بَارَكَ فِيْكُمَا وَ اَعَزَّ جَلَّ جَدَّكُمَا وَ اَخْرِجْ مِنْكُمَا الْكَثِيْرَ الطَّيِّبَ -

“আল-াহ তা‘আলা তোমাদের উপর বরকত দান কর–ন। তোমাদের মধ্যে বরকত দান কর–ন, তোমাদের প্রচেষ্টার মধ্যে সম্মান প্রদান কর–ন। তোমাদের মধ্য থেকে অগণিত পূতপবিত্র সন্ড়ান প্রদান কর–ন।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আল-াহর শপথ তাঁরা উভয়ের অনেক পূতপবিত্র সন্ড়ান দান করা হয়েছে।

মূলত উক্ত 'আক্বদ নিকাহ হযরত খাদীজা (রা.)-এর জান্নাতী মহলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। হযরত জিবরাইল (আ.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে আগমন করলেন এবং বললেন, আজ ফাতিমার 'আক্বদ তাঁর আম্মাজানের শাহী মহলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। হযরত ইসরাফিল (আ.) খুতবা পাঠ করেছেন। জিবরাইল ও মিকাইল স্বাক্ষী হয়েছে স্বয়ং আল-াহ ওলি হয়েছেন এবং হযরত 'আলী ফাতিমার স্বামী হয়েছেন। সুবাহানাল-াহ !

মা ফাতিমার মাহর সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ اَمَرَنِیْ اَنْ اُزَوِّجَکَ فَاطِمَةَ عَلٰی اَرْبَعَ مِائَةِ مِثْقَالِ فِضَّةٍ اَرَضِیْتَ بِذَالِکَ ؟

"আল-াহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ফাতিমাকে তোমার সাথে চারশত মিসকাল চান্দীর বিনিময়ে শাদী দেয়ার জন্য, এতে তুমি সন্েড়্রষ্ট আছ কি ?

হযরত 'আলী (রা.) একটি খুতবা দিলেন এবং বললেন,

رَضِیْتُ بِذَالِکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

"ওহে আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ! আমি খুশী আছি"।

তাঁর পর মা ফাতিমা ও 'আলী ঘর সংসার শুর" করে দিলেন আর ঐ ঘরের প্রশংসায় স্বয়ং আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেছেন।[১৪৬]

আল-কুরআনে হযরত ফাতিমা (রা.)

فِیْ بُیُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ ـ یُسَبِّحُ لَهٗ فِیْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ـ

"যে সব ঘরের মধ্যে, যে গুলোকে সমুন্নত করার জন্য আল-াহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে গুলোর তাঁর নাম নেয়া হয়, সে গুলোর মধ্যে আল-াহর পবিত্রতা ঘোষণা করে সকাল ও সন্ধ্যায়"।

ঐ ঘর দ্বারা হযরত 'আলী ও মা ফাতিমার ঘরই উদ্দেশ্য। 'আল-ামা সুয়ূত্বী এরূপ মনে করেন।[১৪৭]

---

[১৪৬]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৪৬, সূরা আন-নূর আয়াত নং ৩৬।

[১৪৭]. তাফসীরে দুররে মানসূর, খ. ৫, পৃ. ৫০।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভাষায় মা ফাতিমা (রা.)-এর মর্যাদা :

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর মর্যাদা ও ফযীলত অগণিত ও বেসুমার সল্পপরিসরে তাঁর বর্ণনা দেয়া সম্ভব না। এর পরের দু’একটি বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো :

হাদীস নং-১

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন :

فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّىْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِىْ -

“ফাতিমা আমার শরীরের অংশ। যে ব্যক্তি তাঁকে নারাযী করল সে যেন আমাকেই অসন্েড়াষ্ট করল”।

‘আবদুল হক্ব দেহলভী বলেন,[১৪৮] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁর মহান মেয়েকে অত্যন্েড় ভালবাসেন, মুহাব্বত করেন তাই তাঁর দুঃখে তিনি দুঃখিত, তাঁর খুশীতে তিনি খুব খুশী এবং তাঁকে আপন শরীর মোবারকের অংশ ঘোষণা করেছেন,

হাদীস নং-২

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

فَلَا اٰذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا اٰذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا اٰذَنُ لَهُمْ -

“আমি (‘আলীকে অন্য মহিলা শাদী করার বিষয়ে) অনুমতি দিব না, অনুমতি দিব না, অনুমতি দিব না”।

অবশ্যই আমি অনুমতি দিচ্ছি ‘আলী আমার মেয়েকে ত্বালাক দিবে এবং অপর মহিলাকে শাদী করবে।

হাদীস নং-৩

“তিনি আরো বলেন[১৪৯]

فَاِنَّمَا اِبْنَتِىْ بِضْعَةٌ مِنِّىْ يُرِيْبُنِىْ مَا رَابَهَا وَ يُؤْذِيْنِىْ مَا اٰذَاهَا -

“এটা এজন্য যে, আমার মেয়ে আমার শরীরের অংশ, যে তাঁকে সন্দেহে নিপতিত করে সে আমাকেই নিপতিত করল, আর যে তাঁকে কষ্ট দিল সে

---

[১৪৮]. আশ‘আতুল লুম‘আত শরহে মিশকাত, খ. ৪, পৃ. ৬৮৫।

[১৪৯]. ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯।

আমাকেই কষ্ট দেয়"। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে অত্যধিক সম্মান দিতেন, হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা হাদীস বর্ণনা করেছেন-[১৫০]

হাদীস নং-৪

"নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান দরবারে যখন মা ফাতিমা তাশরীফ আনতেন তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম উঠে দাঁড়াতেন এবং তাঁকে চুম্বন করতেন, নিজের আসনে বসাতেন। আর যখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁর নিকট শুভাগমন করতেন তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন, চুম্বন করতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন"।

হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.) আরো বলেন,[১৫১]

হাদীস নং-৫

"হযরত ফাতিমা (রা.) চলার সময় আসতেন, তাঁর চাল-চলন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর চাল-চলনের মত"।

হাদীস নং-৬

অপর এক হাদীসে হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.) বলেন,[১৫২] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ওফাতের পূর্বে মা ফাতিমা (রা.) তাশরীফ আনলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে শুভেচ্ছা স্বাগতম জানালেন এবং কানে কানে কিছু গোপন কথা বললেন, তখন তিনি কেঁদে দিলেন। অর্থাৎ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম নিজের ওফাতের সংবাদ তাঁকে দিলেন অতঃপর আবার কিছু গোপন কথা বললেন এতে তিনি খুশী হয়ে গেলেন, অর্থাৎ তাঁকে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম মা ফাতিমার ইনতিকালের কথা বললেন এতে তিনি খুশী হয়ে

---

[১৫০]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২।
[১৫১]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১২।
[১৫২]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩২।

গেলেন। অতিসত্তর তিনি নবীর সাথে মিলিত হবেন। মা ফাতিমা বলেন, আব্বাজান আমার কানে কানে বলেন,

اَمَا تَرْضِيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

“তুমি কি একথার উপর খুশী হবে না যে, তুমি সমস্ড় জান্নাতী মহিলাদের সরদার হবে অথবা সমস্ড় মু’মিনের স্ত্রীদের সরদার হবে ” ?

হাদীস নং-৭

হযরত ‘আয়শা সিদ্দিক্বা তাঁর প্রশংসায় বলেন,[১৫৩] “আমি ফাতিমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে দেখিনি তাঁর পিতা ব্যতীত”।

হাদীস নং-৮

ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন,[১৫৪] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

“আমি এবং তুমি (ফাতিমা) আর ঘুমন্ড় ব্যক্তিটি (‘আলী)-এরা দু’জন (ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন) ক্বিয়ামতের দিবসে সকলে একই স্থানে থাকব”।

হাদীস নং-৯

আরো বর্ণিত আছে যে,[১৫৫] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পর সর্ব প্রথম বেহেস্ড়ে প্রবেশ করবেন হযরত মা ফাতিমা (রা.)

হাদীস নং-১০

উম্মুল মূ‘মিনীন হযরত ‘আয়শা (রা.) এরশাদ করেছেন,[১৫৬]

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَصْدَقُ لَهْجَةً مِنْ فَاطِمَةَ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الَّذِىْ وَلَدَهَا ـ

“আমি হযরত ফাতিমা ব্যতীত অপর কাউকে দেখিনি কথার বাচন ভঙ্গি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম -এর অনুরূপ হতো।”

হাদীস নং-১১

---

[১৫৩]. ‘আল-ামা ইউসুফ নাব্হানী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩ ;

[১৫৪]. আল-মুসতাদারাক, খ. ৩, পৃ. ১৩৫।

[১৫৫]. আবূ নু‘আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যত, (বৈর“ত : দার“ল মা‘রিফা, তা.বি.) পৃ. ৯

[১৫৬]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৬।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত,[১৫৭] তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَنَا وَعَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي قُبَّةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ -

"আমি, 'আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হোসাইন ক্বিয়ামতের দিবসে আরশের নিচে একটি গুম্বিদের মধ্যে অবস্থান করব"।

হাদীস নং-১২

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত,[১৫৮] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, ওহে প্রিয় সাহাবীগণ তোমরা আল-াহর নিকট আমার জন্য "ওসিলা" প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল-াহ ! ওসিলা কি জিনিস ? নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, ওসিলা হলো বেহেস্ড়ে একটি উন্নত স্থান। যাতে শুধু এক ব্যক্তিই অর্জন করবে, আশা করছি সে ব্যক্তি আমিই হবো।"

হাদীস নং-১৩

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত,[১৫৯] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মায়ের সন্ড়ানের এক 'আসাবা যা জ্ঞাতি সম্প্রদায় থাকে যার প্রতি সে সম্বন্ধিত হয়। কিন্ড়ু ফাতিমার দু'ছেলে ব্যতীত, কেননা তাঁদের অভিভাবক হলাম আমি, তাঁদের সম্প্রদায় জ্ঞাতিও আমি।"

হাদীস নং-১৪

হযরত 'উমর ফার"ক (রা.) হতে বর্ণিত,[১৬০] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক সন্ড়ান নিজের

---

১৫৭. 'আল-ামা হাফিয নুর"দ্দীন 'আলা ইবন আবূ বকর হায়সামী : মাজমা'উস যাওয়াইদ (মিসর থেকে প্রকাশিত) খ. ৯, পৃ. ১৮৪।

১৫৮. ইমাম তিরমিযী : জামি', খ. ২, পৃ. ২০২।

১৫৯. ইমাম হাকিম : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৪।

১৬০. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৮।

পিতার পিতা সম্বোধিত হয়। তাদের আসাবাও সে হয়। কিন্ড়ু ফাতিমার সন্ড়ানদের বেলায় এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। যেহেতু আমিই তাঁদের আসাবা, আমিই তাঁদের পিতার মত।” আর ‘আসাবা বলা হয় পিতার দিক থেকে অতি নিকটত্মীয়কে।

হাদীস নং-১৫

মাওলায়ে কায়েনাত হযরত ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণিত,[১৬১] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হযরত ফাতিমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ওহে ফাতিমা ! নিশ্চয় আল-াহ তা‘আলা তোমার খুশীতে খুশী এবং তোমার নারাযীতে নারায হন।”

হাদীস নং-১৬

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম যখন ওফাত লাভ করেন তখন ফাতিমা বতুল (রা.) অত্যন্ড় ভারাক্রান্ড় হৃদয় বলেন,[১৬২]

وَا اَبَتَاهُ اِلٰى جِبْرِيْلَ اَنْعَاهُ ☆ وَا اَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهٖ اَدْنَاهُ ـ

وَا اَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَاوَاهُ ☆ وَا اَبَتَاهُ اَجَابَ رَبًّا دُعَاهُ ـ

“ওহে আব্বাজান! আমি জিবরাইলের নিকট ফরিয়াদ করছি।”
ওহে আব্বাজান! আপনি আপনার প্রভু কতই নিকটে
ওহে আব্বাজান! আপনার স্থান জান্নাতুল ফিরদাউসে
ওহে আব্বাজান! আপনি আল-াহর দরবারে ফরিয়াদ করেছেন তিনি তা কবুল করে নিয়েছেন।”

হাদীস নং-১৭

মাওলায়ে কায়েনাত ‘আলী (রা.) বলেন,[১৬৩] আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন পর্দার আড়াল থেকে এক আহবানকারী আহবান করবে, ওহে মাহশরে উপস্থিত সমবেত জনতা ফাতিমা (রা.) থেকে তোমরা তোমাদের চোখ নিম্নগামী রাখ। এমনকি তিনি চলে যাবেন।”

হাদীস নং-১৮

---

[১৬১]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৯।

[১৬২]. ইবন মাজাহ : সুনান, (করাচী : মারকায ‘ইলম ও আদাব থেকে প্রকাশিত) পৃ. ১১৮-১১৯।

[১৬৩]. ইমাম হাকিম : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৩।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত,[১৬৪] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আমিই সর্বপ্রথম বেহেস্ড়ে প্রবেশ করব। এতে কোন অহংকার নেই। আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশ করব। সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই গ্রহণ করা হবে। কিয়ামতের দিবসে আমার হাতেই লিওয়ায়ে হামদ থাকবে। এতে কোন অহংকার নেই। কিয়ামতের দিবসে আমিই আদম সন্ড়ানদের সরদার হবো এতে কোন অহংকার নেই। আমার পরে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদই বেহেস্ড়ে প্রবেশ করবে। এই উম্মতের তাঁর উদাহরণ হলো বণী ইসরাইলের হযরত মরইয়ামের মত।”

আল-কুরআনে যে সমস্ড় আয়াতে আল-াহ তা‘আলা হযরত ফাতিমা বতুল (রা.)-এর ফযীলত সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন সেগুলোর উলে-খ করা হলো :[১৬৫]

১. আয়াতে তাত্বহীর, সূরা আহযাব। আয়াত নং ৩৩ তথা পূতপবিত্র হওয়া সংক্রান্ড় আয়াত।
২. আয়াতে মুবাহিলা সূরা আলে ‘ইমরান। আয়াত নং ২১ এখানে নাজরানের খৃষ্টানদের নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর চ্যালেঞ্জ যাতে তিনি হযরত ফাতিমাসহ তাঁর স্বামী তাঁর সন্ড়ান ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন উপস্থিত ছিলেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁদের নিয়ে দু‘আ করেছিলেন।
৩. আয়াতে মুয়াদ্দাত, সূরা শুরা। আয়াত নং ৬ এখানে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য মূ‘মিনদের প্রতি মুহাব্বত্ব ও ভালবাসা কামনা করেছেন।
৪. আয়াতে সালাম, সূরা আস সাফ্‌ফাত। আয়াত নং ১৩০ উক্ত আয়াতে আল-াহ তা‘আলা হযরত ফাতিমাসহ নবী পরিবারের সকলের প্রতি সালাম প্রেরণ করেছেন।

---

[১৬৪]. আবূ নু‘আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যত, (বৈর“ত : দার“ল মা‘রিফা থেকে প্রকাশিত) পৃ. ৯

[১৬৫]. ‘আল-ামা মুফতী ক্বাদ্বী মুহাম্মদ ‘আবদুল ওয়াজেদ : সৈয়্যদা ফাতিমা বতুল বিনতে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম, পৃ. ১০৪-১২০।

৫. আয়াতে ই'তিসাম, সূরা আলে 'ইমরান। আয়াত নং ১০৩ এখানে আল-াহ তা'আলা হযরত ফাতিমাসহ নবী পরিবারকে আল-াহর রজ্জু বলে উলে-খ করেছেন।

৬. আয়াতে সালাম, সূরা আস-সাফ্ফাত। আয়াত নং ২৪ আল-াহ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে জান্নাতীদের হযরত ফাতিমাসহ নবী পরিবারের প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিল তা জিজ্ঞাসা করা হবে।

৭. আয়াতে দরূদ, সূরা আহযাব। আয়াত নং ৫৬ উক্ত আয়াতে হযরত ফাতিমাসহ নবী পরিবারের সকলের প্রতি দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব সাব্যস্ড়।

৮. আয়াতে ফদ্বল, সূরা নিসা। আয়াত নং ৫৪ আল-াহ তা'আলা হযরত ফাতিমাসহ নবী পরিবারের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা দেখে কেউ যেন হিংসা না করে।

৯. আয়াতে আমান, সূরা আনফাল। আয়াত নং ৩৩ উক্ত আয়াতে হযরত ফাতিমাসহ নবী পরিবারকে পৃথিবীবাসীর জন্য আমান তথা নিরাপত্তাস্বরূপ বলা হয়েছে।

১০. আয়াতে হিদায়াত, সূরা ত্বাহা। আয়াত নং ৮২ হযরত ফাতিমাসহ নবী পরিবারের সদস্যদের অনুসরণ করা হলে হেদায়ত লাভ করা যাবে।

১১. আয়াতে রিদ্বা, সূরা দোহা। আয়াত নং ৫ হযরত ফাতিমাসহ নবী পরিবারের সদস্যরা দুনিয়াতে যত কষ্ট স্বীকার কর"ক না কেন তাঁদেরকে আল-াহ তা'আলা এত পরিমাণ সাওয়াব দান করবেন যাতে তারা সন্ডেুষ্ট হয়ে যাবেন।

১২. আয়াতে মুহাব্বত্ব, সূরা দাহর। আয়াত নং ৮ আলোচ্য আয়াতে করীমার মধ্যে আহলে রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম বিশেষ করে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি এমনই দানশীল ছিলেন যে, নিজের মধ্যে ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও মিসকিন এতিম ও বন্দিকে খাবার প্রদান করেছেন।

১৩. আয়াতে মনযিলাত, সূরা আর-রহমান। আয়াত নং ১৯-২২ আলোচ্য আয়াতে দু'দরিয়া দ্বারা হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.) কে বুঝানো হয়েছে। উভয়ের মধ্যে নবুয়্যতের পর্দা তথা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম রয়েছেন। তাঁদের

উভয়ের থেকে লূ’লূ ও মারজান তথা ইমাম হাসান ও হোসাইন জন্ম লাভ করেছেন।

১৪. আয়াতে নাসিবা, সূরা কাউসার। আয়াত নং ১ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বংশধারা হযরত ফাতিমার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে।

১৫. আয়াতে যিকির বা তমকীন, সূরা রা‘দ। আয়াত নং ২৮ হযরত ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল-াহ রাসূলকে, এবং আমার আহলে বায়তকে মুহাব্বত করে এবং উপস্থিত অনুপস্থিত সকল ঈমানদাকে মুহাব্বত করবে তাঁরা অবশ্যই আল-াহর যিকিরের মাধ্যমে মুহাব্বত করছে।

১৬. আয়াতে রিফায়াত, সূরা নূর। আয়াত নং ৩৬ এ আয়াতে আল-াহ তা‘আলা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ঘর এবং হযরত ‘আলী ও ফাতিমা (রা.)-এর ঘরের প্রশংসা করেছেন। যে ঘরে আল-াহ যিকির হয়।

এভাবে অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে হযরত ‘আলী মা ফাতিমার ফযীলত বর্ণনা ও প্রশংসা করা হয়েছে। সুবাহানাল-াহ।

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বংশগত শজরা :[১৬৬]

হযরত ফাতিমা (রা.) এমনই ভাগ্যবতী যে, হযরত আদম (আ.) থেকে তাঁর পর্যন্ড় বংশ লতিফা সংরক্ষিত আছে। তাঁর থেকে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ড় মোট পঞ্চাশ জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর নসবনামা তথা বংশগত শাজরা হলো-

১. হযরত ফাতিমা (রা.)

---

[১৬৬]. ‘আল-ামা মুফতী ক্বাদ্বী মুহাম্মদ ‘আবদুল ওয়াজেদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৪১; বাসায়ির সাবিত তামীম, খ. ২, পৃ. ১৩; ‘আল-ামা আবদুর রহমান চৌহরভী : মাজমু‘আয়ে সালাওয়াতে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম দ্র.।

২. বিনতে মুহাম্মদুর রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম
৩. ইব্‌ন হযরত আবদুল-াহ ‘আলাইহিস্ সালাম
৪. ইবন হযরত ‘আবদুল মুত্তালিব (আ.)
৫. ইবন হযরত হাসিম (আ.)
৬. ইবন হযরত আব্‌দ মানফ (আ.)
৭. ইবন হযরত কুসাই (আ.)
৮. ইবন হযরত কিলাব (আ.)
৯. ইবন হযরত মুররা (আ.)
১০. ইবন হযরত কা‘ব (আ.)
১১. ইবন হযরত লূ’আই (আ.)
১২. ইবন হযরত গালিব (আ.)
১৩. ইবন হযরত ফিহ্‌র (আ.)
১৪. ইবন হযরত মালিক (আ.)
১৫. ইবন হযরত নদ্বর (আ.)
১৬. ইবন হযরত কিনানাহ (আ.)
১৭. ইববন হযরত খুযায়মা (আ.)
১৮. ইবন হযরত মুদরিকা (আ.)
১৯. ইবন হযরত ইলিয়াস (আ.)
২০. ইবন হযরত মুদ্বর (আ.)
২১. ইবন হযরত নাযার (আ.)
২২. ইবন হযরত মা’আদ্দ (আ.)
২৩. ইবন হযরত আদনান (আ.)
২৪. ইবন হযরত উদ্দাদ (আ.)
২৫. ইবন হযরত হামীসা‘ (আ.)
২৬. ইবন হযরত সালামন (আ.)
২৭. ইবন হযরত নাবিত (আ.)
২৮. ইবন হযরত হামল (আ.)
২৯. ইবন হযরত কায়যার (আ.)
৩০. ইবন হযরত ইসমা‘ঈল (আ.)

৩১. ইবন হযরত ইবরাহীম (আ.)
৩২. ইবন হযরত তারিহ (আ.)
৩৩. ইবন হযরত নাহুর (আ.)
৩৪. ইবন হযরত শালিখ (আ.)
৩৫. ইবন হযরত আরগু (আ.)
৩৬. ইবন হযরত ফালিগ (আ.)
৩৭. ইবন হযরত গাবির (আ.)
৩৮. ইবন হযরত রা‘উ (আ.)
৩৯. ইবন হযরত আরফাখ্‌শাদ (আ.)
৪০. ইবন হযরত সাম (আ.)
৪১. ইবন হযরত নূহ (আ.)
৪২. ইবন হযরত লামাক (আ.)
৪৩. ইবন হযরত মুতাওয়াশ্‌শিলাহ (আ.)
৪৪. ইবন হযরত ইবন হযরত আখ্‌নূখ (ইদ্রিস) (আ.)
৪৫. ইবন হযরত ইয়ারিদ (আ.)
৪৬. ইবন হযরত মাহ্‌লায়িল (আ.)
৪৭. ইবন হযরত ক্বায়নান (আ.)
৪৮. ইবন হযরত আনূশ (আ.)
৪৯. ইবন হযরত শীষ (আ.)
৫০. ইবন হযরত আদম (আ.)

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর দৈহিক গঠন :[১৬৭]

হযরত ফাতিমা বতুল (রা.)-এর দৈহিক গঠন প্রিয় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর মত ছিল। তাঁর দেহ মোবারক চাঁদের ন্যায় প্রস্ফুটিত ছিল। তাঁর চেহরা মোবারক সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকত, তবে চেহরা সর্বদা গাম্ভীর্যভাব পরিলক্ষিত হত। তিনি প্রিয় নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

[১৬৭]. ‘আল-ামা মুফতী কাজী মুহাম্মদ ‘আবদুল ওয়াজেদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০; ইমাম হাকিম : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬

হযরত 'আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.) বলেন, দৈহিক গঠন, চরিত্র এবং আলাপ-আলোচনা, উঠা-বসা ইত্যাদির মধ্যে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে অধিকতর মিল হযরত ফাতিমা (রা.) ব্যতীত অন্য কারো কাছে দেখিনি।

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর জ্ঞানের প্রখরতা :[১৬৮]

হযরত ফাতিমা (রা.) সর্বদা গাম্ভির্যতা নিয়ে কি যেন ভাবতেন। একদা মা খাদীজা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা তোমার এত ভাবনা কিসের ? তৎউত্তরে হযরত ফাতিমা নিজের একটি ভাবনার কথা জানালেন, আর সেটা হলো-আল-াহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়াতে এক এক করে প্রেরণ না করে এক সাথে তো সকলকে প্রেরণ করতে পারতেন এবং এক সাথে সকলকে মৃত্যুও দিতে পরতেন। কিন্তু সে রকম না করার কারণটা কি ? এটাই আমার চিন্ড়ার বিষয়, আম্মা এটার রহস্য কি ? হযরত ফাতিমার জবানে এ রকম উত্তম চিন্ড়া-ভাবনার কথা শ্রবণ করে হযরত খাদিজা (রা.) অত্যন্ড় খুশী হয়ে তাকে বললেন, মা তুমিই এর উত্তর দাও তো দেখি ! মা ফাতিমার বয়স তখনো বেশী হয়নি। এর জবাবে মা ফাতিমা (রা.) বলেন, সবাই এক সাথে দুনিয়াতে এসে আবার সবাই এক সাথে বিদায় নিলে পৃথিবীর মায়া-মমতার সৃষ্টি হতো না এবং কেউ কারো দুঃখ-সুখের ভাগী হতো না। তাঁর এ সুন্দর জবাবে মা খাদীজা (রা.) খুবই আনন্দিত হলেন। আর আল-াহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করলেন।

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর শাদীয়ে মোবারক :

দ্বিতীয় হিজরীর রমদ্বান মাসে হযরত 'আলী ও মা ফাতিমা (রা.)-এর শাদীয়ে মোবারক সম্পাদিত হয়। তখন মা ফাতিমা (রা.)-এর বয়স ছিল ১৫ বছর ৫ মাস আর হযরত 'আলী (রা.)-এর বয়স ছিল ২১ বছর ৫ মাস। এ শাদীর মাহর ছিল ৪০০ মিছক্বাল চাঁন্দী।

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিবাহের খুৎবা :[১৬৯]

---

[১৬৮]. 'আল-ামা মুফতী কাজী মুহাম্মদ 'আবদুল ওয়াজেদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

[১৬৯]. 'আবদুর রহমান সাফুরী : নুজহাতুল মাজালিস, খ. ৩, পৃ. ২২৫; মুহিব উদ্দীন তাবারী : যাখায়িরুল'উক্ববা, পৃ. ৩০।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَحْمُوْدِ بِنِعْمَتِهِ الْمَعْبُوْدِ بِقُدْرَتِهِ الْمُطَاعِ بِسُلْطَانِهِ الْمَرْهُوْبِ مِنْ عَذَابِهِ وَ سَطْوَاتِهِ النَّافِذِ أَمْرُهُ فِيْ سَمَائِهِ وَ اَرْضِهِ الَّذِيْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَ مَيَّزَهُمْ بِأَحْكَامِهِ وَ أَعَزَّهُمْ بِدِيْنِهِ وَ أَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مِلَّتِهِ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَ تَعَالَتْ عَظْمَتُهُ جَعَلَ لِلْمُصَاهَرَةِ سَبَبًا لَاحِقًا وَ أَمْرًا مُفْتَرِضًا وَ شَجَّ بِهِ الْاَرْحَامَ وَ اَلْزَمَ بِهِ الْاَنَامَ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّ صِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا فَأَمَرَ اللّٰهِ يَجْرِيْ بِقَضَائِهِ وَ قَضَاؤُهُ يَجْرِيْ بِقُدْرَتِهِ وَ لِكُلِّ قَضَاءٍ قَدْرٌ وَلِكُلِّ قَدْرٍ أَجَلٌ وَّ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ـ

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিবাহে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর উপঢৌকন :[১৭০]

হযরত ‘আলী (রা.) তাঁর লোহার বর্ম হযরত ‘উসমান (রা.)-এর নিকট ৪৮০ দিরহামে বিক্রয় করে সমুদয় অর্থ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর খেদমতে পেশ করলেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম উক্ত দিরহাম থেকে কিছু হযরত বেলালকে দিলেন পাথর ক্রয় করে আনার জন্য। আর কিছু দিরহাম হযরত উম্মে সুলায়মানকে দিলেন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করার জন্য। উম্মে সুলায়মান নিম্নোক্ত জিনিসপত্র ক্রয় করে আনলেন।

১. ২টি সাধারণ চাদর।

২. উড়না হিসেবে দু’টি কার ে খচিত চাদর।

৩. ২টি চান্দির বাজুবন্দ।

৪. ১টি গাদী।

৫. মোটা কাপড়ের একটি বালিশ।

৬. ১টি তামার বদনা।

৭. ২টি মাটির কলসী।

৮. ৪টি গ-াস।

৯. ১টি চাক্কি-যা দিয়ে আটা খামিরা করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

১০. ১টি পানির মশক-যা চামড়া দিয়ে তৈরি।

---

[১৭০]. মুহিব উদ্দীন তাবারী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; রাওদ্বাতুশ শুহাদা, পৃ. ২৯২।

১১. ১টি তোষক।
১২. ১টি চামড়ার তাকিয়া যাতে খেজুর গাছের ছাল ভর্তিছিল।
১৩. ১টি খেজুর পাতার তৈরি চাটাই।
১৪. ২টি ঘোড়া।
১৫. ১টি চামড়ার পাট্টা, যাতে কুরআন মজিদের কয়েকটি সূরা লেখা ছিল।
১৬. অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ২টি চাক্কি।

হযরত ‘আলী (রা.) কর্তৃক অলিমার আয়োজন :[১৭১]

বিবাহের পরে স্বামী কর্তৃক যে খানা-মেজবানীর আয়োজন করা হয় তাকে ‘অলিমা’ বলে, এটা সুন্নাত। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীকে নির্দেশ দিলেন অলিমা করার জন্য। হযরত ‘আলী (রা.) নিজের লোহার পোশাকটি এক ইহুদীর নিকট বন্দক দিয়ে কিছু যব নিয়ে এলেন, এছাড়া আরো কয়েক সা (১ সা = ৪ কেজি) যব, খেজুর এবং হাইস (খেজুর, পনীর, ঘি দিয়ে তৈরীকৃত হালুয়া)-এর ব্যবস্থা করলেন। এ ধরনের অলিমার আয়োজন সে যুগে সর্বোত্তম অলিমা হিসেবে সাব্যস্ড় এবং সে যুগে হযরত ‘আলীর অলিমা থেকে উত্তম অলিমা আর হয়নি।
হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমরা হযরত ‘আলী ও ফাতিমার বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। ঐ ঘর মোবারক অতুলনীয় সুগন্ধিতে ভরপুর ছিল। এছাড়া আনসারদের পক্ষ থেকে হযরত সা’দ (রা.) একটি মেষ বা ভেড়া দিলেন। আর অন্যান্যরা নিজেদের পক্ষ থেকে একেকটি জিনিস দিয়ে অলিমা অনুষ্ঠানে খানা-পিনার আয়োজন সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করলেন।

সাংসারিক জীবন :[১৭২]

হযরত ফাতিমা (রা.) পরিবারিক জীবনে নিজের হাত নিজেই আঞ্জাম দিতেন। নিজ হাতে ঘরের ঝাড়ু দিতেন, নিজেই গমের চাক্কি দ্বারা গম পিষতেন। যার কারণে কোমল হাতে জট পড়ে যেত। রান্না-বান্না নিজেই করতেন, এত কিছুর

---

[১৭১]. শায়খ ‘আবদুল হক দেহলভী : মাদারেজুন নবুয়্যত, খ. ২, পৃ. ১০৯; মুহিব উদ্দীন তাবারী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; ‘আল-ামা ‘আবদুল ওয়াজেদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
[১৭২]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০৩; ‘আল-ামা ‘আবদুল ওয়াজেদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

পরও স্বামী হযরত 'আলীর খেদমতও আঞ্জাম দিতেন অত্যন্ড় সুনিপুনভাবে। প্রায় সময় 'ইবাদাত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করতেন। তাহাজ্জুদের নামায ও কুরআন তিলাওয়াতে সর্বদা ব্যস্ড় থাকতেন।

একদা হযরত ফাতিমা (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে এসে একজন খাদেম চাইলেন। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম নিম্ন বর্ণিত দু'আটি শিখিয়ে দিলেন।

اَللّٰهُمَّ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَ رَبُّ الۡاَرۡضِيۡنَ السَّبۡعِ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِيۡمِ رَبَّنَا وَ رَبُّ كُلَّ شَيۡءٍ
فَالِقُ الۡحَبِّ وَ النَّوٰى مُنۡزِلَ التَّوۡرَاةِ وَ الۡاِنۡجِيۡلِ وَ الزَّبُوۡرِ وَ الۡفُرۡقَانِ اَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ كُلِّ شَيۡءٍ
اَنۡتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَةِ اَنۡتَ الۡاَوَّلُ فَلَيۡسَ قَبۡلَكَ شَيۡءٍ وَاَنۡتَ الۡاٰخِرُ فَلَيۡسَ بَعۡدَ شَيۡءٍ وَاَنۡتَ الظَّاهِرُ
فَلَيۡسَ فَوقَكَ شَيۡءٍ وَاَنۡتَ الۡبَاطِنُ فَلَيۡسَ دُوۡنَكَ شَيۡءٍ اِقۡضِ عَنَّا الدِّيۡنَ وَ اَغۡنِنَا مِنَ الۡفَقۡرِ -

"ওহে আল-াহ ! আপনি সাত আসমান ও সাত জমিন এবং মহান 'আরশের প্রভু। ওহে আমাদের প্রতি পালক ও প্রত্যেক বস্তুর পালনকর্তা ! আপনি বীজ ও দানা প্রভৃতির স্রষ্টা। আর আপনি হচ্ছেন, তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআনের অবতীর্ণকারী। আমি প্রত্যেক খারাপ ও নিন্দনীয় বস্তু থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি হচ্ছেন কপালের চুল ধরে পাকড়াওকারী, আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কোন বস্তু ছিল না। আর আপনিই হচ্ছেন শেষ, আর পরে কোন বস্তু থাকবে না। আপনিই প্রকাশ্য কোন কিছুই আপনার কাছে অপ্রকাশ্য নেই। আপনিই গোপনকারী, আপনার বিপরীত কোন বস্তু নেই। আপনি আমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিন। আর আপনি আমাদেরকে অভাবী থেকে ধনী করে দিনে"।

অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হযরত 'আলী ও ফাতিমাকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেছেন,[১৭৩]

---

১৭৩. মুসনাদে ফাতিমাতুয যাহরা, পৃ. ১৩-১৫; 'আল-ামা 'আবদুল ওয়াজেদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮২।

هَـلْ اَدُلُّـكُمَا عَلٰى خَيْرٍ لَّكُمَا مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ ؟ قَالَ عَلِيٌّ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّـمَ ـ تُكَبِّرَانِ وَ تُسَبِّحَانِ وَ تُحَمِّدَانِ مِائَةُ حِيْنَ تُرِيْدَانِ تَنَامَانِ فَتَنَامَانِ عَلٰى اَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مِثْلِهَا حِيْنَ تُصَبِّحَانِ فَتَقُوْمَانِ عَلٰى اَلْفِ حَسَنَةٍ ـ

“আমি তোমাদেরকে তোমাদের উভয়ের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের জন্য উত্তম কাজ কি দেখিয়ে দেব না ? যা লাল বর্ণের উটের চেয়ে ও উত্তম। (যে উট বেশী কাজ করতে পারে) হযরত ‘আলী (রা.) বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলল-াহ! নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বলেন, তোমরা আল-াহু আকবর (৩৪ বার) সুবাহানাল-াহ (৩৩ বার), আর আল্হামদুলিল-াহ (৩৩ বার) পড়বে সব মিলিয়ে একশতবার হবে। তোমরা যখন নিদ্রা যাও তখন তোমরা নিদ্রাযাপনে এক হাজার পূণ্য হবে আর যখন তোমরা ঘুম থেকে উঠবে তোমাদের পূণ্য হবে একহাজার।

হযরত ‘আলী বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম থেকে উক্ত দু‘আ শিখার পর থেকে কখনো আর ছাড়েনি।

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ইবাদাত-বন্দেগী :

হযরত ফাতিমা (রা.) ইবাদাত-বন্দেগীতে ছিলেন অতূলনীয়। কুরআন মজীদ তিলাওয়াত। তাসবীহ-তাহলীল ও নামায-কালামে অনন্য। এমনকি তিনি রান্না-বান্নার সময়ও কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন। আর দয়ার নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হুজরা শরীফ থেকে মসজিদে যেতেন তখন ফাতিমার ঘরের অবস্থা অবলোকন করতেন। ঘর থেকে চাক্বির আওয়াজ শুনতে পেতেন। তখন আল-াহর দরবারে বিনয় কণ্ঠে দু’আ করতেন, ওহে আল-াহ! আপনি ফাতিমাকে এ রিয়াজত এবং তুষ্টির উত্তম বদলা দান কর ্ন এবং এ দুনিয়াভী অভাবে অটল রাখুন যা তাঁর উত্তম ইবাদতের শামিল।[১৭৪]

হযরত হাসান (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার মুহতারামা মাকে সর্বদা দেখতাম যে, তিনি বাসভবনের এক কোনায় সারা রাত নামাযরত অবস্থায় থাকতেন। এভাবে ফজর হয়ে যেত।

---

[১৭৪]. শায়খ ‘আবদুল হক দেহলভী : মাদারেজুন নবুয়্যত, খ. ২, পৃ. ৫৪৬।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি নামাযের সিজদার মধ্যে থাকতেন, এভাবে ফজর হয়ে যেত। তখন তিনি আল-াহর দরবারে ফরিয়াদ করতেন, ওহে আল-াহ! আপনি রাতকে আর একটু লম্বা করতেন ? তাহলে’ আমি আপনার দরবারে আরো কিছুক্ষণ আপনার দরবারে সিজদায় থাকতে পারতাম।
কবির ভাষায়।

وہ شب بدار وصرف رکوع وسجدہ پیہم ☆ وجن کی ذات پر نازاں حضور رحمت عالم

“হযরত ফাতিমা কর্তৃক শুধু র~~ু~~কু’সিজদার মধ্যে ঐ রাত্রি জাগরণের উপর রহমাতুলি-ল’আলামীন ফখর করতেন।”

হযরত উম্মে আয়মান (রা.) থেকে বর্ণিত, রমদ্বান মাসের রোদ্রময় দুপুরে একদা আমি হযরত ফাতিমার ঘরে গেলাম, এ সময় তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। বাহির থেকে আটার চাক্বির আওয়াজ শুনছি। আমি ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম যে, হযরত ফাতিমা আটার চাক্বির পার্শ্বে ঘুমাচ্ছেন আর ঐ দিকে চাক্বি নিজে নিজে চলছে। আর হাসানাইনে করীমাইনের দোলনা ও নিজে নিজে দোলছে। এ ঘটনা দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। আমি তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে গিয়ে এ ঘটনার বর্ণনা দিলাম। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, অধিক গরমের মৌসুমে হযরত ফাতিমা রোযা রাখেন, রোযার দূর্বলতা কাটার জন্য আল-াহ তা’আলা তাঁকে গভীর নিদ্রা দিলেন। এদিকে ফিরিস্ড়াদের নির্দেশ দিলেন ফাতিমার কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য।

অভাব-অনটনের মাঝেও হযরত ফাতিমা (রা.) ধৈর্য ধারণ করতেন। দুনিয়ার ধন-দৌলত নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর হস্ড় মোবারকে তবু নবী পরিবার এর থেকে বিমুখ থাকতেন। সব সময় ক্ষুধার্ত থাকতেন। এমনকি ক্ষুধার যন্ত্রনায় হযরত ফাতিমার চেহরা মোবারক ফ্যাকাসে হয়ে যেতো। এ অবস্থা দেখে রহমতের নবী স্বীয় আঙ্গুল মোবারক তাঁর কণ্ঠনালীতে রেখে দু’আ করতেন।[১৭৫]

اَللّٰهُمَّ مُشَبِّعُ الْجَاعَةِ وَ رَافِعُ الْوَضِيْعَةِ اِرْفَعْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، قَالَ عِمْرَانُ فَنَظَرْنَ اِلَيْهَا وَقَدْ ذَهَبَتِ الصَّغْرَةَ مِنْ وَجْهِهَا فَلَقِيْتُهَا بَعْدَ نَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ مَا جَعْت بَعْدَ يَا عِمْرَانُ ۔

---

১৭৫. ‘আল-ামা ‘আবদুল ওয়াজেদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৯।

"ওহে আল-াহ! আপনি ক্ষুধার্তকে পূর্ণরূপে আহারদানকারী নিম্নকে উন্নতকারী। আপনি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম কে উন্নত কর–ন। হযরত 'ইমরান (রা.) বলেন, এরপর হযরত ফাতিমার চেহরা মোবারক থেকে সে ফ্যাকাসেভাব চলে গেল। তার পর আমি হযরত ফাতিমার সাথে সাক্ষাৎ করে ক্ষুধার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দু'আর পর আমি আর কখনো ক্ষুধা অনুভব করিনি।তাছাড়াও তিনি নিজে ক্ষুধার্ত থেকে ভিক্ষুককে আহার দান করতেন। নবী পরিবারের সকলেই ত্যাগের মধ্যে সুখ অনুভব করতেন।

হযরত ফাতিমা (রা.) ও পর্দা :

নারীর ভূষণ হলো পর্দা। এ পর্দা সম্পর্কে আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেন[১৭৬]

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

"এবং মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি গুলোকে কিছুটা নীচু রাখে এবং নিজেদের সতীত্বকে হেফাযত করে আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে। কিন্ডু যতটুকু স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায় এবং মাথার কাপড় যেন আপন গ্রীব ও বক্ষদেশের প্রতি ঝুলানো থাকে"

হযরত 'আলী থেকে বর্ণিত,[১৭৭] একদা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, মহিলাদের জন্য কোন জিনিসটি উত্তম ? সমবেত সকল সাহাবী নিরবতা পালন করলেন। হযরত 'আলী বলেন, আমি এ কথার উত্তর জানার জন্য মজলিস থেকে উঠে হযরত ফাতিমার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

اَىُّ شَىْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ قَالَتْ لَايَرِيْنَ الرِّجَالَ وَلَايَرَوْنَهُنَّ فَذَكَرْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ فَاطِمَةُ بُضْعَةُ مِنِّىْ -

"মহিলাদের জন্য কোন জিনিসটি উত্তম ? হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন, মহিলারা পুর–ষদের দেখবে না আর পুর–ষগণও মহিলাদের দেখবে না।

---

[১৭৬]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৩ সূরা নূর, আয়াত নং-৩১।

[১৭৭]. 'আল-ামা 'আবদুল ওয়াজেদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

হযরত 'আলী বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই উত্তরটি অবহিত করলাম। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম অত্যন্ড় আনন্দিত অবস্থায় বললেন, ফাতিমা আমারই অংশ"।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি ফাতিমার নিকট কোন এক আদরের দুলাল শিশুকে চাইলাম, তখন তিনি পর্দার মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে তাঁর সন্ড়ানকে দিলেন। উলে-খ্য যে, হযরত আনাস নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর খাস খাদেম ছিলেন, নবীর পরিবারে তাঁর প্রিয় বৎস হিসেবে থাকতেন। এর পরেও মুহরিম নয় বিধায় হযরত ফাতিমা তাঁর থেকে পর্দা করতেন।

আল-াহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন,[১৭৮]

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ـ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ـ

"এবং যখন তোমরা তাদের নিকট থেকে (অর্থাৎ পবিত্র বিবিগণের নিকট থেকে কিছু ভোগ্য সামগ্রী চাও, তখন পর্দার বাইরে থেকে চাও। এর মধ্যে অধিকতর পবিত্রতা রয়েছে তোমাদের হৃদয়সমূহেও অন্ড়র সমূহে।"

হযরত ফাতিমা উক্ত আয়াতের পূর্নাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমে নিজে খুব বেশী পর্দা করতেন। এমনকি কিয়ামতের দিবসেও তিনি লজ্জাবনত থাকবেন। পুলসিরাত পারাপারের সময় পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ দেয়া হবে। হে হাশরবাসীগণ! তোমাদের দৃষ্টি অবনত রাখ। যাতে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম পুলসিরাত পার হতে পারেন।

এ ধরনের হাজারো ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে এ মহিয়সী নবী নন্দীনীর।

জীবনের শেষ প্রান্ড়ে এসে তিনি উম্মুল মু'মিনীন সৈয়্যদা উম্মে সালামা (রা.)কে ডেকে পাঠালেন, তিনি আসলেন, মা ফাতিমা তাঁকে বললেন, আমার জন্য পানির ব্যবস্থা কর"ন, আমি গোসল করব। তিনি তা করলেন, মা ফাতিমা খুব ভালভাবে গোসল করে নিলেন। অতঃপর ক্বিবলা মুখী হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, হযরত আসমা বিনতে উমায়সকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সাথে কিছু কথা বললেন। অতঃপর বললেন তুমি একটু বের হয়ে যাও। আমি আল-াহর দরবারে একটু দু'আ করি। হযরত আসমা বলেন, তিনি

---

[১৭৮]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৮ সূরা আহযাব, আয়াত নং-৫৩।

আল-াহর দরবারে দীর্ঘক্ষণ দু‘আ করলেন, আলী হাসনাইনে করীমাইন এবং পিতার উম্মতের জন্য।[১৭৯]

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, “মা ফাতিমা (রা.) বলেছেন, আম্মাজান আমি অতিশীঘ্রই দুনিয়া থেকে বিদায় নিব, আমি খুব ভালভাবে গোসল করে ফেলেছি। এ জন্যে যে, কেউ যেন আমার শরীর না খুলে”।[১৮০]

ইসমা‘ঈল হক্কী বর্ণনা করেছেন,[১৮১]

كَمَا رُوِىَ اَنَّ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهَا مَلَكُ الْمَوْتِ لَمْ تَرْضَ بِقَبْضِهٖ فَقَبَضَ اللّٰهُ رُوْحَهَا -

“হযরত আযরাইল (আ.) যখন তাঁর রূহ কবয করার জন্য ইচ্ছা করলেন, এতে মা ফাতিমা রাযি ছিলেন না। তখন আল-াহ স্বয়ং নিজেই তাঁর রূহ কবয করলেন”।

‘আল-ামা শিবলঞ্জী বলেন,[১৮২] ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৮ বছর। হযরত ‘আলীই তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। হযরত আব্বাস ও ফদ্বল ইবন আব্বাস তাঁকে কবরে শায়িত করে দেন।

ইমাম জা‘ফর সাদিক্ব বলেন, হযরত ‘আলী প্রতিদিন তাঁর কবর যিয়ারত করতেন”।

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ছেলে-মেয়ে :

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে ছিলেন। তাঁর ছেলেরা হলেন-

১. হযরত সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা (রা.)।
২. হযরত সৈয়্যদুনা ইমাম হোসাইন শহীদে কারবালা (রা.)।
৩. হযরত সৈয়্যদুনা মুহসিন (রা.) যিনি অল্প বয়সে ওফাত লাভ করেন।
তাঁর মেয়েগণ

১. সৈয়্যদা উম্মে কুলসুম (রা.)
২. সৈয়্যদা যয়নাব (রা.)
৩. সৈয়্যদা রূক্বাইয়া (রা.) যিনি অল্প বয়সে ওফাত লাভ করেন।

---

১৭৯. ‘আল-ামা মোল-া হোসাইন : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।
১৮০. ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ, খ. ২, পৃ. ৪৬২।
১৮১. ইসমা‘ঈল হক্কী : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১১৪।
১৮২. নূর ল আবচার, পৃ. ৪৭

মা ফাতিমা (রা.)-এর কবিতা গুচ্ছ :[১৮৩]

নবী করীম সাল-লাল-হু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-লাম ওফাত লাভ করার পর একদিন মা ফাতিমা (রা.) তাঁর কবর শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, অতঃপর কবর শরীফ থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে নিজের চেহরায় মেখে এ কবিতা আবৃতি করলেন,

مَاذَا عَلٰى مَنْ شَمَّ تُرْبَتَ اَحْمَدِ ☆ اَنْ لَايَشُمُّ مُدٰى الزَّمَانِ غَوَالِيَا ۔

"যে ব্যক্তি রাওদ্বা আতহারের মাটির ঘ্রাণ নিবে, তাঁর জন্য আবশ্যক যে, সারা জীবন আম্বর ও কস্তুরী যেন না শুকে"।

صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ اَنَّهَا ☆ صُبَّتْ عَلٰى الْاَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا ۔

"আমার উপর এমন পাহাড়সম মুসিবত পড়েছে যদি তা দিনের উপর পড়তো নিশ্চিত তা রাত হয়ে যেত"।

পঞ্চম অধ্যায়

সৈয়্যদুনা 'আলী মরতুদ্বা (রা.) :[১৮৪]

---

[১৮৩]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৮।

[১৮৪]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৯-৪৮১।

শাহান শাহে বেলায়ত, দরইয়া সাখাওয়াত, দস্ড় কুদরত, সাহেবে কারামাত, মাওলায়ে কায়েনাত, আমীর ুল মু’মিনীন, ইমামুল মুসলিমীন, হায়দারে কারার, সাহেবে যুলফিকার (ক.)-এর নাম মোবারক ‘আলী। উপনাম আবূল হাসান, এবং আবূত তোরাব, তাঁর উপাধী আসাদুল-াহিল গালিব (আল-াহর বিজয়ী সিংহ)

তিনি স্বয়ং আবূ তোরাব (মাটি ওয়ালা) উপাধীটি বেশী ভালবাসতেন, যেহেতু স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে এ নামে ডেকেছেন।

একদিন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম মা ফাতিমার ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, মা ফাতিমার নিকট ‘আলীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন মা ফাতিমা বললেন, আমি আর তাঁর মাঝে কিছু কথা কাটা-কাটি হয়েছে। ফলে নারায হয়ে চলে গেলেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বাইরে এসে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখোতো ‘আলী কোথায় ? ঐ ব্যক্তি খুঁজে দেখলেন যে, হযরত ‘আলী মসজিদে শুয়ে আছেন। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ‘আলীর নিকট তশরীফ নিয়ে গেলেন, দেখলেন তিনি শুয়ে আছেন, তাঁর শরীরে মাটি লেগেছে, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সে মাটি পরিস্কার করতে করতে বলতে লাগলেন,[১৮৫] قُمْ اَبَا التُّرَابِ ، قُمْ اَبَا التُّرَابِ

“ওহে মাটি ওয়ালা দাঁড়াও, ওহে মাটি ওয়ালা দাঁড়াও”। তাঁর শানে অপর একটি দু‘আ আছে, كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ

“আল-াহ তাঁর মুখ মন্ডল সম্মানিত কর ুন”।

ইবন সা‘দ হযরত ইবন যায়দ ইবন হাসান (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন,

لَمْ يَعْبُدْ عَلِىٌّ الْاَوثَانَ قَطُّ ـ

“হযরত ‘আলী কখনো মূর্তিপূজা করেননি। সে কারণে তাঁকে ‘কাররামাল-াহু ওয়াজহাহু’ বলা হয়”।

হযরত ‘আলী হস্ড়ীর বছরের তিন বছর পরে রজব মাসের ১৩ তারিখ মক্কা মুকাররমায় জন্ম গ্রহণ করেন। বর্ণিত আছে তাঁর মা কা‘বা শরীফ তাওয়াফ

---

[১৮৫]. ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, বাবু মানাকিবে ‘আলী ইবন আবি তালিব।

করার সময় যখন প্রসব বেদনা তীব্র হল তখন তিনি কা'বা ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। সেখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হন।

তাঁর মা তাঁর নাম রাখলেন হায়দার, বাবা রাখলেন যায়দ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম রাখলেন 'আলী। তিনি 'আলী নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তাঁর পিতার নাম আবূ তালিব, মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ (রা.)। আল-কুরআন এবং হাদীসের পরতে পরতে হযরত 'আলীর ফযীলত ও মাহাত্ম বর্ণিত আছে।

আল-াহ তা'আলার ভাষায় হযরত 'আলী (রা.)-এর প্রশংসা :

يَـاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْکَ مِنْ رَّبِّکَ ـ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ـ وَاللّٰهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

"হে রাসূল! পৌঁছিয়ে দিন যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে। আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে; এবং এখন না হয় তবে আপনি তাঁর কোন সংবাদই পৌঁছালেন না। আর আল-াহ আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষ থেকে। নিঃসন্দেহে, আল-াহ কাফিরদেরকে সুপথ দেখান না"।[১৮৬]

উক্ত আয়াতে করীমা হযরত আলী (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হযরত 'আলীর হাত ধরে বলেন,[১৮৭]

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلَاهُ ـ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ ـ

"আমি যাঁর মাওলা 'আলীও তাঁর মাওলা, ওহে আল-াহ ! যে ব্যক্তি 'আলীর সাথে বন্ধত্ব রাখে তাঁর বন্ধুত্ব অটুট রাখুন। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে শত্র-তা রাখে তাঁর সাথে আপনিও শত্র-তা রাখুন"।

যখন হযরত 'উমর (রা.) হযরত 'আলী (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়ে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন,

اَصْبَحْتُ مَوْلَاىَ وَ مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَّ مُؤْمِنَةٍ ـ

---

১৮৬. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫, সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৬৭।

১৮৭. ইমাম রাযী : আত-তাফসীর-ল কবীর, খ. ১২, পৃ. ৫০-৬৯।

"ওহে আবূ তালিবের ছেলে ! আপনি আমার এবং সমস্ড় বিশ্বাসী নারী পুর"ষের মাওলা হয়েছেন"।

মাওলা (مَوْلَا) শব্দের অর্থ :[১৮৮]

নিম্নে বর্ণিত অর্থে مَوْلَا শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

১. اَلْمَالِكُ (মালিক) ২. اَلسَّيِّدُ (সরদার, নেতা)

৩. اَلْمُنْعِمُ (পুরস্কার প্রদানকারী) ৪. اَلْمُنْعِمُ عَلَيْهِ (পুরস্কার প্রাপ্ত)

৫. اَلْمُعْتِقُ (আযাদকরী) ৬. اَلنَّاصِرُ (সাহায্যকারী)

৭. اَلْمُحِبُّ (মুহাব্বতকারী) ৮. اَلتَّابِعُ (অনুসরণকারী)

৯. اَلْجَارُ (প্রতিবেশী) ১০. اِبْنُ الْعَمِّ (চাচত ভাই)

১১. اَلْحَلِيْفُ (এমন বন্ধু যিনি নিজের বন্ধুর সাথে ওফাদারী করেন)

১২. اَلْعَقِيْدُ (সেনাপতি) ১৩. اَلصِّهْرُ (জামাই)

১৪. اَلْعَبْدُ (গোলাম, প্রভৃতি)

সর্বোপরি - مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلَاهُ

"আমি যাঁর মালিক 'আলীও তাঁর মালিক"।

এই হাদীস শরীফটি অসংখ্য লেখক গবেষক স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তম্মধ্যে উলে-খযোগ্য কয়েকটির নাম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. ইমাম রাযী : আত-তাফসীর"ল কবীর, (ইরান থেকে প্রকাশিত) খ. ২, পৃ. ৫৯-৬০।
২. ইমাম সুয়ূত্বী : আদ-দুরর"ল মানসূর, (বৈর"ত : দার"ল মা'রিফা)
৩. সৈয়্যদ মাহমুদ আলুসী : রূহুল মা'আনী (মূলতান : মাকতাবা ইমদাদিয়া) খ. ৬, পৃ. ১৯৪।
৪. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি' (করাচী : সাঈদ কোম্পানী) খ. ২, পৃ. ২১২।
৫. ইমাম ইবন মাজাহ : আস-সুনান, (করাচী : মীর মোহাম্মদ) পৃ. ১২
৬. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ (দার" সাদির) খ. ৪, পৃ. ৩৭২।

---

[১৮৮]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০১।

৭. ইমাম হাকিম : আল-মুস্ড়াদারাক (বৈর–ত : দার–ল কুতুব আল-ইসলামিয়া) খ. ৩, পৃ. ১১০।

৮. খতীব বাগদাদী : তারীখুল বাগদাদ (কায়রো : মাকতাবাতুল খালজী) খ. ৮, পৃ. ২৯।

৯. হুলিয়াতুল আউলিয়া, : (বৈর–ত : দার–ল কিতাবিল আরবী) খ. ৫, পৃ. ২৭।

১০. ইমাম সুয়ূত্বী : আল-জামি'উস সাগীর (বৈর–ত : দার–ল কুতুব আল-ইসলামিয়া) খ. ২, পৃ. ১৮১।

১১. ইমাম আহমদ : কিতাবু ফাদ্বায়িলুস সাহাবা (উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি) খ. ২, পৃ. ৫৬৯।

১২. ইমাম ত্বাবরানী : আল-মু'জামুস সাগীর, (বৈর–ত : দার–ল ফিক্হ) খ. ১, পৃ. ৭১; আল-মু'জামুল
আওসাদ (রিয়াদ্ব : মাকতাবাতুল মা'আরিফ) খ. ৩, পৃ. ৬৯।

১৩. 'আলী ইবন আবূ বকর হায়সামী : মাজমা'উল যাওয়ায়েদ ওয়া মামবা'উল ফাওয়ায়িদ (বৈর–ত : মুআস্সাতুর মা'আরিফ) খ. ৯, পৃ. ১০৭-১০৯।

১৪. ইবন হাজর 'আসক্বালানী : আল-ইসাবাতু ফী তামীযিস সাহাবা, (বৈর–ত : দার–ল ফিকর) খ. ১, পৃ.৩০৫।

১৫. ইমাম সুয়ূত্বী : তারীখুল খুলাফা (করাচী : মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা)

১৬. ইবন হাজর মক্কী : আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিক্বা, (মুলতান : মাকতাবাতু মাজীদীয়্যাহ) পৃ. ৪২।

১৭. ইউসুফ নাবহানী : আশ-শারফুল মু'আব্বদ লিআ-লে মুহাম্মদ (মিসর থেকে প্রকাশিত) পৃ. ১১১।

১৮. 'আল-ামা শিবলঞ্জী : নূর–ল আবচার ফী মানাকিবি আ-লি বায়তিন নবীয়্যীল মুখতার (মিসর থেকে প্রকাশিত) পৃ. ৭৮।

উলে-খ্য যে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম গদীরে খুম নামক স্থানে (যা মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) একটি গুর–ত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেছেন। সেখানে আহলে বায়তকে মুহাব্বত করার বিষয়ে তাকিদ দিয়েছেন। আর 'আলী (রা.)-এর ব্যাপারে উপরোক্ত হাদীস

খানা উলে-খ করেছেন। আহলে বায়তকে ভালবাসা ঈমানের দাবী আর তাঁদেরকে ঘৃণা করা মুনাফিকের আলামত।

একদা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হযরত বুরায়দাকে প্রশ্ন করলেন তুমি কি 'আলীকে ঘৃণা কর ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে বললেন, তুমি তাঁকে ঘৃণা কর না। কেননা সে খুমুস থেকে অংশ পাবে।[১৮৯]

হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা.) হযরত 'আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনি আমার মাওলা নন। নিশ্চয় আমার মাওলা হলেন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম। একথা শুনে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বলেন, **مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ**

আল-কুরআনের সূরা মায়িদার আয়াত নং ৩-এর ব্যাখ্যায় ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী বলেন, হযরত আবূ সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا نَصَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ عَلِيًّا يَومَ غَدِيْرِ خُمٍ فَنَادٰى لَهُ بِالْوِلَايَةِ هَبِطَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهٰذَا الْاٰيَةِ ـ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"যখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম গদীরে খুমে হযরত 'আলী (রা.)-এর হাত উত্তোলিত করে বেলায়তের জন্য আহ্বান করলেন তখন হযরত জিব্রাইল (আ.) উপরোক্ত আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। আয়াতের অর্থ হলো- আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনিত করলাম"।

এখানে হযরত 'আলী (রা.)-এর বেলায়ত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[১৯০]

আল-াহ তা'আলার বাণী-[১৯১] **وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ**

"এবং তাদেরকে থামাও, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে"।

---

[১৮৯]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬২৩।

[১৯০]. আদ-দুররুল মনসূর, খ. ২, পৃ. ২৫৯।

[১৯১]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৬, সূরা আস-সাফ্ফাত, আয়াত নং ২৪।

ইমাম দায়লামী হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ عَنْ وِلَايَةِ عَلِىٍّ

“অর্থাৎ তাদেরকে থামাও, তাদেরকে হযরত ‘আলীর বেলায়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে”।

কিয়ামতের ময়দানে হযরত আলীর বেলায়ত এবং আহলে বায়তের মুহাব্বতের বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে, সুতরাং এ বিষয়ে সজাগ থাকা উচিত।[১৯২]

আল-াহ তা‘আলার বাণী-[১৯৩] وَّ تَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ

“এবং সেটাকে সংরক্ষণ করবে ঐ কান যা শুনে সংরক্ষণ করে”।

ইবন জারীর তাবারী, ইবন আবূ হাতিম, ওয়াহিদী, ইবন মরদুভীয়্যা এবং ইবন ‘আসাকির হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হযরত আলীকে বলছেন-[১৯৪]

اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اُدْنِيَكَ وَلَا اُقْصِيَكَ وَ اَنْ اُعَلِّمَكَ وَ اَنْ تَعِىْ وَ حَقٌّ لَكَ اَنْ تَعِىَ

“নিশ্চয় আল-াহ তা‘আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, হযরত ‘আলীকে আপনার কাছে রাখুন, তাঁকে দূরে রাখবেন না এবং ‘ইলম শিক্ষা দিন কেননা আপনি ইলম খুব ভালভাবে শ্রবণ কর֊ন, বুঝে তা সংরক্ষণ করে নেয়”।

ইমাম রাযী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম উক্ত আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন বলেন,

سَأَلْتُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَهَا اُذُنَكَ يَا عَلِىٌّ

“ওহে ‘আলী আমি আল-াহর মহান দরবারে প্রার্থনা করেছি উক্ত আয়াতে (اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ) বর্ণিত কান যেন তোমার কান হয়”।

উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত ‘আলী বলেন,[১৯৫]

فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدَ ذٰلِكَ وَ مَا كَانَ لِىْ اَنْ اَنْسَى

---

[১৯২]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, ১৪৯ সূত্র : তাফসীরে নুর֊ল ‘ইরফান।

[১৯৩]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২৩, সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত নং-১২।

[১৯৪]. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : তাফসীরে দূররে মনসূর, খ. ৬, পৃ. ২৬০।

[১৯৫]. ইমাম ফখর֊দ্দীন রাযী : তাফসীরে কবীর, খ. ৩০, পৃ. ১০৭।

“এর পরে আমি কোন কিছু ভুলিনি। আর ভুলে যাওয়া আমার জন্য শোভনীয়ও নয়”। উক্ত আয়াত মাওলায়ে কায়েনাত হযরত ‘আলী (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে।
নবী করীম সাল-লাল-হু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁর শানে বলেন,

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِىٌّ بَابُهَا

“আমি ইলমের শহর, ‘আলী সে শহরের গেইট”।

আল-াহ তা‘আলার বাণী-[১৯৬]

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ـ لَايَسْتَوْنَ

“তবে কি যে ঈমানদার সে তারই মতো হয়ে যাবে, যে নির্দেশ অমান্যকারী ? এরা সমান নয়”।
উক্ত আয়াতে করীমাটি হযরত ‘আলী (রা.)-এর শানে আল-াহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেছেন, ইবন জারীর ত্বাবারী, জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী, ওয়াহিদী, খতীব বাগদাদী ইবন মারদুভীয়্যা ক্বাযী সানাউল-াহ পানীপথী, ইমাম খাযিন তা-ই মনে করেন। ঘটনা এই যে, হযরত ‘আলী এবং ওলিদ ইবন উকবার মাঝে কোন বিষয়ে ঝগড়া লেগে গেল। তখন ওলিদ রাগান্বিত হয়ে বলল, চুপ ! হে ‘আলী, তুমি এখনো বাচ্ছা ছেলে, আমি বয়স্ক এবং বিশ্ববিখ্যাত, আমার ভাষা তোমার চেয়ে অধিক অলংকার সমৃদ্ধ, আমার তীর অব্যর্থ, আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুর। তখন শেরে খোদা ‘আলী (রা.) বললেন,[১৯৭]

اُسْكُتْ فَاِنَّكَ فَاسِقٌ

“চুপ হও ! নিশ্চয় তুমি ফাসিক”।
আয়াতটি এ কারণে নাযিল করা হয়েছে।

আল-াহ তা‘আলার বাণী-[১৯৮]

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ـ عَلَى الْاَرَآئِكِ ـ يَنْظُرُوْنَ ـ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

---

[১৯৬]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৮, সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত নং ১৮।
[১৯৭]. তাফসীরে খাযিন, খ. ৩, পৃ. ৪৭৮; তাফসীরে দূররে মনসূর, খ. ৫, পৃ. ১৭৮।
[১৯৮]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৬ , সূরা মুতাফ্ফিফীন, আয়াত নং ৩৪-৩৬।

"সুতরাং আজ ঈমানদারগণ কাফিরদের প্রতি হাসছে,তখ্‌তগুলোর উপর উপবিষ্ট হয়ে দেখছে, কেন ? কাফিরদের নিজ কৃতকর্মের কিছু প্রতিদান মিলেছে তো !"।

শানে নুযুল : হযরত 'আলী এবং মুসলমানদের একটি দল নবী করীম সাল-লাল-হু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান দরবারে আগমন করেছেন, এমন সময় মুনাফিকগণ তাদের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করতে লাগলো এবং হাসা-হাসি করতে লাগলো, তখন মহান আল-াহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

সুতরাং বুঝা গেল হযরত 'আলীকে নিয়ে হাসা-হাসি করা ঠাট্টা বিদ্রূপ করা জায়েয নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে হযরত 'আলীকে মুহাব্বত করা ঈমানের পরিচায়ক।[১৯৯]

আল-াহ তা'আলার বাণী-[২০০]

يَـاَيُّهَـا الَّـذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَنۡ يَّرۡتَدَّ مِنۡكُمۡ عَنۡ دِيۡنِهٖ فَسَوۡفَ يَاۡتِى اللّٰهُ بِقَوۡمٍ يُّحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّوۡنَهٗۤ اَذِلَّةٍ عَـلَـى الۡـمُؤۡمِنِيۡنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ـ يُجَاهِدُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوۡنَ لَوۡمَةَ لَاۤئِمٍ ـ ذٰلِكَ فَضۡلُ اللّٰهِ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ ـ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, তখন অনতিবিলম্বে আল-াহ এমন সব লোককে নিয়ে আসবেন, যারা আল-াহর প্রিয়পাত্র এবং আল-াহও তাদের নিকট প্রিয়; তারা মুসলমানদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। যারা আল-াহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না; এটা আল-াহর অনুগ্রহ, যাকে চান তিনি দান করেন এবং আল-াহ বিস্তৃতিময়, সর্বজ্ঞ।

ইমাম রাযী বলেন, উক্ত আয়াত হযরত 'আলী (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে।[২০১]

যখন খায়বরের যুদ্ধের সময় নবী করীম সাল-লাল-হু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এরশাদ করেছেন আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা

---

[১৯৯]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪।

[২০০]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২, সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৫৪।

[২০১]. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী : তাফসীরে কবীর, (ইরান থেকে প্রকাশিত) খ. ১২, পৃ. ২০।

দেয়া হবে যাঁকে আল-াহ রাসূল ভালবাসেন, তিনিও আল-াহ রাসূলকে ভালবাসেন। পরদিন হযরত ‘আলীকেই ঝান্ডা দেয়া হয়েছে। আর তাঁর হাতেই আল-াহ তা‘আলা খায়বার বিজয় দান করেছেন।
আয়াতে করীমাতে যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তা হযরত ‘আলীর জন্য প্রযোজ্য।

আল-াহ তা‘আলার বাণী-[২০২]

وَالَّذِیۡ جَآءَ بِالصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓئِکَ هُمُ الۡمُتَّقُوۡنَ

“এবং তিনিই, যিনি এ সত্য নিয়ে তাশরীফ এনেছেন, এবং ঐ সব লোক, যারা তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই ভীতিসম্পন্ন”।
ইমাম সুয়ূত্বী ইবন মারদুভীয়্যার সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,[২০৩] আয়াতে বর্ণিত وَالَّذِیۡ جَآءَ بِالصِّدۡقِ দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এবং وَصَدَّقَ بِهٖ দ্বারা হযরত ‘আলীই উদ্দেশ্য।

আল-াহ তা‘আলার বাণী-[২০৪]

اَفَمَنۡ شَرَحَ اللّٰهُ صَدۡرَهٗ لِلۡاِسۡلَامِ فَهُوَ عَلٰی نُوۡرٍ مِّنۡ رَّبِّهٖ- فَوَیۡلٌ لِّلۡقٰسِیَةِ قُلُوۡبُهُمۡ مِّنۡ ذِکۡرِ اللّٰهِ- اُولٰٓئِکَ فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ -

“তবে কি ঐ ব্যক্তি, যার বক্ষ আল-াহ ইসলামের জন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে আলোর উপর রয়েছে, তারই মতো হয়ে যাবে, যে পাষাণ-হৃদয় ? সুতরাং দূর্ভোগ তাদেরই যাদের হৃদয় আল-াহর স্মরণের দিক থেকে কঠোর হয়ে গেছে। তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে”।
শানে নুযুল : উপরোক্ত আয়াতে করীমা হযরত ‘আলী, হযরত হামযা এবং আবূ লাহাব ও তার সন্ড়ানদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে।

---

[২০২]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৩, সূরা যুমার, আয়াত নং ৩৩।
[২০৩]. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩২৮।
[২০৪]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩১, সূরা যুমার, আয়াত নং ২২।

অর্থৎ হযরত 'আলী এবং হযরত হামযার অন্ড়র ইসলামের জন্য প্রশস্ড় করে দিয়েছেন, আর আবূ লাহাব ও তার সন্ড়নদের অন্ড়র পাষাণ করে দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতে করীমা ছাড়াও আল-াহ তা'আলা বহু আয়াতে হযরত 'আলীর শানে অবতীর্ণ করেছেন।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভাষায় হযরত 'আলী (রা.)-এর প্রশংসা :

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) বলেন,[২০৫] সাহাবীয়ে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর মধ্যে হযরত 'আলীর মত ফযীলত আর কাহারো বেলায় বর্ণিত হয়নি। যেমন-

হাদীস নং-১

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত,[২০৬] তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম থেকে এরশাদ করেছেন,

يَا عَلِيّ اَلنَّاسُ مِنْ شَجَرَةٍ شَتّٰى وَ اَنَا وَ اَنْتَ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ

"ওহে 'আলী ! মানুষ বিভিন্ন বৃক্ষ হতে, তুমি আর আমি একই বৃক্ষ হতে"।

হাদীস নং-২

হযরত 'আলী হলেন সৈয়্যদুল 'আরব, হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত,[২০৭] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, 'আরবের সরদারকে ডেকে নিয়ে এসো, তখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়শা (রা.) আরয করলেন ইয়া রাসূলাল-াহ ! আপনি কি 'আরবের সরদার নন ? তাঁর উত্তরে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন,

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَ عَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ

"আমি বনী আদমের সরদার, 'আলী 'আরবের সরদার"।

হাদীস নং-৩।

---

[২০৫]. ইমাম হাকিম : আল-মুসতাদারাক, খ. ৩, পৃ. ১০৭।

[২০৬]. ইমাম হাকিম : আল-মুসতাদারাক, খ. ২, পৃ. ২৪১।

[২০৭]. ইমাম হাকিম : আল-মুসতাদারাক, খ. ৩, পৃ. ১২৪।

খতীব বাগদাদী স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে,[২০৮] জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী স্বীয় তাফসীর দুররে মনসূর গ্রন্থে[২০৯] হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন।

لَـمَّـا عُرِجَ بِیْ رَاَیْتُ عَلٰی سَاقِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَیَّدْتُّهُ بِعَلِیٍّ ، نَصَرْتُهُ بِعَلِیٍّ

“মি‘রাজ রাত্রিতে আমাকে যখন উপরে নিয়ে যাওয়া হলো তখন ‘আরশের পায়ার উপর কলেমা লিখিত দেখলাম, ইবাদাতের উপযুক্ত আল-াহ ছাড়া অন্য কোন মা‘বূদ নেই, হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আল-াহর প্রেরিত মহাপুর‍ুষ রাসূল”। আমি হযরত ‘আলীর সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি”।

বুঝা গেল হযরত ‘আলীর শান আরশে ‘আযীম পর্যন্ড় পৌঁছে গেছে।

হাদীস নং- ৪

ইমাম হাকিম (রহ.) হযরত যায়দ ইবন আরক্বাম (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[২১০]

اِنَّ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ عَلِیُّ بْنُ اَبِیْ طَالِبٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ

“নিশ্চয় নিশ্চয় আল-াহ রাসূলের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন হযরত ‘আলী”।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) এ বিষয়ে বর্ণনা করেন যে,[২১১] সর্ব প্রথম ঈমান আনয়নকারী হযরত আবূ বকর, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত ‘আলী এবং মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম খাদীজাতুল কুবরা (রা.) ঈমান গ্রহণ করেছেন।

হাদীস নং-৫

ইমাম তিরমিযী (রহ.) হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,[২১২] **اَوَّلُ مَنْ صَلّٰی عَلِیٌّ**

“সর্ব প্রথম হযরত ‘আলী (রা.) নামায আদায় করেছেন”।

---

২০৮. তারীখে বাগদাদ, খ. ১১, পৃ. ১৭৩।
২০৯. তাফসীরে দুররে মনসূর, খ. ৪, পৃ. ১৫৩।
২১০. ইমাম হাকিম : আল-মুসতাদারাক, খ. ৩, পৃ. ১৩৬।
২১১. ইমাম তিরমিযী : জামি‘, খ. ২, পৃ. ২১৪।
২১২. ইমাম তিরমিযী : জামি‘, খ. ২, পৃ. ২১৪।

হাদীস নং-৬

মাওলায়ে কায়েনাত, হযরত ‘আলী (রা.) স্বয়ং বলেন,[২১৩]

اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَ اَخُوْ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَ اَنَا الصِّدِّيْقُ الْاَكْبَرُ

لَايَقُوْلُهَا بَعْدِىْ اِلَّا كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِيْنَ

“আমি আল-াহর বান্দা এবং তাঁর প্রিয় রাসূলের ভাই, আমিই সবচেয়ে বড় সত্যবাদী, আমার পরে এ উপাধীর দাবী কেবল মিথ্যুকরাই করতে পারে। আমি সাত বছর পূর্বে সবার আগে নামায আদায় করেছি।

উলে-খ্য যে, “সিদ্দিক্বে আকবর” উপাধীদারী দু’জন, একজন সৈয়্যদুনা আবূ বকর (রা.) অন্যজন ‘আলী ইবন আবূ তালিব (রা.)।[২১৪]

হাদীস নং-৭

হযরত সা‘দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত আমিরে মু‘আবিয়া (রা.) হজ্বের জন্য তাশরীফ নিয়ে এসেছেন, হযরত সা‘দ তাঁর নিকট গেলেন, সেখানে হযরত ‘আলী সম্পর্কে কিছু কটু বাক্য শুনতে পেলেন, তখন হযরত সা‘দ রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি,[২১৫]

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلَاهُ - اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزَلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا نَبِىَّ بَعْدِىْ -

لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ -

“আমি যার মালিক-অভিভাবক, ‘আলীও তার অভিভাবক, ওহে ‘আলী ! মুসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে হার“ন যে অবস্থানে তুমিও ঠিক সে অবস্থানে, তবে আমার পরে কোন নবী নেই। আমি আজকে এমন এক ব্যক্তির হাতে ইসলামী ঝান্ডা দিব যাকে আল-াহ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন”।

হাদীস নং-৮

হযরত বারা ইবন ‘আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্বের সময় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর

---

[২১৩]. ইবন মাজাহ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

[২১৪]. ‘আল-ামা আবদুল গণী মুজাদ্দেদী : আনজাহুল হাজাহ, পৃ. ১২।

[২১৫]. ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ : আস-সুনান, পৃ. ১২, (করাচী : মীর মোহাম্মদ কুতুব খানা) ; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮১।

সাথেই ছিলাম, তিনি রাস্ড়ায় নেমে লোকদের জমায়েত করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং হযরত 'আলীর হাত ধরে বললেন,[২১৬]

اَلَسْتُ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا بَلٰى - فَهٰذَا وَلِى مَنْ اَنَا مَوْلَاهُ

اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ اَللّٰهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ

আমি কি মু'মিনের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক নই ? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, তিনি বলেন, 'আলী ওলী সে ব্যক্তির যে ব্যক্তির আমি মাওলা হই, ওহে আল-াহ ! 'আলীর সাথে যে বন্ধুত্ব রাখে আপনি তার সাথে বন্ধুত্ব রাখুন আর যে 'আলীর সাথে শত্র্ুতা রাখে আপনি তার সাথে শত্র্ুতা রাখুন"।

হাদীস নং-৯

হযরত যায়দ ইবন আরক্বাম (রা.) থেকে বর্ণিত[২১৭] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বিদায় হজ্ব শেষে ফিরে আসার পথে গদীরে খুম নামক স্থানে অবতরণ করলেন এবং সবাইকে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশ দিলেন, অতঃপর এরশাদ করলেন, আল-াহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে তলব করা হয়েছে, আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি, আমি দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি একটি অপরটির চেয়ে গুর্ত্বপূর্ণ আর তা হলো-

كِتَابُ اللّٰهِ وَ عِتْرَتِىْ اَهْلُ بَيْتِىْ فَاِنَّهُمَا لَنْ يَّفْتَرِقَا حَتّٰى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مَوْلَاىَ

وَاَنَا وَلِى كُلِّ مُؤْمِنٍ مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهٰذَا وَلِيُّهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

"একটি হলো আল-াহর কিতাব আল-কুরআন, দ্বিতীয়টি আমার বংশধর আমার পরিবার-পরিজন, এ দু'টি কখনো পৃথক হবে না এমন কি হাওদ্বে কাওসারে উপনীত হবে। তারপর তিনি বললেন, নিশ্চয় আল-াহ তা'আলাই আমার মালিক, আর আমি প্রত্যেক মু'মিনের মালিক, আর আমি যার মালিক ইনি ('আলী)ও তার মালিক, ওহে আল-াহ ! যে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব রাখে আপনিও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখুন, আর যে তাঁর সাথে শত্র্ুতা রাখে আপনিও তার সাথে শত্র্ুতা রাখুন"।

---

[২১৬]. ইমাম ইব্ন মাজাহ্ : আস-সুনান, পৃ. ১২, পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮০।

[২১৭]. খাসায়িসে নাসাঈ, (মিসর থেকে প্রকাশিত) পৃ. ২১ ; ইমাম হাকিম : আল-মুসতাদারাক, (বৈর্ত : দার্ল কুতুব আল-ইলমিয়্যা) খ. ৩, পৃ. ১০৯;১১৬।

হাদীস নং-১০

হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত[২১৮] তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আমাকে হযরত 'আলীর সাথে ইয়ামানে প্রেরণ করছেন, আমি হযরত 'আলীর কঠোরতা দেখে ফিরে আসলাম, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বললেন,

يَا بُرَيْدَةُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

"ওহে বুরায়দা ! আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা"।

হাদীস নং-১১

হযরত যায়দ ইবন আরক্বাম (রা.) থেকে বর্ণিত [২১৯] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আল-াহ তা'আলার প্রশংসা করার পর বললেন,

اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّیْ اَوْلٰی بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهٖ قَالُوْا بَلٰی نَشْهَدُ لَاَنْتَ اَوْلٰی بِكُلِّ مُؤْمِنٍ -

مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهٰذَا مَوْلَاهُ وَ اَخَذَ بِيَدِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

"তোমরা কি জান না আমি প্রত্যেক মু'মিনের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক ? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি মু'মিনের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক, আর আমি যার মাওলা হযরত 'আলী তার মাওলা, তখন তিনি হযরত 'আলীর হাত ধরে আছেন।

ইমাম নাসাঈ (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) এ জাতীয় আরো অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২২০]

হাদীস নং-১২

ইবন হাজর 'আসক্বালানী (রহ.) থেকে বর্ণিত,[২২১] তিনি হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আবদুর রব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ وَلِیٌّ وَاَنَا وَلِیُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ -

---

২১৮. খাসায়িসে নাসাঈ, (মিসর থেকে প্রকাশিত) পৃ. ২১।

২১৯. খাসায়িসে নাসাঈ, পৃ. ২২।

২২০. খাসায়িসে নাসাঈ, পৃ. ২৩; ইমাম আহমদ হাম্বল : আল মুসনাদ, খ. ৪, পৃ. ৩০২, ৩৬৮ ও খ. ১, পৃ. ১১৯।

২২১. ইবন হাজর 'আসক্বালানী : আল-ইসাবাহ ফী তামীযিস সাহাবা, খ. ২, পৃ. ৪০৮।

"নিশ্চয় আল-াহ তা'আলা আমার মালিক, আর আমি মু'মিনের মালিক, আমি যার মালিক, হযরত 'আলী তার মালিক"।

হাদীস নং-১৩

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত,[২২২] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

عَلِیٌّ اِمَامُ الْبَرَرَةِ قَاتِلُ الْفَجَرَةِ مَنْصُوْرٌ مَنْ نَصَرَهٗ مَخْذُوْلٌ مَنْ خَذَلَهٗ ـ

"হযরত 'আলী সৎ লোকদের ইমাম, অসৎ লোকদের হত্যাকারী, যিনি 'আলীকে সাহায্য করেছেন তিনি সফলতা লাভ করেছেন, আর যে তাঁকে অসহযোগিতা করেছেন সে অসফল"।

হাদীস নং-১৪

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত[২২৩] তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

عَلِیٌّ بَابُ حِطَّةٍ مَنْ دَخَلَ مِنْهُ كَانَ مُؤْمِنًا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِرًا ـ

"হযরত 'আলী হিত্বত্বার দরজার মত, যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করেছেন সে প্রকৃত মু'মিন, আর যে বের হয়ে গেছে সে কাফির"।

হাদীস নং-১৫।

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদুরী (রা.)[২২৪] 'ইমরান ইবন হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, اَلنَّظْرُ اِلٰی عَلِیٍّ عِبَادَةٌ

"হযরত 'আলীর প্রতি তাকানো ইবাদত"।

হাদীস নং-১৬

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত[২২৫] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَلنَّظْرُ اِلٰی وَجْهِ عَلِیٍّ عِبَادَةٌ ـ

---

[২২২]. আল-জামি'উস-সগীর, খ. ২, পৃ. ১৭৭ ; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৪।

[২২৩]. আল-জামি'উস-সগীর, (বৈরূত : দারুল ফিকর) খ. ২, পৃ. ১৭৭।

[২২৪]. ইমাম হাকিম : আল-মুসতাদারাক, খ. ৩, পৃ. ১৪১।

[২২৫]. ইমাম হাকিম : আল-মুসতাদারাক, খ. ৩, পৃ. ১৪১।

“হযরত ‘আলীর চেহরার দিকে তাকানো ইবাদত”।

হাদীস নং-১৭

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত[২২৬] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

يَا عَلِيُّ مَنْ فَارَقَنِىْ فَقَدْ فَارَقَ اللّٰهُ وَ مَنْ فَارَقَكَ يَا عَلِيُّ فَقَدْ فَارَقَنِىْ ـ

“ওহে ‘আলী ! যে আমার থেকে পৃথক হলো সে আল-াহ থেকে পৃথক হলো, আর যে ব্যক্তি তোমার থেকে পৃথক হলো, সে আমার থেকে পৃথক হয়ে গেলো”।

হাদীস নং-১৮।

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত[২২৭] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীর দিকে তাকিয়ে এরশাদ করেন,

يَا عَلِيُّ اَنْتَ سَيِّدٌ فِى الدُّنْيَا وَ سَيِّدٌ فِى الْاٰخِرَةِ ـ حَبِيْبُكَ حَبِيْبِىْ وَ حَبِيْبِىْ حَبِيْبُ اللّٰهِ
وَ عَدُوُّكَ عَدُوِّىْ وَ عَدُوِّىْ عَدُوُّ اللّٰهِ وَ الْوَيْلُ لِمَنْ اَبْغَضَكَ بَعْدِىْ

“ওহে ‘আলী তুমি দুনিয়ার-আখেরাতের সরদার, তোমার বন্ধু আমার বন্ধু, আর আমার বন্ধু আল-াহর বন্ধু, এবং তোমার শত্র“ আমার শত্র“, আর আমার শত্র“ আল-াহর শত্র“। আর দোযখের শাস্ড়ি তার জন্যে, আমার পরে যে তোমার প্রতি দুশমনি রাখে”।

হাদীস নং-১৯

ইমাম হাকিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন,[২২৮] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اُوْحِىَ اِلَىَّ فِى عَلِيٍّ ثَلَاثٌ اَنَّهُ سَيِّدُ الْمُسْلِمِيْنَ وَ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ ـ

“হযরত ‘আলীর ব্যাপারে আমাকে তিনটি বিষয়ে ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে, নিশ্চয় তা হলো- তিনি সমগ্র মুসলিম জাতির নেতা, মুত্তাকী-পরহেযগারদের ইমাম, এবং উজ্জ্বল কপাল ও উজ্জ্বল পা বিশিষ্টদের পেশওয়া”।

---

২২৬. ইমাম হাকিম : আল-মুসতাদারাক, খ. ৩, পৃ. ১২৪।

২২৭. ইমাম হাকিম : আল-মুসতাদারাক, খ. ৩, পৃ. ১২৮।

২২৮. ইমাম হাকিম : আল-মুসতাদারাক, খ. ৩, পৃ. ১৩৮।

হাদীস নং-২০

হযরত আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত,[২২৯] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

يَا عَلِيُّ طُوْبٰى لِمَنْ اَحَبَّكَ وَ صَدَّقَ فِيْكَ وَوَيْلٌ لِّمَنْ اَبْغَضَكَ وَ كَذَّبَ فِيْكَ ـ

"ওহে 'আলী ! সুসংবাদ তার জন্যে যে তোমার সাথে মুহাব্বত রাখে, তোমাকে সত্যায়িত করে, ধ্বংস তার জন্যে যে তোমাকে ঘৃণা করে এবং তোমার ব্যাপারে মিথ্যা বলে"।

হাদীস নং-২১

হযরত আবূ লায়লা গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত,[২৩০] তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি-

سَتَكُوْنُ بَعْدِىْ فِتْنَةٌ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَالْزِمُوْا عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَاِنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ يَّرَانِىْ ، وَاَوَّلُ مَنْ يُّصَافِحُنِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ الصِّدِّيْقُ الْاَكْبَرُ وَ هُوَ فَارُوْقُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَ هُوَ يَعْسُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"অতিশীঘ্রই আমার পরে ফিতনা দেখা দিবে, যখন ফিতনা দেখা দিবে তখন 'আলীর দামান ধরো, কেননা নিশ্চয় তিনি প্রথম ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিবসে আমাকে দেখবে, প্রথম ব্যক্তি যে আমার সাথে মুসাফাহা করবে, তিনি বড়ই সত্যবাদী, উম্মতের ফারূক, তিনি সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, সর্বোপরি তিনি মু'মিনের সরদার"।

হাদীস নং-২২

হযরত আবূ লায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত,[২৩১] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন-

---

[২২৯]. ইমাম হাকিম : আল-মুসতাদারাক, খ. ৩, পৃ. ১৩৫।

[২৩০]. ইবন আসীর : উসুদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরত থেকে প্রকাশিত) খ. ৫ পৃ. ২৮৭।

[২৩১]. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : আদ-দুররল মনসূর। (বৈরত : দারল মা'রিফা), খ. ৫ পৃ. ২৬২; ইমাম রাযী : তাফসীরে কবীর, খ. ২৭, পৃ. ৫৭, (সূরা মূ'মিনের ২৮ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.)

اَلصِّدِّيْقُوْنَ ثَلاَثَةٌ ، حَبِيْبُ ن النَّجَّارُ مُؤْمِنُ اٰلِ يٰسِيْنَ اَلَّذِىْ قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ، وَ حِزْقِيْلَ مُؤْمِنُ اٰلِ فِرْعَوْنَ اَلَّذِىْ قَالَ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ ، وَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ، وَ هُوَ اَفْضَلُهُمْ -

"মহাসত্যবাদী তিন জন। ১. হাবীবে নাজ্জার যিনি আলে ইয়াসিনের মূমিন-বিশ্বাসী, তিনি বলেন, ওহে আমার সম্প্রদায় তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। ২. হিযক্বীল, যিনি আলে ফির'আউনের মধ্যে মূ'মিন-বিশ্বাসী। তিনি বললেন, তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে বলে আমার প্রভু একমাত্র আল-াহ। ৩.'আলী ইবন আবূ তালিব। যিনি সবার চেয়ে উত্তম।

হাদীস নং ২৩

খতীব বাগাদাদী বর্ণনা করেছেন,[২৩২] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

خَيْرُ رِجَالِكُمْ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَ خَيْرُ شَبَابِكُمْ اَلْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ خَيْرُ نِسَائِكُمْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

"সর্বোত্তম পুর"ষ 'আলী ইবন আবূ তালিব, সর্বোত্তম যুবক ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন। সর্বোত্তম নারী ফাতিমা বতুল বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম"।

হাদীস নং ২৪

হযরত ফাতিমা বতুল (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে বললেন, আমাকে 'আলীর সাথে শাদি দিয়েছেন, যাঁর কাছে কোন ধন-দৌলত নেই। তার উত্তরে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন।[২৩৩]

يَا فَاطِمَةُ اَمَا تَرْضِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ اَطْلَعَ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَاخْتَارَ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبُوْكِ وَ الْاٰخِرُ بَعْلُكِ

ওহে ফাতিমা ! তুমি একথার উপর রাযি হবে না যে আল-াহ তা'আলা জমিনবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, সমস্ড়লোক থেকে দু'জন পুর"ষকে মনোনিত করলেন, একজন তোমার বাবা, দ্বিতীয়জন তোমার স্বামী।"

---

[২৩২]. ১৯৪ খতীব বাগদাদী : তারীখে বাগদাদ, (কায়রো : মাকতাবাতু আন্‌জান্‌জী, ১৯৩১ খৃ.) খ. ৪, পৃ. ৩৯২।

[২৩৩]. ইমাম হাকিম : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৯।

হযরত ‘আলী (রা.)-এর ‘ইলমী স্ড়র :

আল-াহ তা‘আলা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে যা ‘ইলম দান করেছেন কুরআন মাজীদ তার উপর স্বাক্ষী আছে। কুরআন ভাষ্যকারগণ ঐ ‘ইলমকে “যা হবে এবং যা হয়েছে” সব বিষয়ের ইলম হিসেবে সাব্যস্ড় করেছেন। সমস্ড় আম্বিয়া, ও রাসূল, সমস্ড় জীন, ইনসান এবং ফিরিস্ড়া সব মিলিয়ে যত ‘ইলম পেয়েছে তা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ‘ইলমের সামনে সমুদ্রের এক বিন্দুর মত। আর হযরত ‘আলী (রা.) সে মহাসমুদ্র থেকে ‘ইলম অর্জন করেছেন।

হাদীস নং ২৫

হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,[২৩৪] তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِىٌّ بَابُهَا مَنْ اَرَادَ الْمَدِيْنَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ -

“আমি ‘ইলমের শহর, ‘আলী তার দরজা। যে শহরে আসতে চায় সে যেন সে দরজা দিয়ে আসে”।

হাদীস নং ২৬

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করছেন,[২৩৫] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, **اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَ عَلِىٌّ بَابُهَا -**

“আমি হিকমতের ঘর, ‘আলী তার দরজা।”

হিকতমের অর্থ :

ন্যায়পরায়নতা, দার্শনিকতা ও ইলম, হিকমকে হিকমত বলে। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন,[২৩৬] হিকমত অর্থ-সারগর্ভ, উক্তি, তাৎপর্য, দশর্ন, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বিজ্ঞতা ইত্যাদি। ইমাম ‘আলাউদ্দীন বাগদাদী (যিনি খাযিন নামে পরিচিত) বলেন,[২৩৭] **هِىَ الْاِصَابَةُ فِى الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ -**

---

[২৩৪]. ইমাম হাকিম : প্রাত্তক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৬।

[২৩৫]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২. পৃ. ২১৩।

[২৩৬]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : প্রাগুক্ত, পৃ.

[২৩৭]. তাফসীরে খাযিন, খ. ১, পৃ. ৯৪।

“কথা এ কাজের যথার্থতাকে হিকমত বলে।”

হাদীস নং ২৭

ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সূরা আলে‘ইমরানের ৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত হযরত ‘আলীর উক্তিটি উলে-খ করেছেন,[২৩৮]

عَلَّمَنِیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَلْفَ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ وَ اِسْتَنْبَطْتُ مِنْ کُلِّ بَابٍ اَلْفَ بَابٍ -

“আমাকে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ‘ইলমের এক হাজার স্ড়রের শিক্ষা দিয়েছেন, আমি প্রত্যেক স্ড়র থেকে হাজার স্ড়র আবিস্কার করেছি”।

উলে-খ্য যে, যেখানে শিক্ষক স্বয়ং হাবীবুল-াহ ছাত্র ‘আলী মরতুদ্বা সেখানে ‘ইলমের কোন দিকই বাকী থাকেনি।

হাদীস নং-২৮

হযরত ‘আবদুল-াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। হযরত ‘আলী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন,[২৩৯]

قُسِمَتِ الْحِکْمَۃُ عَشْرَۃَ اَجْزَاءٍ فَاُعْطِیَ عَلِیٌّ تِسْعَۃَ اَجْزَاءٍ وَ النَّاسُ جُزْأً وَاحِدًا وَ عَلِیٌّ اَعْلَمَ بِالْوَاحِدِ مِنْھُمْ -

হিকমতকে দশভাগে ভাগ করা হয়েছে। হযরত ‘আলীকে পূর্ণ নয় ভাগ দেয়া হয়েছে। আর সমস্ড় মানুষকে এক ভাগ দেয়া হয়েছে। ঐ ভাগেরও হযরত ‘আলী সমস্ড় মানুষের চেয়ে বেশী জানেন।”

হাদীস নং-২৯

হযরত ‘আব্দুল-াহ ইবন মাস‘উদ (রা.) থেকে বর্ণিত,[২৪০] তিনি বলেন,

اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰی سَبْعَۃَ اَحْرُفٍ مَا مِنْھَا حَرْفٌ اِلَّا لَہٗ ظَھْرٌ وَ بَطْنٌ ،

وَ اِنَّ عَلِیَّ بْنَ اَبِیْ طَالِبٍ عِنْدَہٗ عِلْمُ الظَّاھِرِ وَ الْبَاطِنِ

[২৩৮]. তাফসীরে কবীর খ. ৮. পৃ. ২৩।

[২৩৯]. আবূ নু‘আইম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আওলিয়া, খ. ১, পৃ. ৬৫।

[২৪০]. আবূ নু‘আইম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আওলিয়া, খ. ১, পৃ. ৬৫।

“নিশ্চয় নিশ্চয় আল-কুরআন সাত কিরআতে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক কিরআতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অর্থ রয়েছে নিশ্চয় ‘আলীর নিকট প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ‘ইলম বিদ্যমান আছে।”

হাদীস নং-৩০

হযরত সা‘ঈদ ইবন মুসাইয়্যব (রা.) এরশাদ করেছেন,[২৪১]

مَاكَانَ اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يَقُوْلُ ، سَلُوْنِىْ ، غَيْرَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ ـ

“হযরত ‘আলী ব্যতীত কোন মানুষই “আমাকে যা প্রশ্ন করার কর” একথা দাবী করেনি।”

হাদীস নং-৩১

আবদুল মালিক ইবন আবূ সুলায়মান (রা.) থেকে বর্ণিত,[২৪২]

قُلْتُ بِعَطَاءٍ اَكَانَ فِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَدٌ اَعْلَمُ مِنْ عَلِيٍّ ـ قَالَ لَا وَاللّٰهِ مَا اَعْلَمُهُ ـ

“আমি হযরত ‘আত্বা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে ‘আলীর চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে কি ? তিনি বললেন, না। আল-াহর শপথ আমার জানা মতে কেউ নেই।

হাদীস নং-৩২

হযরত মু‘আয ইবন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত,[২৪৩] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, ‘‘আমি নবুয়্যতের কারণে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম। আমার পরে কোন নবুয়্যত নেই। তুমি সাত বিষয়ে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যথা

১. সকলের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি আল-াহর যাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছ।

২. সবার মাঝে তুমি অধিক পরিমাণে আল-াহর প্রতিশ্র“তি পূর্ণকারী।

৩. আল-াহর আদেশ অধিক কার্যকরকারী তুমি।

৪. সমতা বিধানকারী তুমি।

৫. অধিক ন্যায়পরায়ন তুমি।

৬. বিচারিক কাজে অধিক দূরদর্শী তুমি।

---

[২৪১]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২।

[২৪২]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২।

[২৪৩]. আবূ নু‘আইম ইস্পাহানী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৫-৬৬।

৭. আল-াহর নিকট অধিক সম্মানের অধিকারী তুমি।”

হাদীস নং ৩৩

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,[২৪৪] তিনি বলেন, হযরত ‘আলী তাঁকে বলেন, ওহে আনাস তোমাকে আমি এমন একটি কথা শুনাবো না যা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আমাকে বলেছেন। “ওহে আবূল হাসান (আলীর উপনাম) আল-াহ তা‘আলা তোমার ভালবাসা মানব-দানব বৃক্ষ-লতা সকলের নিকট পেশ করেছেন। যে ব্যক্তি তোমার মুহাব্বত গ্রহণ করেছেন সে মিষ্ট ও পূত পবিত্র হয়ে গেছেন। আর যে তোমার মুহাব্বত গ্রহণ করেনি সে তিক্ত ও অপবিত্র হয়ে গেছে।”

হাদীস নং ৩৪

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,[২৪৫] তিনি বলেন, ‘আলীর প্রতি ভালবাসা গুনাহকে এমন ভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন লাকড়ীকে পুড়িয়ে ফেলে, যদি সমস্ড় মানুষ ‘আলীর ভালবাসায় মত্ত হতো তাহলে আল-াহ দোযখ সৃষ্টি করতেন না।

আল-কুরআনের সূরা মরইয়াম-এর আয়াত নং ৯৬-এর ব্যাখ্যায় জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী বলেন,[২৪৬] হযরত বারা ইবন ‘আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীকে বললেন, তুমি এই দু‘আ কর-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ عِنْدَكَ عَهْدًا وَاجْعَلْ لِىْ عِنْدَكَ وُدًّا وَاجْعَلْ لِىْ فِىْ صُدُوْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُوَدَّةً ـ

“ওহে আল-াহ ! আমাকে আপনার ওয়াদা পূর্ণকারী এবং মুহাব্বতকারী বানিও, আর আমার জন্য মু’মিনের অন্ড়রে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিও”।

---

[২৪৪]. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান সাফুরী : নুযহাতুল মাজালিস, খ. ২, পৃ. ২১৭।

[২৪৫]. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান সাফুরী : নুযহাতুল মাজালিস, খ. ২, পৃ. ২১৯।

[২৪৬]. আদ-দুররু-ল মনসূর, খ. ৪, পৃ. ২৮৭।

সৈয়্যদুনা ‘আলী মরতুদ্বা (রা.)-এর স্ত্রীগণ :[২৪৭]

হযরত ‘আলী (রা.) সারা জীবনে নয়জন স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন, যথাক্রমে-

১. সৈয়্যদা ফাতিমা বতুল বিনতে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম। (ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন, ইমাম মুহসিন, হযরত যয়নাব, হযরত উম্মুল কুলসুম ও হযরত রোকাইয়া (রা.) হলেন তাঁর ছেলেমেয়ে)।

২. উম্মুল বনীন বিনতে হেযাম। (হযরত ‘আব্বাস ‘আলমদারে কারবলা, হযরত ‘উমর, হযরত জা‘ফর, হযরত ‘আবদুল-াহ, হযরত ‘উসমান, হযরত উম্মে হানী, হযরত মায়মুনা, হযরত উম্মে জা‘ফর (রা.) হলেন তাঁর ছেলেমেয়ে)।

৩. লায়লা বিনতে মাস‘উদ। (হযরত ‘উবায়দুল-াহ, হযরত আবূ বকর, হযরত যয়নাব, হযরত রামেলা সুগরা (রা.) হলেন তাঁর ছেলেমেয়ে)।

৪. আসমা বিনতে উমাইস। (হযরত ‘আউন, হযরত ইয়াহইয়া, হযরত ফাতিমা, হযরত উমামা, হযরত খাদীজা (রা.) হলেন তাঁর ছেলেমেয়ে)।

৫. উমামা বিনতে আবূল ‘আস। (হযরত মুহাম্মদ, হযরত আউসাত্ব (রা.) হলেন তাঁর ছেলে)।

৬. খাওলা বিনতে জা‘ফর। (হযরত মুহাম্মদ হানাফিয়্যাহ, হযরত মুহাম্মদ আকবর (রা.) হলেন তাঁর ছেলে)।

৭. উম্মে সা‘ঈদ বিনতে ‘উরওয়াহ। (হযরত মুহসিন, হযরত উম্মুল হাসান, হযরত রামেলা আল-কুবরা (রা.) হলেন তাঁর ছেলেমেয়ে)।

৮. উম্মে হাবীবা বিনতে রবি‘আ। (হযরত ‘উমর আতরাফ, হযরত ‘ইমরান, হযরত উম্মুল কেরাম, হযরত রূকাইয়া, হযরত উম্মে সালমা (রা.) হলেন তাঁর ছেলেমেয়ে)।

৯. মুসাম্মিয়াত বিনতে ইমর“ল কায়েস। (হযরত জুমানাহ, হযরত হারেসা, হযরত নুসাইর (রা.) হলেন তাঁর মেয়ে)।

তম্মধ্যে সৈয়্যদুনা ইমাম হোসাইন, সৈয়্যদুনা ‘আব্বাস, সৈয়্যদুনা জা‘ফর, সৈয়্যদুনা ‘উসমান, সৈয়্যদুনা মুহাম্মদ, সৈয়্যদুনা আবূ বকর, সৈয়্যদুনা ‘আবদুল-াহ (রা.) কারবালার প্রান্ড়রে শহীদ হন।

---

[২৪৭]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭৭-৪৭৯।

সৈয়্যদুনা 'আলী মরতুদ্বা (রা.)-এর শাহাদাত :
বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হযরত 'আলী (রা.) ছিলেন খুলফায়ে রাশেদার ৪র্থ খলিফা। তিনি ৬৫৬ খৃ. থেকে ৬৬১ খৃ. পর্যন্ড় খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর শাসনামল অবসানের মাধ্যমে খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং রাজতন্ত্রের সুচনা হয়। তিনি ছিলেন একজন সৎ, অনাড়ম্বর, ন্যায়পরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ, দয়ালু, সংযমী, উদার শাসক। তাঁর মত অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক বিরল। তাঁর চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপুর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন সৎ চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ। আল-াহর দ্বীন, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি যেমন ছিলেন কঠোর তেমনি দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশায় ছিলেন অত্যন্ড় কোমল। তিনি একদিকে ছিলেন সাহসী যোদ্ধা অন্যদিকে ছিলেন জ্ঞানের মহাসমুদ্র, বেলায়তের গভর্ণর। একাধারে মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকিহ্, ভাষাবিদ, ব্যাকরণবিদ, কবি, সাহিত্যিক ও দক্ষ শিক্ষক ছিলেন তিনি। এ মহান মনীষী ৬৬১ খৃ. সালে ২৪ জানুয়ারী অভিশপ্ত আবদুর রহমান ইবন মুলজমের বিষাক্ত ছুরির অব্যর্থ আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা (রা.) :[২৪৮]

হাসান ইবন ‘আলী ইবন আবী তালেব ইবন ‘আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশেম ইবন আব্দ মুনাফ আল-করশি আল-হাশেমী। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রিয় দৌহিত্র। হযরত ফাতিমা (রা.)-এর প্রথম সন্ড়ান। জান্নাতী নারীদের সর্দার খাতুনে জান্নাতের পুত্র। জান্নাতী যুবকদের সর্দার। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাদৃশ ইমাম হাসান তৃতীয় হিজরী সনে রমজান মাসে মদীনা মোনাওয়ারায় জন্ম গ্রহণ করেন।

হযরত উম্মে ফদ্বল (রা.) বলেন, হে আল-াহর রাসূল ! আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, আপনার শরীরের একটি টুকরো আমার ঘরে এসে পড়েছে। উত্তরে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বললেন, তুমি ভাল স্বপ্ন দেখেছ। এর অর্থ হল, ফাতিমার ঘরে সন্ড়ান আসবে, তুমি তাঁকে কাসিমের সাথে দুধ খাওয়াবে।[২৪৯]

হযরত ‘আলী (রা.) বলেন,[২৫০] যখন হাসান ভূমিষ্ট হলেন, আমি তাঁর নাম রাখলাম হারব, অতঃপর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাশরীফ আনলেন, আর বললেন, আমার ছেলে আমাকে দেখাও, তাঁর কী নাম রেখেছ ? আমরা উত্তর দিলাম, হারব, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বললেন, না, তাঁর নাম হবে হাসান।

---

২৪৮. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮২।

২৪৯. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮২ ; প্রফেসর ড. আ.ন.ম. মুনীর আহমদ চৌধুরী : আহলে বায়ত : একটি পর্যালোচনা। (শাহাদাতে কারবালা, গবেষণামূলক স্মারক গ্রন্থ ৬ষ্ঠ প্রকাশ ২০১১) পৃ. ৩৯।

২৫০. ইমাম আহমদ : মুসনাদ, খ. ১, পৃ. ৯৮-১১৮; ইবন হিব্বান : সহীহ, খ. ১৫, পৃ. ৪১০।

অতঃপর যখন হোসাইন জন্ম গ্রহণ করলেন তখন আমরা তাঁর নাম রাখলাম হারব, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আসলেন এবং বললেন, আমার ছেলে আমাকে দেখাও, তোমরা তাঁর কী নাম রেখেছ ? আমরা বললাম হারব, তিনি বললেন, না বরং তাঁর নাম হবে হোসাইন। তারপর যখন তৃতীয় সন্ড়ান ভূমিষ্ট হল তখন আমরা তাঁর নাম রাখলাম হারব। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বললেন, না বরং তাঁর নাম হবে মুহসিন। তারপর বললেন, নিশ্চয় আমি তাদের নাম রেখেছি হারূন (আ.)-এর ছেলেদের নামে। আর তাঁরা হলেন, শাব্বীর, শাবীর, মুশাব্বির। তাঁর জন্মে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম খুবই আনন্দিত হলেন।

তাঁর জন্মের পর ইসলামী রীতি অনুযায়ী ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইক্বামত দেয়া হলো। সপ্তম দিনে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল। সপ্তম দিনে তাঁর মাথার চুল মুন্ডন করে ঐ চুলের সমপরিমাণ চাঁন্দী ছদক্বা করা হয়েছে। এবং দুইটি ছাগল যবাই করে ‘আক্বীক্বা দেয়া হয়েছে।[২৫১]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত[২৫২] নিশ্চয় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ইমাম হাসান এবং হোসাইনের ‘আক্বীক্বা করেছেন, সপ্তম দিনেই তাঁদের সুন্নাত করা হয়েছে। হযরত উম্মে ফদ্বল (রা.) তাঁকে দুগ্ধ পান করান।[২৫৩]

ইমাম হাসান (রা.)-এর প্রতি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভালবাসা :

ইমাম হাসান (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর অত্যন্ড় স্নেহভাজন ছিলেন, তিনি তাঁকে আন্ড়রিকভাবে মুহাব্বত করতেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

হাদীস নং-১

---

[২৫১]. শায়খ মূ’মিন ইবন হাসান শিবলঞ্জী : নূরুল আবচার (বৈরুত : দারুল জিল) পৃ. ২৩৯; সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-৩০১।

[২৫২]. ইমাম বায়হাক্বী : সুনানুন কুবরা, খ. ৮, পৃ. ৩২৪।

[২৫৩]. ইমাম হাকিম : মুসতাদারক, খ. ১, পৃ. ১৬৬; সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত[২৫৪] তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ ـ

“যে ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইনকে ভালবাসে নিশ্চয়ই সে আমাকেই ভালবাসেন, আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, শত্র‍ুতা করে সে আমার সাথেই শত্র‍ুতা করল”।

হাদীস নং-২

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন মাস‘উদ (রা.) থেকে বর্ণিত[২৫৫] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম যখন সালাত আদায় করতেন ইমাম হাসান হোসাইন তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পিঠ মোবারকে উঠে খেলতেন, সাহাবীগণ চাইতেন তাঁদেরকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন,

دَعَوْهُمَا ، بِاَبِىْ هُمَا وَ اُمِّىْ ، مَنْ اَحَبَّنِىْ فَلْيُحِبُّ هٰذَيْنِ ـ

“আমার মাতা-পিতা উভয়ে কুরবান হউন, তাদেরকে ছেড়ে দাও, যে আমাকে ভালবাসে সে যেন এ দু’জনকে ভালবাসে”।

হাদীস নং-৩

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত[২৫৬] নিশ্চয় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হাসানকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেছেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهٗ ، فَاَحِبَّهٗ وَ اَحَبَّ مَنْ يُّحِبَّهٗ ـ

“ওহে আল-াহ ! নিশ্চয়ই আমি তাঁকে ভালবাসি, আপনিও তাঁকে ভালবাসুন, আর তাঁকে যারা ভালবাসবে আপনিও তাঁকে ভালবাসুন”।

হাদীস নং-৪

হযরত বারা ইবন ‘আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত[২৫৭] তিনি বলেন, আমি ইমাম হাসানকে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর

---

২৫৪. ইমাম নাসাঈ : সুনান, হাদীস নং- ৮১৬।
২৫৫. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।
২৫৬. ইমাম আহমদ : মুসনাদ, খ. ২, পৃ. ২৪৯-৩৩১।
২৫৭. ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪২২।

গর্দান মোবারকে দেখলাম, আর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বলতে লাগলেন, - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ
“ওহে আল-াহ ! নিশ্চয় আমি তাঁকে ভালবাসি আপনিও তাঁকে ভালবাসুন”।

হাদীস নং-৫

হযরত ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণিত[২৫৮], তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইনের হাত ধরে বললেন,

مَنْ اَحَبَّنِىْ وَ اَحَبَّ هٰذَيْنِ وَ اَبَاهُمَا وَ اُمَّهُمَا كَانَ مَعِىْ فِىْ دَرَجَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

“যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসবে এবং এদু’জনকে, তাঁদের উভয়ের মাতা-পিতাকে ভালবাসবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে আমার সাথে একই স্থানে থাকবে”।

হাদীস নং-৬

হযরত ইয়া‘লা ইবন মুররা (রা.) থেকে বর্ণিত[২৫৯] ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন দৌড়াদৌড়ি করে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট আসলেন, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁদের উভয়ের গর্দানে হাত মোবারক দিয়ে পেট মোবারকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর বললেন, - اِنِّىْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبُّوْهُمَا
“নিশ্চয় আমি উভয়কে ভালবাসি, তোমরাও তাঁদেরকে ভালবাস।

হাদীস নং-৭

হযরত ইসরাঈল (রা.) থেকে বর্ণিত[২৬০] তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম কে বলতে শুনেছি,

مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ -

---

[২৫৮]. ইমাম আহমদ : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৭; ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৭৩৪; হাফিয যাহাবী : সিয়ার- আ‘লামিন নুবালা, খ. ৩, পৃ. ২৫৪।

[২৫৯]. ইমাম আহমদ : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭২; ইমাম ইবন মাজাহ : সুনান, হাদীস নং-৩৬৬৬; হাফিয যাহাবী : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫৫।

[২৬০]. মহিব উদ্দীন তাবারী : যাখায়ির-ল ‘উকবা ফী মানাকিবি যভীল কুরবা, পৃ. ২১৫; ইবন আসাকির : তারীখু দামিস্ক, খ. ১৪, পৃ. ২৬।

"যে ব্যক্তি ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনকে ভালবাসবে, নিশ্চয়ই সে আমাকেই ভালবাসল আর যে ব্যক্তি উভয়রে সাথে বিদ্বেষ রাখে, নিশ্চয় সে আমার সাথেই বিদ্বেষ রাখে"।

হাদীস নং-৮

হযরত যুহায়র ইবন আক্বমর (রা.) থেকে বর্ণিত[২৬১] তিনি বলেন, আযদ গোত্রের এক ব্যক্তি বলেছে, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম কে হাসানের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি,

مَنْ اَحَبَّنِىْ فَلْيُحِبُّهٗ ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ـ

"যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে সে যেন হাসানকে ভালবাসে, তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট এ কথা যেন পৌছিয়ে দেয়"।

হাদীস নং-৯

হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত[২৬২] তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আমাকে রান মোবারকে বসালেন, এবং ইমাম হাসানকে অপর রানে বসালেন অতঃপর বললেন,

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَارْحَمْهُمَا ـ

"ওহে আল-াহ ! উভয়ের উপর রহম কর¯œন, উভয়ের উপর রহম কর¯œন"।

হাদীস নং-১০

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত[২৬৩] তিনি বলেন, আকরা ইবন হাবিস নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট প্রবেশ করল, অতঃপর সে দেখতে পেল যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম কখনো ইমাম হাসানকে চুমু দিচ্ছেন আবার কখনো ইমাম হোসাইনকে চুমু দিচ্ছেন, আকরা ইবন হাবিস বলল, আপনি তাঁকে চুমু দিলেন, অথচ আমার দশটি স¯ড়ান রয়েছে আমি কখনো কাউকে চুম্বন করিনি।

---

[২৬১]. ইমাম হাকিম : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৩-১৭৪; হাফিয যাহাবী : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬৩-২৫৪।

[২৬২]. মহিব উদ্দীন তাবারী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬; আল-ইহসান ফী তাকরীবি সহীহি ইবন হিব্বান, খ. ১৫, পৃ. ৪১৫।

[২৬৩]. ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩১৮।

তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন,

اِنَّهٗ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

"নিশ্চয় যে দয়া/স্নেহ করে না, তাকেও দয়া/স্নেহ করা হয় না"।

হাদীস নং-১১

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত,[২৬৪] নিশ্চয় তিনি মদীনা মোনাওয়ারার কোন রাস্তায় ইমাম হাসানের দেখা পেলেন, তখন তিনি ইমাম হাসানকে বললেন, আপনার পেট থেকে কাপড় সরিয়ে দিন। আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হউন, এমনকি আমি তাতে চুমু দিব। যেহেতু আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে দেখেছি তাতে চুমু দিতে, অতঃপর ইমাম হাসান কাপড় সরিয়ে দিলেন, ফলে আবূ হুরায়রা তাতে চুমু দিলেন।

হাদীস নং-১২

হযরত ইকরামা, 'আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন[২৬৫], তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ইমাম হাসানকে কাঁধে করে নিয়ে আসছেন, অতঃপর এক সাহাবী বললেন, ওহে ছেলে তুমি কতই না উত্তম সাওয়ারী পেয়েছ। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বললেন, আরোহীও না কত উত্তম।

হাদীস নং-১৩

হযরত হযরত আবূয যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত[২৬৬] তিনি হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে প্রবেশ করলাম দেখলাম নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হামাগুড়ি অবস্থায় আছেন আর ইমাম

---

[২৬৪]. ইমাম হাকিম : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৩।

[২৬৫]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা'ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।

[২৬৬]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা'ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।

হাসান এবং হোসাইন তাঁর পিঠ মোবারকে আরোহী অবস্থায় আছেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের উট কতই না সুন্দর ! আর তোমরা কতই না উত্তম আরোহী"।

হাদীস নং-১৪

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন[২৬৭], আমরা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে নামায আদায় করছিলাম, অতঃপর তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) যখন সিজদায় গেলেন তখন ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন উভয়ে তাঁর পিঠ মোবারকে ঝাপ দিলো। অতঃপর তিনি যখন মাথা মোবারক উত্তোলন করলেন উভয়কে ধরে ফেললেন এবং মাটিতে রেখে দিলেন, তাঁরা বার বার এরকম করেছেন নামায শেষ হওয়া পর্যন্ড়"।

হাদীস নং-১৫

হযরত ইবন বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত[২৬৮], তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের মাঝে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম খুতবা দিচ্ছেন এমন সময় লাল জামা পরিধান করে ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছে, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম মিম্বর থেকে নেমে তাঁদেরকে উপরে তুলে নিলেন এবং বললেন, "নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্ড়ান বড় পরীক্ষা"। সূরা তাগাবুন, আয়াত নং ১৫।

ইমাম হাসান নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ :

ইমাম হাসান (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন, এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করা হল :

হাদীস নং-১

---

২৬৭. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা'ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।
২৬৮. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা'ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।

হযরত 'উকবা ইবন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত[২৬৯], তিনি বলেন, আমি আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা)কে দেখলাম তিনি ইমাম হাসানকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

وَهُوَ يَقُوْلُ بِاَبِىْ شَبِيْهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيْهٌ بِعَلِيٍّ وَ عَلِىٌّ يَضْحَكُ ـ

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) বলেন, আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হউক, আপনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'আলীর মত নন, এ কথা শুনে হযরত 'আলী হাসছেন"।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে[২৭০], হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব আসরের নামায আদায় করে হযরত 'আলীসহ এক সাথে বের হলেন, হযরত আবূ বকর দেখতে পেলেন ইমাম হাসান ছেলেদের সাথে খেলছেন, তখন তিনি তাঁকে তাঁর গর্দানে তুলে নিলেন এবং বললেন, এ ছেলের উপর আমার পিতা কুরবান হউন, ইনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে অত্যধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, 'আলীর মত নয়। এ কথা শুনে হযরত 'আলী হেসে দিলেন। এ বিষয়ে অপর একটি হাদীস হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'উমর (রা.) হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,[২৭১]

اِرْقَبُوْا مُحَمَّدًا فِىْ اَهْلِ بَيْتِهِ ـ

"হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর আহলে বায়তের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন কর।

হাদীস নং-২

হযরত আবূ খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ জুহাইফাকে বললাম, আপনি কি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে দেখেছেন ? তিনি উত্তর দিলো হ্যাঁ।

كَانَ اَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنَ بْنِ عَلِى ـ

"মানুষের মধ্যে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন ইমাম হাসান ইবন 'আলী"।

হাদীস নং-৩

---

[২৬৯]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩০।

[২৭০]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮৪-৪৮৫।

[২৭১]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩০।

হযরত হানী ইবন হানী (রা.) থেকে বর্ণিত[২৭২], তিনি হযরত 'আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

اَلْحَسَنُ اَشْبَهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ اِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ اَشْبَهُ النَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَ اَسْفَلُ ذٰلِكَ ـ

"হযরত ইমাম হাসান নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বক্ষ মোবারক থেকে মাথা মোবারক পর্যন্ড় অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। আর ইমাম হোসাইন নীচের অংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন"।

হাদীস নং-৪

হযরত 'আসিম ইবন কুলাইব (রা.) থেকে বর্ণিত[২৭৩] তিনি বলেন, আমাকে উবাই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয় তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন। "যে ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, নিশ্চয়ই সে আমাকেই দেখেছে। নিশ্চয়ই শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না"। উবাই বলেন, আমি হযরত ইবন 'আব্বাসকে সংবাদ দিলাম যে, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে স্বপ্নে দেখেছি। ইবন 'আব্বাস বললেন, আপনি কি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ আল-াহর শপথ ! আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি বললেন, ইমাম হাসানের কথা স্মরণ আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল-াহর শপথ ! নিশ্চয় তাঁর কথা এবং চলাফেরা আমার স্মরণ আছে। ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, নিশ্চয় হাসান (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

হাদীস নং-৫

হযরত বাহী মাওলা যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত[২৭৪] তিনি বলেন, আমরা আহলে বায়তের মধ্যে কে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ সে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। অতঃপর আমাদের মাঝে হযরত 'আবদুল-াহ ইবন যুবায়র প্রবেশ করলেন,

---

[২৭২]. আত্ব-ত্বাবকাত : খ. ১, পৃ. ২৪৭।

[২৭৩]. আত্ব-ত্বাবকাত : খ. ১, পৃ. ২৪৮।

[২৭৪]. আত্ব-ত্বাবকাত : খ. ১, পৃ. ২৪৯।

আমি আপনাদেরকে তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) পরিবারবর্গের মাঝে তাঁর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করব, তাঁদের মধ্যে অধিক প্রিয় হলেন, ইমাম হাসান। আমি দেখেছি ইমাম হাসান আসলেন অথচ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সিজদার মধ্যে আছেন সে অবস্থায় ইমাম হাসান তাঁর উপর সাওয়ার হয়ে গেলেন, তিনি তাঁকে না নামা পর্যন্ড় নামাননি।

হাদীস নং-৬

হযরত আনস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,[২৭৫]

لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ -

“নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে হাসান ইবন ‘আলী ছাড়া কেউ সাদৃশ্যপূর্ণ নন”।

তিনি আরো বলেন,[২৭৬] كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مِنْ اَشْبَهِهِمْ وَجْهًا بِالنَّبِيِّ ﷺ -

“ইমাম হাসানই নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর চেহরা মোবারকের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ”।

হাদীস নং-৭

হযরত ফাতিমা (রা.) থেকে বর্ণিত[২৭৭], নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম যখন অন্ডিম শয্যায় শায়িত তখন মা ফাতিমা তাঁর দু’সন্ড়ান নিয়ে তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম)-এর দরবারে আসলেন, অতঃপর বললেন, ওহে আল-াহর রাসূল ! এ দু’জন আপনার সন্ড়ান-বংশধর, তাঁদেরকে কিছুর ওয়ারিশ কর“ন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বললেন,

اَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِىْ وَ سُؤْدَدِىْ وَ اَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْاَتِىْ وَ جُوْدِىْ -

---

[২৭৫]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

[২৭৬]. মহিব উদ্দীন তাবারী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

[২৭৭]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।

“অতঃপর ইমাম হাসানের জন্য আমার প্রভাব ও নেতৃত্ব রয়েছে আর ইমাম হোসাইনের জন্য আমার বীরত্ব ও বদান্যতা রয়েছে”।

হাদীস নং-৮

হযরত আবূ মুলায়ক্বা (রা.) থেকে বর্ণিত[২৭৮], তিনি বলেন, হযরত ফাতিমা (রা.) ইমাম হাসানকে টোকা দিয়ে বললেন,

بَنِىْ شَبِيْهٌ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِشَبِيْهٍ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

“আমার ছেলে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাদৃশ্য ‘আলীর সাদৃশ্য নয়”।

হাদীস নং-৯

হযরত আবূ ইসহাক (রা.) থেকে বর্ণিত[২৭৯], নিশ্চয় তিনি হুবায়রাহ ইবন ইয়ারীস থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি হযরত ‘আলীকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে রাসূলের গর্দান মোবারক থেকে মাথার চুল পর্যন্ড় দেখে আনন্দিত হতে চায় সে যেন হাসান ইবন ‘আলীকে দেখে, আর যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে রাসূলের গর্দান মোবারক থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ড় দেখে খুশী হতে চায় সে যেন হোসাইন ইবন ‘আলীকে দেখে।

ইমাম হাসান এবং হোসাইন (রা.) জান্নাতী যুবকদের সরদার :

বিভিন্ন হাদীস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইমাম হাসান এবং হোসাইন বেহেস্ড়ী যুবকদের সরদার হবেন।

হাদীস নং-১

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত[২৮০] তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

فَهُوَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَمْ يَهْبِطِ الْاَرْضَ قَبْلَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فَاسْتَأْذَنَ رَبَّهُ اَنْ يُّسَلِّمَ عَلَىَّ وَ يُبَشِّرَنِىْ اَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنِ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ اَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

---

[২৭৮]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।

[২৭৯]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।

[২৮০]. ইমাম আহমদ : প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৯১।

"ওহে হুযায়ফা ! ইনি হলেন ফিরিস্ত্মাদের একজন ফিরিস্ত্মা। তিনি এ রাত্রের পূর্বে কখনো এ পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। অতঃপর তিনি আল-াহর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করছেন আমাকে সালাম করার জন্য এবং আমাকে এ সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, নিশ্চয় ইমাম হাসান এবং হোসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার আর হযরত ফাতিমা জান্নাতী মহিলাদের সরদার"।

হাদীস নং-২

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত[২৮১], তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَلْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

"ইমাম হাসান এবং হোসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার"।

হাদীস নং-৩

হযরত হিকম ইবন 'আবদুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত[২৮২], তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَلْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

"ইমাম হাসান এবং হোসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার"।

ইমাম হাসান এবং হোসাইন (রা.) দুনিয়ার সুগন্ধিময় ফুল :

ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন দুনিয়ার সুগন্ধিময় ফুল, এ সম্পর্কে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২৮৩]

هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا ـ

"ইমাম হাসান এবং হোসাইন দুনিয়ার মধ্যে আমার দু'টি সুগন্ধফুল"।

ইমাম হাসান (রা.) দুনিয়া ও আখিরাতের সরদার :

---

[২৮১]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা'ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩।

[২৮২]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা'ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩।

[২৮৩]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭৫৩।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ইমাম হাসান (রা.)-এর ফযীলত মর্যাদা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন,[২৮৪]

وَ اِنَّ ابْنِیْ هٰذَا سَیِّدٌ ـ

“এবং নিশ্চয় আমার এ সন্ড়ান সরদার”।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম অপর এক হাদীসে বলেছেন,[২৮৫]

اِنَّ ابْنِیْ هٰذَا سَیِّدٌ وَ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ یُّصْلِحَ بِهٖ بَیْنَ فِئَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ـ

“নিশ্চয় আমার এই সন্ড়ান সরদার, সম্ভবত: আল-াহ তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দু’দলের মাঝে সন্ধি করিয়ে দিতে পারেন”।

উলে-খ্য যে, হযরত ‘আলী শহীদ হওয়ার পর ইমাম হাসান খলীফা নির্বাচিত হন। মুসলমানদের এক বড় দল ইমাম হাসানের সাথে আর একদল হযরত আমীরে মু‘য়াবিয়ার (রা.)-এর সাথে। এ ধরনে ভবিষ্যৎ বাণী করা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর মস্ড়বড় মু‘জিযা।[২৮৬]

মূলত ‘আবদুর রহমান ইবন মুলজিম হযরত ‘আলী (রা.)কে শুক্রবার দিবাগত রাত আক্রমণ করে এবং তিনি রবিবার শহীদ হন। চলি-শ হিজরীর **১৯ই** রমদ্বান এ ঘটনা ঘটে। ফলে লোক সকল ইমাম হাসান (রা.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। খলীফা নির্বাচিত হয়ে তিনি খুব চিন্ড়া করলেন এবং দেখতে পেলেন মুসলমানগণ দু’ভাগে বিভক্ত, তিনি বুঝতে পারলেন হযরত আমীরে মু‘য়াবিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে অনর্থক মুসলমানদের রক্ত ঝড়বে। ফলে তিনি ছয় মাস রাজত্ব করে আমীরে মু‘য়াবিয়ার সাথে এক সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। বস্তুত নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সে সংবাদই দিয়েছিলেন।[২৮৭] তিনি প্রকৃত পক্ষে উম্মতে মুসলিমাকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন

---

[২৮৪]. ইমাম আহমদ : প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫১; ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৪৪।

[২৮৫]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭৪৬।

[২৮৬]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭৪৬।

[২৮৭]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭৪৬; ইবন হাজর ‘আসক্বালানী : ফতহুল বারী, খ. ১৩, পৃ. ৬৬।

এবং সম্ভাব্য রক্তপাত বন্ধ করেছিলেন। তিনি আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.)কে এ বিষয়ে গুর“ত্বপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানা নিম্নরূপ[২৮৮]

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما معاوية بن ابى سفيان ـ صالحه على ان يسلم اليه ولاية المسلمين على ان يعمل فيها بكتاب الله تعالى و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و سيرة الخلفاء الراشدين المهدين ، و ليس لمعاوية بن ابى سفيان ان يهد الى احد من بعده عهدًا ، بل يكون الامر من بعده شوره بين المسلمين ، و على الناس امنون حيث كانوا من ارض الله تعالى فى شامهم و عراقهم و حجازهم و يمنهم ، و على ان اصحاب على و شيعته امنون على انفسهم و اموالهم و نسائهم و اولادهم حيث كانوا ، وعلى معاوية بن ابى سفيان بذلك عهد الله و ميثاقه و ان لايبتغى للحسن بن على ولا باخيه الحسين ولا لأحد من بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غائلة ، سرًا ولا جهرًا ، ولايخيف احدًا منهم فى افق من الافاق ـ اشهد عليه فلان و فلان بن فلان و كفى بالله شهيدًا ـ

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২৮৯]

مَنْ سُرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى سَيِّدِ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَنْظُرْ اِلٰى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ـ

“যে ব্যক্তি জান্নাতী যুবকদের সরদারকে দেখে খুশী হতে চায় সে যেন হাসান ইবন ‘আলীকে”।

‘জান্নাতী যুবকদের সরদার’ এ ধরনের হাদীসসমূহ সাহাবীদের এক বড় দল থেকে বর্ণিত হয়ে আসছে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ও সাহাবীদের বড় জামা‘আতের সম্মুখে এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন, বিশেষ করে ‘আবদুল-াহ ইবন ‘উমর, ‘আবদুল-াহ ইবন মাস‘উদ, জাবির ইবন ‘আবদুল-াহ, ‘উমর ইবন খাত্তাব, ‘আলী ইবন আবূ তালিব, উসামা ইবন যায়দ, কুররাতু ইবন ইয়াস, মালিক ইবন হুওয়াইরস, আল-বারা

---

২৮৮. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

২৮৯. ইবন হিব্বান : সহীহ, খ. ১৫, পৃ. ৪২১-৪২২।

ইবন ‘আযিব এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে ঐ জাতীয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২৯০]

ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর জন্য নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম কর্তৃক শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা :

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর আদরের নাতী ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইনের জন্য প্রায় সময় শয়তানের অনিষ্টা এবং নিন্দুকের নিন্দা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যেমন হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,[২৯১]

كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْذُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ يَقُوْلُ اِنَّ اَبَاكُمَا - اَىْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ كَانَ يَعُوْذُ بِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ ، اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ -

“নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ইমাম হাসান ও হোসাইনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন, নিশ্চয় তোমাদের পিতা-অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.)-তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.) ও ইসহাক্ব (আ.)-এর জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আমিও আল-াহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা অভিশপ্ত প্রত্যেক শয়তান থেকে উৎকণ্ঠা ও প্রত্যেক নিন্দুকের নিন্দা ও বদ নযর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি”।

শিশুদের জন্য এটি হলো নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পক্ষ থেকে ঔষধ, আর এটি ছোট শিশুদের শারীরিক সুস্থ্যতার প্রধানতম স্তম্ভ। বরং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম মাতা-পিতাকে শিক্ষা দিয়েছেন শিশুদের কিভাবে লালন-পালন করবে। এ দু’আর ফলে শিশুরা হিংসা ও বদ নযর থেকে রক্ষা পাবে এবং তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হবে।

ইমাম হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস :

---

[২৯০]. মাজমা‘উয যাওয়ায়িদ, খ. ৯, পৃ. ১৮৬; ইমাম তাবরানী : আল-মু‘জমুল কবীর, খ. ৩, পৃ. ২৪।

[২৯১]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৩৭১

হাদীস বর্ণনাকারীদের যে সমস্ত গুণাবলী প্রয়োজন, বিশেষ করে ‘আদালত ও যবত্ব তা পূর্ণরূপেই বিদ্যমান ছিল ইমাম হাসান (রা.)-এর মধ্যে। যেহেতু তিনি সিগারে সাহাবী অর্থাৎ অল্প বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। তাছাড়া হযরত ‘আলী ও তাঁর দু’ছেলে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের মর্যাদা ও ফযীলত, আমানতদারী ও দ্বীনের প্রতি তাঁদের আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত, তাঁরা পিতা হযরত ‘আলী থেকে বেশী উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে হযরত ‘আলী থেকে বর্ণিত হাদীস গুলোর একটি মুসনাদ লিপিবদ্ধ করেছেন বক্বীয়া ইবন মুখলাদ আনদুলুসী (মৃত-২৭৬হি.) ইসলামের মধ্যে এটি একটি বড় মুসনাদ গ্রন্থ। তথায় হযরত ‘আলী (রা.)-এর বর্ণিত ৫৮৬টি হাদীস রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (মৃত-২৪১হি.) তাকরারসহ ৮১৯টি হাদীস, সিহাহ সিত্তার ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবন মাজাহ সর্বমোট ৩২২টি হাদীস সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তৎমধ্যে মুত্তাফাকুন ‘আলাই হাদীসের সংখ্যা ২০টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ৯টি, ইমাম মুসলিম ১৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৯২] অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবি‘য়ী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইমাম হাসান (রা.)ও তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন। ইমাম হাসান (রা.) তাঁর নানা, পিতা ও মাতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর থেকে তাঁর ছেলে হাসান ইবন হাসান, সুওয়ায়দ ইবন গাফলাহ, আবূল হাত্তারা সা‘ঈদী, শা‘বী, হুবায়রা ইবন বুরায়স, আসবাগ ইবন নাবাতাহ, আল-মুসাইয়্যাব ইবন নুজাবাহ (রা.) প্রমুখ হাদীস বিশারদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বক্বীয়া ইবন মুখলাদ তাঁর মুসনাদে ইমাম হাসান থেকে বর্ণিত ১৩টি, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল তাঁর মুসনাদে ১০টি, সুনানে আরবার মধ্যে ৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীস গুলো নিম্নরূপ[২৯৩]

হাদীস নং-১

عن أبى الحوراء عن الحسن بن على (رضـ) قال علمنى رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات أقوالهن فى قنوت الوتر اللهم اهدنى فيمن هديت ، و عافنى فيمن عافيت ، و تولنى فيمن توليت ، و بارك لى فيمن أعطيت وقنى

[২৯২]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭।
[২৯৩]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮-৩১৯।

شر ما قضيت ، فإنك تقضى و لايقضى عليك ، إنه لايذل من واليت ، تباركت ربنا و تعاليت

হাদীস নং-২

عن هبيرة قال : خطبنا الحسن بن على ، فقال : لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأوّلون بعلم ، ولايدركه الاخرون ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه بالراية ، جبريل عن يمينه و ميكائيل عن شماله ، لاينصرف حتى يفتح له

হাদীস নং-৩

عن عمرو بن حبشى قال : خطبنا الحسن بن على بعد قتل على فقال : لقد فارقكم رجل بالأمس ، ما سبقه الأولون بعلم ، ولاأدركه الاخرون ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثه ويعطيه الراية ، فلاينصرف حتى يفتح له ، و ما ترك من صفراء ولابيضاء إلا سبعمائة درهم من عطائه ، كان يرصدها لخادم لأهله

হাদীস নং-৪

عن محمد بن على عن الحسن بن على : أنه مرّ بهم جنازة ، فقام القوم ولم يقم ، فقال الحسن : ما صنعتم ؟ أنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودى ـ

হাদীস নং-৫

عن أبى الحوراء السعدى قال : قلت للحسن بن على : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أذكر أنى أخذت تمرة من تمر الصدقة ، فألقيتها فى فمى ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها فى التمر ، فقال له رجل : ما عليك لو أكل هذه التمرة ؟ قال : إنا لا نأكل الصدقة ، قال : وكان يقول : دع ما يريبك إلى ما لايريبك ، فأن الصدق طمأنينة ، وإن الكذب ريبة ، قال : و كان يعلمنا هذا الدعاء : اللهم اهدنى فيمن هديت ، و عافنى فيمن عافيت ، و تولنى فيمن توليت ، و بارك لى فيمن أعطيت وقنى شرما قضيت ، إنه لايذل من واليت ، وربما قال : تباركت ربنا و تعاليت

ইমাম হাসান (রা.)-এর ভাষায় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রশংসা :

ইমাম হাসান (রা.) তাঁর খালো হিন্দ ইবন আবূ হালাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন,[২৯৪]

عن الحسن بن على عن خاله هند بن أبى هالة قال : كان رسول الله متواصل الاحزان ، دائم الفكرة ليست له راحة ، طويل السكت لايتكلم من غير حاجة ، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ، ويتكلم بجوامع الكلم ، كلامه فصل لافضول ولاتقصير ، ليس بالجافى ، والمهيمن ، يعظم النعمة وإن دقت ، لايذم منها شيئا ، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ، ولايمدحه ، ولاتغضبه الدنيا ولامكان لها ، فإذا تعدى الحق لم يقم لغضبه شئ حتى ينتصر له ، لايغضب لنفسه ، ولاينتصر لها ، إذا أشار أشار بكفه كلها ، وإذا تعجب قلبها ، وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى ، وإذا غضب أعرض وأشاح ، وإذا فرح غض طرفه ، جل ضحكه التبسم ، يفتر عن مثل حب الغمام ، وكان فخما ، مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر ، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء ، إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ، ويمشى هونا ذريع المشية ، إذا مشى كأنما ينحط من صبب ، وإذا التفت التفت جميعا ، خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء ، جل نظره الملاحظة ، يسوق أصحابه يبدأ من لقى بالسلام -

ইমাম হাসান (রা.)-এর শিক্ষা জীবন :

ইমাম হাসান (রা.) নবুয়্যতের ঘরে বেড়ে উঠেন, এবং তাঁর নানা, তাঁর মহীয়সী মা ফাতিমা, পিতা হযরত ‘আলীর স্নেহে লালিত পালিত হন। তাঁর নানা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রভাব তাঁর উপর সর্বধীক। তিনি জাহিলীযুগ দেখেননি। তিনি ইসলামী পরিবেশে জন্ম গ্রহণ

[২৯৪]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

করেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ইসলামী প্রভাব খুবই প্রখড়, স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন।[২৯৫]

اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ ، خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ـ

“মানুষ হলো গুপ্ত খনী, যেরূপ সোনা-রোপার খনী বিদ্যমান, জাহেলীযুগে যারা শ্রেষ্ঠ ইসলামেও তারা শ্রেষ্ঠ”।

তাঁর পরিবারের সদস্যরা কতই না শ্রেষ্ঠ, উত্তম আদর্শের অধিকারী, ভাবলে গা শিহরিত হয়। তাঁর নানা আল-াহর হাবীব মুহাম্মদুর রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম, তাঁর নানী হযরত খদীজাতুল কুবরা (রা.), তাঁর পিতা শেরে খোদা, আসাদুল-াহিল গালিব হযরত ‘আলী ইবন আবূ তালিব (রা.) মা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা বতুল (রা.)। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ওফাতের সময় ইমাম হাসানের বয়স সাত বছর। এর পর তিনি হযরত ‘আলীর সর্বাধিক তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। সুশিক্ষায় শিক্ষিত হন। বিশ্ব বিখ্যাত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।[২৯৬] হযরত ‘আলী নিজের পরিবারের ব্যাপারে নিম্ন বর্ণিত আয়াতের উপর পূর্ণ আমল করেছেন।[২৯৭]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ـ

“হে ঈমানদারগণ ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর, যার উপর কঠোর নির্মম ফিরিশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন যারা আল-াহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয়, তাই করে”।

একটি সুন্দর পরিবেশে ইমাম হাসান (রা.) শিক্ষা-দীক্ষায় এক অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। যার তুলনা বিরল।

---

[২৯৫]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৩৮৩।

[২৯৬]. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

[২৯৭]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০৯, সূরা তাহরীম, আয়াত নং ৬।

ইহুদী সালেহ-এর ঘটনা : [২৯৮]

ইহুদী সালেহ ইমাম হাসান (রা.) থেকে প্রশ্ন করল তোমার বাবার পরিচয় কি ?

ইমাম হাসান উত্তর দিলেন, আমার পিতা পুর ষের রাজা, সিংহ পুর ষ, লড়াইর ময়দানে তরবারী নিয়ে আক্রমণকারী, অবাধ্য ও অস্বীকারকারীদের জম, তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে কিবলামূখী হয়ে নামায আদায়কারী, তাঁর উপর নিজের জান মাল উৎসর্গকারী, জিবরাইল আসমান থেকে তাঁর বীরত্বের ঘোষণাকারী, আল-াহ তা‘আলা তাঁর নাম ‘আলী রেখেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে সম্মান আর মর্যাদা প্রদান করেন, তিনি বিজয়ী বীর মহাপুর ষ।

অতঃপর ঐ ইহুদী আবার প্রশ্ন করল, তোমার নানা কে ?

তিনি উত্তর দিলেন, আমার নানা হলেন সদফ পাথরের মুর্তির ন্যায় খুবই আকর্ষণীয়, তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মহান বংশধর, তিনি উজ্জ্বল নূরানী ব্যক্তিত্ব, উজ্জ্বল নক্ষত্র, আরশের মহান অধিপতি আল-াহ তা‘আলা মক্কা মুকাররামায় প্রজ্জ্বলিত করেছেন, যিনি ‘ইশা ওয়াক্তের নামায মসজিদে আকসায় এবং সুন্নাত ‘আরশ ‘আযীমের নীচে আদায় করেছেন, তিনি সাহেবে ক্বাবা কাউসাইন, জিন ও মানব জাতির প্রতি প্রেরিত রাসূল, বিশ্ববাসীর ইমাম, উভয় জাহানের সরদার, উভয় জাহানের পরিচালনাকারী, হারামাইন শরীফাইনের মুকতাদা, তিনি দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের পেশওয়া, আর হাসনাইনে করীমাইনের নানা জান, ওহে সালেহ ! আমি হাসান এবং আমার ভাই হোসাইন। অনেক লম্বা ঘটনা, ইমাম হাসানের জবাব শুনে সালেহ ইবন রাফা ইহুদী খুবই আপ-ুত হলেন, আর ইসলামের প্রতি গর্দান ঝুকিয়ে দিল, ইমাম হাসান তার প্রতি ইসলামের দা‘ওয়াত দিলেন, সালেহ আন্ড্রিকতার সাথে ইসলাম কবুল করলেন। সুবহানাল-াহ !

ইমাম হাসান (রা.)-এর কারামাত :

---

[২৯৮]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯৩।

শায়খ মূ’মিন ইবন হাসান শিবলঞ্জী (রাহ.) বর্ণনা করেছেন[২৯৯] এক ব্যক্তি ইমাম হাসান (রা.)-এর কবর শরীফের উপর পায়খানা করে দেয়, ফলে সে পাগল হয়ে কুকুরের মত ঘুরাফেরা করতে লাগল, তারপর এ বদবখত মারা গেল, কবরের মধ্যেও সে কুকুরের মত আওয়াজ করতে শুনা যেত।

ইমাম হাসান (রা.)-এর স্ত্রীগণ :

তিনি সারা জীবনে নয় জন স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। যথা-

১. উম্মে কুলসুম বিনতে আল-ফদ্বল ইবন আল-আব্বাস।
২. খাওলা বিনতে মনযুর ইবন যাব্বান।
৩. উম্মে বশীর বিনতে আবূ মাস‘উদ।
৪. জা‘দাহ্ বিনতে আল-আশয়াস।
৫. উম্মে ওয়ালদ বাকীলা।
৬. উম্মে ওয়ালাদ যাময়িয়া।
৭. উম্মে ওয়ালাদ সাফিয়া।
৮. উম্মে ইসহাক্ব বিনতে ত্বালহা।
৯. যয়নাব বিনতে সাবিহ।

ইমাম হাসান (রা.)-এর সন্ড়ান সন্ড়তি :

ইমাম হাসান (রা.)-এর বারজন সন্ড়ান ছিলেন। তাঁরা হলেন-

১. হযরত যায়েদ ২. হযরত হাসান ৩. হযরত ক্বাসিম ৪. হযরত আবূ বকর ৫. হযরত আবদুল-াহ ৬. হযরত ‘আমর ৭. হযরত আবদুর রহমান ৮. হযরত হোসাইন ৯. হযরত মুহাম্মদ ১০. হযরত ইয়া‘কুব ও ১১. হযরত ইসমা‘ঈল ১২. হযরত হামযা (রা.) ।

কন্যা সন্ড়ান :

ইমাম হাসানের মোট পাঁচ জন কন্যা সন্ড়ান ছিলেন, যথা :-

১. হযরত ফাতিমা
২. হযরত উম্মে সালমা
৩. হযরত উম্মে ‘আবদুল-াহ
৪. হযরত উম্মে হোসাইন রামালা
৫. হযরত উম্মে হাসান (রা.)

---

[২৯৯]. নূর“ল আবচার ফী মানাকিবে আ-লে বায়তিন নবীয়্যিল মখতার, পৃ. ১২২।

উলে-খ্য যে, ইমাম হাসান (রা.)-এর ৪জন সন্ড়ান কারবালার মর“ প্রান্ড়রে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর সাথে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাঁরা হলেন যথা- ১. হযরত আবু বকর (রা.) ২. হযরত ‘উমর (রা.) ৩. হযরত ‘আবদুল-াহ (রা.) ৪. হযরত ক্বাসিম (রা.)।

ইমাম হাসান (রা.)-এর শাহাদাত :

সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান (রা.) ৪৯ হিজরী সালে মদীনা ত্বৈয়্যবায় শাহাদাত বরণ করেন। ইমাম হাসানের স্ত্রী জা‘দাহ বিনতে আল-আশয়াস আল-কিন্দী কর্তৃক গোপনে বিষ মিশ্রিত পানি পান করানোর কারণে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। বর্ণিত আছে যে, জা‘দাহকে ইয়াজিদ ইবন মু‘য়াবিয়া গোপনে তাঁকে বিষ পান করানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশধর যাঁদের মাধ্যমে আজও বিদ্যমান :[৩০০]

ইমাম হাসান (রা.)-এর সন্ড়ানদের মধ্যে হযরত ‘উমর, হযরত ক্বাসিম, হযরত আবূ বকর ও হযরত ‘আবদুল-াহ (রা.) মোট চারজন কারবালার প্রান্ড়রে ইমাম হোসাইনের সাথে শাহাদাত বরণ করেছেন। গবেষণায় দেখা যায় যে, ইমাম হাসান (রা.)-এর **১২** জন সন্ড়ানের মধ্যে মাত্র দু’জন সন্ড়ানের মাধ্যমে পৃথিবীতে আজো তাঁর বংশধারা বিদ্যমান আছেন, আর তাঁরা হলেন-

১. হযরত যায়দ ইবন হাসান এবং ২. হযরত হাসান মুসান্না ইবন হাসান (রা.)

হযরত যায়দ ইবন হাসান (রা.) : [৩০১]

গভীর জ্ঞানের অধিকারী, ইমামুল আইম্মা, পবিত্র আত্মা, দানশীল, ওলিয়ে কামিল, কুতুবুল আকতাব, হযরত যায়দ ইবন হাসান ইবন ফাতিমা বতুল বিনতে হযরত মুহাম্মদ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম। তাঁর মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আবূ মাস‘উদ ‘উক্ববা ইবন ‘উমর (রা.) তাঁর আপন দু’বোন রয়েছেন তাঁরা হলেন, উম্মে হাসান এবং উম্মে হোসাইন (রা.)।

---

[৩০০]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০২।

[৩০১]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০৩।

তাঁর উপনাম আবূল হাসান, উপাধী "ঈলিজ" যার অর্থ উদিত হওয়া।
তিনি "সাদাক্বাতে রাসূল"-এর মুতাওয়ালি- ছিলেন। যখন সুলায়মান ইবন 'আবদুল মালিক ক্ষমতারোহন করলেন তখন মদীনা তৈয়্যবার গভর্নরকে নির্দেশ দিলেন যায়দ ইবন হাসান থেকে "সাদাক্বাতে রাসূল" গ্রহণ করত: বনি হাশিমের অন্য কাউকে প্রদান কর।
যখন হযরত 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয ক্ষমতারোহন করলেন তখন মদীনা তৈয়্যবার গভর্নরকে চিঠি লিখলেন, "হযরত যায়দ ইবন হাসান বনি হাশিমের সরদার এবং 'সাদক্বাতে রাসূল' এর অধিক হকদার"। এ চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে 'সাদক্বাতে রাসূল' হযরত যায়দ ইবন হাসানকে অর্পন করবেন। তিনি কোন সাহায্য চাইলে দিতে বাধ্য থাকবেন। হযরত যায়দ ইবন হাসান ইবন 'আলী (রা.) ১২০হি. সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি নব্বই বছর বয়স পেয়েছেন। তিনি অনেক সন্তানের জনক ছিলেন।

হযরত ইমাম হাসান মুসান্না (রা.) :[৩০২]

অত্যন্ত মুত্তাকী-পরহেযগার, ইমামুল আইম্মা হাসান মুসান্না (রা.) ইবন হাসান ইবন ফাতিমা বতুল বিনতে মুহাম্মদ রাসূল সাল- াল- াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল- াম। তাঁর মাতার নাম খাওলা বিনতে মনসুর ইবন রাইয়ান (রা.)। তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মদ, তিনি হযরত 'আলী (রা.)-এর "সাদক্বাতের"-ওয়ালী ছিলেন। কিন্তু হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ মদীনা ত্বৈয়্যবার গভর্নর তাঁর সাদকাতে হযরত মুহাম্মদ ইবন হানাফীয়্যাকে অংশীদার করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে রাযী ছিলেন না। হজ্জাজ বলল, আমি অবশ্যই তাকে অংশীদার করব। এ কথা শুনে হাসান মুসান্না খলীফা 'আবদুল মালিকের নিকট সাদকাতের উদ্দেশ্যে সিরিয়া রওয়ানা হলেন, খলীফা আবদুল মালিক তাকে খুবই সম্মান করলেন, এবং বললেন, আপনি কষ্ট করে কী জন্যে এসেছেন বলেন, তখন তিনি হাজ্জাজের কথা তুলে ধরলেন, তখন আবদুল মালিক বললেন, সাদকাতে 'আলীর ব্যাপারে হাজ্জাজের নিকট চিঠি লেখে দিলেন, যাতে এ বিষয়ে ইনসাফ করা হয়। ফলে হজ্জাজ তাঁর অধিকারের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি।

---

[৩০২]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০৪।

ইমাম হাসান মুসান্না ইমাম হোসাইনের শাহযাদী ফাতিমা সুগরাকে শাদী করেন। তাঁদের সংসারে হযরত আবদুল-াহ মহদ্ব, হযরত ইবরাহীম কমর, হযরত হাসান মুসল-াস তিনজন ছেলে ছিলেন। উম্মে ওয়ালদ হাবীবা (রা.)-এর ঘরে দাউদ ও জা‘ফর দু’জন সন্ড়ান ছিলেন। ইমাম হাসান ৯৭হি. সালে ৮৫ বছর বয়সে ইন্ড়িকাল করেন।

সপ্তম অধ্যায়

সৈয়্যদুনা ইমাম হোসাইন শহীদে কারবালা (রা.)

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রিয় দৌহিত্র জান্নাতী যুবকদের সর্দার ও শহীদে কারবালা সৈয়্যদুনা আবূ ‘আবদুল-াহ হোসাইন ইবন ‘আলী ইবন আবূ তালেব। মাতা খাতুনে জান্নাত ফাতিমা বতুল বিনতে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম। তিনি ৩

শাবান ৪র্থ হিজরী মোতাবেক ৮ জানুয়ারী ৬২৬ খৃ. মদীনা ত্বৈয়্যবায় জন্ম গ্রহণ করেন।[৩০৩]

ইমাম হোসাইন (রা.)-এর জন্মের সংবাদ শুনে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম খুবই খুশি হলেন। সাথে সাথে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে গিয়ে শিশু সন্ড়ানকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা এর কি নাম ঠিক করেছ ? তাঁরা বললেন- হারব। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বললেন, হারব নয় বরং এর নাম হবে হোসাইন। ছাগল যবেহ করে তাঁর আক্বিকা করা হলো। এবং তাঁর মাথার চুল মুন্ডন করে সমপরিমাণ স্বর্ণ ছদকা করার জন্য হযরত ফাতিমাকে নির্দেশ দিলেন।

তাঁর অনেক উপাধি রয়েছে, তম্মধ্যে- ১. সিবতুর রাসূল ২. শহীদ ৩. যকী ৪. সৈয়্যদুশ শোহাদা ৫. রাশীদ ৬. আত-ত্বৈয়্যব ৭. আল-ওসী ৮. আত-তাক্বী ৯. আল-মুজাহিদ ইত্যাদি।

ইমাম হোসাইন (রা.)-এর স্ত্রীগণ :

ইমাম হোসাইন (র.) সারা জীবনে চারজন স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন-

১. লায়লা/বিররাহ বিনতে আবূ উরওয়াহ। তিনি হযরত 'আলী আকবরের মাতা ছিলেন।
২. শহরবানু, ফারস্য সম্রাট ইয়াযদাযির-এর কন্যা, তিনি হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন-এর মাতা ছিলেন।
৩. রিবাব বিনতে ইমরাউল ক্বায়স। তিনি হযরত সুকাইনা ও হযরত 'আলী আসগরের মাতা ছিলেন।
৪. বল-া সম্প্রদায়ের জনৈক রমণী। তিনি হযরত জা'ফর এর মাতা ছিলেন। (রা.)

ইমাম হোসাইন (রা.)-এর সন্ড়ান-সন্ড়তি :

---

[৩০৩]. প্রফেসর ড. আ.ন.ম. মুনীর আহমদ চৌধুরী : আহলে বায়ত : একটি পর্যালোচনা। পৃ. ৪১-৫১; 'আল-ামা মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : শামে কারবালা, (বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান) দ্র.।

ইমাম হোসাইন (রা.) উপরোক্ত চারজন সন্ড়ান ছাড়াও পাঁচজন কন্যা ছিলেন- ১. হযরত সুকাইনা ২. ফাতিমা ৩. যয়নাব ৪. র“কাইয়া ৫. খাওলা (রা.)।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক ইয়াজিদের পক্ষে বা‘য়াত গ্রহণ :

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) ইয়া‘লা আল-‘আমিরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে ছিলেন, মূলত তিনি দা‘ওয়াত খেতে গেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সবার সামনে ছিলেন, আর হোসাইন (রা.) ছেলেদের সাথে খেলছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ইচ্ছে করলেন তাঁকে ধরার জন্য ছেলেরা এদিক সেদিক পলায়ন করল, অতঃপর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম হেসে দিলেন এবং ইমাম হোসাইনকে ধরে ফেললেন। রাবী বলেন, তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলো আর চুম্বন করলেন, এবং বললেন,[৩০৪]

حُسَيْنُ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ اَللّٰهُمَّ اُحِبَّ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنًا ، حُسَيْنُ سِبْطٌ مِنَ الْاَسْبَاطِ -

“হোসাইন আমার হতে, আমি হোসাইন হতে, ওহে আল-াহ ! যে হোসাইনকে ভালবাসে আমি তাঁকে ভালবাসি, হোসাইন আমার সন্ড়ানদের একজন।

ইমাম বুখারী (রহ.) ‘আবদুল-াহ ইবন ‘উমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন[৩০৫], তিনি বলেন, ইরাকবাসীগণ ইবন ‘উমর (রা.) কে মাছি হত্যার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল অথচ তারাই নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দৌহিত্রকে বড় নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন দু’জনই দুনিয়ার সুগন্ধিময় ফুল।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবূ সা‘ঈদ খুদুরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,[৩০৬] তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি

---

[৩০৪]. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল : ফাদ্বায়িলুস সাহাব, খ. ২, ৭৭২।

[৩০৫]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৭৫৩।

[৩০৬]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৭৬৮।

ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, “ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার”।

ইমাম হোসাইন (রা.)-এর বয়স যখন ছয় তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ওফাত হয়ে যায়। তিনি হযরত ‘আলীর তত্ত্বাবধানে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হন।

হযরত ‘আলী (রা.) ৪০হি. সালের ১৭ই রমদ্বান কুফার এক মসজিদে ফজরের নামায আদায় করা অবস্থায় খারিজী ‘আবদুর রহমান ইবন মুলজিমের ছুরির আঘাতে গুর—তর আহত হন। এর তিনদিন পর শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর সকলের অনুরোধে ইমাম হাসান খলীফা নির্বাচিত হন। ইমাম হাসান ছয় মাস খেলাফত পরিচালনা করে হযরত আমীরে মু‘য়াবিয়ার সাথে এক সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তিতে ইমাম হোসাইন (রা.) প্রথমে রাযী না থাকলেও পরে তা মেনে নেন।[৩০৭]

সন্ধি চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ছিল যে, হযরত আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর পর হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং ইমাম হাসানের পর ইমাম হোসাইন (রা.) খলীফা হবেন। কিন্তু এ চুক্তি যথাযথ অনুকরণ করা হয়নি। খিলাফতের শেষ দিকে কুফার গভর্নর মুগীরা ইবন শু‘বাকে আমিরে মু‘য়াবিয়া (রা.) বহিষ্কারের চিন্ড়া ভাবনা করলেন, এবং তদস্থলে সা‘ঈদ ইবন ‘আসকে গভর্নর করা হবে। মুগীরা আমীরে মু‘য়াবিয়ার এ চিন্ড়া জেনে ফেললেন। তখন মুগীরা কুফা থেকে দামিশকে পৌঁছে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে খিলাফতের দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। ইয়াজিদ এ খবর আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.)কে জানান, তখন আমীরে মু‘য়াবিয়া মুগীরাকে তলব করলেন, এবং বললেন, তুমি ইয়াজিদকে কি বলেছ ? মুগীরা বলল, আমীর—ল মু’মিনীন : আপনি হযরত ‘উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর উম্মতের মধ্যে প্রচন্ড মতবিরোধ দেখেছেন। জাতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আমার অভিমত হলো আপনার জীবদ্দশায় ইয়াজিদের পক্ষে বা‘য়াত গ্রহণ কর—ন। যাতে ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকতে পারবেন। আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.) বলেন, এ কাজে আমাকে কে সহায়তা করবে ? মুগীরা বলল যতক্ষণ পর্যন্ড় আমি কুফাবাসীদের সাথে আছি ততক্ষণ আমি তাদের জিম্মাদারী নিতে

---

[৩০৭]. প্রফেসর ড. আ.ন.ম. মুনীর আহমদ চৌধুরী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২ ও ৪৩।

পারি। আর বসরাবাসীর জন্য যিয়াদই যথেষ্ট। আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.) বললেন, আচ্ছা তুমি তোমার পদে ফিরে যাও। এ বিষয়ে তোমার বিশ্বস্ড় লোকদের সাথে পরামর্শ কর। মুগীরা খুশী মনে কুফায় ফিরে আসল। বন্ধুরা বলল, তোমার কি অবস্থা ? মুগীরা বলল, আমীরে মু‘য়াবিয়ার পায়ে এমন শিকল পরিয়ে দিয়েছি যার থেকে জীবনেও বের হতে পারবে না। সে তার বিশ্বস্ড় ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করল এবং এ কাজের জন্য ত্রিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে দশজন লোক ঠিক করল। যারা একটি প্রতিনিধি দলের ছদ্মাবরণে দামেশকে যাবে এবং ইয়াজিদকে ‘ওলী আহাদ’ হিসাবে মনোনিত করার বিষয়ে প্রস্ড়াব দেবে। এবং তাকে সুরক্ষার বিষয়ে পূর্ণ অঙ্গীকার করল। সুতরাং এ প্রতিনিধি দল মুগীরার ছেলে মুসার নেতৃত্বে দামেশক পৌঁছল এবং অত্যন্ড় ঝাকজমকের সাথে ইয়াজিদের ব্যাপারে আমীরে মু‘য়াবিয়ার নিকট আবেদন পেশ করল। আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.) বললেন এখনিই এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কর না বরং ব্যাপারটি গোপন রাখ। তারপর ঐ প্রতিনিধি দলের আমীর মুসাকে আমীরে মু‘য়াবিয়া ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, “তোমার পিতা এ সমস্ড় লোকদের কত টাকায় খরিদ করেছে ? মুসা বলল, ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে খরীদ করেছে।[৩০৮] তারপর আমীরে মু‘য়াবিয়া বসরার গভর্নর যিয়াদ-এর নিকট চিঠি লিখল এবং ইয়াজিদের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন, যিয়াদ ‘উবায়দ ইবন কা‘ব নুসাইরীকে ডেকে ইয়াজিদের ব্যাপারে পরামর্শ চাইল এবং বলল, আমীরুল মু’মিনীন মু‘য়াবিয়া আমার থেকে ইয়াজিদের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছেন আর তিনি আম জনতাকেও ভয় করছেন, যেহেতু জনসাধারণ এটাকে ঘৃণা করবে, আবার তার হুকুম অনুসরণ করার আশাও পোষণ করছেন। তবে কথা হলো ইয়াজিদের নিকট এই এই দোষ রয়েছে। সুতরাং ওহে যিয়াদ তুমি আমীরুল মু’মিনীন মু‘য়াবিয়ার নিকট গমন কর এবং ইয়াজিদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর আর ইয়াজিদের ব্যাপারে তাওয়াক্কুফ করবে এই বিষয়ে তাড়াহুড়া করবে না। মূলত

---

৩০৮. ইবন আসীর : আল-কামিল ফিত তারীখ, খ. ৩, পৃ. ২৪৯; ইবন কসীর : বিদায়া নিহায়া, খ. ৮, পৃ. ৭৯; ইবন খলদুন : মুকাদ্দামা, খ. ৩, পৃ. ১৫; মুহাম্মদ শফী‘ উকাড়ভী : ইমাম পাক আওর ইয়াজিদ পলীদ, (লাহোর : দ্বিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খৃ.) পৃ. ৩১-৩২।

‘উবায়দ ইবন কা‘ব যিয়াদের পক্ষ থেকে দামেশক গমন করে ইয়াজিদকে শুধরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আর আমীরে মু‘য়াবিয়াকে এ বিষয়ে যিয়াদের পক্ষ থেকে একটি চিঠি হস্ড়ান্ড়র করেন। তিনি লেখেন ইয়াজিদের বা‘য়াতের ব্যাপারে তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই, অত্যন্ড় বিচক্ষণতার সাথে অগ্রসর হতে হবে।[৩০৯]

৫৩হি. সালে যিয়াদ মৃত্যুবরণ করলে আমীরে মু‘য়াবিয়া ইয়াজিদের নামে বা‘য়াত গ্রহণ শুর“ করে দিলেন। সতুরাং তিনি হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘উমরের নিকট এক লাখ দিরহাম প্রেরণ করলেন। ইবন ‘উমর তা গ্রহণ করে নিলেন। অতঃপর তাঁর শাসনে ইয়াজিদের বা‘য়াতের প্রস্ড়াব দিলে তিনি বলেন ও, আচ্ছা তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য এটাই, তিনি ঐ দিরহাম কবুল করতে অস্বীকার করলেন।[৩১০] অতঃপর আমীরে মু‘য়াবিয়া মদীনা ত্বৈয়্যবার গভর্নর মারওয়ান ইবন হাকামের নিকট চিঠি লেখলেন যে, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমি আশংকা করছি আমার ইন্ড়িকালের পর উম্মতের মধ্যে আবার মত বিরোধ দেখা দেবে। সে জন্য আমি চাই, আমার জীবদ্দশায় আমার স্থলাভিষিক্ত করে যেতে। সুতরাং তুমি জনসাধারণের নিকট জিজ্ঞাসা কর তারা কি বলে দেখ। মারওয়ান মদীনাবাসীকে জমায়েত করে তাঁদের সামনে আমীরে মু‘য়াবিয়ার প্রস্ড়াবের বিষয়ে আলোচনা করলো। তাঁরা বলল, আমরা চাচ্ছি তিনি যেন কাউকে মনোনিত করে নেন। এ বিষয়ে যেন কোন ধরনের ভুল না করেন। মারওয়ান মদীনাবাসীর এ জবাব আমীরে মু‘য়াবিয়াকে জানিয়ে চিঠি লেখে দিল। এরপর আমীরে মু‘য়াবিয়া মারওয়ানকে চিঠি লেখলেন “আমি ইয়াজিদকে মনোনিত করলাম”। মারওয়ান মদীনাবাসীদেরকে মসজিদে নববীতে একত্রিত করে বলল, আমীর“ল মু’মিনীন মু‘য়াবিয়া আপনাদের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনিত করেছেন। আপন ছেলে ইয়াজিদকেই মনোনিত করেছেন, এবং বললেন,

وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَرٰى اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ يَزِيْدَ رَأْيًا حَسَنًا وَ اَنْ يَّسْتَخْلِفَهٗ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ ـ

---

[৩০৯]. ইবন আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫৯; ত্বাবারী : তারীখুল মুলক ওয়াল উমাম, খ. ৪, পৃ. ২২৪; ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৯।

[৩১০]. ইবন আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫০; ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮৯।

এবং তিনি বললেন, আল-াহ তা'আলা আমীরুল মু'মিনীনকে ইয়াজিদের বিষয়ে খুবই সুন্দর অভিমত জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ইয়াজিদকে খলীফা মনোনিত করেছেন, আর আবূ বকর ও 'উমরও খলীফা মনোনিত করেছেন"। তখন 'আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর দন্ডায়মান হয়ে বললেন, ওহে মারওয়ান ! তুমিও ভুল বলেছ, মু'য়াবিয়াও ভুল করেছেন। "তোমাদের উদ্দেশ্য উম্মতে মুহাম্মদীর কল্যাণ কামনা নয়, বরং তোমাদের উদ্দেশ্য হল রাজতন্ত্র তথা কায়সারিয়্যত প্রতিষ্ঠা করা"। যখন এক কায়সার মৃত্যুবরণ করে তখন দ্বিতীয় কায়সার তথা তার পুত্র চলে আসে। এটা আবূ বকর ও 'উমরের সুন্নাত নয়। তাঁরা কখনো আপন সন্তানকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেননি। তখন মারওয়ান বলল, ওই বেটাকে ধর, এই সে ব্যক্তি যার শানে কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছে। وَ الَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَكُمَا -

হযরত 'আবদুর রহমান পলায়ন করে হযরত 'আয়শা (রা.)-এর হুজরায় আশ্রয় নিলেন, হযরত 'আয়শা পর্দার আড়াল থেকে বললেন, এই আয়াত আমার বংশের কারো শানে অবতীর্ণ হয়নি। আল-াহর শপথ ইহা অপর এক ব্যক্তির শানে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে তার নাম বলেদিতে পারি। তবে নিশ্চয় মারওয়ানের পিতার উপর নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম অভিশম্পাত দিয়েছেন তখন মারওয়ান তার পিতার পৃষ্ঠদেশে ছিল।

অতঃপর হযরত ইমাম হোসাইন, হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'উমর, হযরত 'আবদুল-াহ ইবন যুবায়র (রা.) তাঁরা সকলেই ইয়াজিদের মনোনয়ন অস্বীকার করল। মারওয়ান এ সমস্ত কথা আমীরে মুয়াবিয়ার নিকট লিখে পাঠালো।[৩১১] আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.) হযরত আবদুর রহমান ইবন আবূ বকরের নিকট এক লক্ষ দিরহাম পাঠালেন, তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, اَبِيْعُ دِيْنِىْ بِدُنْيَاىِ - "আমি দুনিয়ার বিনিময়ে আমার ধর্ম বিক্রি করে দেব।" এরি মধ্যে আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.) বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নর-প্রশাসকদের হুকুম

---

[৩১১]. ইবন আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫০; ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮৯; এরশাদুস সারী, খ. ৭, পৃ. ৩২৫।

দিলেন যে, তোমরা ইয়াজিদের গুণ-কীর্তন পূর্বক ভাষণ দান কর এবং প্রত্যন্ড় অঞ্চল থেকে আমার প্রতি ইয়াজিদের পক্ষে প্রতিনিধি প্রেরণ কর।

হযরত মুহাম্মদ ইবন 'আমর ইবন হাযম মদীনা ত্বৈয়্যবা থেকে আমীরে মুয়াবিয়ার নিকট গমন করলেন এবং আমীরে মু'য়াবিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে"। সুতরাং আপনি ভালভাবে চিন্ড়া কর ন উম্মতে মুসলিমার বিষয়ে আপনি কাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন ? এ কথা শুনে আমীরে মু'য়াবিয়া খুব বিচলিত হলেন, দীর্ঘক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্ড়া করলেন।

আর যারা প্রত্যন্ড় অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি দল নিয়ে এসেছিলেন, তারা আমীরে মু'য়াবিয়ার খুব ওয়াফাদারী করলেন, আর আনন্দ চিত্তে ইয়াজিদের সাফাই গাইল। যেমন দ্বাহ্হাক ইবন কায়স বলল, "আমার যতটুকু জ্ঞান-গরিমা আছে, ইয়াজিদ ইবন আমীর ল মু'মিনীন, জ্ঞানে-গুণে, সিরাত-চুরতে ও বিচক্ষণতায় আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি নিজের পরে ইয়াজিদকে খলীফা মনোনিত করে আমাদের সরদার এবং আমাদের ছায়া বানিয়ে দিন। যাতে আমরা তার আশ্রয়ে থাকতে পারি"।[৩১২]

'আমর ইবন সা'ঈদ আল-আশদাক্বও অনুরূপ বক্তব্য দিল। অতঃপর ইয়াজিদ ইবন মুক্বান্না' আল-'আযরী উঠে বলল, "আমীর ল মু'মিনীন মু'য়াবিয়া, তাঁর মৃত্যুর পর এ ইয়াজিদ ইবন মু'য়াবিয়া আমীর ল মু'মিনীন হবে, যদি কেউ অস্বীকার করে তবে এই তরবারী ফয়সালা করবে"।

আমীরে মু'য়াবিয়া বললেন, আপনি বসে পড়ুন। আপনি খুবই বাকপটু ব্যক্তি, আমীরে মু'য়াবিয়া আহনাফ ইবন কায়সকে (যিনি এতক্ষণ চুপ ছিলেন) উদ্দেশ্য করে বললেন। "ওহে বিদ্যাসাগর ! আপনি কি বলেন ? তিনি বললেন," আমি যদি সত্য বলি তাহলে আপনাদের মত লোককে ভয় করতে হয়, আর যদি মিথ্যা বলি তাহলে আল-াহর ভয় হয়। আমীর ল মু'মিনীন ! আপনি ইয়াজিদের রাত-দিন, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, সব বিষয়ে অবগত আছেন, যদি আপনি তাকে আল-াহর সন্ড়োষ্টি ও উম্মতে মুসলিমার জন্য সত্যিই পছন্দ করেন তাহলে কারো সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই। আর যদি আপনি তার বিষয়ে এ ধরনের অভিমত পোষণ না করেন তাহলে পরকালের চিন্ড়া করে

[৩১২]. মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : ইমাম পাক আওর ইয়াজিদ পলীদ পৃ. ৩৪-৩৫।

দুনিয়াকে তার কাছে সোপর্দ করবেন না। তবে আমাদের কাজ হলো سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا আমরা শুনলাম এবং মানলাম, বলা। একথা শুনে সিরিয়ার এক ব্যক্তি উঠে বলল, আমরা জানিনা মা‘দী ও ইরাকীলোক কি বলে ? সত্য কথা হলো, আমার শ্রবণ ও আনুগত্যও আছে সাথে সাথে তরবারীও আছে, শক্তিও আছে।[৩১৩]

এভাবে বিভিন্ন তাদবীর ও কৌশলের মাধ্যমে ইয়াজিদের ময়দান খুলে যায়, ইরাকবাসী ও সিরিয়াবাসীদের থেকে ইয়াজিদের পক্ষে বা‘য়াত গ্রহণ করা হয়। ইরাকবাসী ও সিরিয়াবাসীদের থেকে বা‘য়াত গ্রহণ করার পর আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) হিজাজবাসীর প্রতি মনোযোগ দিলেন, কারণ এটা খুবই গুর—ত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু এটা ইসলামের দিল-আত্মা, এতে এমন সব বুযূর্গ ব্যক্তিত্ব বসবাস করতেন নেহায়ত সত্যবাদী, দ্বীনদার ও আমানতদার, আর আমীরে মুয়াবিয়া তাঁদের পক্ষ থেকে বিরোধিতার আশংকা করছিলেন। সুতরাং আমীরে মুয়াবিয়া স্বয়ং এক হাজার সৈন্য নিয়ে পবিত্র হিজাজে গমন করলেন। মদীনা ত্বৈয়্যবার বাইরে হযরত ইমাম হোসাইন ইবনে ‘আলী, হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘উমর, হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন যুবায়র এবং হযরত ‘আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা.)-এর সাথে আমীরে মুয়াবিয়া মিলিত হন। আমীরে মুয়াবিয়া ঐ চারজন মহান ব্যক্তির সাথে খুব কঠোর আচরণ করলেন। তাঁদের সাথে তিনি কঠোর আচরণ করলেও তাঁরা কিন্তু তাঁর পাশ ছাড়েননি। আমীরে মুয়াবিয়া তাঁদের প্রতি কোন ভ্র—ক্ষেপ করেননি। এমনকি তাঁরা তার বাসভবন পর্যন্ড় গমন করলেন, কিন্তু পদ মর্যাদা অনুযায়ী কোন আচরণ তাঁরা পাননি। যেহেতু তাঁরা ইয়াজিদের বা‘য়াত গ্রহণকে অস্বীকার করেছেন। তখন এ চার মহান ব্যক্তিত্ব মনক্ষুন্ন হয়ে মদীনা ত্বৈয়বা ছেড়ে মক্কা মুয়াজ্জমায় চলে গেলেন। তখন আমীরে মুয়াবিয়া সস্ড়িবোধ করলেন এবং কাজের উপযুক্ত সময় মনে করলেন। পরিবেশ পরিস্থিতি নিজের অনুকুলে নিয়ে নিলেন। এ সুযোগে তিনি উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আয়শা সিদ্দিক্বা (রা.)-এর নিকটও গমন করলেন এবং ঐ চার জনের বিরোদ্ধে অভিযোগ দিলেন, অবশ্যই ‘আয়শা সিদ্দিক্বা পূর্ব থেকেই সে বিষয়ে ওয়াকিব হাল ছিলেন। উম্মুল মু’মিনীন তাঁকে বললেন, ঐ চারজন যদি ইয়াজিদের বা‘য়াত গ্রহণ না করে তাহলে কি আপনি তাঁদেরকে

---

[৩১৩]. ইবন আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫০; ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮০।

হত্যা করবেন ? আমীরে মু‘য়াবিয়া বললেন, উম্মুল মু’মিনীন ! এরূপ হবে না। কেননা তাঁরা অনেক ফযীলতের অধিকারী, কিন্তু তাঁরা ব্যতীত যদি সমস্ড় জনসাধারণ বা‘য়াত কবুল করে তাহলে কি আমি তাঁদের কারণে জনসাধারণে ঐ বা‘য়াত ভেঙ্গে ফেলব ? উম্মুল মু’মিনীন বললেন, ঐ চারজনের সাথে একটু মুহাব্বতের ব্যবহার করবেন। আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) বললেন, আমি তা-ই করব”।[৩১৪]

তারপর আমীরে মু‘য়াবিয়া বন্ধুদের সাথে নিয়ে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছেন। আর ঐ চারজনের অত্যন্ড় ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করলেন, তাঁরাও বুঝে নিলেন। এই সুন্দর ব্যবহারের রহস্য কি ? সুতরাং একদিন আমীরে মু‘য়াবিয়া তাঁদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আপনারা জানেন আপনাদের সাথে খুব উত্তম ব্যবহার করা হয়েছে। আর আত্নীয়তার বন্ধনও অটুট রেখেছি। দেখেন, ইয়াজিদ আপনাদের ভাই, আর আমি চাই আপনারা তার বায়াত গ্রহণ করেন। তখন হযরত ‘আব্দুল-াহ ইবন যুবায়র (রা.) তাঁকে বললেন আপনি তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করবেন। হয়তবা আপনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর মত করবেন, আপনি কাউকে খলীফা মনোনিত করবেন না। যেভাবে জনসাধারণ হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.)কে খলীফা মনোনিত করেছেন। আমীরে মু‘য়াবিয়া বলেন, তোমাদের মধ্যে আবূ বকরের মত কেউ নেই। আমি মত বিরোধের আশংকা করি। তাঁরা বললেন, আচ্ছা তাহলে আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) যে ভাবে করেছেন সে ভাবে কর“ন, তিনি হযরত ‘উমর ফার“ক (রা.) যেরূপ করেছেন সেভাবে কর“ন, তিনি ছয়জন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছেন যাতে একজন খলিফা মনোনিত করা যায়, সে ছয় জনের মধ্যে তাঁর কোন একান্ড় প্রিয় বা তাঁর কোন সন্ড়ান ছিলেন না। আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.) বললেন, এছাড়া আপনাদের আর কোন বক্তব্য আছে কিনা ? তাঁরা বললেন, না। এর পর আমীরে মু‘য়াবিয়া তাঁদের উপর ভয়ানকভাবে ক্ষেপে গেলেন, রাগান্বিত হয়ে গেলেন, অতঃপর তিনি সাওয়ার হয়ে ফিরে আসেন।[৩১৫]

---

[৩১৪]. মুহাম্মদ শফী‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
[৩১৫]. ইবন আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫২।

আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর ব্যাপারে আহলে হক্বদের দৃষ্টিভঙ্গি :

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) ইসলাম এবং মুসলমানদের খায়ের খা ছিলেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, খুন-খারাবীর বিপক্ষে ছিলেন। অতীতে ভাতৃদ্বন্দ্ব অনেক হয়েছে। সুতরাং খিলাফত ও ইমারাতের বিষয়ে মুসলমানদেরকে মজলিসে সুরার উপর ছেড়ে দিলেও তারা সবাই এক ব্যক্তির উপর এক মত হতে পারবেন না। বরং প্রত্যন্ড় অঞ্চলে খিলাফতের দাবীদার আবির্ভূত হবে। তখন নিজেদের মধ্যে প্রচন্ড মত বিরোধ দেখা দিবে। আর খুন-খারাবী হবে। আমি যদি খিলাফত বণী হাশিমকে অর্পন করি তাহলে আমার কওম উমাইয়া অবশ্যই বিরোধীতা করবে। বিরোধীতা করবেই না কেন বর্তমানে তারা খুবই শক্তিশালী। তাদের মধ্যে খিলাফত অর্পন করলেও তারাও নিজেদের মধ্যে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়বে। তারচেয়ে আমি আমার ছেলে ইয়াজিদকে ওলিয়ে আহাদ করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। তাকেই আমি অধিক উপযুক্ত মনে করছি। হযরত আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.) মূলত উম্মতে মুসলিমাকে খুন-খারাবী, রক্তপাত থেকে বাঁচানোর জন্য ইয়াজিদকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। ইয়াজিদকে ওলিয়ে আহাদ বানানোর পর তিনি যে দু‘আ করেছিলেন তা প্রনিধানযোগ্য।[৩১৬]

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ وَلَّيْتُهٗ لِاَنَّهٗ اَرَاهُ اَهْلًا لِّذٰلِكَ فَاَتْمِمْ لَهٗ مَا وَلَّيْتُهٗ

وَ اِنْ كُنْتُ وَلَّيْتُهٗ لِاَنِّىْ اُحِبُّهٗ فَلَا تُتْمِمْ لَهٗ مَا وَلَّيْتُهٗ ـ

“ওহে আল-াহ ! আপনি জানেন যদি আমি ইয়াজিদকে ওলিয়ে আহাদ বানিয়েছি এই কারণে যে, আমি তার মাঝে উপযুক্ততা দেখতে পেয়েছি, তবে আপনি তার ওলিয়ে আহাদকে পূর্ণতা দান করবেন। আর যদি আমি তাকে মুহাব্বতের কারণে ওলিয়ে আহাদ বানাই তাহলে তার ওলিয়ে আহাদকে পূর্ণতা দিওনা”।

একথা অবশ্যই সত্য যে, ইয়াজিদ তাঁর ছেলে হওয়ার সাথে সাথে একজন রাজনীতিবিদও ছিল। এখন সে খলীফা হয়ে এই অপকর্ম, ফিসক, ফুজুরী,

---

৩১৬. ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮০।

অন্যায়-অবিচার করবে ও করাবে তা তো আমীরে মু‘য়াবিয়ার জানা ছিল না। আর তিনি ইয়াজিদকে ইমাম হোসাইনের ব্যাপারে বিশেষভাবে ওসিয়াত করে গেছেন যে, তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রিয় দৌহিত্র, খুবই মুহাব্বতের, এবং রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশধর, তাঁর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। ইরাকবাসীরা যদি ইমাম হোসাইনকে সামনে নিয়ে আসে, তাঁর মুকাবিলায় তুমি জয়ী হলেও তাঁর সাথে অত্যন্ড় সতর্কতার সাথে আচরণ করতে হবে। এবং রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর আওলাদ হিসেবে তাঁর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা চায়”। কিন্তু ইয়াজিদ তার পিতার মহান উপদেশ ভুলে গিয়ে ইমাম হোসাইনের সাথে যে ব্যবহার করেছেন তা ইতিহাস সাক্ষী আছে। আর আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.) যেহেতু সাহাবী ছিলেন সেহেতু তাঁর কার্যকলাপের সমালোচনা করা বৈধ নয়।

ইমাম হোসাইন ইয়াজিদের হাতে বা‘য়াত না হওয়ার প্রেক্ষাপট :

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) ৬০ হিজরীর রজব মাসে ইন্ড়িকাল করেন। ইয়াজিদের জন্য তিনি পূর্ব থেকে বা‘য়াত নিয়ে রাখেন। কিন্তু হোসাইন (রা.)ও জলীলুল কদ্বর সাহাবীগণ তার বা‘য়াত গ্রহণ করেননি। কেননা ইয়াজিদ শরী‘য়তের দৃষ্টিতে মুসলমানদের খেলাফত ও ইমামতের জন্য উপযুক্ত ছিল না। আর সে শরী‘আত মোতাবেক মনোনিত হয়নি। আর ইয়াজিদ ছিল জালিম, অন্যায় অবিচারকারী, ফিস্ক ফুজুরকারী। সুতরাং ফাসেক ফাজিরের বা‘য়াত ও আনুগত্য মোটেই আবশ্যক নয়। যেমন-

আল-াহ তা‘আলা বাণী :[৩১৭]

وَاِذِا بْتَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ـ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ـ
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ـ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ـ

“এবং যখন ইবরাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কতিপয় কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন; অতঃপর তিনি সে গুলোকে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। (আল-াহ্) এরশাদ করেন, আমি তোমাকে মানুষের ইমাম সাব্যস্ড়কারী হই, (হযরত

---

[৩১৭]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, ৪৭-৪৮, সূরা বাকারা, আয়াত নং-১২৪।

ইবরাহীম) আরয করলেন 'এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও"। (আল-াহ) এরশাদ করলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি অত্যাচারীদের ভাগ্যে জোটে না"।

উক্ত আয়াতে করীমা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যালিম/অত্যাচারী, জবরদস্তিকারী, ফাসিক ও ফাজির ব্যক্তি ইমামত ও খিলাফতের জন্য উপযুক্ত নয়।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন,[৩১৮]

اِنَّ الْاِمَـامَ يَـكُوْنُ اَهْلَ الْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ الْفَضْلِ مَعَ الْقُوَّةِ عَلَى الْقِيَامِ بِذَالِكَ وَهُوَ الَّذِىْ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَّا يُنَازِعُوْا الْاَمَرَ اَهْلَهٗ وَ اَمَّا اَهْلُ الْفُسُوْقِ وَ الْجَوْرِ فَلَيْسُوْا لَهٗ بَاَهْلٍ -

"নিশ্চয় ইমাম তিনিই হবেন যিনি ন্যায় পরায়ন, সৎকর্মশীল ও মর্যাদাবান সাথে সাথে হুকুমত পরিচালনার জন্য যথেষ্ট শক্তিধর হবেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ইমামের ব্যাপারে এরূপ বলেছেন, ঐ সমস্ত গুণাবলী বিশিষ্ট ইমামের সাথে মত বিরোধ করো না। কিন্তু ফাসিক, ফাজির এবং অত্যাচারী ব্যক্তি ইমামত ও খিলাফতের জন্য উপযুক্ত নন"।

প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবূ বকর আল-জাস্সাস হানাফী (রহ.) উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন,[৩১৯]

فَلَا يَـجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ الظَّالِمُ نَبِيًّا وَلَا خَلِيْفَةً لِّنَبِيٍّ وَّلَا قَاضِيًا وَّلَا مَنْ يَّلْزَمُ النَّاسَ قَبُوْلُ قَوْلِهٖ فِىْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ مِنْ مُّفْتٍ اَوْ شَاهِدٍ اَوْ مُخْبِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبْرًا -

"সুতরাং এটা বৈধ নয় যে, কোন অত্যাচারী নবী হবেন অথবা নবীর খলীফা হবেন অথবা ক্বাযী হবেন অথবা এমন কোন পদে অধিষ্ঠিত হবেন যার কথা মানা ধর্মীয় দৃষ্টিতে জনগণের উপর আবশ্যক হবে, যেমন মুফতী অথবা সাক্ষী হওয়া, অথবা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস হওয়া"।

ইমাম আবূ বকর আল-জাস্সাস আরো বলেন,[৩২০]

---

[৩১৮]. ইমাম কুরতুবী : তাফসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.।

[৩১৯]. ইমাম জাস্সাস : আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৬৯।

[৩২০]. ইমাম জাস্সাস : আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৭০।

فَثَبَتَ بِدَلَالَةِ هٰذِهِ الْاٰيَةِ بُطَلَانُ اِمَامَةِ الْفَاسِقِ وَاَنَّهُ لَايَكُوْنُ خَلِيْفَةً وَاَنَّ مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ فِيْ هٰذَا الْمَنْصَبِ وَ هُوَ فَاسِقٌ لَمْ يَلْزَمِ النَّاسَ اِتِّبَاعُهُ وَلَا طَاعَتُهُ ـ

“উক্ত আয়াতের দিক নিদের্শনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফাসিক ব্যক্তির ইমামত বাতিল নিঃসন্দেহে তিনি খলীফা হতে পারবেন না। যদি তিনি স্বয়ং খলীফা হয়ে যায় এ অবস্থায় যে, তিনি ফাসিক তাহলে জনসাধারণের উপর তার হুকুম মানা ও অনুসরণ করা মোটেও আবশ্যক নয়”।

ইমাম রাযী (রহ.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,[৩২১]

قَالَ الْجُمْهُوْرُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ الْفَاسِقُ حَالَ فِسْقِهٖ لَايَجُوْزُ عَقْدُ الْاِمَامَةِ لَهٗ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ اَنَّ الْفِسْقَ الطَّارِئَ هَلْ يُبْطِلُ الْاِمَامَةَ اَمْ لَا ؟ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُوْرُ عَلٰى اَنَّ الْفَاسِقَ لَايُصْلَحُ اَنْ تُعْقَدَ لَهٗ الْاِمَامَةُ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ ـ

“অধিকাংশ ফিকাহবিদ ও কালামশাস্ত্রবিদ বলেছেন, ফাসিক ব্যক্তিকে ফিস্‌ক অবস্থায় ইমাম বানানো বৈধ নয়। সে ‘ফিস্‌ক’-এর ব্যাপারে যদি জনসাধারণ মতবিরোধ করে তাহলে তার ইমামত বাতিল হবে কি না ? অধিকাংশ জ্ঞানী ব্যক্তি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, নিশ্চয় ফাসিক ব্যক্তি ইমামতের যোগ্যতাই রাখে না”।

ক্বাদ্বী সানাউল-াহ পানিপথি (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,[৩২২]

قُلْنَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَايَنَالُ عَهْدِيْ الظَّالِمِيْنَ اَنَّ الْفَاسِقَ وَاِنْ كَانَ اَمِيْرًا فَلَا يَجُوْزُ اِطَاعَتُهٗ فِى الظُّلْمِ وَ الْمَعْصِيَّةِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ـ

“আমরা বলি, আল-াহ তা‘আলার বাণী- لَايَنَالُ عَهْدِيْ الظَّالِمِيْنَ- এর অর্থ হবে, নিশ্চয় ফাসিক ব্যক্তি যদিও সে আমীর হয়। তার গুণাহের কাজ ও যুলুমের কাজে তার হুকুম মানা বৈধ নয়। কেননা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন আল-াহর অবাধ্যতার মধ্যে কোন সৃষ্টির হুকুম মানতে নেই”।

---

[৩২১]. ইমাম রাযী : তাফসীরে কবীর, খ. ১, পৃ.৪৯৪।

[৩২২]. ক্বাদ্বী সানাউল-াহ পানি পথী : তাফসীরে মাযহারী, খ. ১, পৃ. ১২৪।

উপরোক্ত আয়াতে করীমা থেকে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, অত্যাচারী, জবরদস্ড়ীকারী ফাসিক ও ফাজির ব্যক্তি ইমামত ও খিলাফতের জন্য উপযুক্ত নয়। তাদের ইমামত ও খিলাফত বাতিল, তার হুকুম মান্য করা এবং তার অনুসরণ করা বৈধ নয়।

আল-াহ তা‘আলার বাণী-[৩২৩]

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ - الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ -

“এবং সীমালংঘনকারীদের কথা মতো চলো না। সে সব লোক, যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়ায় এবং শান্ড়ি প্রতিষ্ঠা করে না”।

উক্ত আয়াতে করীমা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা কুফুর, শিরক, জুলুম ও ফিস্ক ফুজুরী করে আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়ায় তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য করা বৈধ নয়। যেহেতু তারা ঈমান, ন্যায়পরায়নতা ও তাক্বওয়া-পরহেযগারীর মাধ্যমে সংশোধন হয় না।

এ বিষয়ে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম স্বয়ং অনেক হাদীস এরশাদ করেছেন,[৩২৪] لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللّٰه

“যে আল-াহর নাফরমানী করে তার আনুগত্য করা বৈধ নয়”।

আর এক হাদীসে তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) এরশাদ করেছেন, لَاطَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللّٰهَ

“যে ব্যক্তি আল-াহর আনুগত্য করে না তার কোন আনুগত্য নেই”।

তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম) আরো এরশাদ করেছেন,

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

“স্রষ্টার নাফরমানীতে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই”।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) এরশাদ করেছেন,[৩২৫]

اَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ - فَاِذَا عَصَيْتُ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَلَا طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ -

---

[৩২৩]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৭, সূরা শু‘আরা, আয়াত নং-১৫১-১৫২।

[৩২৪]. মুহাম্মদ শফী‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

[৩২৫]. কানযুল ‘উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ৩৪৯।

যতক্ষণ পর্যন্ড় আমি আল-াহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করি ততক্ষণ পর্যন্ড় তোমরা আমার আনুগত্য কর। আর যদি আমি আল-াহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করি তাহলে তোমাদের উপর আমার আনুগত্য করা আবশ্যক হবে না"।

হযরত 'আলী (রা.) এরশাদ করেছেন,[৩২৬]

مَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ فَحَقٌّ عَلَيْكُمْ طَاعَتِىْ فِيْمَا اَحْبَبْتُمْ وَ مَا كَرِهْتُمْ وَ مَااَمَرْتُكُمْ بِهٖ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلَا طَاعَةَ لِاَحَدٍ فِى الْمَعْصِيَةِ اَلطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ ، اَلطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ ، اَلطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ ـ

"আমি যে হুকুম আল-াহর আনুগত্যের ব্যাপারে তোমাদেরকে দেব তা মান্য করা তোমাদের উপর আবশ্যক। যদিও তোমরা সে হুকুম পছন্দ করো অথবা না করো। আর যে হুকুম আল-াহর নাফরমানীর জন্য প্রদান করবো সে বিষয়ে তোমাদের কোন আনুগত্য আবশ্যক হবে না। আনুগত্য শুধু সৎকর্মে, আনুগত্য শুধু ভাল কাজে, অর্থাৎ নেক ও ভাল কাজে আনুগত্য আবশ্যক"।

হযরত 'উবাদাতা ইবন সামিত (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩২৭]

سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِىْ يَامُرُوْنَكُمْ بِمَا لَاتَعْرِفُوْنَ وَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا تُنْكِرُوْنَ فَلَيْسَ اُوْلٰئِكَ عَلَيْكُمْ بِائِمَّةٍ ـ

"আমার পরে তোমাদের উপর এমন বাদশা আবির্ভূত হবে যিনি তোমাদেরকে এমন হুকুম দেবেন যাতে তোমাদের কোন কল্যাণ নেই। সে এমন কর্ম করবে যা তোমরা মন্দ মনে করবে। অতঃপর সে তোমাদের ইমামের যোগ্য নয়। অর্থাৎ তার আনুগত্য তোমাদের উপর আবশ্যক নয়"।

হযরত ত্বালহা ইবন 'উবায়দ (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩২৮]

اَلَا يَآَيُّهَا النَّاسُ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ اِمَامٍ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ـ

"ওহে লোক সকল ! যে বিচারক আল-াহর অবতীর্ণ কুরআনের বির্দ্ধে নির্দেশ দেবে তার নামায গ্রহণ করা হবে না"।

---

[৩২৬]. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ৪৬৬।

[৩২৭]. আস-সিরাজুল মুনীর, খ. ২, পৃ. ৩১৪।

[৩২৮]. ইমাম হাকিম : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৯।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন,[৩২৯]

اَجْـمَـعَ الْـعُلَمَاءُ عَلٰى وُجُوْبِهَا فِىْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَ عَلٰى تَحْرِيْمِهَا فِى الْمَعْصِيَةِ

نَقَلَ الْاِجْمَاعَ عَلٰى هٰذَا الْقَاضِىْ عَيَاضُ وَ اٰخَرُوْنَ ـ

"একথার উপর সবাই একমত যে, শরী'আত সম্মত কাজে ইমামের আনুগত্য ওয়াজিব এবং শরী'আত বির─দ্ধ কাজে হারাম। একথার উপর ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব ও অপরাপর 'আলিম সকলের ঐকমত্য নকল করেছেন"।

ইমাম নববী (রহ.) অপর এক স্থানে বলেছেন,[৩৩০]

قَالَ الْقَاضِىْ عَيَاضُ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلٰى اَنَّ الْاِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ لِكَافِرٍ وَ عَلٰى اَنَّهُ لَوْ طَرَءَ عَلَيْهِ الْـكُـفْـرُ اِنْـعَـزَلَ قَـالَ وَ كَـذَا لَـوْ تَرَكَ اِقَامَةَ الصَّلٰوةِ وَ الدُّعَاءَ اِلَيْهَا قَالَ وَ كَذَالِكَ عِنْدَ جَمْهُوْرِهِمُ الْبِدْعَةُ ـ

"ইমাম ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব (রহ.) বলেছেন, সমস্ড় 'আলিম একথার উপর একমত যে, কাফিরের ইমামত প্রযোজ্য নয়, যদি ইমামের উপর কুফুরের এলজাম এসে যায় তাহলে সে বহিস্কার হয়ে যাবে, অনুরূপভাবে সে যদি নামায ছেড়ে দেয় কিংবা দা'ওয়াত দেয়া ছেড়ে দেয় তাহলেও সে বহিস্কৃত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে তার থেকে বিদ'আত সংঘটিত হলেও সে বহিস্কৃত হয়ে যাবে"।

ইমাম নববী অপর এক স্থানে বলেন,[৩৩১]

قَالَ الْـقَـاضِـىْ فَلَوْ طَرَءَ عَلَيْهِ كُفْرٌ اَوْ تَغْيِيْرٌ لِلشَّرْعِ اَوْ بِدْعَةٌ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْوَلَايَةِ وَ بِدْعَةٌ سَقَطَتْ طَـاعَتُهُ وَ وَجَبَ عَلٰى الْمُسْلِمِيْنَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ وَ خَلْعُهُ وَ نَصْبُ اِمَامٍ عَدِلٍ اِنْ اَمْكَنَهُمْ ذٰلِكَ فَاِنَّ لَمْ يَقَعْ ذٰلِكَ اِلَّا لِـطَـائِـفَةٍ وَجَـبَ عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِخَلْعِ الْكَافِرِ وَلَا يَجِبُ فِىْ الْمُبْتَدِعِ اِلَّا اِذَاظَنُّوْا الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فَاِنْ تَحَقَّقُوْا الْعِجْزَ لَمْ يَجِبِ الْقِيَامُ وَ الْيُهَاجِرِ الْمُسْلِمُ عَنْ اَرْضِيِهِ اَلٰى غَيْرِهَا وَيَفِرُّ بِدِيْنِهِ ـ

"ইমাম ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব (রহ.) বলেছেন, ইমাম যদি কুফুর অথবা শরী'আত পরিবর্তন অথবা বিদ'আত জারী করে তাহলে সে নিজে নিজে ক্ষমতা এবং ইমামত থেকে বের হয়ে যাবেন, তার আনুগত্য পরিত্যাজ্য হয়ে যাবে।

[৩২৯]. ইমাম নববী : শরহি মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১২৪।
[৩৩০]. ইমাম নববী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৫।
[৩৩১]. ইমাম নববী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৫।

মুসলমানদের তার বির"দ্ধে র"খে দাড়ানো ইমামত থেকে তাকে হঠিয়ে দেয়া এবং তার স্থানে একজন ন্যায়পরায়ন ইমাম নিযুক্ত করা ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো এ বিষয়ে তাদের শক্তি ও সামর্থ থাকা চায়। যদি এরূপ না হয় অর্থাৎ সমস্ড় মুসলমান তার বির"দ্ধে হলো না বরং ছোট একটি দল তার বির"দ্ধে র"খে দাড়াল তখন তাদের উপর ঐ কাফিরকে হঠিয়ে দেয়া ওয়াজিব হবে। ঐ বিদ'আতীকে হঠিয়ে দেয়া ওয়াজিব হবে। যদি ঐ ক্ষুদ্রদলের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যদি ঐ দল দূর্বল ও অক্ষম হয় তাহলে ঐ ইমামের বির"দ্ধে র"খে দাড়ানো তাঁদের উপর ওয়াজিব হবে না। তখন মুসলমানদের উচিত হবে ঐ দেশ ছেড়ে ঈমান ও দ্বীন নিয়ে অন্য কোন দেশে হিজরত করা"।

ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) বলেন,[৩৩২]

اِنَّ الْاِمَامَ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَ الْجَوْرِ وَكَذَا كُلُّ قَاضٍ وَ اَمِيْرٍ وَاصِلُ الْمَسْئَالَةِ

اَنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ الْوِلَايَةِ اِنَّهُ لَايَنْظُرُ لِنَفْسِهٖ فَكَيْفَ يَنْظُرُ لِغَيْرِهٖ ـ

"নিশ্চয় ইমাম অত্যচার ও ফিস্কের কারণে নিজে নিজে বহিস্কার হয়ে যায়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক কাযী ও আমীরও। মূল মাসআলা হলো ফাসিক্ব ক্ষমতা এবং ইমামতের উপযুক্ত নন। এটা এই কারণে যে, যেখানে সে নিজের খেয়াল রাখতে পারে না সেখানে অপরের কিভাবে খেয়াল রাখবে"।

যদিও ফাসিক ও ফাজির আমীর ও ইমাম নিজে নিজে বহিস্কৃত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মত বিরোধ আছে, কিন্ডু সে বহিস্কার হয়ে যাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।

সুতরাং আল-ামা সা'দ উদ্দীন তাফতাজানী (রহ.) বলেছেন।[৩৩৩]

وَكَذَا فِىْ اِنْعِزَالِهٖ بِالْفِسْقِ وَ الْاَكْثَرُوْنَ عَلٰى اَنَّهُ لَايَنْعَزِلُ وَ هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ مَّذْهَبِ الشَّافِعِىْ وَ اَبِىْ

حَنِيْفَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ رَوَايَتَانِ وَ يَسْتَحِقُّ الْعَزْلَ بِالْاِتِّفَاقِ ـ

"অনুরূপভাবে ফিসকের কারণে ইমাম নিজে নিজে বহিস্কৃত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে মতবিরোধ আছে। অধিকাংশের মতে ফিসকের কারণে নিজে নিজে বহিস্কৃত হয় না। এটাই গ্রহণযোগ্য অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম

---

৩৩২. 'আল-ামা তাফতাজানী : শরহি আকা'ঈদ, পৃ. ১১০।

৩৩৩. 'আল-ামা তাফতাজানী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৩; মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

শাফি'য়ী অভিমত এটাই। তবে ইমাম মুহাম্মদের মতে, দুই রিওয়াতই বিশুদ্ধ। তবে এ বিষয়ে একমত যে, ফাসিক নিজে নিজে বহিস্কৃত হওয়ার জন্য উপযুক্ত এতে কারো দ্বিমত নেই।"

অতএব বুঝা গেল আল-াহ তা'আলার কালাম কুরআন মাজীদ, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর হাদীস শরীফ ও খোলাফায়ে রাশেদার বাণী এবং ইমামগণের বিশুদ্ধ মতামত অনুযায়ী ফাসিক, ফাজির, জালিম, বিদ'আতী ও শরী'য়ত পরিবর্তনকারী ব্যক্তি মুসলমানদের ইমাম ও আমীর হওয়ার জন্য অনুপযুক্ত। তার ইমামত বাতিল, তার আনুগত্য হারাম।[৩৩৪]

'আল-ামা 'আবদুল গণী নাবলুসী বলেন, ইমাম আফানী জাওহারা কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন,[৩৩৫]

قَالَ الْاُفَانِىُ فِىُ شَرُحِ جَوُهَرَتِهٖ فِىُ شَرُطِ الْاِمَامَةِ اِنَّهَا خَمُسَةٌ اَلْاِسُلَامُ وَ الْبُلُوُغُ وَ الْعَقُلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَ عَدُمُ الْفِسُقِ بِحَارِحَةِ الْاِعُتِقَادِ لِاَنَّ الْفَاسِقَ لَايَصُلُحُ لِاَمُرِ الدِّيُنِ وَلَايُوُثَقُ بِاَوَامِرِهٖ وَ نَوَاهِيُهِ وَ الظَّالِمَ يَخُتَلُّ بِهٖ اَمُرِ الدِّيُنِ وَ الدُّنُيَا فَكَيُفَ يَصُلُحُ لِلُوَلَايَةِ وَ مَنِ الْوَالِىُ لِدَفُعِ شَرِّهٖ اَلَيُسَ يُعُجِبُ اسُتِرُعَاءُ الْغَنَمِ الذِّئُبَ ـ

ইমামতে কুবরা তথা ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। যথা- মুসলমান হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, বিবেকবান হওয়া,স্বাধীন হওয়া বিশ্বাসগত ও আমলগত ফিস্ক থেকে মুক্ত হওয়া। কেননা ফাসিক দ্বীনি বিষয়ের জন্য অনুপযুক্ত, যেহেতু তার আদেশ নিষেদের মধ্যে নির্ভর করা যায় না। আর যালিম ব্যক্তি ইহকালিন ও পরকালিন বিষয়ে নষ্ট করে দেয়, সুতরাং সে কিভাবে ক্ষমতা ও রাজত্বের উপযুক্ত হবে ? তার মন্দ, ক্ষতিকারক বস্তুড় থেকে বেচে থাকার জন্য অন্য একজন ন্যায়পরায়ন শাসক প্রয়োজন। আর শিয়ালকে ছাগল ভাগা দেয়া তো বড় আশ্চর্যে বিষয়।"

যদি কোন আলিম ও ফাসিক ব্যক্তি কোনভাবে ইসলামী সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে যায় অথবা কেউ অধিপতি বানায় তো ঐ অধিপতি সত্যপন্থী ও ন্যায়পরায়ন শাসক হিসেবে স্বীকৃতি পায় না। বরং সে যালিম ও ফাজির থেকে

---

[৩৩৪]. মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

[৩৩৫]. মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

যায়। তবে হ্যাঁ তার বির“দ্ধে র“খে দাড়ানোর বিষয়ে ইমামগণ কিতাবুল-াহ, সুন্নাতে নববীর আলোকে বিভিন্ন পন্থার কথা উলে-খ করেছেন।

ঐ যালিম ও ফাজির বাদশা/অধিপতি ইমাম এর জুলম ও ফিস্ক যদি সত্ত্বাগত ও ব্যক্তিগত হয়, এবং তার প্রভাব যদি অপর প্রশাসকের উপর না পড়ে এবং সে মুয়ামেলাতের বিষয়ে ন্যায়পরায়ন, তাহলে তার ব্যক্তিগত ফিস্ক ফুজুরীর কারণে তাকে র“খে দাড়ানো বৈধ নয়। তবে সে ব্যক্তিগত ফিস্ক ফুজুরীর কারণে শক্ত গুণাগার হবে এবং আল-াহ তাকে পাকড়াও করবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঐ সমস্ড় ইমামের আনুগত্যের কথা উলে-খ আছে। যেমন হযরত ‘উবাদাতা ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে হাযির হলেন, তিনি আমাকে বললেন, ওহে উবাদাতা ![৩৩৬]

اِسْـمَعْ وَ اَطِعْ فِیْ عُسْرِکَ وَ یُسْرِکَ وَ مَنْشَطِکَ وَ مَکْرَهِکَ وَ اُثْرَةٍ عَلَیْکَ وَ اِنْ اَکَلُوْا مَالَکَ وَ ضَرَبُوْا ظَهْرَکَ اِلَّا اَنْ تَکُوْنَ مَعْصِیَةُ اللّٰهِ بَوَاحًا ـ

“চলমান প্রশাসকের কথা শ্রবণ কর এবং তার আনুগত্য কর। বিপদে আপদে সুখে-শান্ড়িতে, সন্দ্ভ্রষ্ট ও অসন্দ্ভ্রষ্টি অবস্থায় নিজের উপর তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে, যদি সে তোমার মাল খেয়ে ফেলে পিঠে মারে, তবে হ্যাঁ প্রকাশ্য আল-াহর নাফরমানী করলে তার আনুগত্য কর না”।

সুতরাং প্রমাণিত হলো, ইমাম ও আমীর প্রকাশ্যে ফিস্ক ফুজুরী করলে তার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা বৈধ নয়। বরং মুসলমানদের যদি শক্তি ও সামর্থ থাকে তাহলে তাকে বহিস্কার করা বা হঠিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যদি শক্তি সামর্থ না থাকে তাহলে আল-াহর দরবারে ধৈর্য্য ধরবে দু‘আ করবে, ফিতনা ফ্যাসাদ ও নিজের জানের ভয়ে তার বির“দ্ধে র“খে দাড়াবে না। যদি সে তার বির“দ্ধে র“খে দাড়ায় তাহলে অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

এখন দেখার বিষয় হলো ইয়াজিদ ফাসিক, ফাজির, অত্যাচারী, শরাবী ও বদকার ছিল কিনা ? তার উত্তর প্রমাণিত সত্য যে, সে ফাসিক, ফাজির, যালিম, শরাবী ও বদকার ছিল। বরং সে এমন সব অবৈধ কর্ম সম্পাদন করেছে যার ফলে কতেক ‘আলিম তাকে কাফির ফাতওয়া দিয়েছেন। সুতরাং ইমাম ‘আলী মাকাম হোসাইন (রা.)-এর মতে সে কখনো মুসলমানদের ইমামত ও সরদারীর

---

[৩৩৬]. কানযুল ‘উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ৪৬৭।

উপযুক্ত ছিল না। তার সরদারী শর‘য়ী কানূন মোতাবেক ধার্য ছিল না। তার মতে ইয়াজিদের ইমামত বাতিল ও অবৈধ ছিল। এবং তাকে সরানো বা হঠিয়ে দেয়া আবশ্যকীয় ছিল। তবে তিনি চিন্ড়া করেছেন ইতিপূর্বে মুসলমানদের মাঝে অনেক রক্তপাত ও খুন-খারাবী সংঘটিত হয়েছিল। সব মুসলমান আমার সাথে থাকবে না। সুতরাং তিনি ধৈর্য্য ধারণ করেছেন, তিনি মদীনা ত্বৈয়বা ছেড়ে মক্কা মুকাররমায় হিজরত করেছেন। যেহেতু আল-াহর বাণী-[৩৩৭] وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا “যে তথায় প্রবেশ করবে সে নিরাপদ” সে জন্য তিনি এ সিদ্ধান্ড় নিয়েছিলেন। কিন্তু কুফাবাসীদের লাগাতার পত্র প্রেরণ সর্বোপরি হযরত মুসলিম ইবন ‘আকীল (রা.)-এর খোশখবরী সব মিলিয়ে ‘আলী মাকামের একথা বিশ্বাস ছিল যে, ঐ যালিমের হুকুমতের বির“দ্ধে ইনকিলাব করে বিজয়ী হওয়া যাবে। সুতরাং এ চিন্ড়া চেতনা থেকে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়লেন।

ইবন খলদুন কতই না সুন্দর বলেছেন।[৩৩৮]

وَ اَمَّا الْـحُسَيْنُ فَاِنَّهٗ لَمَّا ظَهَرَ فَسِقُ يَزِيْدَ عِنْدَ الْكَافَّةِ مِنْ اَهْلِ عَصْرِهٖ بَعَثَتْ شِيْعَةُ اَهْلِ الْبَيْتِ بِالْكُوْفَةِ لِلْحُسَيْنِ اَنْ يَّأْتِيَهُمْ فَيَقُوْمُوْا بِاَمْرِهٖ فَرَاٰى الْحُسَيْنُ اَنَّ الْخُرُوْجَ عَلٰى يَزِيْدَ مُتَعَيِّنٌ مِنْ اَجْلِ فِسْقِهٖ لَاسِيَّمَا مَنْ لَّهُ الْقُدْرَةُ عَلٰى ذٰلِكَ وَ ظَنَّهَا مِنْ نَفْسِهٖ بِاَهْلِيَةٍ وَ شَوْكَةٍ فَاَمَّا الْاَهْلِيَةُ فَكَانَتْ كَمَا ظَنَّ وَ زِيَادَةً وَ اَمَّا الشَّوْكَةُ فَغَلَطَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فِيْهَا -

“অতঃপর ইমাম হোসাইন, যখন ইয়াজিদের ফিসক্ এবং ফুজুর তার সময়কালে জনগণের নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়ে, এবং যখন কুফাবাসীদের মধ্যে আহলে বায়তের প্রতি মুহাব্বত পোষণকারী ব্যক্তিগণ পর্যায়ক্রমে ইমাম হোসাইনের নিকট পত্র প্রেরণ করছে যে, তিনি যেন তাদের নিকট চলে আসেন তারা সকলে ইয়াজিদের বিপক্ষে ইমাম হোসাইনের পক্ষে লড়বে তখন ইমাম হোসাইন বুঝে গেলেন যে তার বির“দ্ধে যুদ্ধ করতে তাঁর শক্তি ও সামর্থ অর্জিত হয়েছে, সুতরাং ইয়াজিদের বির“দ্ধে তার ফিসক্ ফুজুরের কারণে তার বির“দ্ধে র“খে দাড়ানো আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর ইমাম হোসাইন এ কথা

---

[৩৩৭]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০ , সূরা আলে-ইমরান আয়াত নং- ৯৭।

[৩৩৮]. মুকাদ্দামা, পৃ. ১৮০।

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন যে, তাঁর নিকট ইয়াজিদের বির—দ্ধে র—খে দাড়ানোর শক্তি সামর্থ বিদ্যমান আছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কুফাবাসীরা তাঁর সঙ্গে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করেনি। অথচ তারাই তাঁকে ইয়াজিদের বির—দ্ধে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছিল"। কিন্তু পরক্ষণে ইমামের ভুল ভেঙ্গেছে, আল-াহ তাঁর উপর রহম কর—ন"।

এরপর ইবন খলদুন আরো লেখেন,[৩৩৯]

فَقَدْ تَبَيَّنَ لَكَ غَلَطُ الْحُسَيْنِ اِلَّا اَنَّهُ فِىْ اَمْرٍ دُنْيَوِىْ لَايَضُرُّهُ الْغَلَطُ فِيْهِ وَ اَمَّا الْحُكْمِ الشَّرْعِىْ فَلَمْ يَغْلُطْ فِيْهِ لِاَنَّهُ مَنُوْطٌ بِظَنِّهٖ وَكَانَ ظَنَّهُ الْقُدْرَةَ عَلٰى ذٰلِكَ -

"সুতরাং একথা প্রকাশিত হলো যে, ইমাম হোসাইন ইয়াজিদের মুকাবেলায় নিজের শক্তি সামর্থের ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন, তবে কুফাবাসীদের উপর আস্থা রেখে ইজতিহাদী ভুলটি করেছেন। কিন্ড়ু এই ভুলটি একটি দ্বীনি বিষয় ছিল। এ ভুলের কারণে নিজের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে তিনি শর'য়ী কোন ভুল করেননি কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে, তিনি ইয়াজিদের বির—দ্ধে র—খে দাড়ানোর শক্তি অর্জন করেছেন।"

তবে এখানে কথা হলো কিছু বিশিষ্ট্য সাহাবী যাঁরা ইমাম হোসাইনকে ইয়াজিদের বির—দ্ধে বের হতে বারণ করেছিলেন। এর কারণ এ ছিল না যে, ইয়াজিদ একজন সত্য পন্থী খলীফা বরং এর কারণ ছিল কুফাবাসীদের বেওয়াফায়ী। তাঁরা জানতেন তাঁরা ইমাম হোসাইনের সাথে প্রতিশ্র—তি ভঙ্গ করবে। এটা তাদের ঐতিহ্য ছিল। কিন্ড়ু ইমামের নিকট হযরত মুসলিম ইবন 'আকীলের চিঠি এবং কুফাবাসীদের বজ্র কঠিন শপথ গুর—ত্বপূর্ণ ছিল। কিন্ড়ু বড়ই আফসোসের বিষয় হলো সাহাবীদের ধারণাই সত্য হল। কুফাবাসীরা সত্য সত্যই প্রতিশ্র—তি ভঙ্গ করল এবং ইমাম হোসাইনকে বড়ই বেকায়দায় ফেলে দিল তিনি মযলুম অবস্থায় স্বপরিবারে শাহাদাতের স্বাদ গ্রহণ করলেন। সুতরাং নিশ্চয় একথা বলা যাবে ইমাম হোসাইন ইয়াজিদের বিরোধিতা করা শরী'আত সম্মত ছিল। আর যারা মনে করে ইমাম হোসাইন ইয়াজিদের বির—দ্ধে যুদ্ধ করে ভুল করেছেন তা সঠিক নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল

---

[৩৩৯]. ইবন খলদুন : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

জামা‘আতের মতে এটা মনে করা বাতিল। আর এধরনের আক্বীদা খারিজীদের বাড়াবাড়ী।[৩৪০]

অতএব প্রমাণিত হলো ইমাম হোসাইন সত্যপন্থী ছিলেন এবং ইয়াজিদ পথভ্রষ্ট যালিম, জাবির, ফাসিক, ফাজির ও বিদ‘আতী, শরী‘আত পরিপন্থি ছিল।

ইয়াজিদ সম্পর্কে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভবিষ্যৎবাণী :

অপবিত্র ইয়াজিদ কখনো মুত্তাকী-পরহেযগার ও শরী‘আতের পাবন্দ ছিল না। সে ছিল একাধারে ফাসিক, ফাজির, যালিম, জাবির ও শরাবখোর এবং শরী‘আত বিরোধী ব্যক্তি। কেউ তাকে কাফির বলেছেন, তাকে লা‘নত-অভিসম্পাত দিয়েছেন, আবার অনেকে তাকে ফাসিক ও শরী‘আত বিরোধী বলেছেন। তার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ‘আক্বীদা হলো[৩৪১]

یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے تین قول ہیں امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر لھذا یہاں بھی سکوت کریں گے ۔

“অপবিত্র ইয়াজিদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের তিনটি মতামত রয়েছে।

১. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) ও অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি ইয়াজিদকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, সে কখনো ক্ষমা পাবে না।
২. ইমাম গজ্জালী (রহ.) প্রমূখের মতে ইয়াজিদ মুসলমান, তবে সে শাস্তিড় ভোগ করার পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।
৩. আমাদের ইমাম আ‘যম আবূ হানিফা (রহ.) ইয়াজিদের বিষয়ে নিরবতা ইখতিয়ার করেছেন, আমরা তাকে মুসলমানও বলব না আবার কাফিরও বরব না। সুতরাং এখানেও আমরা নিরবতা পালন করব”।

---

[৩৪০]. মোল-া ‘আলী ক্বারী : শরহু ফিকহিল আকবর, পৃ. ৮৭।
[৩৪১]. আ‘লা হযরত : আহকামে শরী‘আত (লাহোর : মাকতাবা ফকরীয়্যা, ১৯৮৪) পৃ. ১৭২।

এই কমবখত, অপবিত্র ইয়াজিদ সম্পর্কে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা, কুল কায়েনাতের প্রাণ স্পন্দন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম অনেক পূর্বে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন। যথা-

১. হযরত 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,[৩৪২]

فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَ اَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَ نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَه ـ

"নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সৃষ্টি শুরু থেকে আরম্ভ করে জান্নাতীদের কে জান্নাতে এবং দোযখীদেরকে দোযখে প্রবেশ করানো পর্যন্ত সব কিছুর সংবাদ বলে দিয়েছেন, যারা মুখস্থ রাখার মুখস্থ রেখেছেন। আর যারা ভুলে যাবার ভুলে গেছেন।

২. হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন,[৩৪৩]

قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَامًا مَاتَرَكَ شَيْئًا يَّكُوْنُ فِىْ مَقَامِهٖ ذٰلِكَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا حَدَّثَ بِهٖ ـ

"নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আমাদের মাঝে দন্ডায়মান হয়ে এমন কোন বস্তু ছেড়ে দেননি যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হবে, সব কিছুই বর্ণনা করে দিয়েছেন

৩. হযরত হুযায়ফা (রা.) আরো বলেছেন,[৩৪৪]

مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ اِلٰى اَنْ تَنْقَضِىَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَّعَهُ ثَلٰثَ مِائَةٍ فَصَاعَدًا اِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ وَاِسْمِ قَبِيْلَتِهٖ ـ

"নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম দুনিয়ার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত কোন ফিৎনাবাজ ব্যক্তিকে ছেড়ে দেননি বরং আমাদেরকে তার নাম, তার পিতার নাম, তার গোত্রের নাম পর্যন্ত বলে দিয়েছেন, তাদের সংখ্যা তিনশয়ের অধিক হবে"।

---

[৩৪২]. মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

[৩৪৩]. ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯০।

[৩৪৪]. ইমাম ওলিউদ্দীন আলখতিব : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৪২৩।

৪. হযরত আবূ 'উবায়দা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৪৫]

لَايَزَالُ اَمَرَ اُمَّتِىْ قَائِمًا بِالْقِسْطِ حَتّٰى يَكُوْنُ اَوَّلُ مَنْ يَّثْلَمُهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ اُمَيَّةَ يَقَالُ لَهُ يَزِيْدُ -

"আমার উম্মতের শাসন ব্যবস্থা সর্বদা ইনসাফ ভিত্তিক থাকবে। এমনকি প্রথম ব্যক্তি যে এ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেবে সে বণি উমাইয়ার থেকে হবে। যাকে ইয়াজিদ বলা হবে"।

৫. হযরত আবূদ দারদা (রা.) বলেছেন, তিনি বলেন আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি,[৩৪৬]

يَقُوْلُ مَنْ يُّبَدِّلُ سُنَّتِىْ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ اُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ يَزِيْدُ -

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে পরিবর্তন করবে সে হলো উমাইয়া গোত্রের, যাকে ইয়াজিদ বলা হবে"।

৬. হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি,[৩৪৭]

اَوَّلُ مَنْ يُّغَيِّرُ سُنَّتِىْ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ اُمَيَّةَ -

"প্রথম ব্যক্তি যে আমার সুন্নাত পরিবর্তন করবে, সে উমাইয়া গোত্রের থেকে হবে"।

৭. হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর জামে' গ্রন্থে একটি পর্বের শিরোনাম লেখেছেন,

بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ هَلَاكُ اُمَّتِىْ عَلٰى يَدِىْ اُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ -

"নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ফরমান আমার উম্মতের ধ্বংস কিছু বেওকুফ বালকের হাতে হবে"।

৮. উক্ত পর্বে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, সাদিকুল মাসদুক সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন[৩৪৮]

---

[৩৪৫]. ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৩১; ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।
[৩৪৬]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।
[৩৪৭]. ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮ পৃ. ২৩১।
[৩৪৮]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪৬।

هَـلَـكَةُ اُمَّتِیۡ عَلٰی اَیۡدِیۡ غِلۡمَةٍ مِنۡ قُرَیۡشٍ فَقَالَ مَرۡوَانُ لَعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَیۡهِمۡ غِلۡمَةٌ فَقَالَ اَبُوۡهُرَیۡرَةَ لَوۡ شِئۡتُ اَنۡ اَقُوۡلَ بَنِیۡ فَلَانٍ وَّ بَنِیۡ فَلَانٍ لَفَعَلۡتُ ـ

“আমার উম্মতের ধ্বংস কুরাইশ বংশের কিছু বালকের হাতে হবে, একথা শুনে মারওয়ান বলল ঐ সমস্ড় বালকের উপর আল-াহর অভিসম্পাত, অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি যদি ইচ্ছে করতাম তাহলে বলে দিতাম অমুকের ছেলে অমুক, অমুকের ছেলে অমুক”।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর এরশাদ মোতাবেক এ কথা প্রামাণিত যে, উম্মত ধ্বংস প্রাপ্ত হবে কয়েকজন কুরাইশ যুবকের হাতে, উক্ত হাদীস থেকে নাবালেগ উদ্দেশ্য নয় বরং তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হবে, তারা বয়সের দিক থেকে বালেগ হবে তবে বিবেক-বুদ্ধিতে নাবালেগের মত হবে। সুতরাং ‘আল-ামা ইবন হাজর ‘আসক্বালানী (রহ.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, [৩৪৯]

قُلۡـتُ وَ قَدۡ یُطۡلَقُ الصَّبِیُّ وَالۡغُلَیۡمُ بِالصَّغِیۡرِ عَلَی الضَّعِیۡفِ الۡعَقۡلِ وَ التَّدۡبِیۡرِ وَ الدِّیۡنِ وَلَوۡ کَانَ مُـحۡتَـلِـمًـا وَ هُـوَ الۡـمُـرَادُ هِـنَـا فَاَنَّ الۡخُلَفَاءَ بَنِیۡ اُمَیَّةَ لَمۡ یَکُنۡ فِیۡهِمۡ مَنۡ اسۡتُخۡلِفَ وَ هُوَ دُوۡنَ الۡبُلُوۡغِ ـ

“আমি বলি, সবী ও গোলাইম (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) শব্দটি ক্ষুদ্রবাচক বিশেষ্যের সাথে ব্যবহার দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা ধর্মীয় ভাবে বুদ্ধি বিবেচনায় দুর্বল ও কমজোর যদিও তারা যুবক। এখানে তাই উদ্দেশ্য। কেননা বনী উমাইয়া খলীফাগণ সবাই প্রাপ্ত বয়স্ক ছিল”।

৯. ‘আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মাজমাউল বিহার গ্রন্থে রয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা উক্ত বালকদের নাম ও আকৃতি সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু ভয় ও ফ্যাসাদের আশংকায় তাদের নাম প্রকাশ করেননি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইয়াজিদ ইবন মু‘য়াবিয়া ও ইবন যিয়াদ এবং তাদের মত বনী উমাইয়ার অপরাপর যুবক। আল-াহ তাদের অসম্মানিত কর‍ুন। একথা সত্য, আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে হত্যা করা তাদের বন্দী করা এবং

[৩৪৯]. ইবন হাজর ‘আসক্বালানী : ফতহুলবারী, খ. ১৩, পৃ. ৮।

বড় সম্মানিত মুহাজির ও আনসারদের হত্যা করা তাদের থেকে সংঘটিত হয়েছে। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ যে ‘আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান-এর প্রধান আমীর ছিল সে এবং সুলায়মান ইবন ‘আবদুল মালিকের হাতে যত লোক নিহত হয়েছে এবং যত লোকের ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে তা কারো কাছে গোপন নেই।

১০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [৩৫০]

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اِمَارَةِ الصِّبْيَانِ قَالُوْا وَمَا اِمَارَةُ الصِّبْيَانُ قَالَ اِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ هَلَكْتُمْ رَاىَ فِى دِيْنِكُمْ ، وَ اِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ اَهْلَكُوْكُمْ رَاىَ فِى دُنْيَاكُمْ ، بِاِزْهَاقِ النَّفْسِ اَوْ بِاِذْهَابِ الْمَالِ اَوْبِهِمَا -

“আমি বালকদের হুকুমত থেকে মুক্তি চাচ্ছি। সাহাবীগণ (রা.) আরয করলেন, বালকদের হুকুমত কেমন হবে ? তিনি বলেছেন, যদি তোমরা ধর্মীয় বিষয়ে তাদের আনুগত্য কর তবে ধ্বংস হয়ে যাবে, আর যদি তোমরা দুনিয়ার বিষয়ে তাদের অবাধ্যতা প্রদর্শন কর তাহলে তোমাদের প্রাণ নিয়ে কিংবা সম্পদ নিয়ে অথবা দুইটা নিয়ে ধ্বংস করে দেবে”।

১১. হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদুরী (রা.) বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি, [৩৫১]

يَكُوْنُ خَلَفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّيْنَ سَنَةً اَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا -

“ঐ ঘটনা ষাট হিজরীর পরবর্তীতে ঘটবে, যখন নামায নষ্ট করবে, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, অতঃপর অতিশীঘ্রই তাদেরকে ‘গাইয়ি’ নামক দোযখের উপত্যকতায় নিক্ষেপ করা হবে”।

১২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [৩৫২]

تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ سَنَةِ سِتِّيْنَ وَمِنْ اِمَارَةِ الصِّبْيَانِ -

“তোমরা আল-াহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর হিজরী ষাট সন এবং বালকদের রাজত্ব ও হুকুমত থেকে”।

---

[৩৫০]. ইবন হাজর ‘আসক্বালানী : ফতহুলবারী, খ. ১৩, পৃ. ৮।

[৩৫১]. ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮ পৃ. ২৩০।

[৩৫২]. ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮ পৃ. ২৩১।

১৩. তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [৩৫৩]

وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ عَلٰى رَأسِ سِتِّيْنَ تَصِيْرًا لاَمانَةُ غَنِيمَةً

وَ الصَّدَقَةُ غَرَامَةً وَ الشَّهَادَةُ بِالْمَعْرِفَةِ وَ الْحَكَمِ بِالْهَوٰى -

"আরববাসীর জন্য ধ্বংস ! যেহেতু ষাট হিজরী সাল থেকে অমঙ্গল শুর" হবে, সে সময় আমানতকে মালে গণীমত, সাদকা ও যাকাতকে কর্জ মনে করবে, সাক্ষী তার জন্য হবে যার পরিচিতি লাভ করবে, তার আদেশ হবে কুপ্রবৃত্তির সাথে"।

উপরোক্ত হাদীস সমূহ থেকে প্রমাণিত হলো বেআকল, বেওকুফ বালকদের হুকুমত রাজত্ব ষাট হিজরী থেকে শুর" হবে। আর নাপাক ইয়াজিদ ষাট হিজরী সালেই ক্ষমতা আরোহণ করেছে। তখন ঐ সমস্ড় বেআকলদের হুকুমত ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ধর্মের আনুগত্য ধ্বংস হয়ে যাবে, তাদের নাফরমানীতে জান-মাল বরবাদ হয়ে যাবে। সুতরাং কা'ব ইবন 'উজরা (রা.) এরশাদ করেছেন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন।[৩৫৪]

يَا كَعبَ بْنَ عُجْرَةَ اَعِيْذُكَ بِاللّٰهِ مِنْ اِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اِمَارَةُ السُّفَهَاءِ

قَالَ يُوْشَكُ اَنْ تَكُوْنَ اَمَرَاءُ اِنْ حَدَّثُوْا كَذِبُوْا وَاِنْ عَمَلُوْا ظَلَمُوْا فَمَنْ جَاءَ هُمْ فَصَدَّقَهُمْ

بِكِذْبِهِمْ وَ اَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلاَيَرِدُ عَلٰى حَوْضِىْ غَدًا وَ مَنْ لَّمْ

يَأْتِهِمْ وَ لَمْ يُصَدَّقُهُمْ وَ لَمْ يُعَتُهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّىْ وَ اَنَا مِنْهُ وَ هُوَ يَرِدُ عَلٰى حَوْضِىْ غَدًا-

"ওহে কা'ব ইবন 'উজরা আমি তোমাকে আল-াহর আশ্রয়ে দিচ্ছি, অপরিপক্ক বালকদের হুকুমত ও রাজত্ব থেকে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল-াহ অপরিপক্ক বালকদের হুকুমত কি ? তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বলেন, অতিশীঘ্রই এমন আমির উমরা হবে তারা যখন কথা বলবে মিথ্যাই বলবে, আর যখন কাজ করবে যুলমই করবে, যারা তাদের মিথ্যাকে সত্যায়িত করবে, তাদের যুলুমকে সাহায্য করে তবে তারা আমার নয় আমিও তাদের

[৩৫৩]. কানযুল উম্মাল, খ. ৬, পৃ. ৪৫।
[৩৫৪]. কানযুল উম্মাল, খ. ৫, পৃ. ৪৭৭।

নই। তারা আগামীকাল কিয়ামতের দিবসে আমার হাউদ্বে কাউসারে আসতে পারবে না। আর যারা তাদের নিকট আসবে না, তাদের মিথ্যাকে সত্যায়িত করবে না তাদের যুলুমকে সাহায্য করবে না তারা আমার, আমিও তাদের। তারা আগামীকাল কিয়ামতের দিবসে হাউদ্বে কাউসারে আসবে"।

অপরিপক্ক বালক বাদশাহগণ যখন কথা বলবে মিথ্যাই বলবে, যখন কোন কাজ করবে যুলুমই করবে, সুতরাং তাদের মিথ্যাকে সত্যায়িত করলে, তাদের যুলুমকে সাহায্য করলে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সন্ড়েষ্টি পাওয়া যাবে না। এবং তাঁর হাউদ্বে কাউসারের পানিও পান করতে পারবে না। ঐ সমস্ড় রাজা-বাদশাহদের হাতে মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস হবে। সুতরাং এ বিষয়ে ইবন হাজর 'আসক্বালানী (রহ.) ইবন আবূ শায়বা (রা.)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, [৩৫৫]

اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَمْشِىْ فِى السُّوْقِ وَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَاتُدْرِكْنِىْ سَنَةُ سِتِّيْنَ وَلَااِمَارَةُ الصِّبْيَانِ -

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বাজারে চলতে গিয়ে আল-াহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন, ওহে আল-াহ ! আমাকে যেন হিজরী ষাট সাল এবং অপরিপক্ক বালকদের রাজত্ব পেয়ে না বসে। অর্থাৎ তার পূর্বে আমাকে ওফাত দান কর"ন"।

'আল-ামা ইবন হাজর মক্কী (রহ.) বলেন, [৩৫৬]

وَكَانَ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عِلْمُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ بِمَا مَرَّ عَنْهُ ﷺ فِىْ يَزِيْدَ فَاِنَّهُ كَانَ يَدْعُوْا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَأسِ السِّتِّيْنَ وَاِمَارَةِ الصِّبْيَانِ فَاسْتَجَابَ اللّٰهُ فَتَوَفَّاهُ لَهُ سَنَةَ تِسْعٌ وَخَمْسِيْنَ وَكَانَتْ وَفَاتُ مُعَاوِيَةَ وَ وَلَايَةُ اِبْنِهِ سَنَةَ سِتِّيْنَ فَعَلِمَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بِوَلَايَةِ يَزِيْدَ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ فَاسْتَعَاذَ مِنْهَا لَمَّا عَلِمَهُ مِنْ قَبِيْحِ اَحْوَالِهِ بِوَاسِطَتِهِ اِعْلَامِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ ﷺ بِذَالِكَ -

"ইয়াজিদ সম্পর্কে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম যে সমস্ড় ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন সে সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন, সে জন্য তিনি দু'আ করেছেন, "হে আল-াহ ! হিজরী

---

৩৫৫. ইবন হাজর 'আসক্বালানী : প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৮।

৩৫৬. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

ষাট সালের প্রারম্ভ এবং অপরিপক্ক বালকদের রাজত্ব ও হুকুমত থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আল-াহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেছেন, তিনি ৫৯ হি. সালে ওফাত পেয়েছেন। ষাট সালে হযরত আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.) ওফাত পেয়েছেন, এবং ইয়াজিদ ক্ষমতারোহণ করেছে। আর ইয়াজিদের মন্দ কৃতকর্ম নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম জানিয়ে দেয়ায় তিনি জেনেছেন। সে কারণেই তিনি ঐ ষাট সাল থেকে পানাহ চেয়েছেন"।

ইমাম মোল-া 'আলী ক্বারী "ইমারাতুস-সিবইয়ান" (امارة الصبيان)-এর ব্যাখ্যায় বলেন,[৩৫৭]

اَىْ مِنْ حَكُوْمَةِ الصِّغَارِ الْجُهَّالِ كَيَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةُ وَ اَوْلَادِ حَكِمَ بْنِ مَرْوَانَ

وَ اَمْثَالِهِمْ وَ قِيْلَ رَأَهُم النَّبِىُّ ﷺ فِىْ مَنَامِهِ يَلْعَبُوْنَ عَلٰى مِنْبَرِهِ ـ

"এর থেকে উদ্দেশ্য ছোট অজ্ঞ বালক, যেমন ইয়াজিদ ইবন মু'য়াবিয়া, এবং তার সন্ড়ানগণ এবং হাকিম ইবন মারওয়ান ও তার মত বালকগণ, বলা হয়ে থাকে যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম তাদেরকে মিম্বরের পাশে খেলতে স্বপ্নে দেখেছেন"।

'ইমারাতুস-সিবইয়ান' সংক্রান্ড় বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবন হাজর 'আসক্বালানী লেখেছেন,[৩৫৮]

وَ فِىْ هٰذَا اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ اَوَّلَ الْاُغَيْلَمَةِ كَانَ فِىْ سَنَةِ سِتِّيْنَ وَ هُوَ كَذٰلِكَ

فِاَنَّ يَزِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ اسْتَخْلِف فِيْهَا وَبَقٰى اِلٰى سَنَةِ اَرْبَعٌ وَّ سِتِّيْنَ فَمَاتَ ـ

"এই হাদীসে ইঙ্গিত বহন করছে যে, ঐ সমস্ড় বালকদের মধ্যে সর্ব প্রথম ষাট হিজরী সালে প্রথম জনের উত্থান হবে। সুতরাং তা-ই হয়েছে, কেননা ইয়াজিদ ষাট হিজরী সালে খলীফা হয়ে ৬৪ হি. সাল পর্যন্ড় রাজত্ব করেছে অতঃপর মারা গেছে।

ইবন হাজর 'আসক্বালানী অপর এক স্থানে লেখেছেন,[৩৫৯]

وَ اِنَّ اَوَّلَهُمْ يَزِيْدَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَأسُ سِتِّيْنَ وَ اِمَارَةِ الصِّبْيَانِ فَاِنَّ يَزِيْدَ كَانَ غَالِبًا يَنْتَزِعُ الشُّيُوْخَ مِنْ اِمَارَةِ الْبُلْدَانِ الْكِبَارَ وَ يُوَلِّيْهَا الْاَصَاغِرَ مِنْ اَقَارِبِهِ ـ

---

[৩৫৭]. মুহাম্মদ শাফী' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

[৩৫৮]. ইবন হাজর 'আসক্বালানী : প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৮।

[৩৫৯]. ইবন হাজর 'আসক্বালানী : প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৮।

“আর ঐ সমস্ড় বালকদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইয়াজিদের রাজত্বই উদ্দেশ্য, যেভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস ‘ষাট হিজরী প্রারম্ভ এবং অপরিপক্ক বালকদের রাজত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা’ বর্ণিত হয়েছে। নিশ্চয় ইয়াজিদের শাসন ক্ষমতা থেকে সাহাবীদেরকে বাদ দিয়ে বড় বড় শহরে তাদের স্থানে ছোট ছোট বালক ও তার নিকট আত্মীয়দেরকে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছিল”।

‘আল-ামা বদর উদ্দীন ‘আয়নী ও ‘আল-ামা কিরমানী (রহ.) هَلَاكُ اُمَّتِىْ عَلٰى يَدِىْ اُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءُ (অর্থাৎ আমার উম্মতের ধ্বংস বোকা ছোট ছোট বালকদের হাতে হবে)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, [৩৬০]

وَ اَوَّلُهُـمْ يَـزِيْدُ عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّ وَ كَانَ غَالِبًا يَنْزَعُ الشُّيُوْخَ مِنْ اِمَارَةِ الْبُلْدَانِ الْكِبَارِ وَ يُوَلِّيْهَا الْاَصَاغِرَ مِنْ اَقَارِبِهِ ـ

“অপরিপক্ক বালকদের প্রথম হল ইয়াজিদ, তার উপর যা প্রযোজ্য তা পুড়ক। সে অধিকাংশ সময়ে বুযুর্গ সাহাবীদেরকে প্রশাসন থেকে সরিয়ে বড় বড় শহরে তার নিকট আত্মীয় ও প্রিয় ব্যক্তিদেরকে প্রশাসক নিযুক্ত করেছে”।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল-া ‘আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, [৩৬১]

قَـوْلِـهٖ عَـلٰـى يَـدِىْ اُغَيْـلَـمَةٍ اَىْ عَلٰى اَيْدِى شُبَّانَ الَّذِيْنَ مَا وَصَلُوْا اِلٰى مَرْتَبَةِ كَمَالِ الْعَقْلِ وَ اِحْـدَاثِ السِّنِ الَّذِيْنَ لَا مُبَالَاةَ لَهُمْ بِاَصْحَابِ الْوَقَارِ وَ الظَّاهِرُ اَنَّ الْمُرَادَ مَا وَقَعَ بَيْنَ عُثْمَانَ وَقَتَـلَتِـهٖ وَ بَيْـنَ عَـلِـيٍّ وَ الْـحُسَيْـنِ وَ مَنْ قَاتَلَهُمْ قَالَ الْمُظْهَرُ لَعَلَّهٗ اُرِيْدَ بِهِمْ الَّذِيْنَ كَانُوْا بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِثْلَ يَزِيْدَ وَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَغَيْرِهَا ـ

“নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বাণী عَلٰى يَدِىْ اُغَيْلِمَةٍ এর মর্ম হলো, ঐ সব যুবক যারা পরিপূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হবে না, ঐ সব অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের কোন পরওয়া করতো না। এটা প্রকাশ্য যে, তারাই হযরত ‘উসমান (রা.) কে হত্যা করেছে, হযরত ‘আলী ও ইমাম হোসাইনের সাথে যুদ্ধ করেছে, আল-মুযহির বলেন,

[৩৬০]. বদর উদ্দীন ‘আয়নী : উমদাতুল ক্বারী, বুখারী শরীফের টীকা দ্র.; মুহাম্মদ শফী‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

[৩৬১]. মোল-া ‘আলী ক্বারী : মিরকাত, উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

তারা হলো ঐ সব লোক যারা খোলফায়ে রাশেদার পরে হয়েছে। যেমন- ইয়াজিদ, আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান প্রমূখ”।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল-া ‘আলী ক্বারী অপর এক গ্রন্থে বলেছেন, [৩৬২]

وَالْـمُـرَادُ يَـزِيْـدُ بْـنُ مُـعَاوِيَةَ فَإِنَّهٗ بَعَثَ اِلٰى الْمَدِيْنَةِ السَّكِيْنَةِ مُسْلِمَ بْنَ عُقْبَةَ فَاَبَاحَهَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَقَتَلَ مِنْ خِيَارِ اَهْلِهَا كِثِيْرًا ـ

“ঐ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো ইয়াজিদ ইবন মু‘য়াবিয়া, কেননা সে মুসলিম ইবন ‘উকবাকে মদীনা ত্বৈয়্যবায় সৈন্য-সামান্ড়সহ প্রেরণ করেছে। আর সে মদীনাকে তার সৈন্যদের জন্য তিনদিন বৈধ ঘোষণা করে দিয়েছে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের তারা হত্যা করেছে”।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ‘আল-ামা ‘আলী ইবন আহমদ (রহ.) বলেছেন, [৩৬৩]

مِـنْهُمْ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَاضْرَابُهٗ مِنْ اَحْدَاثِ مُلُوْكِ بَنِىْ اُمَيَّةَ فَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَا كَانَ مَنْ قَتَلَ اَهْلُ الْبَيْـتِ وَ اَكَـابِـرَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْمُرَادُ اَنَّهُمْ يُهْلِكُوْنَ النَّاسَ بِسَبَبِ طَلَبِهِمُ الْمُلْكَ وَ الْقِتَالَ ـ

“তাদের মধ্যে ইয়াজিদ ইবন মু‘য়াবিয়া এবং তার মত বণী উমাইয়ার অপরাপর যুবক উদ্দেশ্য। তারাই আহলে বায়তে নবুয়্যত এবং বড় বড় মহাজিরদেরকে হত্যা করেছে। ঐ হাদীসের মর্ম হলো ঐ সব লোককে তাদের রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের প্রতি অধিক লোভ-লালসাই ধ্বংস করবে”।

হযরত ‘ইমরান ইবন হোসাইন (রা.) এরশাদ করেছেন, [৩৬৪]

مَـاتَ الـنَّبِـىُّ ﷺ وَهُوَ يَكْرَهُ ثَلٰثَةَ اَحْيَاءُ ثَقِيْفٍ وَبَنِىْ حَنِيْفَةَ وَ بَنِىْ اُمَيَّةَ

“নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ঐ অবস্থায় ওফাত পেয়েছেন যে, তিনি তিন গোত্রকে অপছন্দ করতেন, সাকীফ গোত্র, হানীফা গোত্র এবং উমাইয়া গোত্র”।

উলে-খ্য যে, সাকীফ গোত্রে অত্যাচারী হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ জন্ম গ্রহণ করেছে যে এক লক্ষ বিশ হাজার মুসলমানকে বন্দী করে হত্যা করেছে। হানীফা গোত্রে মুসাইলামাতুল কায্যাব জন্ম গ্রহণ করেছে। আর উমাইয়া গোত্রে

---

[৩৬২]. মোল-া ‘আলী ক্বারী : শরহুশ শিফা, খ. ১, পৃ. ৬৯৪।

[৩৬৩]. ‘আল-ামা ‘আলী ইবন আহমদ : সিরাজুম মুনীর শরহে জামি‘উস সাগীর, খ.৩, পৃ. ৩৯৬।

[৩৬৪]. ওলি উদ্দীন আল-খতীব : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৫৫১।

ইয়াজিদ ও ওবায়দুল-াহ ইবন যিয়াদ জন্ম গ্রহণ করেছে যারা ইমাম হোসাইনসহ অনেক বুযুর্গ ব্যক্তিদেরকে হত্যা করেছে। আর ইবন যিয়াদ যা করেছে ইয়াজিদের সম্মতিতেই করেছে।[৩৬৫]

হযরত হুযায়ফা (রা.) এরশাদ করেছেন,[৩৬৬]

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَكُوْنُ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا الْعِصْمَةُ قَالَ السَّيْفِ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ بَقِيَّةٌ قَالَ نَعَمْ تَكُوْنُ اِمَارَةٌ عَلٰى اَقْذَاءٍ وَ هُدْنَةٍ عَلٰى دُخْنٍ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَنْشَاء دُعَاةُ الضَّلَالَ فَاِنْ كَانَ لِلّٰهِ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةَ جَلَد ظَهْرَكَ وَ اَخَذَ مَالَكَ قَاطِعَه وَ اِلَّا فَمُتْ وَ اَنْتَ عَاضٌ عَلٰى جَدْلِ شَجْرَةٍ ـ

“ওহে আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ! ইসলামের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের পরে কি আবার অকল্যাণ ও অমঙ্গল প্রকাশ পাবে ? যেমন ইসলামের প্রথমে ছিল। তিনি বলেন, হ্যাঁ রাবী বলেন, আমি আরয করলাম, এর থেকে বাঁচার উপায় কি ? তিনি এরশাদ করলেন, তরবারীর তথা যুদ্ধের মাধ্যমে, আমি আরয করলাম যুদ্ধের পরেও কি এ অমঙ্গল অবশিষ্ট থাকবে ? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ। এভাবে যে, হুকুমত ভ্রান্ড়ি পথে প্রতিষ্ঠিত হবে, জনসাধারণ একে ভাল চোখে দেখবে না, আনন্দের সাথে সমর্থনও করবে না। বরং জবরদস্ড়ি ধোকাবাজী ও ফিতনা-ফাসাদের সাথে আপোস করবে। আমি বললাম, তারপর কি অবস্থা হবে ? তিনি এরশাদ করলেন, কিছু মানুষ ভ্রান্ড়ের দিকে আহ্বান করবে। তখন যদি কোন আল-াহর খলীফা হয় যিনি তোমাদের পীঠের উপর বেত্রাঘাত করবে, তোমাদের সম্পদ জব্দ করবে তথাপি তোমরা তার আনুগত্য করো। নতুবা জঙ্গলে গিয়ে বৃক্ষের নীচে নির্জনে মৃত্যু বরণ করো”।

সুতরাং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ঘোষণা, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বিশুদ্ধ হাদীস মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা-বিশে-ষণ দ্বারা বুঝা গেল যে ঐ পথভ্রষ্ট, সুন্নাত বিরোধী, বিবেকহীন, মিথ্যুক, অত্যাচারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের মধ্যে ইয়াজিদই প্রথম। যার হাতে মুসলিম উম্মাহর পতনের সূচনা। তার শাসনামলে কারবালার প্রান্ড়রে ইমাম হোসাইন

---

[৩৬৫]. মুহাম্মদ শাফী‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

[৩৬৬]. ওলি উদ্দীন আল-খতীব : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৪৬৩।

(রা.)সহ অগণিত নিস্পাপ-বেকসুর আহলে বায়ত শাহাদাত বরণ করেন। এতে তার হাত রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, ইয়াজিদের শাসনামলেই ৬৩হি. সালে ওয়াক্বিয়া হাররা সংঘটিত হয়। এতে মদীনা ত্বৈয়্যবার সাতশত জলীল ক্বদর সাহাবী, তাঁদের সন্ড়ানগণ এবং ছোট-বড় প্রায় দশ হাজার মদীনাবাসী ইয়াজিদের সৈন্যদের নির্মম নির্যাতনের স্বীকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। তিন দিন পর্যন্ড় মদীনা ত্বৈয়্যবাকে মুক্ত ঘোষণা করা হলো, ইয়াজিদী সৈন্যরা অসংখ্য সাহাবী ও তাঁদের সন্ড়ানদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে জোর পূর্বক ব্যাভিচারে বাধ্য করল। তাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করল। তাছাড়া ইয়াজিদের সৈন্যরা ৬৪হি. সালে পবিত্র বায়তুল-াহ শরীফে কামানের মাধ্যমে পাথর নিক্ষেপ করল। কা‘বার দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলল। কা‘বার গিলাবে আগুন জ্বালিয়ে দিল, বায়তুল-াহকে হালাল করে দিল। ফলে উলামায়ে মিল-াতের একদল ইয়াজিদকে কাফির বললেন, তাকে লা‘নত দেয়া বৈধ ঘোষণা করলেন।

অতএব নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভবিষ্যৎ বাণীর মর্মানুসারে ইয়াজিদই হলো কুখ্যাত বেওকুফ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শাসক। যার শাসনামল থেকে আবূ হুরায়রা মত সাহাবীরা আল-াহর আশ্রয় কামনা করেছেন।

ইয়াজিদের ক্ষমতারোহণ এবং ইমাম হোসাইন (রা.) থেকে বায়‘আতের আকাংখা :

হিজরী ৬০ সালের রজব মাসে হযরত আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.) ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁর পুত্র ইয়াজিদের জন্য পূর্ব থেকেই বায়‘আত গ্রহণ করে রেখেছিলেন। তাঁর ওফাতের পর ইয়াজিদ ক্ষমতারোহণ করে তিন ব্যক্তি থেকে বায়‘আত গ্রহণ আবশ্যক মনে করলো। তিন জন হলেন ইমাম হোসাইন, হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন যুবাইর, হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘উমর (রা.)। কেননা তাঁরা তিনজন ইয়াজিদের খিলাফতকে প্রথম থেকেই স্বীকার করেননি। এ ছাড়াও ইয়াজিদের আশংকা ছিল যে, তাঁদের কেউ আবার না খিলাফত দাবী করে বসে।

ইয়াজিদের সবচেয়ে গুর“ত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নিজ ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত ও নিষ্কন্টন করে নেয়া। সুতরাং সে মদীনা ত্বৈয়্যবার গভর্নর ওয়ালীদ ইবন ‘উকবাকে প্রথমে হযরত আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর ওফাতের সংবাদ জানায়

এবং সাথে সাথে বর্ণিত তিন জন থেকে বায়'আত গ্রহণের জন্য কঠোর নির্দেশ প্রেরণ করে। নিদের্শনামায় ইয়াজিদের কঠোর ভাষা ছিল নিম্নরূপ-[৩৬৭]

فَخُذْ حُسَيْنًا وَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَ اِبْنَ الزُّبَيْرِ بِالْبَيْعَةِ اَخْذًا لَيْسَ فِيْهِ رُخْصَةٌ حَتّٰى يُبَايِعُوْا ـ

"হোসাইন, 'আবদুল-াহ ইবন 'উমর এবং 'আবদুল-াহ ইবন যুবায়রকে এমনভাবে পাকড়াও করো তারা যেন বায়'আত না হওয়া পর্যন্ড় মুক্তি না পায়"।

এখনো পর্যন্ড় মদীনাবাসীদের কাছে হযরত আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.)-এর ওফাতের খবর পৌঁছেনি। ইয়াজিদের এই হুকুম পেয়ে গভর্নর ওয়ালীদ অত্যন্ড় বিচলিত হয়ে পড়েন। কেননা এ নির্দেশ কার্যকর করা তার জন্য ছিল দুরূহ ব্যাপার এবং পরিণাম সম্পর্কেও তিনি ভালই আন্দাজ করতে পারতেন। তিনি তার নায়েব মারওয়ান ইবনুল হাকামকে ডেকে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন, মারওয়ান উগ্র ও নির্দয়। সে বলল, আমার পরামর্শ হচ্ছে "ঐ তিনজনকে এখনই ডাকুন এবং বায়'আতের হুকুম দিন। তাঁরা যদি বায়'আতে স্বীকৃত হন তো ভালই, যদি অস্বীকার করেন তবে তিনজনকেই শিরোচ্ছেদ করে দিন। যদি আপনি তা না করেন, তবে যখনই তাঁরা হযরত আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.)-এর ওফাতের খবর পাবেন তিন জনই এক এক অঞ্চলে গিয়ে খিলাফতের দাবীদার হয়ে দাড়াবেন। তখন তাঁদের দমিয়ে রাখতে হিমশিম খেতে হবে। তবে ইবন 'উমরকে আমি জানি ! উনার পক্ষ থেকে এ আশংকা কম। যেচে খিলাফত না দিলে উনি হাঙ্গামা করতে চাইবেন না"।[৩৬৮]

অতঃপর ওয়ালীদ ঐ তিনজনকে ডেকে পাঠালেন।[৩৬৯] এ সময় হোসাইন এবং 'আবদুল-াহ ইবন যুবাইর (রা.) উভয়ে মসজিদে নববী শরীফে ছিলেন। তখন সময়টাও এমন ছিল যে, তাঁদের কারো সাথে ওয়ালীদের এ সময় যোগাযোগ বা মেলামেশা হতো না। দূত এসে তাঁদের কাছে আমীরের বার্তা পৌঁছাল। সংবাদ বাহককে তাঁরা বললেন, "ঠিক আছে, তুমি যাও, আমরা আসছি"। এর পর ইবন যুবাইর (রা.) ইমাম হোসাইন (রা.) কে বললেন, "আপনার কী মনে

---

[৩৬৭] ইবনুল আসীর : আল-কামিল ফীত তারীখ, খ. ৪, পৃ. ৪।

[৩৬৮]. মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : শামে কারবালা (বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান) খ. ১, পৃ. ২১-২২;

[৩৬৯]. মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ২১-২২।

হয় ? আমীর যে সময় কারো সাথে দেখা করেন না, কাউকে সাক্ষাৎ দেন না, এমন একটি মুহুর্তে তিনি আমাদের কেন ডাকলেন” ? ইমাম হোসাইন বললেন, “আমার মনে হয়ে, আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.) আর নেই। আর আমাদের এ উদ্দেশ্যেই ডাকছেন যে, তাঁর ইন্েড়কালের সংবাদ সর্বমহলে প্রচারিত হওয়ার আগেই তিনি আমাদের কাছ থেকে ইয়াজিদের পক্ষে বায়‘আত নিয়ে নিবেন”। তিনি জানালেন আমারও তাই মনে হচ্ছে। এখন আপনার অভিপ্রায় কী ? তিনি জানালেন “আমি জনা কয়েক যুবককে সাথে নিয়ে যাচ্ছি, কেননা আমার অস্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত নাজুক পরিস্থিতির অবতারণা হতে পারে”।
যাই হোক, প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতঃ ইমাম হোসাইন (রা.) ওয়ালীদের কাছে পৌঁছলেন। জওয়ানদের ঘরের বাইরে নিয়োজিত রাখলেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন, “যদি আমি তোমাদের ডাকি অথবা যদি তোমরা আমার উচ্চস্বর শুনতে পাও, তব তাৎক্ষণিকভাবে চলে আসবে। আর এ ছাড়া যতক্ষণ আমি বাইরে না আসি ততক্ষণ এখান থেকে একচুল নড়বে না”। এর পর তিনি ভেতরে গেলেন।
ওয়ালীদ তাঁকে আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর ওয়াফাতের সংবাদ জানালেন এবং ইয়াজিদের নির্দেশও জানিয়ে দিলেন। তিনি সমবেদনা জানানোর পর বললেন, “দেখুন, আমার মত একজন ব্যক্তি এভাবে চুপে চুপে বায়‘আত করতে পারে না। আর এরূপ গোপনে বায়‘আতে সম্মত হওয়া আমার উচিতও নয়। যদি আপনি বাইরে এসে প্রকাশ্যে সর্বস্ড়রের লোকদের এবং তাদের সাথে আমাকেও বায়‘আতের আহ্বান জানান, তবে কথা হতে পারে”। ওয়ালীদ শান্ড়িপ্রিয় ও সমঝোতার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বললেন, “বেশ, আপনি তশরীফ নিয়ে যান”। তিনি উঠে চলে আসছিলেন তখন মরওয়ান এ ঘটনাতে অত্যন্ড় অসন্তুষ্ট হয়ে ওয়ালীদকে বললেন, “আপনি যদি এ মুহুর্তে তাঁর কাছ থেকে বায়‘আত গ্রহণ না করে ছেড়ে দেন, তবে পরে তাঁকে বাগে আনতে পারবেন না। না জানি হয়তো বহু লোকের এতে প্রাণ হানি হতে পারে। তাঁকে গ্রেফতার কর্ুন। বায়‘আতে স্বীকৃত হলেতো উত্তম, নচেৎ তাঁকে কতল কর্ুন”। একথা শুনামত্র ইমাম হোসাইন দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বললেন, “হে ইবন যারকা, তুমিই আমাকে কতল করবে, না ইনি করবেন ? খোদার কসম তুমি মিথ্যুক এবং ইতর”। এটা বলেই তিনি বেরিয়ে আসলেন।

মারওয়ান ওয়ালীদকে বলল, “আপনিতো আমার কথা রাখলেন না, খোদার শপথ, এখন আপনি তাঁকে কাবু করতে পারবেন না, তাঁকে হত্যা করার এটা মোক্ষম সুযোগ ছিল”। ওয়ালীদ বললেন, “আফসোস, তোমার দুর্ভাগ্য দেখে কর“ণা হয়। তুমি আমাকে এমন পরামর্শ দিচ্ছ, যাতে আমার দ্বীন ধর্মের চরম সর্বনাশ হয় ? আমি কি শুধু ইয়াজিদের বায়‘আত প্রত্যাখ্যান করার কারণেই নবীজির প্রিয় দৌহিত্রকে কতল করবো ? পৃথিবী পরিমাণ মাল সম্পদও যদি আমাকে দেওয়া হয়, তথাপিও আমি তাঁর পবিত্র রক্তে নিজ হাত রঞ্জিত করতে পারি না। খোদার কসম, ক্বিয়ামতের দিন হোসাইন-খুনে যেই অভিযুক্ত হবে, আল-াহর সামনে অবশ্যই সে নেকীহারা হবে”। মারওয়ান বললো ‘আপনি ঠিকই বলেছেন”। তবে এটা সে বাহ্যতঃ মৌখিক ভাবেই বলেছিল। নয়তো ওয়ালীদের কথা সে মন থেকে অপছন্দই করেছিল।

ইমাম হোসাইন (রা.)-এর মক্কা মুকাররমায় যাত্রা :

ওয়ালীদের কাছ থেকে ফিরে আসার পর ইমাম হোসাইন (রা.) চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান। ইয়াজিদের আনুগত্য তাঁর কাছে মনে প্রাণে অপছন্দনীয় ছিল। কেননা সে খেলাফতের জন্য কোন ভাবেই উপযুক্ত ছিল না। এ ছাড়া খলীফা হিসাবে তার নিযুক্তিও খোলাফায়ে রাশেদীনের নৈর্বাচনিক ইসলামী পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং শরী‘আতের নীতিবর্জিত ভাবে হয়েছিল। বরং তাঁর দৃষ্টিতে এটা রোম ও পারস্যের কায়সার ও কিসরার অনুসরণে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম একনায়কতান্ত্রিক প্রশাসন ছিল। এজন্যে তিনি স্পষ্টতই এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। অন্যদিকে পরিস্থিতি এটাও সমর্থন করছিলনা যে, তিনি নিজে এর বির“দ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ‘আবদুল-াহ ইবন যুবাইর (রা.) বিভিন্ন কৌশলে ওয়ালীদের বার্তাবাহককে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওয়ালীদের কাছে আসেন নি। দ্বিতীয় দিন তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মু‘আজ্জামার দিকে রওয়ানা হয়ে যান। ওয়ালীদের কর্মচারীরা সারাদিন তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে ফেরে; কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হয়। এদিকে সন্ধ্যায় ওয়ালীদ আবার ইমামের কাছে লোক পাঠালেন। তিনি বললেন, “এখনই তো আমি যেতে পারছি না, সকাল হোক দেখি কী করা যায়”। ওয়ালীদ তা মেনে নেন, আর ইমাম হোসাইন (রা.) সে রাতেই পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনসহ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মু‘আজ্জামায় চলে

যেতে মনস্থ করেন। পরিবারের সবাইকে বললেন, তোমরা (হিজরতের জন্য) তৈরী হয়ে যাও"। আর নিজে মসজিদে নববী শরীফে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর রওদ্বা পাকে এসে উপস্থিত হলেন। নফল নামায আদায় করতঃ নবীজির চেহারা মুবারকের সামনে এসে যেই মাত্র বিনম্র বদনে সালাম পেশ করলেন, অজান্েড়ই চোখের পানি এসে গেল। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সান্নিধ্য থেকে দূরে যাওয়া এবং নবীজির শহর ছেড়ে যাওয়ার কথা মনে করেই তিনি ব্যথিত হয়ে পড়েন। এটাতো ঐ শহর, যাতে প্রিয় জিন্দেগীর এই পর্যন্েড় এ শহরেরই আলোময় উন্মুক্ত পরিবেশ এবং সুরভিত হাওয়ায় তাঁর দিন রাতের পালাবদল ছিল। এটাতো প্রিয়তম নানাজানের শহর ছিল। তিনি ছিলেন নবীজির প্রিয় বাগিচার সুবাস ছড়ানো ফুল। কিন্তু এখন? এই প্রিয় শহরে তাঁর অবস্থান করাটাই যে সঙ্গীন! এই শহরেই তো তাঁর শ্রদ্ধেয় জননীর পবিত্র সমাধি! তার সহোদর তো এখানেই চির শায়িত! এমনি একটি মূহুর্তে ইমামে পাকের মনের অবস্থা কী হতে পারে? রওদ্বায়ে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এ তাঁর সমগ্র আবেগ আর অনুভূতি উজাড় করে দিচ্ছিলেন। নানাজানের সামনে দাঁড়িয়ে অবস্থার বিবরণী দিচ্ছেন-

দিনান্েড় নবীর সমাধি পাশে দাঁড়িয়ে ইমাম
অনুমতি চেয়ে পেশ করে দেন 'বিদায়ী সালাম'।
কান্নার মাঝে করেন 'সালাম' সৃষ্টির মহাজন,
ভূবনের রাজ, নিবেদন করি সালাম, রাজন।
একটু দেখুন, চেহারা পাকের খুলে অবগুণ্ঠন,
আলীর তনয় হোসাইনের আজ মদীনা বিজন।
গুম্বদ আর হুজরা ছেড়ে একটু দেখুন,
নিজ ঘর হতে বিলাপের সুর নিজেই শুনুন।
ইয়াজিদের তাপে ইসলাম আজ বিপন্ন হায়,
দৌহিত্র তব অসহায় যেন শত্র্ের ঘা'য়।
কুরবান হই, দয়া দখিনায় বাড়ালে আমায়,
বিপদের ওগো বিতাড়নকারী, গ্রাসে শংকায়।
ব্যথিত হৃদয়, অসহায় জনে মান তো বাঁচান,
দৃষ্টিতে আজি রাখুন, হে মে'রাজেরই মেহমান।

প্রাণের হে নাথ, বিদায়ের ক্ষণে অনুমতি চাই,
পবিত্র মুখে বলুন ‘বিদায়, হোসাইন, তবে যাই।
মদীনায় ছেড়ে চলেছেন প্রিয় নবীর নয়ন,
নিজদেশ হতে পরদেশে চলে দেশের স্বজন।

অতঃপর ইমাম হোসাইন (রা.) নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে মক্কা মু‘আজ্জামাতে হিজরত করলেন।[৩৭০]

মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়া (রা.)-এর পরামর্শ :

ইমাম হোসাইন (রা.)-এর যাত্রার প্রাক্কালে হযরত মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়া (রা.) তাঁকে (ইমাম পাক) উদ্দেশ্য করে বললেন, “ভাই, আমি আপনার চেয়ে কাউকে বেশী প্রিয় এবং সমাদৃত মনে করি না। আর আল-াহর সমগ্র সৃষ্টিতে কাউকে তার যোগ্যও ভাবি না যে, তার সাথে আপনার চেয়েও বেশী সদাচারণ করব। এজন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে, যতদূর পারা যায়, ইয়াজিদের বায়‘আত এবং বিশেষ কোন শহরে অবস্থান করার ইচ্ছা থেকে আপনি মুক্ত থাকুন। নিভৃত কোন পল-ী বা নির্জন মর ূতে আপনি অবস্থান কর ূন এবং মানুষের কাছে আপনার দূত পাঠিয়ে আপনার প্রতি বায়‘আতের দাওয়াত দিন। যদি তারা বায়‘আত করে, তো আপনি আল-াহর শোকর করবেন। আর যদি তারা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বায়‘আতের প্রশ্নে ঐকমত্যে পৌঁছে যায়, তাহলে তাতে আপনার গুণাগুণ, বুযুর্গী বা মর্যাদার মধ্যে আল-াহ তা‘আলা কোন ঘাটতি বা তারতম্য আনবেন না। আমার ভয় হচ্ছে যে, এই অবস্থায় যদি আপনি কোন নির্দিষ্ট শহরে বা বিশেষ কোন জনগোষ্ঠির কাছে যান, তবে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। একদল আপনার পক্ষ হবে, অন্যদল তার বিপরীত। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়বে। আর সবার আগে আপনিই তাদের অস্ত্রের নিশানায় পরিণত হবেন। উদ্ভুত এই পরিস্থিতিতে একজন সম্মানিত সবচেয়ে সম্ভ্রান্ড় এবং বংশ আভিজাত্যে যিনি সমগ্র উম্মতের চেয়েও উত্তম, তাঁর পবিত্র রক্তই সবচেয়ে সস্ড়া হয়ে যাবে। তাঁরই পরিবার-পরিজনকে লাঞ্ছিত করা হবে”।

---

[৩৭০]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬; ত্বাবারী : তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক খ. ৬, পৃ. ১৯০; মুহাম্মদ শফী‘ উকাড়ভী: প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২

এতদশ্রবণে ইমাম পাক বললেন, "তবে ভাই আমি কোথায় যেতে পারি"? মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়া বললেন, "আপাতত; মক্কা। যদি সেখানে আপনার মনস্থির হয়, তবে কোন না কোন উপায় বেরিয়ে আসবে। যদি মন প্রশান্ড় না হয়, তবে ভিন্ন কোন মর"স্থান বা পাহাড়ী এলাকায় চলে যাবেন। একস্থান থেকে অন্য স্থান পরিবর্তন করতে থাকবেন এবং মানুষের অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকবেন। পরিণামে আপনি অবশ্যই কোন সিদ্ধান্ড় পেয়ে যাবেন। কেননা ঘটনা যখন পর্যবেক্ষণ করা যায়, তখন সিদ্ধান্ড় গ্রহণ অনেক বেশী নির্ভুল হয়"।

ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন, "ভাই আপনি পরম হিতকামনা ও সহমর্মিতাই জানালেন। আমার মনে হয়, আপনার-মতামতই ইনশা আল-াহ্ সঠিক ও যথাযথ বলে সাব্যস্থ হবে"। এই বলে তিনি ইয়াজিদ ইবন মুফার্রাগের নিম্নোক্ত কবিতা প্রবাদমূলক আবৃত্তি করতে করতে মসজিদে প্রবেশ করলেন,

لاذعرت السوام فی فلق + الصبح مغیرا و لادعیت یزیدا
یوم اغطی من المهابة ضیما + و المنایا یرصد ننی ان احیدا

যেদিন যুলুম নিপীড়নে আমার টুটি চেপে দেয়া হবে
মৃত্যু এসে রইবে প্রতীক্ষায়,
(সেদিন) যদি আমি দেই রণে ভঙ্গ
তবে ছুটাব না উট প্রভাত প্রভায়,
না কেউ ইয়াজিদ' বলে ডাকবে আমায়।[৩৭১]

কুফাবাসীদের চিঠি ও প্রতিনিধি :

কুফা হযরত আলী (রা.)-এর অনুরক্ত ও ভক্তদের প্রাণকেন্দ্র ছিল। কারণ তিনি নিজ খেলাফতকালে মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে রাজধানী স্থানান্ড়রিত করে কুফায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কাজেই তার সকল ভক্ত প্রেমিক সেখানেই বসতি গেড়েছিলেন। আমীরে মু'য়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামলেও ইমাম 'আলী মাকাম হোসাইন (রা.)কে কুফায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আবেদন পাঠানো হয়েছিল।

---

[৩৭১]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬; ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৯০; আনসার"ল আশরাফ : খ. ৪, পৃ. ১৫-১৬।

এখন যে মাত্র কুফাবাসী হযরত মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তিকাল এবং হোসাইন, ‘আবদুল-াহ ইবন যুবাইর ও আবদুল-াহ্ ইবন ‘উমর (রা.) ব্যক্তিত্রয়ের ইয়াজিদের হাতে বায়‘আত গ্রহণের অস্বীকৃতির সংবাদ জানতে পারল, তখন কুফার সকল অনুরক্ত সুলাইমান ইবন ছারদ আল খোযায়ীর ঘরে একত্রিত হয়ে যায়। মুহাম্মদ ইবন বিশর হামদানী বর্ণনা করেন,

اجمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صرد فذكرنا هلاك معاوية فحمدنا الله عليه فقال لنا سليمان بن صرد ان معاوية قد هلك و ان حسينا قد تقبض على القوم ببيعته و قد خرج الى مكة و انتم شيعته و شيعة ابيه فان كنتم تعلمون انكم ناصروه و مجاهدو عدوه فاكتبوا اليه و ان خفتم الوهل و الفشل فلاتغرو الرجل من نفسه قالوا لا بل نقاتل عدوه و نقتل انفسنا دونه قال فاكتبوا اليه فكتبوا اليه -

“সকল শিয়া সুলাইমান ইবন ছারদ এর ঘরে সমবেত হয়ে গেল এবং আমীরে মু‘য়াবিয়া (রা.)-এর ইন্তিকালের কথা আলোচনা করে সবাই আল-াহর কৃতজ্ঞতা জানাল। অতঃপর সুলাইমান সবার উদ্দেশ্যে বলল, “মু‘য়াবিয়ার অবসান হয়েছে, আর ইমাম হোসাইন ইয়াজিদের বায়‘আত প্রত্যাখ্যান করে মক্কায় চলে গিয়েছেন। আর তোমরাতো তাঁরও তাঁর আব্বাজানের শিয়া (ভক্ত) তোমরা ভালভাবে জেনে নাও, যদি তোমরা তাঁর দুশমনের বির"দ্ধে জেহাদ করতে সক্ষম হও, তবে তাঁর কাছে লিখে দাও। যদি নিজেদের দূর্বলতা ও সাহসের অভাব বোধ কর, তবে তাঁকে ধোঁকা দিও না”। সবাই সমস্বরে বলল, “না আমরা তাঁকে ধোঁকা দিব না; আমরা তাঁর শত্র"দের বির"দ্ধে লড়ব এবং তাঁর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করব”। সুলাইমান বললেন, “তবে লিখ! তখন তারা তাঁর উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে”।[৩৭২]

এভাবে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর নিকট কুফাবাসীর পক্ষ থেকে বার হাজার চিঠি পৌঁছে। অধিকাংশ চিঠির সারাংশ ছিল, “আপনি অবিলম্বেই কুফায় তাশরীফ আনুন, খিলাফতের মসনাদ আপনার জন্যই খালি রয়েছে”। শেষ চিঠি আসার পর ‘আলী মাকাম হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) তাদের প্রতি উত্তরে লিখেন :-

[৩৭২]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৯৭।

বিস্‌মিল-াহির রহমানির রহীম- এ চিঠি হোসাইন ইবন ‘আলীর পক্ষ থেকে কুফাবাসী ভক্ত মুমিনদের প্রতি লিখিত।

অনেক দূত এবং চিঠিপত্র আসার পর যে চিঠি আপনারা হানী ও সায়ীদ এর হাতে প্রেরণ করেছেন, তা আমি পেয়েছি। আপনাদের সবগুলো চিঠিই আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। সব চিঠিরই বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি জানলাম। আপনারা প্রায় সব চিঠিতে আমাকে লিখেছেন আমাদের কোন ইমাম নেই, আপনি অতি সত্তর আমাদের মাঝে তাশরীফ আনুন। আপনার বদৌলতে আল-াহ আমাদের সঠিক পথ দেখাবেন। এখানে স্মর্তব্য যে, আমি কার্যতঃ আপনাদের কাছে আমারই চাচাতো ভাই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব জনাব মুসলিম ইবন আক্বীলকে পাঠাচ্ছি। মুসলিম যদি আমাকে জানান যে আপনারা যা কিছু লিখেছেন, তা সর্বজন শ্রদ্ধেয়, চিন্ড়াশীল, জ্ঞানী-গুনি এবং এলাকার গন্যমান্য বুযুর্গজনের পরামর্শক্রমেই লিখেছেন, তখন খুব শীঘ্রই আমি আপনাদের কাছে চলে আসব ইনশা আল-াহ। আমি মূল্যবান এ জীবনের শপথ করেই বলছি, সত্যিকার ইমামের বৈশিষ্ট্য হল, তিনি মানুষকে আল-াহর কিতাব অনুযায়ী নির্দেশনা দেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন, পবিত্র শরী‘আতের বাইরে একটি কদমও দেন না, আর মানুষকে সঠিক দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। “সালাম”

ইমাম ‘আলী মাকাম যখন আহলে কুফার (কুফাবাসীর) চিঠি ও দূতপ্রেরণ থেকে তাদের দ্বীনি জযবা ও মুহাব্বত, জানমাল উৎসর্গ করার ইচ্ছা এবং কুফায় তাঁর আগমনকে স্বাগত জানাবার প্রবল বাসনা অনুভব করলেন, তখন সিদ্ধান্ড় নিলেন যে, প্রথমতঃ তাঁর চাচাত ভাই হযরত মুসলিম ইবন আক্বীলকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো উচিত। সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী তিনি তাঁকে (মুসলিম ইবন আক্বীলকে) একটি চিঠি দিলেন, যা তিনি কুফাবাসীর বরাবরে লিখেছিলেন। আর বললেন “আপনি কুফায় গিয়ে সঠিক উপায়ে নিজেই সরেজমিনে অবস্থা ও পরিস্থিতির যথাযথ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং আমাকে অবহিত করবেন। পরিস্থিতি অনুকূলে হলে আমিও চলে আসব আর যদি পরিস্থিতি বিরূপ হয় তবে আপনি ফিরে আসবেন”।

সদর্‌ল আফাযেল হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন ছাহেব মুরাদাবাদী (রহ.) বর্ণনা করেন, “যদিও ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের ভবিষ্যৎবাণী সুপ্রসিদ্ধ ছিল এবং কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা ছিল পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ; কিন্তু ইয়াজিদ যখন বাদশাহ্ হয়ে বসল এবং তার হুকুমত ও

রাজত্ব দ্বীন-ধর্মের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিল, এ কারণেই তার বায়‘আত নাজায়েয (অবৈধ) ছিল, আর সে (ইয়াজিদ) বিভিন্ন রকম কলাকৌশল ও নানান বাহানায় এটাই চাইতেছিল যে, লোকেরা তার আনুগত্য স্বীকার কর‍ুক, এরূপ রিস্থিতিতে কুফাবাসীদের ইয়াজিদের বায়‘আত থেকে নিবৃত্ত করে ইমাম পাকের বায়‘আত গ্রহণ করানো দ্বীন ও মিল-াতের অস্ড়িত্ব রক্ষার্থে ইমামের উপর ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাতে তাদের একান্ড় ফরিয়াদ ও আবেদন প্রত্যাখ্যাত না হয়। যখন কোন সম্প্রদায় ‘জালিম’ (অত্যাচারী) ও ‘ফাসিক’ (দূরাচার) এর বায়‘আত (বশ্যতাগ্রহণ) করতে সম্মত না হয় এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সঠিক পাত্রে বায়‘আত নিতে দরখাস্ড় করে এ অবস্থায় যদি তিনি ঐ দাবী মনজুর না করেন, তবে তার অর্থই দাঁড়ায় যে, তিনি ঐ সম্প্রদায়কে ঐ অত্যাচারীরই হাতে ন্যস্ড় করতে চান। ইমাম হোসাইন (রা.) যদি ঐসময় কুফাবাসীর আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করতেন, তবে আল-াহর দরবারে কুফাবাসীর ঐ দাবীর প্রসংগে ইমামের পক্ষ থেকে কী জবাব হত ? অর্থাৎ- “আমরাতো সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি; কিন্তু ইমাম বায়‘আত করানোর জন্য রাযী হননি এবং এ কারণেই ইয়াজিদের জুলুম নিপীড়নে নির‍ুপায় হয়ে আমাদেরকে তার হাতে বায়‘আত হতে হয়। যদি ইমাম হোসাইন (রা.) হাত বাড়াতেন, তবে আমরা তাঁর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলাম”। ব্যাপারটি এমন নাজুক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল যে, তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে ইমামের গত্যন্ড়র ছিল না। যদিও শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের মধ্যে হযরত ইবন আব্বাস, হযরত ইবন ‘উমর হযরত জাবের এবং হযরত আবূ ওয়াকিদ লাইসী (রা.) প্রমুখ ইমামের এ সিদ্ধান্ড়ের সাথে একমত ছিলেন না এবং কুফাবাসীর ওয়াদা অঙ্গীকার সম্পর্কে তাদের আস্থা ছিলনা। ইমামের মুহাব্বত, তাঁর শহীদ হওয়ার কথার প্রসিদ্ধি তাঁদের মনে আশংকার জন্ম দিচ্ছিল। কেননা এটা বিশ্বাস করারও কোন কারণ ছিল না যে, শাহাদাতের এটাই সময় এবং এ সফরেই ঐ মুহূর্ত সামনে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু আশংকা বরাবর ছিল।

ইমাম হোসাইন (রা.)-এর সামনে বিষয়টি এরূপ উপস্থিত হয়েছিল যে, তাদের ঐ দাবীকে অগ্রাহ্য করার মত শর‘য়ী ওজর কী হতে পারে? একদিকে এমন সম্মানিত ছাহাবায়ে কেরামের পীড়াপীড়িকে গুর‍ুত্ব দেয়া, অপরদিকে কুফাবাসীর আবেদন ফেরানোর মত শরী‘আত সম্মত কোন অপারগতা খুঁজে না পাওয়া ইমামের জন্য জটিল বিষয় ছিল। এমন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য

একমাত্র উপায় যেটা তিনি পেলেন, সেটা হল হযরত মুসলিমকে প্রথমে পাঠানো, যদি কুফাবাসী অঙ্গীকার ভঙ্গ কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করে, তবে তো শর'য়ী ওজর পাওয়া গেল, যাতে সেখানে যাওয়া থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। তবে ছাহাবায়ে কেরামকে কোন না কোন সান্ড়না দেওয়া যাবে।[৩৭৩]

হযরত মুসলিম ইবন 'আক্বীলের (রা.)-এর কুফায় গমন :

ইমাম হোসাইন (রা.) কুফাবাসীদের অবস্থা যাচাই করার জন্য তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম ইবন 'আক্বীল (রা.)কে কুফায় পাঠালেন। কুফাবাসীরা পথ চেয়ে অপেক্ষামান ছিল। তারা তাঁর শুভাগমনে যারপর নাই ভক্তি প্রেমের প্রকাশ ঘটান, তিনি মুখতার ইবন আবূ উবায়দা, কারো মতে ইবন আওসাজার ঘরে অবস্থান করেন, আহলে বায়তের ভক্ত প্রেমিকরা ভক্তি ও আবেগের উচ্ছাস নিয়ে বায়'আত গ্রহণ করতে লাগল। এমনকি বার হাজার কুফাবাসী বায়'আত হলো।[৩৭৪] ইমাম মুসলিম যখন তাদের মধ্যে ভক্তি প্রেমের আবেগ (জযবা) দেখলেন তখন ইমাম হোসাইন (রা.)-এর নিকট চিঠি লিখলেন, তাতে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে বললেন, আপনি অবশ্যই চলে আসুন, যাতে ইসলামী মিল-াত ইয়াজিদের কালো হাত থেকে মুক্তি পায়। ঐ চিঠি যথাসময়ে ইমাম হোসাইনের নিকট পৌঁছে।[৩৭৫]

ইয়াজিদকে সংবাদ জ্ঞাপন :

হযরত মুসলিমের আগমনের সংবাদ কুফাবাসীদের ভক্তির স্ফুরণ, প্রস্ফুটিত বায়'আত, তাদের ভক্তি বিশ্বাসে শণৈ শণৈ উন্নতি দেখে ইয়াজিদের সহযোগী আবদুল-াহ ইবন মুসলিম, উমারা ইবন ওয়ালিদ ইয়াজিদকে জানিয়ে দিলো যে, ইমাম হোসাইন (রা.)-এর পক্ষে মুসলিম ইবন 'আক্বীল কুফায় আগমন করেছেন, প্রায় সহস্র জনতা ইতোমধ্যে তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন।

---

[৩৭৩]. মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.৩২-৩৫।

[৩৭৪]. হাফিয মুযযী : তাহযীবুল কামাল, খ. ২, পৃ. ৩০১।

[৩৭৫]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩০৫।

অথচ কুফার গভর্নর নু‘মান ইবন বশীর তাঁর বির"দ্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।[৩৭৬]

ইয়াজিদ সংবাদ পাওয়া মাত্রই ক্রোধান্বিত হতে পড়ে। বিশিষ্ট বন্ধুদের নিয়ে পরামর্শে বসে গেলো। তারা বলল, কালবিলম্ব না করে কোন কঠোর ব্যক্তিকে কুফায় প্রেরণ করা দরকার। আর এ ধরণের ব্যক্তি হলো ‘ওবায়দুল-াহ ইবন যিয়াদ’ পরামর্শ মতে ইয়াজিদ ‘ওবায়দুল-াহ ইবন যিয়াদ’কে কুফায় নিযুক্ত করল। ইতিপূর্বে সে বসরার গভর্নর ছিল। ইয়াজিদ তাকে এ মর্মে নির্দেশ দিলো যে, কুফায় গিয়ে এখনই মুসলিম ইবন ‘আক্বীলকে গ্রেপ্তার কর এবং নযর বন্দী কর। যদি তাতে বাধ সাধে, তবে কতল করে দেবে। বায়‘আত গ্রহণকারীদের ধমক দাও, যাতে তারা ফিরে যায়, যদি তাতেও না হয়, তবে তাদেরকেও খতম করে দাও। ইতোমধ্যে যদি ইমাম হোসাইন এসে পড়ে, তবে তার কাছ থেকে আমার পক্ষে বায়‘আত আদায় কর। বায়‘আতে সম্মত হলে তো উত্তম নচেৎ তাকেও কতল করে ফেলবে। ইবনে যিয়াদের কাছে ইয়াজিদের এ নির্দেশনামা বসরায় থাকতে পৌঁছে। দৈবক্রমে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর পক্ষ থেকে একজন দূত বসরাবাসীদের প্রতি লেখা একটি চিঠি সেদিনই নিয়ে আসে। কেননা বসরার অধিবাসীও তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিল। সে চিঠিতে তিনি বসরাবাসীর উদ্দেশ্যে লেখেন,

فبعث رسولی الیکم بهذا الکتاب و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنة نبیه صلی الله علیه وسلم فان السنة قد امیتت و ان البدعة قد احییت و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد و السلام علیکم و رحمة -

“আমি আমার পত্র বাহককে এ চিঠি দিয়ে তোমাদের কাছে পাঠালাম। আর আমি আল-াহর কিতাব এবং তাঁর নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সুন্নাতের প্রতি তোমাদের আহ্বান করছি। আর তা এ কারণে যে, সুন্নাতের তিরোধান হয়েছে, তদস্থলে বিদ‘আতের উত্থান হয়েছে। তোমরা যদি আমার কথা শোন এবং মেনে চল, তবে আমি তোমাদের সঠিক পথেই পরিচালিত করব। সালামান্ড়ে..

বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ চিঠি পড়লেন এবং তা গোপন করে রাখলেন, কিন্তু মুনযির ইবন আল-জরোদ সন্দেহে পতিত হলেন এবং আশংকা করলেন যে, এ

---

৩৭৬. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭৭।

দূত না জানি ইবন যিয়াদের গুপ্তচর কিনা। এমনও হতে পারে যে, ইবন যিয়াদ পরীক্ষামূলক তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, তিনি দূতকে নিয়ে সরাসরি ইবন যিয়াদের নিকট চলে আসলেন। ইবন যিয়াদ মহুর্তের মধ্যেই ইমামের দূতকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর বসরার জামে মসজিদে জনতার উদ্দেশ্যে কঠোর হুমকিমূলক বক্তব্য দেয়। যার সারসংক্ষেপ হলো-

"আমীর ল মূমিনীন আমাকে বসরার সাথে কুফার শাসনক্ষমতাও দান করেছেন। এ জন্যেই আমি কুফাতে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে আমার ভাই 'উসমান ইবন যিয়াদ আমার স্থলাভিষিক্ত হবে, তোমরা মতানৈক্য আর বির দ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় আল-াহর কসম! যার সম্পর্কেই আমি জানতে পারব যে, সে মতবিরোধ ও বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে, তাকে এবং তার সকল সহযোগী ও সহচরদেরও ছেড়ে দেবো না। পলাতকদের স্থলে যাকেই কাছে পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে। আর সবাইকেই আমি যমের ঘাটে নামিয়ে দেবো। যতক্ষণ না তোমরা সঠিক পথে ফিরে না আস। আর বিরোধের নাম নিশানাও থাকবে না। মনে রেখো আমি যিয়াদের পুত্র, ঠিক আমি আমার বাবার মতোই।[৩৭৭]

ইবন যিয়াদের কুফায় পদার্পন : [৩৭৮]

ইবন যিয়াদ আপন পরিবার-পরিজন ছাড়াও পাঁচশ জন লোক নিজের সাথে নিয়ে বসরা ত্যাগ করে। তাদের মধ্য থেকে কতেক পথেই থেমে যায়। কিন্তু সে তাদের কোন পরোয়াই করল না। যথারীতি যাত্রা অব্যাহত রাখল। কাদেসিয়া পৌঁছে সে তার সৈন্য-সামন্ড় সেখানেই রেখে দিল। অতঃপর প্রতারণার উদ্দেশ্যে হেজাযী (আরবী) পোষাক পরে উটে আরোহণ করল। বিশজন লোক সাথে নিয়ে হেজায থেকে যে পথ কুফায় গিয়েছে সে পথে মাগরিব ও 'এশা'র মধ্যবর্তী সময়ে রাতের অন্ধকারে কুফায় এসে পৌঁছল। তার এ চদ্মবেশ ধারণের উদ্দেশ্য ছিল যে, তখন কুফাবাসীর মধ্যে তীব্র উত্তেজনা, ইয়াজিদের বির দ্ধে তুমুল আন্দোলন। কাজেই এমনভাবে সেথায় প্রবেশ করতে হবে যাতে লোকেরা চিনতে না পারে। বরং তারা যেন মনে করে

---

[৩৭৭]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪; ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০০;

[৩৭৮]. মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : শামে কারবালা, খ. ১, পৃ. ৩৮-৫৮।

ইমাম হোসাইন (রা.)-ই শুভাগমন করেছেন। আর সে নিরাপদে, নির্বিঘ্নে কুফার অভ্যন্ড়রে পৌঁছে যাবে। এছাড়া জনতার আবেগ-উচ্ছাসেরও কিছু আন্দাজ করা যাবে। সাথে সাথে এটাও জেনে নেওয়া যাবে, কারা কারা অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

কুফাবাসী যারা অধীর প্রতীক্ষায় ইমামে পাকের পথ চেয়ে ছিলেন, তারা রাতের আঁধারে হেজাযের পথে হেজাযী পোষাকে তাকে আসতে দেখে বাস্ড়বিকই ধোঁকায় পড়ে যান। তারা ধরেই নিল যে, ইমামে পাকই তাশরীফ এনেছেন। সোল-াসে তারা অভ্যর্থনার শে-াগানে চারপাশ মুখরিত করে তুলল। সম্বর্ধনা ও অভিবাদনে অভিষিক্ত করল। ভক্তি গদগদ কণ্ঠে উচ্চারিত হল "মারহাবান বিকা ইয়া ইবনা রাসূলিল-াহ" "ক্বাদিমতা খাইরা মাকদাম" (স্বাগতঃ হে রাসূলতনয়! আপনার পদার্পনে শুভেচ্ছা আমাদের!!) আগে পিছে উৎসাহী অভ্যর্থনাকারীতে পরিবেষ্টিত। শোরগোল শুনে আরো লোক বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে। রীতিমত তা এক বিশেষ উত্তম জুলুসের রূপ নেয়। যেন একটি শোভাযাত্রার কাফেলা। দূরাচার ইবনে যিয়াদ প্রজ্জলিতচিত্তে বিষিত মনে চুপচাপ চলতে লাগল। সে ভালই বুঝতে পারল যে, এরা ইমামের জন্য অস্থির, উতলা হয়ে অপেক্ষা করছে। আর আন্দাজ করতে পারল যে, এদের অন্ড়র উনার প্রতি কতটাই অনুরক্ত। যখন সে 'দারল ইমারাত' অর্থাৎ 'গভর্নর হাউস'-এর নিকটে আসল, তখন হযরত নোমান ইবন বশীর শোরগোল শুনে এবং প্রচন্ড ভিড় দেখে ভাবলেন স্বয়ং ইমাম শুভাগমন করেছেন। নোমান ইবন বশীর দরজা বন্ধ করে দিলেন আর দালানের ছাদে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "হে ইবন রাসূলুল-াহ্, আপনি ফিরে যান, খোদার কসম, আমি নিজ আমানত আপনার হাতেও অর্পন করবো না এবং আপনার সাথে লড়তেও চাই না"। এটা শুনে ইবন যিয়াদ আরো নিকটবর্তী হল এবং চাপাস্বরে বলল, "আরে দরজা খোল, নচেৎ ভাল হবে না"। তার পেছনেই একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। সে গলার স্বরেই তাকে চিনে ফেলল। তাড়িঘড়ি কিছুটা পেছনে সরে জনতার উদ্দেশ্যে বলল, খোদার কসম, এতো ইবন মারজানা। (অর্থাৎ আগন্তুক হোসাইন নন; ইবন যিয়াদ) নোমান ইবন বশীর দরজা খুলে দিলেন। ইবন যিয়াদ রাজ প্রাসাদের অভ্যন্ড়রে ঢুকেই দরজা আটকে দিল। তখন নিরপায় জনতা দুঃখ ও হতাশা নিয়ে চারিদিকে চলে গেল। রাত অতিবাহিত করে ইবন যিয়াদ সকালেই আবার লোক জড়ো করল। আর তাদের সামনে বক্তব্য রাখল।

"আমীরু্লল মুমিনীন ইয়াজিদ আমাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যেন অত্যাচারিতের সাথে ইনসাফ করি, অনুগতদের প্রতি সদাচরণ করি, আর আবাধ্যদের কঠোর হস্তে দমন করি। আমি অত্যন্ড় দৃঢ়তার সাথে তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। অর্থাৎ যে আনুগত্য ও হুকুম তামিল করবে তার প্রতি মমত্ব দেখানো হবে, আর যে ব্যক্তি নির্দেশ অমান্য করবে, তার জন্য আমার চাবুক আর তলোয়ার উদ্যত। তোমাদের উচিত, নিজের ভালোটা দেখা আর নিজের (জীবনের) প্রতি মায়া করা"।

ভাষণদানের পর সে কুফার নামজাদা লোকদের গ্রেফতার করে ফেলে। আর তাদের সবাইকে বলল যে, এই মর্মে মুচলেকা দিয়ে যাও যে, তোমাদের নিজ নিজ গোত্রের লোকেরা কোন বিদ্রোহীকে নিজেদের কাছে আশ্রয় দেবে না, না কোন বিরোধী তৎপরতায় অংশ নেবে। যদি কেউ কোন বিদ্রোহীকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে রাখে, তবে তাকে ধরিয়ে দিতে হবে। তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ শর্তাবলী লিখিত দিয়ে যাবে, এবং তা মেনে চলবে, তারা মুক্তি পাবে, আর যারা তা করবে না, তাদের জানমাল দুটোই আমাদের জন্য হালাল। (অর্থাৎ উভয়টাই আমার ইচ্ছাধীন) তাকে হত্যা করে তারই দরজায় লাশ ঝুলিয়ে রাখা হবে। আর তার সম্পর্কিত কাউকেই আমি রেহাই দিব না"। ইবন যিয়াদের আগমনে, তার ভয় ভীতি ও হুমকী প্রদর্শনে কুফাবাসী ভড়কে যায় এবং শংকিত হয়ে পড়ে। এছাড়া তাদের এতদিনের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন আসতে শুরু্ করে। অবস্থা দৃষ্টে হযরত মুসলিম মুখতার ইবন উবাইদার ঘরে অবস্থান করাটা সমীচিন মনে করলেন না। রাতের বেলা সেখান থেকে বেরিয়ে কুফার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আহলে বায়তের একজন ভক্তপ্রেমিক হানী ইবন উরওয়াহ মুযহিজীর কাছে আসলেন। হানী কিন্তু এ মুহুর্তে তাঁর আগমনে অত্যন্ড় নাখোশ হলো। বলল, 'যদি আপনি এখানে না আসতেন সেটাই ভাল হতো'। হযরত মুসলিম বললেন, "পরদেশে এক মুসাফির আমি, আমাকে একটু আশ্রয় দিন"। হানী বললো, 'যদি আমার ঘরে আপনি ঢুকেই না পড়তেন, তবে আমি এটাই বলতাম যে, আপনি চলে যান'। কিন্তু এখন সেটা আমার আত্মমর্যাদারও পরিপন্থী হবে যে আপনাকে ঘর থেকে বের করে দেই"। হানী তার অন্দর মহলের অভ্যন্ড়রে সুরক্ষিত এক কক্ষে তাঁকে লুকিয়ে রাখলেন।

শুরাইক ইবন ‘আওয়ার :

শুরাইক ইবন ‘আওয়ার সালমী যিনি আহলে বায়তের অনুরক্তদের মধ্যে একজন অনুরাগী ছিলেন, আর বসরার সর্দারবৃন্দের অন্যতম ছিলেন, যিনি ইবন যিয়াদের সাথেই বসরা থেকে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনিও হানী ইবন উরওয়াহর মেহমান হয়েছিলেন। ইবন যিয়াদ এবং অন্যান্য ওমারাদের কাছে তিনি অত্যন্ড় সম্মানের পাত্র ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইবন যিয়াদ সংবাদ দিলেন যে, ‘আমি সন্ধ্যা নাগাদ আপনাকে দেখতে আসব”। শুরাইক হযরত মুসলিম (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, ইবন যিয়াদকে হত্যা করতে আমি যদি আপনাকে সুযোগ সৃষ্টি করে দেই, তবে আপনি তা করতে সম্মত? তিনি বললেন “হ্যাঁ”। শুরাইক বললেন, “ঐ নরাধম আজ সন্ধ্যায় আমাকে দেখতে আসছে। আপনি উম্মুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করবেন। যখন আমি বলব “আমাকে পানি খাওয়াও” ঠিক সেই মুহুর্তেই অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে আপনি তাকে শেষ করে দেবেন। এরপর অনায়াসেই রাজপ্রাসাদ এবং কুফা করায়ত্ত হয়ে যাবে। আর অসুখ যদি সেরে উঠে, তবে বসরায় গিয়ে আপনার জন্য সেখানে সর্বাত্মক ব্যবস্থা আমিই করব”। সন্ধ্যার দিকে ইবন যিয়াদ নিজ দেহরক্ষী সাথে নিয়ে হানীর ঘরে আসলো শুরাইক ইবন ‘আওয়ারের রোগ শয্যার পাশে বসে কুশলাদি জানতে লাগলো। তার দেহরক্ষীও পাশে দাঁড়ানো ছিল। শুরাইক উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, “আমাকে পানি দাও, ‘পানি খাওয়াও’ তৃতীয় বারে বলল ‘আফসোস তোমাদের জন্য, তোমরা আমাকে পানি থেকে দূরে রাখছ ‘পানি খাওয়াও’ তাতে আমার জান যায়, যাক”। এতদসত্ত্বেও হযরত মুসলিম বের হলেন না দেখে শুরাইক মর্মাহত হলেন এই ভেবে যে, কেমন সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করেছেন। দুঃখে আবৃত্তি করতে লাগলেন-

ما تنظرون بسلمى ان تحيوها

اسقنيها و ان كانت فيها نفسى -

বিলম্ব কী হে, লালমায় অভিবাদন জানাতে?

করাও সে পান, যায় যাবে জান তাতে।

দেহরক্ষী কিছু আন্দাজ করে নেয় এবং ইশারায় ইবন যিয়াদকে উঠে যেতে বলে। ইবন যিয়াদ দাঁড়িয়ে যায়। শুরাইক বললেন, "আমীর, আমি আপনাকে কিছু 'অসিয়ত' (অন্‌িড়্ম উপদেশ) জানাতে চাই"। ইবন যিয়াদ বলল, "আমি আবার আসব"। দেহরক্ষী তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বলল, "কসম খোদার, আপনাকে হত্যার চক্রান্‌ড় করা হয়েছে"। ইবন যিয়াদ বলল, "এ কী করে হয়? আমিতো শুরাইককে খাতির করি, সম্মান দেই, তাছাড়া এটা হানী ইবন উরওয়াহর ঘর, আমার বাবা অনেক উপকার তার করেছে"। দেহরক্ষী বলল, "তারপরও আমি যা বলছি, তা সম্পূর্ণ সত্যি আপনি (পরে) বুঝতে পারবেন"। ইবন যিয়াদ চলে যাওয়ার পর মুসলিম আড়াল থেকে বেরিয়ে আসলেন। শুরাইক বললেন, "আফসোস, তাকে হত্যা করতে আপনার কী বাধা ছিল? উত্তরে মুসলিম বললেন, "দু'টি কারণ, এক. যার আতিথ্যে আমি আছি, সেই গৃহস্বামী হানীর এটা পছন্দ নয় যে, তার ঘরে ইবন যিয়াদ নিহত হয়। দুই. হুযুর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান বাণী অর্থাৎ কাউকে বোকা বানিয়ে হত্যা করা মু'মিনের কাজ নয়"।

ঐসব পবিত্র আত্মা লোকদের ন্যায়নিষ্ঠা ও ইনসাফ, শরী'আত ও সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের বিষয়টি লক্ষণীয়। সুবহানাল-াহ! নিকৃষ্টতর শুত্র্র সাথেও সুন্নাত পরিপন্থী আচরণ করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। নয়তো জানের শুত্র্কে শেষ করে দেয়ার জন্য এটা মোক্ষম সুযোগ ছিল। তাছাড়া কোন বর্ণনায় এমনও এসেছে যে, তিনি বলেছেন, "আমি কাউকে বলতে শুনেছি (অর্থাৎ ঐ মুহূর্তে তাঁর কানে এসেছিল)।

يامسلم لاتخرج حتى يبلغ الكتاب اجله -

অর্থাৎ হে মুসলিম, তুমি বের হয়ো না, যতক্ষণ না অদৃষ্টলিপি তার সীমায় পৌঁছে।

তিন দিন পর শুরাইক ওফাতপ্রাপ্ত হন। ইবন যিয়াদ জানাযার নামায পড়ায়। পরবর্তীতে যখন সে জানতে পারল যে, শুরাইক তাকে হত্যা করার জন্য মুসলিমকে আহ্বান করেছিল যে, তখন সে বলল, "খোদার কসম, আমি আর কোন ইরাকীর নামাযে জানাযা পড়ব না। আল-াহর শপথ! যদি আমার বাবা যিয়াদের কবর ওখানে না হতো, তবে অবশ্যই আমি শুরাইকের কবর খনন করে ফেলতাম"।

ইমাম মুসলিমের অনুসন্ধানে গুপ্তচর :

হযরত মুসলিম হানীর গৃহে আত্মগোপন করেছিলেন। তাঁর ভক্ত-অনুরক্তবৃন্দ সেখানেও মোলাকাতের উদ্দেশ্যে গোপনে আসা-যাওয়া করতেন। ‘বায়‘আত’ এর ধারাবাহিকতা বরাবর বজায় ছিল। কোন বর্ণনায় এসেছে যে, চলি-শ হাজার লোক বায়‘আত গ্রহণ করেছিল।

এদিকে ইবন যিয়াদ বরাবরই অনুসন্ধানে তৎপর ছিল, যাতে কে তাঁকে (ইমাম মুসলিম) আশ্রয় দিয়ে রেখেছে তার সন্ধান পাওয়া যায়। অথচ হানীর প্রতি তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগেনি। পরিশেষে সে তার গোলাম মুআক্কালকে এ কাজে নিয়োগ করে। তিন হাজার দিরহাম তার হাতে দিয়ে অনুসন্ধানের কূটকৌশল বাতলে দিল। এ জাতীয় রহস্যভেদের জন্য মোক্ষম জায়গা সচরাচর মসজিদই হয়ে থাকে। কেননা মসজিদ সর্বস্ড়রের লোকের আনাগোনা থাকে। পরিকল্পনা মোতাবেক ঐ গালোমও সোজা জামে মসজিদে গিয়ে পৌঁছল এবং অপেক্ষা করতে থাকল। সে লক্ষ্য করল এক ভদ্রলোক দীর্ঘক্ষণ নামায পড়তে আছেন। ইনি ছিলেন মুসলিম ইবন আওসাজাহ্ আল্ আসাদী। যখন তিনি নামায সেরে উঠলেন, ঐ গোলাম তাঁর কাছেই উপস্থিত হল। আর বলতে লাগল, “আমি শামদেশী একজন গোলাম, আহলে বায়তের প্রতি আসক্ত। আমার কাছে এই তিন হাজার দিরহাম রয়েছে। আমি শুনেছি যে, রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম পরিবারের একজন সদস্য এখানে আগমন করেছেন। আর তিনি মানুষের কাছ থেকে নবী-দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)-এর পক্ষে বায়‘আত নিচ্ছেন। আমি দিরহামের এ অংকটা উনার খেদমতে ভক্তির নযরানা হিসাবে পেশ করতে চাই। যাতে তিনি এটা কোন উত্তম কাজে ব্যয় করেন। কিন্তু আমারতো এটা জানা নেই যে, সেই হযরত এখন কোথায় অবস্থান করছেন”।

মুসলিম ইবন আওসাজাহ্ বললেন, “মসজিদে আরও তো লোক ছিলেন, তুমি তাঁদের কাউকে বললে না, আমকে জিজ্ঞেস করছো কেন? সে বলল, “আপনার চেহারায় ফুটে উঠা নেকী ও বরকতের আলামত এটা জানান দিচ্ছে যে, আপনি নিশ্চয় তাঁদের দোসরদের কেউ হবেন। এজন্যই আমি আপনার কাছে জানতে চেয়েছি। আল-াহর ওয়াস্ড়ে আপনি আমাকে সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না। দোহাই, উনার ঠিকানা আমাকে অবশ্যই বলুন”।

মোটকথা লোকটির ছলনাপূর্ণ কথাবার্তা মুসলিম বিন আওসাজার উপর প্রভাব বিস্তার করল। তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করলেন যে, এ লোকটি নিঃসন্দেহে আহলে বায়তের ভক্ত ও প্রেমিক। পরদিন লোকটিকে তিনি হযরত মুসলিম (রা.)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর ভক্তি-বিশ্বাস সম্পর্কে নিজেও দৃঢ়তা প্রকাশ করলেন। সে তিন হাজার দিরহাম অর্পন করে বায়‘আত হয়ে যায়। বায়‘আতের পরে সে অত্যন্ড় ভক্তি-বিশ্বাস সহকারে প্রতিদিন ইমাম মুসলিম (রা.)-এর খেদমতে সকালে সবার আগে, রাতে সবার শেষে আসা যাওয়া করতে লাগল। আর যা কিছু শুনতো ও দেখতো তার পুংখানুপুংখ রিপোর্ট ইবন যিয়াদের কাছে পৌঁছে দিত। ইমাম মুসলিম (রা.) ঐ তিন হাজার দিরহাম আবূ সুমামাহ সায়েদীকে দিয়ে কিছু হাতিয়ার কেনার নির্দেশ দিলেন।

হানীর গ্রেফতারী :

হানী ইবন উরওয়াহ্ কুফার একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। ইবন যিয়াদের সাথে তাঁর পূর্বেকার কিছু সম্পর্কও ছিল। হযরত মুসলিম (রা.)-এর আগমনের আগে তিনি ইবন যিয়াদের নিকট যেতেন এবং মেলামেশা রাখতেন। যখন থেকে হযরত মুসলিম (রা.) তাঁর কাছে আসলেন, সেদিন থেকে তিনি অসুস্থতার অজুহাতে আসা যাওয়া এবং মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওদিকে ইবন যিয়াদ সার্বিক পরিস্থিতি ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে গিয়েছিল। একদিন তার নিকট মুহাম্মদ বিন আশআস (জা‘দার ভাই, যে ইমাম হাসান (রা.) কে বিষ প্রয়োগ করেছিল) এবং আসমা বিন খারেজা আসল। ইবন যিয়াদ তাঁদের জিজ্ঞেস করল “হানীর কী অবস্থা?” তাঁরা বললেন, “অসুস্থ” ইবন যিয়াদ বললো, “আমি জেনেছি যে, সে দিব্যি সুস্থ, আর সারাদিন নিজবাড়ীর সামনে বসে থাকে। তোমরা যাও এবং তাকে বলো, আনুগত্য এবং সাক্ষাত-দুটোই জর“রী; যেন পরিহার না করা হয়”। তাঁরা গেলেন এবং গিয়ে বললেন, “ইবন যিয়াদ খবর পেয়েছে যে, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং দিনমান দরজার সামনে বসে থাকেন। তার সাথে দেখা করতে যান না। তার কিছু বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই আপনি এখনই আমাদের সাথে চলুন। ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে তার বাজে সন্দেহ দূরীভূত হোক”। হানী ভেতরে গেলেন এবং হযরত মুসলিমকে পুরো ব্যাপার অবহিত করলেন। অতঃপর তৈরী হয়ে তাঁদের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ‘দার“ল ইমারাত’ (রাজ প্রসাদ)-এর

অভ্যন্ড়রে পৌঁছে ইবন যিয়াদকে সালাম দিলেন। কিন্তু ইবন যিয়াদ সালামের উত্তর দিল না। হানী এরূপ নিয়ম বহির্ভূত আচরণে বিস্মিত হলেন। মনে মনে খটকা ও আশংকা বোধ করলেন। কিছুক্ষণ ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। নিরবতা ভেঙ্গে অবশেষে ইবন যিয়াদ বলতে লাগল, "হানী, এটা কেমন কথা? তুমি মুসলিম ইবন আক্বীলকে তোমারই ঘরে লুকিয়ে রেখেছ? আর প্রতিদিন তোমার ঘরে আমীরল মু'মিনীন ইয়াজিদ এর হুকুমতের বিরদ্ধে পরিকল্পনা করা হচ্ছে? অস্ত্রশস্ত্র কেনাও হচ্ছে, মানুষদের কাছ থেকে যুদ্ধের জন্য অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে"? হানী বললেন, "কথাগুলো সম্পূর্ণ ভুল"। ইবন যিয়াদ তখনই ঐ গুপ্তচর মুআক্কালকে তলব করল। মুআক্কাল উপস্থিত হলে জিজ্ঞেস করল, "একে চিনতে পারছ"? মুআক্কালকে দেখেই হানীর আক্কেল গুড়ুম! তখন তিনি বুঝতে পারলেন, এ পাপিষ্ট ভক্তি-প্রেমের অন্ড়রালে শত্রতা ও গোয়েন্দাগিরিই করে যাচ্ছিল। এরূপ প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে আর কোন কথাই অস্বীকার করার উপায় ছিল না। কাজেই তিনি সবকিছু স্বীকার করে সাফ সাফ বলে দিলেন, 'আল-াহর শপথ, আমি মুসলিমকে নিজ থেকে ডেকে আনিনি। তিনি আমাকে এটাও জানিয়ে রাখেননি যে, তিনি আমার কাছে আসছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে যখন তিনি আমার দরজায় উপস্থিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, তখন চক্ষুলজ্জায় আমি রাসূল-খান্দানের একজন বুযুর্গ ব্যক্তিকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারিনি। এখন আমি তোমাকে প্রতিশ্রতি দিচ্ছি, তুমি যা চাও জামিন রাখতে পার, আমি এখনই গিয়ে তাঁকে আমার ঘর থেকে বের করে দিচ্ছি, যাতে তিনি যেদিকে খুশী চলে যেতে পারেন। তারপরই আমি তোমার কাছে ফিরে আসছি। অন্ড়ত এটুকু সময় আমাকে অবকাশ দাও"। ইবন যিয়াদ বলল, "খোদার কসম, তুমি এখান থেকে নড়তেই পারবে না, যতক্ষণ না মুসলিমকে আমার কাছে হস্ড়ান্ড়র করার অঙ্গীকার কর"। হানী বলল "খোদার কসম যে অতিথিকে আমি নিজেই আশ্রয় দিয়ে রেখেছি তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে আমি কখনো তোমার হাতে তুলে, দেবনা"। ইবন যিয়াদ বললো, "আমার হাতে তুলে দিতেই হবে"। হানী বললো, "খোদার শপথ, কখনোই নয়"। বাকবিতন্ডা যখন বেড়ে যেতে লাগল, তখন মুসলিম ইবন আমর আল্ বাহেলী উঠে বলল, 'আমীরের কল্যাণ হোক, আমাকে হানীর সাথে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হোক, "ইবনে যিয়াদ অনুমতি দিলে বাহেলী হানীকে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে একপাশে দাঁড়াল, যাতে ইবন যিয়াদ উভয়কে দেখতে

পায়। বাহেলী হানীকে অনেক বুঝায়ে বলল, "তুমি মুসলিমকে আমীরের হাতে তুলে দাও, অবাধ্য হয়ে নিজের এবং জাতির জন্য ধ্বংস ডেকে এনো না। আমীর তাঁকে হত্যাও করবেন না, তাঁকে কোন কষ্টও দেবেন না"। হানী বললেন, "তাতে তো আমার চরম অপমান আর মানহানী"। বাহেলী বলল, "মানহানির কিছুই নেই"। হানী বললেন, "এখন আমার নিজেরও যথেষ্ট শক্তি, সাহস আছে এবং আমার সাহায্য সহযোগিতার জন্য অনেকেই তৈরী। আল-াহর শপথ, যদি আমি একাও হতাম, আর আমার কোন সাহায্যকারীই না থাকতো তথাপি আমি নিজ আশ্রয়ে রাখা মেহমানকে দুশমনের হাতে তুলে দিতাম না"। বাহেলী তাঁকে বারবার পীড়াপীড়ি আর শপথ দিতেই ছিল, আর হানী বারবারই তা প্রত্যাখ্যান করছিলেন। ইবন যিয়াদ তা দেখে অস্থির হয়ে পড়ল এবং বাহেলীকে বলতে লাগল, "তাকে আমার কাছে নিয়ে আস"। কথামত হানীকে তার কাছে নিয়ে আসা হল। সে ক্রোধান্বিত হয়ে হানীকে বলল, "মুসলিমকে আমার হাতে সঁপে দাও, নচেৎ আমি তোমার গর্দান নেব"। হানী উত্তরে বললেন, "পরিণামে তোমার চার পাশেও তো চকমকে তলোয়ার দেখতে পাবে"। একথা শুনে ইবন যিয়াদ হানীর মুখে উপুর্যপরি দন্ডাঘাত করতে লাগল। ফলে তাঁর নাক মুখ ভেঙ্গে রক্ত গড়িয়ে কাপড় চোপড় পর্যন্ড় রক্তাক্ত হয়ে গেল। হানী একজন সিপাহী থেকে তলোয়ার কেড়ে নিতে হাত বাড়াল, কিন্তু ঐ সিপাহী জোর প্রয়োগে তা ছাড়িয়ে নিল। ইবন যিয়াদ বলল, "এখন তো তুমি নিজের রক্ত ও আমার জন্য বৈধ করে দিলে"। (অর্থাৎ এখন তুমি মৃত্যুদন্ডের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছ) অতঃপর নির্দেশ দিল- "একে একটা কামরায় নিয়ে বন্দী করে রাখো আর পাহারা বসাও। "ঘটনা দৃষ্টে আসমা ইবন খারেজা উঠে দাঁড়াল এবং ইবন যিয়াদের উদ্দেশ্য বলল, "দাগাবাজ, ছেড়ে দাও তাকে। তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছ তাঁকে এনে দিতে। যখন আমি তাঁকে এনে হাজির করলাম, তুমি তাঁকে আঘাত করেছ এবং তাঁকে রক্তাক্ত করে ছেড়েছ। আবার তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করছ"। ইবন যিয়াদ বলল, তাকেও বন্দী কর এবং প্রহার কর। কথামত সিপাহীরা তাঁকেও অনেক মারধর করল এবং শেষমেষ বন্দী করে রাখল। মুহাম্মদ বিন আশআস বলল, "আমীর যাই করেন, আমরা তো তাতেই সন্তুষ্ট"।

শহরে গুজব রটে গেল যে, হানীকে হত্যা করা হয়েছে। এ গুজব ছড়িয়ে পড়লে হানীর গোত্রের সহস্র লোক 'প্রতিশোধ প্রতিশোধ'-এর শে-াগান তুলে সমবেত

হয়ে গেল, আর রাজ প্রাসাদ অবরোধ করে ফেলল। ঐ গোত্রের সর্দার আমর ইবন হাজ্জাজ উদাত্ত কণ্ঠে বলতে লাগল, "আমি হজ্জাজের পুত্র আমর। আমার সাথে রয়েছে, মাযহাজ গোত্রের বীরযোদ্ধারা। আমরা কখনও আনুগত্যের বরখেলাফ করিনি এবং বিচ্ছিন্নতাও অবলম্বন করিনি। তারপরও আমাদের সর্দারকে কতল করা হয়েছে। আমরা এ হত্যাকান্ডের বদলা নেব"। সমবেত বীর জওয়ানরা আবারও 'প্রতিশোধ প্রতিশোধ' শে-াগানের প্রতিধ্বনি তুলল। ইবন যিয়াদ এই বিরূপ পরিস্থিতি দেখে অত্যন্ড় ভয় পেয়ে গেল। সে কাযী শুরাইহকে বলল, "আপনি হানীকে প্রথমে স্বচক্ষে দেখে নিন, তারপর হানীর স্বগোত্রীয়দের বলুন যে, সে জীবিতই আছে; তার কতল হওয়ার গুজব মিথ্যা"। কাযী ছাহেব হানীকে দেখতে গেলেন। হানী নিজ গোত্রের লোকদের শোর হট্টগোল শুনতে ছিলেন। তিনি কাযী ছাহেবকে দেখে বললেন, "এ আওয়াজ আমার গোত্রের লোকদেরই। আপনি তাদেরকে আমার অবস্থা বর্ণনা করে শুধু এটুকু বলে দিন যে, যদি দশজন লোকও এ মুহুর্তে ভেতরে এসে যেতে পারে, তবে আমি মুক্ত হতে পারি। সে সময়ও তাঁর রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। কাযী ছাহেব বেরিয়ে আসলে ইবন যিয়াদ তার বিশেষ এক গুপ্তচর হামিদ বিন বকর আহ্মরীকে সাথে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, আপনি লোকদের শুধ এটুকু বলবেন যে, হানী জীবিত আছ"। কাযী ছাহেব বর্ণনা করেন, "খোদার কসম, যদি সেই গুপ্তচর আমার সাথে না থাকতো তবে হানীর বার্তা আমি অবশ্যই তাঁর গোত্রের লোকদের নিকট পৌঁছে দিতাম মোট কথা কাযী ছাহেব লোকদের সামনে এসে বললেন, 'হানী জীবিত আছে, তার নিহত হওয়ার যে সংবাদ তোমরা শুনেছ, সেটা ভুল। "কাযী ছাহেবের স্বাক্ষ্য শুনে লোকেরা বলল, 'যদি তাঁকে কতল না করা হয়, তবে আল-াহর শোকর"। এরপর সবাই চলে গেল।

এদিকে হযরত মুসলিম (রা.) 'আবদুল-াহ ইবন হাযেমকে রাজ প্রাসাদের দিকে পাঠালেন এ বলে যে, "যাও, দেখে আস হানীর কী দশা হল"। তিনি গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং হযরত মুসলিমকে এসে বললেন, ইবন যিয়াদ হানীকে প্রহারে প্রহারে জখম করে ছেড়েছে। এখন তিনি বন্দী অবস্থায় আছেন। হানীর গোত্রীয় মহিলারা সে সময় আর্তনাদ আহজারী করতে থাকে হযরত মুসলিম 'আবদুল-াহ ইবন হাযেমকে বললেন, 'জাতি আজ বিপন্ন'-বলে আহ্বান কর এবং নিজের সাহায্যকারীদের ঐক্যবদ্ধ কর। "যেইমাত্র তিনি আহ্বান জানালেন, তখন এই মুহুর্তের জন্য অপেক্ষমান চারহাজার লোক যাঁরা

আহলে বায়তের একান্ড় প্রেমিক আশে পাশের জায়গাগুলোতে লুকিয়ে থেকেছিল তারা সকলেই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসল। মুহুর্তের মধ্যেই এ আওয়াজ সমগ্র কুফায় ছড়িয়ে পড়ল। এবং যারা ইমাম মুসলিমের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিল সকলেই জমায়েত হয়ে গেল।

আঠার হাজার লোক সাথে নিয়ে হযরত মুসলিম এগিয়ে গেলেন এবং রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করলেন। আর লোকজনও অবরোধকারীদের সাথে যোগ দিতে লাগলে এ সংখ্যা চলি-শ হাজারে উপনীত হল। এরা সবাই ইবন যিয়াদ এবং তার বাবাকে নিন্দা জানাতে লাগল।

ইবন যিয়াদের নিকট সে সময় শুধুমাত্র পঞ্চাশজন উপস্থিত ছিল। ত্রিশজন পুলিশ এবং বিশজন শীর্ষস্থানীয় কুফাবাসী। এ ছাড়া প্রতিরক্ষার জন্য অন্য কোন শক্তি ছিল না। সে ভীষণ শংকিত হয়ে পড়ল এবং রাজপ্রাসাদের মূল দরজা বন্ধ করিয়ে দিল।

সেই মুহুর্তে পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, যদি হযরত মুসলিম আক্রমণের নির্দেশ দিতেন, তখনই রাজ প্রাসাদ অধিকৃত হয়ে যেত এবং ইবন যিয়াদ ও তার সাথীদের জান বাঁচানোর কোন উপয় থাকত না। আর এই বাহিনীই বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত এগিয়ে যেত এবং এক সময় ইয়াজিদের আধিপত্যকে কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু তিনি হামলা করার নির্দেশ দিলেন না।

যদিও ইয়াজিদ এবং ইবন যিয়াদের শত্রুতা দিবালোকের চেয়েও স্পষ্ট ছিল; তার পরেও কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করা শ্রেয় মনে করলেন। তিনি এ অপেক্ষায় ছিলেন যে, প্রথমতঃ কথাবার্তার মাধ্যমে শেষ চেষ্টা করা যাক, হয়তোবা সমঝোতার কোন পন্থা সৃষ্টি হতে পারে। এতে করে মুসলমানদের মধ্যে খুন রক্তপাত থেকে অব্যাহতি মিলবে। কিন্তু এই অবকাশ শত্রুদের পক্ষেই লাভজনক সাব্যস্থ হল। ইবন যিয়াদ সে সুযোগকে কাজে লাগাল। কুফার প্রভাবশালী যারা তার কাছে ছিল, তাদের পরামর্শ দিল এভাবে যে 'তোমরা প্রাসাদের চুড়ায় আরোহন করে নিজ নিজ গোত্রের লোকদের আমার এবং ইয়াজিদের পক্ষাবলম্বনে পুরস্কার ও সযোগ-সুবিধা লোভ-লালসা দেখাও। এছাড়া বিরুদ্ধাচরণ করলে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া ও কঠিন শাস্তির ভয় দেখাও। তাদের এটাও শুনিয়ে দাও যে, শাম (সিরিয়া) থেকে ইয়াজিদের সৈন্যরা ইতোমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে, যারা অবশ্যই পৌঁছে যাবে। তখনকার

পরিণতি একবার ভেবে দেখতে বলো। মোট কথা যে ভাবেই হোক মুসলিম থেকে তাদের পৃথক করে দাও’।

যথানির্দেশ কাসীর ইবন শিহাব হারেসী, মুহাম্মদ ইবন আশআস, কা‘কা‘ ইবন শুর যুহলী, শবছ ইবন রবয়ী‘ তমিমী, হাজর ইবন জুবাইর ইজলী, শিমর ইবন যিলজওশন দ্বাবাবী প্রমুখ রাজ প্রাসাদের ছাদে চড়ে লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল।

“উপস্থিত জনতা ! তোমরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাও। অরাজকতা ও হানাহানি ছড়াবে না। নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা। আমীরুল মু’মিনীন ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনী সিরিয়া (তদানীন্তন শাম) থেকে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে। তোমরা কোন ভাবেই তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না। আমীর ইবন যিয়াদ আল-াহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যদি তোমরা এখনই ফিরে না যাও, নেহায়াৎ লড়াই করতেই উদ্যত হয়ে থাক, তবে তিনি তোমাদের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করবেন, তোমাদের কঠোরতম শাস্তি দিবেন। তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের কতল করা হবে, ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়া হবে। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হবে। তোমরা নিজেদের পরিণতির কথা ভেবে দেখ, যদি তোমরা তার অনুগত হয়ে ফিরে যাও, তবে তিনি তোমাদের সম্মান-সম্ভ্রম ও পুরষ্কার, বখ্শিশ দিয়ে ধন্য করবেন। তোমরা নিজেদের ও আমাদের অবস্থার উপর দয়া কর। এখনই নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাও”।

কুফার নেতৃস্থানীয় এই লোকদের ভীতি সঞ্চারক বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে লোকগুলো ক্রমে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করল। নারী পুরুষ সবাই নিজেদের ভাই-পুত্রদের ডেকে ডেকে বুঝাতে এবং দলছুট হওয়ার জন্য বাধ্য করতে শুরু করে দিল। মানুষ ফিরে যেতে শুরু করল। দশজন এদিকে, বিশজন ওদিকে, এভাবে লোকেরা তাঁর (ইমাম মুসলিম) সঙ্গ ছেড়ে দিতে লাগল। ক্রমান্বয়ে মাগরিবের নামাযের সময় মাত্র ত্রিশজন লোক হযরত মুসলিমের সাথে থাকল। যখন তিনি সাহায্যে আসা লোকদের এ অকৃতজ্ঞসুলভ আচরণ ও বেঈমানী করতে দেখলেন, তখন অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। নামায আদায়ের পর ঐ ত্রিশজন লোককে সাথে নিয়ে তিনি কান্দাহ্ মহল-ার দিকে ফিরে চললেন। ওই মহল-া পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে ঐ ত্রিশজনও একে একে সটকে পড়ল। সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লেন তিনি। নিদারুণ অসহায়

অবস্থা! যে শুভাকাংখীর দরজায় যান, তা বন্ধ দেখতে পান। সমগ্র শহর জুড়ে এমন একটি নিরাপদ জায়গা খুঁজে পেলেন না তিনি, যেখানে নিঃশঙ্ক চিত্তে রাতটা কাটাতে পারেন।

বায়‘আত এবং ওয়াদা দিয়ে ডাকলে যাঁরা হায়
একাই তিনি, আশ পাশে ওই বন্ধুরা কোথায়?
লাজ শরমের বারাই গেল, কুফারে তোর আজ
কৃতজ্ঞতার অকাল হলো, বিশ্বাসে নেই কাজ।
ঝুলছে তালা এই কুফাতে সকল দরজায়
সবগুলো ঘর বন্ধ হলো কাঁসের সে শঙ্কায়।
লুকিয়ে গেল যারাই তাঁকে জানায় আমন্ত্রণ
ডেকে সবাই মুখ লুকালো কুফার জনগণ।
একটি রাতে এতই সে প্রেম, উধাও হল সব
পরীক্ষাতে চুপ হল সেই ভালবাসার রব।

আফসোস! এই কুফাবাসীরা তো আহলে বায়তের সেই প্রেমিক, আলী (রা.)-এর সেই অনুরাগী, যারা অসংখ্য চিঠি ও প্রতিনিধি পাঠিয়ে এবং সীমাহীন ভক্তি প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁকে এখানে ডেকে এনেছিলে, এরাতো সেই জনগোষ্টি, যারা বড় বড় শপথ করে বায়‘আত নিয়েছিল এই বলে যে, ‘আমরা জান মাল সর্বস্ব উৎসর্গ করে দেব। কিন্তু আপনার সঙ্গ কখনো ছাড়ব না’। আর আজ কী অবস্থা! সাধারণ ধমক শুনে আর পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লালসায় তাঁকে ত্যাগ করে গেল। ঘরে ঢুকে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

রাসূল- খান্দানের এক প্রিয় প্রদীপ, ইমামে ‘আলী মকাম হোসাইন (রা.)-এর প্রতিনিধি, অনুজ বিজনদেশে বান্ধবহীন পথিক হয়ে বড়ই পেরেশান! কোথায় যাবেন? এই বিমর্ষতার সাথে আরো একটি উদ্বেগ যোগ হয়ে তাঁকে আরো বিচলিত করে তুলল। তিনি ভাবছেন- আমি তো ইমাম হোসাইন (রা.)কে চিঠি লিখে দিয়েছি। এতে তাঁকে এখানে আসতে ও জোর সুপারিশ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইমাম আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন না। আর নিশ্চিত সপরিবারেই তিনি তাশরীফ নিয়ে আসবেন। তখন? এই কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে কোন বিপদের সম্মুখীন করে দেবে?

কোথায় বাহক, আমার সালাম পৌঁছাবে তাঁরে,
বার্তা আমার পৌঁছে দেবে তাঁর বরাবরে?

বিজন দেশে রই যে একা, নাইকো সহচর
সহায়হীনের খবর নিবে তাহার বরাবর।
এমন জ্বালায় জ্বলছিল সেই মুসলিমের অন্দ্ড়র
এমন সময় স্মরণ আসে শহীদি রাহবর।
ব্যথার ভারে বুক ভেঙ্গে যায়, নিজেরে ধমকায়
আফসোস্ তুই লিখলি চিঠি, ডাকলি কেন তায়।
সেই কুফারই অধিবাসীর ভক্তি, মহব্বত
অনেক অনেক, বলেই আমি দিয়েছি সেই ‘খত’।
হয়তো এখন পৌঁছে গেছে পত্র ও সালাম
শান্দ্ড় মনে সবাই সাথে এগুচ্ছেন ইমাম।
নাই ফিরাবেন তিনি আমার এমনি এ পয়গাম
হলেন বুঝি রওনা সবার সাথে সেই ইমাম।
হায়রে হেথায় আসবে তাঁহার পরে বালার ঢেউ
দুঃখ যাতনা আসবে কত জানবে না সে কেউ।

সেই চিন্দ্ড়ায় নিজকে হারিয়ে হযরত মুসলিম যারপর নাই শঙ্কিত অবস্থায় ছিলেন। ‘ত্বাওআ’ নামী এক মহিলাকে নিজ ঘরের চৌকাঠে বসে থাকতে দেখলেন। মহিলা নিজ পুত্রের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তার কাছে পানি চাইলেন। মহিলা পানি এনে দিলে তিনি পান করলেন, পানির পেয়ালা ভেতরে রেখে মহিলা আবার বাইরে আসলে দেখতে পেলেন, তিনি সেখানেই বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল-াহর বান্দা, আপনি কি পানি পান করেননি?” উত্তরে বললেন, “হ্যাঁ, পান করেছি”। তখন মহিলা বললেন, “তবে এখন আপন ঘরে যান! ইমাম মুসলিমকে নিরুত্তর দেখে মহিলা তিনবার একই কথা বললেন। মহিলা এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, “রাতের বেলা আমার ঘরের সামনে আপনার এভাবে বসে থাকা উচিত নয়, আমি আবারও বলছি আপনি আপনার পথ দেখুন”। এবার তিনি বললেন, “এই শহরে আমার ঘর বা ঠিকানা নেই। একজন মুসাফির আমি! এই মুহুর্তে কঠিন বিপদে পড়েছি। এই দুরাবস্থায় আপনি কি আমার সাথে একটু সদাচরণ করতে পারেন? হয়তো কোন এক সময়ে আমি তার প্রতিদান দিতে পারব। নয়তো আল-াহ্ ও রাসূল তাঁর বদলা আপনাকে দেবেন”। মহিলা শুধালেন, “কীরূপ সদাচরণ?” তিনি বলতে লাগলেন, “আমি মুসলিম ইবন আক্বীল। কুফাবাসীরা আমার সাথে

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা সবাই প্রতারণা করে আমার সঙ্গ ত্যাগ করেছে। এখন আমার কী দশা আপনি নিজেই দেখছেন। আমার জন্য এমন কোন জায়গা নেই, যাতে আমি রাত কাটাতে পারি, মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, “আপনিই মুসলিম ইবন আক্বীল?” তিনি উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ”। খোদাভীর ঐ নেক্কার মহিলা তাঁকে ভেতরে ডেকে আনলেন এবং ঘরের একটি কামরায় তাঁর জন্য বিছানা পেতে দিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করলেন। মহিলা খাবার পরিবেশন করলে তিনি খাবার নিলেন না। আর ঐ মহিলাকে দোয়া করলেন।

ওদিকে ইবন যিয়াদ যখন জানতে পারল যে, সকল কুফাবাসী ইমাম মুসলিমের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে, এখন আর কেউ তাঁর সঙ্গে নেই, তখন সে ঘোষণা দিল, “মুসলিমকে যে-ই আশ্রয় দেবে, তার নিস্ড়্গর নেই। আর যে তাকে গ্রেফতার করে আনবে অথবা গ্রেফতার করিয়ে দেবে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে”। এই ঘোষণার পর পুলিশ প্রধান (আই,জি) হুসাইন বিন নুমাইরকে নির্দেশ দিল, শহরের বহিঃ যোগাযোগ বন্ধ করে অলি গলিতে লোক নিয়োগ করে দাও, আর ঘরে ঘরে তল-াশি চালাও, খবরদার! এই ব্যক্তি (মুসলিম) যেন কোন রাস্ড়া দিয়ে কোন উপায়েই বেরিয়ে যেতে না পারে। যদি এ লোক কোন ভাবে বেরিয়ে যায় আর তুমি আর তুমি তাকে গ্রেফতার করে না আনতে পার, তবে মনে রেখ, তোমারও ভাল হবে না”।

আর এদিকে ত্বাওআ‘ তার যে সন্ড়ানের জন্য অপেক্ষা করছিল সে ফিরে আসল। সে তাঁর মাকে বিশেষ একটি কামরায় বারবার আসা যাওয়া করতে লক্ষ্য করলে তাঁর কারণ জানতে চাইল। মহিলা প্রথমদিকে ব্যাপারটি চুপিয়েছিল, যখন ছেলেটি খুব বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তখন গোপন রাখার অঙ্গীকার নিয়ে ব্যাপারটি তাকে খুলে জানাল। ছেলেটি ছিল নেশাসক্ত ও বখাটে ধরণের।

ইবন যিয়াদের ঐ ঘোষণা জেনে এই নরাধম ছেলেটি মনে মনে খুব খুশীই হচ্ছিল। পুরস্কারের লোভ তার মনে এমনভাবে মাথাচাড়া দিল যে রাত পোহানোই মুশকিল হল। প্রভাত হতেই সে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল আর গিয়ে সোজা আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন আশআসের নিকট উপস্থিত হল। ইবন আশআস ইবন যিয়াদের নিকট গভর্নর হাউসের রাজ প্রাসাদে থাকত আবদুর রহমান গিয়ে তার পিতাকে একদিকে ডেকে নিয়ে সবকিছু সবিস্ড়ারে

বলল। ইবন আশআস তা ইবন যিয়াদকে জানাল। এভাবেই ইবন যিয়াদ মুসলিম ইবন আক্বীলের সন্ধান পেয়ে যায়।
ইবন যিয়াদ তখনই মুহাম্মদ ইবন আশআসকে জর―রী নির্দেশ দিয়ে বলল, “এখনই যাও, মুসলিমকে গ্রেফতার করে আমার কাছে উপস্থিত কর”। আর বনু কায়েস গোত্রের সত্তর কিংবা আশিজন লোক দিয়ে আমর বিন ওবায়দুল-াহ ইবন আব্বাস সলমীকেও তার সাথে পাঠিয়ে দিল তারা সবাই ঐ মহিলার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে তা ঘেরাও করে ফেলল। মুসলিম ইবন আক্বীলকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে কিছু লোক তরবারি নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তিনি তাদের প্রতিহত করে বের করে দিলেন। তারা পুনরায় ঢুকে আরো ভয়ঙ্কর হামলা চালায়। তিনিও অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে তাদের দমন করে আবারও ঘর থেকে বের করে দিলেন। এভাবে তিনি তাদের শক্ত মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। পরিণামে বহুলোক হতাহত হল। এই ফাঁকে বকীর ইবন হামরান আহমরী নামে এক পাষন্ড তাঁর চেহারা লক্ষ্য করে এমনভাবে হামলা করে বসল যে তাতে তাঁর উপরে নীচে উভয় ওষ্টদ্বয় কাটা পড়ে এবং সামনের দুটি দাঁত ও ভেঙ্গে যায়। হযরত মুসলিম তাঁর মাথায় আঘাত করলে তা ফেটে যায়। দ্বিতীয় একটি আঘাত তার কাঁধে এমন ভাবে করলেন যে তলোয়ার তার বুক পর্যন্ড় এসে যায়। যখন লোকগুলো তাঁর বীরত্ব ও বাহাদুরীর প্রমাণ পেল তখন তাঁর রক্তপাগল তরবারী এবং হায়দারী আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সবাই বাইরে পালিয়ে গেল। আর কিছু লোক ঘরের ছাদে উঠে উপর থেকে তাঁর উপর ইট-পাটকেল, পাথর এবং কাঠে আগুন লাগিয়ে তা ছুঁড়ে মারতে লাগল। যখন তিনি তাদের এ কাপুর―ষোচিত নিয়মে লড়তে দেখলেন, তখন তলোয়ার নিয়ে ঘরের বাইরে গলিতে চলে আসলেন, আর বাইরে গিয়ে তাদের সাথে বীরদর্পে লড়তে লাগলেন।

বীর পুর―ষের জেহাদ-জোশে অবাক হেরে রণাঙ্গন,
তেজ দেখি-তাই বীর হাশেমীর খোদার হাতে সমর্পন।
বাড়ায় যখন খঞ্জরে হাত ইবন ‘আলীর ভাই সে বীর,
দস্যু দলে টিকবে কত সামনে এলে এই অসি’র।
সব কাপুর―ষ যুদ্ধ ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে তাই পালায়,
হামরানের ওই পুত্র বিকির পেছন হতে কোপ চালায়
হঠাৎ কোপে বীরতনয়ের চেহারা হল খুন-রঙিন।

চোয়াল কাটে দু’দাঁত ভাঙ্গে, পৃথিবীটা হয় অচিন।
অসির তেগে টুকরো হয়ে হাওয়ার ওড়ে শত্র“গণ
সত্যপ্রিয়-স্পৃহা কী, সেদিন হেরে এ দুশমন।

মুহাম্মদ ইবন আশআস যখন তাঁর বীরত্ব এবং নিজ সাথীদের ভীর“তা আর দূর্বলতার আন্দাজ করল তখন সে আবারও প্রতারণার জাল বিস্তার করল। আগ বাড়িয়ে সে বলতে লাগল, “আপনি একাকী কতক্ষণ লড়বেন? অহেতুক নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলবেন না। আপনার জন্য নিরাপত্তা নিয়েই আমরা এসেছি। আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি আমাদের মধ্যে পরস্পর তরবারী চালনা হোক-সেটা আমাদের কারো কাম্য নয়। তবে উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, আপনি ইবন যিয়াদের কাছে চলুন, পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে সবকিছুর মিটমাট হয়ে যাক”।

কিন্তু তিনি নিম্নবর্ণিত শে‘য়ের আবৃত্তি করতে করতে বরাবর সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন,

اقسمت لا اقتل الا حرا + وان رأيت الموت شيئا نكرا
كن امر يوما ملاق سرا + ويخلط البارد سخنا مرا
رد شعاع الشمس فاستقرا + اخاف ان اكذب او اغرا

মুক্ত, স্বাধীন যোদ্ধা ছাড়া কাটবোনা-মোর এই শপথ,
মৃত্যু আসে অনেক জ্বালায়’ যদিই বা রয় সেই নিয়ত।
সব লোকেরই সামনে আসে দুঃখ জ্বালা একটি দিন,
ঠান্ডা, মিঠে উষ্ণ, তেঁতো চাখতে হবে সেই সে দিন।
সূর্যের আলোর সত্যটাও দেয় ফিরিয়ে লোক যখন,
মিথ্যা এবং ধোঁকার ভয়ে থাকবো না তো-নই সে জন।

ইবন আশআস নিশ্চয়তা দিয়ে বলল, “কেউ আপনার সাথে মিথ্যা ও বলবে না কিংবা ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেবে না। আপনার সাথে কেউ না মারামারি করবে, না কেউ আপনাকে হত্যা করবে। এরা সবাই আপনার ভ্রাতৃ-স্বজন। হযরত মুসলিম লড়াই করতে করতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। শক্তিও প্রায় নিঃশেষ, এজন্যে ঐ ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, “যুদ্ধ আমারও অভিপ্রায় নয়। আমার সাথে যখন চলি-শ হাজার যোদ্ধা ছিল, গভর্নর হাউস অবর“দ্ধ করে ফেলেছিলাম, তখনও আমি যুদ্ধে জড়াইনি। অপেক্ষায় ছিলাম আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোন সমঝোতায়

উপনীত হলে রক্তপাত হবে না”। ইবন আশআস আরো কাছে এসে বলল, “আপনাকে তো নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে”। তিনি বললেন, ‘আমার জন্য নিরাপত্তা? ইবন আশআস এর সাথে সমস্বরে সবাই বলল, “হ্যাঁ আপনার জন্য নিরাপত্তা আছে”। কিন্তু, আমর বিন ওবায়দুল-াহ সলমী একথায় একমত হতে পারল না।

যাহোক এভাবে তাঁকে এক খচ্চরের পিঠে চড়ানো হল এবং তাঁর কাছ থেকে তরবারী কেড়ে নেয়া হল। তরবারী কেড়ে নেয়াতে তিনি নিজ নিরাপত্তার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়লেন। চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। বললেন, “এটা প্রথম ধোঁকা”। ইবন আশআস আবারও আশ্বাস এবং নিশ্চয়তা জানাল “আপনি নিরাপদ, আপনার কোনই ক্ষতি হবে না”। তিনি বললেন, “এখন আর কিসের নিরাপত্তা? এখন শুধু আশার কুহক। তোমরা আমার তরবারি ছিনিয়ে নিয়েছ, এখন আমি হাত-পা বিহীন অসহায়”। এ বলে তিনি অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন এবং পড়তে লাগলেন “ইন্নালিল-াহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন”।

তাঁকে কাঁদতে দেখে আমর বিন ওবায়দুল-াহ শে-ষের সঙ্গে বলল, “কাঁদছেন কেন? হুকুমত ও খেলাফতের দাবীদার হয়ে যে ব্যক্তি বিপক্ষের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, বিপদে ভীত হয়ে কান্না করাতো তার উচিত নয়”। উত্তরে তিনি বললেন, “আমি নিজের জন্য কাঁদছি না, বরং আমার পরিবার-পরিজন, হোসাইন (রা.) এবং তাঁর পরিবারের জন্য কাঁদছি। যিনি তোমাদের আমন্ত্রণেই ছুটে আসছেন এখানে, এ ভাবনাতেই আমার কান্না আসছে। ভাবছি, তাঁর উপর কী ভয়ানক বিপদ আসছে”।

“বলেন মুসলিম “রোদন নয় তো, আমার কান্না সে তার জন্য,
হোসাইন ইবন ‘আলী আসছেন, লিপির আহ্বান পেয়েই হন্য।
আমার যাত্রা ধরায় অন্তিম, কাবায় ছাড়ছেন সে তাঁর যাত্রা,
আমার কান্না সে এই ভাবনা অনড় ভাগ্য, কি এক মাত্রা !
প্রলয়-সদৃশ সে দৃশ্যই আজ কাঁদায় এমনি বারংবার যে,
আমার জন্যই প্রমাদ গুনবে পবিত্র এক পরিবার সে”।

তিনি মুহাম্মদ বিন আশআসকে বললেন, ‘আমি দেখতে পাচ্ছি যে, অনতি বিলম্বেই তোমরা নিজের দেয়া নিরাপত্তার কথা রক্ষা করতে অপারগ হয়ে যাবে। অন্তত আমার সাথে এটুকু সদ্ব্যবহার কর যে, কোন উপায়ে ইমামে

‘আলী মকাম ইমাম হোসাইন (রা.)-এর নিকট আমার এ অবস্থার বিবরণ দিয়ে একটি বার্তা প্রেরণ করে দাও যে, কুফাবাসী ভক্তরা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, প্রতারণা করেছে। এরাতো সেই কুফাবাসী যাদের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে মুক্তিলাভের জন্য আপনার বুযুর্গ পিতা মৃত্যু অথবা হত্যা কামনা করতেন। এরা মিথ্যুক তাদের কাছে কখনোই আসবেন না; বরং নিজ পরিবার-পরিজনসহ সহসা ফিরে যান”। ইবন আশআস বলল, “খোদার কসম, আমি অবশ্যই এটা করব”। অবশ্যই সে তার ওয়াদা পূরণ করেছিল।

ইবন আশআস হযরত মুসলিমকে নিয়ে গভর্নর হাউসে পৌঁছল। তাঁকে দরজার নিকট রেখে সে ভিতরে ঢুকল। ইবন যিয়াদের কাছে পূর্বাপর সকল ঘটনা বর্ণনা করল। আর বলল, “আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি”। ইবন যিয়াদ বলল, “তুমি নিরাপত্তা দেয়ার কে? আমি তোমাদের শুধুমাত্র গ্রেফতার করার জন্যই পাঠিয়েছিলাম। নিরাপত্তা ঘোষণার জন্য তো নয়” ইবন আশআস নিরুত্তর হয়ে রইল।

হযরত মুসলিম (রা.)-এর ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছিল। গভর্নর হাউসের দরজার সামনে ঠান্ডা পানি ভর্তি কলসী দেখতে পেয়ে বললেন, “আমাকে এ কলসী থেকে একটু পানি পান করাও”। মুসলিম ইবন আমর বাহেলী বলল, দেখছ, কেমন ঠান্ডা পানি? কিন্তু খোদার কসম, তোমাকে এর থেকে একটি ফোঁটাও দেব না। এখন তো তোমার ভাগ্যে জাহান্নামের ফুটন্ড় পানিই রয়েছে”। তিনি শুধালেন, “তুমি কে?” সে উত্তর দিল, আমি সেই ব্যক্তি, যে সত্য চিনেছে, যখন তুমি তা ত্যাগ করেছ, আমি সেই ব্যক্তি, যে মুসলিম উম্মাহ্ এবং ইমামের শুভাকাংখী, যখন তুমি হয়েছিলে অবাধ্য এবং বিদ্রোহী। (মাআযাল-াহ) আমি মুসলিম ইবন আমর বাহেলী”। তিনি বললেন, “খোদা এমন করুন, যেন তোমার মা তোমার উপর ক্রন্দন করে! কেমন দূরাচার আর পাষন্ড তুমি? হে বাহেলার বাচ্চা, জাহান্নামের আগুন এবং গরম পানির জন্য আমার চেয়ে তুমিই অধিক উপযুক্ত”।

তাঁর করুণ দশা দেখে আম্মার ইবন আকাবার মায়া হল। তিনি তার গোলামকে পাঠিয়ে দিলেন। সে ঠান্ডা পানির একটি মোটকা ও পেয়ালা নিয়ে আসল। পেয়ালা ভর্তি করে তাঁকে পানি দিল। পানিতে মুখ দিতেই তাঁর চেহারা বেয়ে রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। পানি রক্তে লাল হল। গোলাম দ্বিতীয় পেয়ালা দিল। তাও রক্তে পূর্ণ হয়ে গেল। তৃতীয় বারও দেয়া হল। যখন পান

করতে লাগলেন, তখন সামনের পাটির উৎপাটিত দাঁত মোবারক পেয়ালায় পড়ে গেল। তিনি বললেন, "আলহামদুলিল-াহ্ আমার অদৃষ্টে আর দুনিয়ার পানি নেই"। এ ঘটনার পরে ঐ তৃষ্ণার্ত অবস্থায়, যখন তাঁর মুখাবয়ব এবং কাপড়চোপড় রক্তে আলুথালু ছিল, তাঁকে ইবন যিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি নিয়ম মাফিক তাকে সালাম জানালেন না। এক সিপাহী বলে উঠল, "তুমি আমীরকে সালাম করলে না?" তিনি বললেন, "আমীর যদি আমাকে কতল করতে চায় তো তাকে আমার সালাম দেয়া হবে না। যদি কতলের ইচ্ছা না থাকে, তবে তাকে সালাম জানাতে পারি"। ইবন যিয়াদ বলল, "সন্দেহ নেই যে, আমি তোমাকে অবশ্যই কতল করব"। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যিই কি?" বলল, "হ্যাঁ"। তিনি বললেন, "বেশ তো, তবে আমাকে এতটুকু অবকাশ দাও, যাতে আমি স্বগোত্রের কাউকে কিছু অসিয়ত (অন্িড্গম উপদেশ) করব"। বললো, "হ্যাঁ" করতে পার"। তিনি আমর বিন সা'দকে বললেন, "তোমার আমার মধ্যে আত্মীয়তা আছে, এ কারণে আমি আলাদা স্থানে তোমাকে কিছু বলতে চাই"। ইবন সা'দ উঠে তাঁর সাথে একপাশে চলে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, "আমি কুফার অমুক ব্যক্তি থেকে ৭০০/- দিরহাম কর্জ নিয়ে নিজ প্রয়োজনে খরচ করেছি। ঐ কর্জ শোধ করে দেয়া, কতলের পর আমার লাশ দাফন করা এবং হযরত হোসাইনের নিকট কাউকে পাঠিয়ে দেয়া, যে তাঁকে রাস্ড়া থেকে ফিরিয়ে দেবে"।

ইবন সা'দ ইবন যিয়াদের কাছে অসিয়তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। ইবন যিয়াদ বলল, "কর্জ সম্পর্কে যে অসিয়ত, সে ব্যাপারে তোমার করণীয় নিজস্ব (অর্থাৎ সে তোমার ইচ্ছার উপর) যেমনটি তুমি চাও, হোসাইনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ড় হল, তিনি যদি এখানে এসে না পড়েন, তবে আমরা তাঁর পিছু নেব না, যদি এসেই পড়েন, তবে তাঁকে ছেড়ে দেব না"।

হযরত মুসলিম (রা.) এবং ইবন যিয়াদ :[৩৭৯]

এর পরে ইবন যিয়াদ হযরত মুসলিমকে বলল, "এ পর্যন্ড় মানুষ একমত ও পরস্পর ঐক্যবদ্ধই ছিল। তুমি এসে বিচ্ছিন্নতা এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমাদের বির"দ্ধে তাদের উত্তেজিত করে তুলেছ"। তিনি বললেন,

---

[৩৭৯]. মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত খ. ১, পৃ. ৫০-৬১।

"কখনও না, আমি এজন্য আসিনি। বরং এ এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য হল তোমার বাবাই তাদের বুযুর্গ ও নেককার লোকদের হত্যা করেছে এবং রক্তপাত করেছে। তাছাড়া তাদের উপর কায়সর ও কিসরা (রোম পারস্যের অধিকর্তা) এর মত শাসন চালিয়েছে। এ কারণেই লোকেরা আমাকে আহ্বান জানিয়েছে। আমি মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করার প্রতি আহ্বান জানাতে এখানে এসেছি"। ইবন যিয়াদ একথা শুনেই রেগে উঠল। বলল, "রে দূরাচার, (মা আযাল-াহ) পাপিষ্ঠ হয়ে এই দাবী করছ! যে সময় মদীনায় বসে শরাব পান করতে ঐ সময় খেয়ালে আসেনি যে, মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে?" তিনি বললেন, "কী আমি শরাব পান করতাম? খোদার কসম, আল-াহ উত্তম জানেন, আর তোমার নিজেরও নিশ্চিত জানা আছে যে, তুমি মিথ্যা বলছো, আমাকে নাপাক অপবাদে কলুষিত করছ! আমি কখনোই এমন নই। শরাবখোর বা শরাবী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে নিরপরাধ মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করে, নিছক ব্যক্তিগত শত্র্েতা, হিংসা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাদের হত্যা করে, যাঁদের হত্যা-করা আল-াহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন, আর ঐ জুলুম নির্যাতনকে যারা খেল-তামাশা মনে করে"।

ইবন যিয়াদ বলল, "খোদা আমাকে ধ্বংস কর্ক, যদি না আমি তোমাকে এমনভাবে কতল করি, যেমনিভাবে ইসলামে আজতক কেউ কতল হয়নি"। তিনি বললেন, "সন্দেহ নেই, ইসলামে তেমনি মন্দও অনিষ্টকর প্রবর্তন করার জন্য তোমার চেয়ে অধিক যোগ্য কেউ নেই। হ্যাঁ, তুমি আমাকে অত্যন্ড় ঘৃণ্য প্রক্রিয়া কতল করবে, নিষ্ঠুরভাবে আমার অঙ্গছেদন করবে, কোন মন্দ ব্যবহারই পরিহার করবে না, কারণ এসবই তোমার জন্য অধিকতর মানানসই"। এমন তিক্ত সত্যের অবতারণায় ইবন যিয়াদ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ল। পাপিষ্ঠ তাঁকে তাঁর পিতা হযরত আক্বীলকে হযরত 'আলী ও হোসাইন (রা.) কে গালিগালাজ করতে শুর্ করল। তিনি চুপচাপ রইলেন, তার সাথে আর কোন কথা বললেন না।

ইমাম মুসলিম (রা.)-এর শাহাদত :

এর পরের ঘটনা ইবন যিয়াদ জল-াদকে ডেকে হুকুম দিল "যাও, একে মহলের ছাদে নিয়ে হত্যা কর। এর শরীর ও মাথা বিচ্ছিন্ন করে উপর থেকে এমনভাবে নিচে নিক্ষেপ করবে যাতে হাড়গোড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়"। তিনি

(হযরত মুসলিম) ইবন আশআসকে বললেন, “যদি তুমি নিরাপত্তার কথা না বলতে, তবে এত সহজপন্থায় আমি তার করায়ত্ত হতাম না। এখন আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তোমার তরবারি উঠাও, আর দায়মুক্ত হও”। ইবন আশআস চুপ হয়ে থাকল।

জল-াদ তাঁকে মহলের ছাদে নিয়ে গেল। সে সময় তার মুখে ছিল আল-াহর পবিত্রতা ও মহত্বের জয়গান ও দর“দ সালামের জপনা। আর স্বগতঃ বলছিলেন,

“হে আল-াহ, আমার এবং এ সব লোকদের মাঝে তুমিই ফয়সালা বিধানকারী, যারা আমার সাথে মিথ্যার বেসাতি করেছে, আমাকে ধোঁকায় ফেলেছে, আর আমাকে একাকী পরিত্যাগ করেছে, সবশেষে আমাকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। অšিড়মযাত্রায় জ্যোতির্ময় চেহারা মক্কা মুকাররমার দিকে ফিরায়ে রাখলেন, ইমাম হোসাইনকে ভেবে মুক্ত বাতাসে নিবেদন করলেন এই পংক্তিমালা-

খোদার লাগি হে ভোরের হাওয়া, কা‘বার সকাশে একটু বয়ে যা।
নবীর আওলাদ হোসাইন যেথা রয়, খুঁজে নে তাঁর তুই সারা শহর ময়।
নিয়ে যাবি মোর সালাম তাঁরি পায়-খুলে বলিস, আমি আছি কী দশায়,
কুফাবাসীর এই জুলুম শুনাবি, আমার শাহাদত, তাও না লুকাবি।
এ অকৃতজ্ঞ, যালিম কুফীরা, ফিরে যেন যান, বলে দিবি, যা।
বলবি, “মজলুম! কথাটি শুনবেন, খোদার লাগি ওই দিকে না চাইবেন।
হলো এ ‘মুসলিম’ চরণে কুরবান, আরামে যাক তাঁর কা‘বায় দিনমান।

অতঃপর জল-াদ উপর্যপরি আঘাতে কুপিয়ে তাঁকে শহীদ করে দিল। (ইন্নালিল-াহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) তাঁর পবিত্র ধড় ও মাথা মোবারক আলাদাভাবে উপর থেকে নিক্ষেপ করে দিল।

হযরত মুসলিম (রা.)-এর দুই পুত্র : [৩৮০]

হযরত মুসলিম গভর্নর হাউস ঘেরাওকালীন কারো মতে ত্বাওআ‘র ঘরে অবস্থানকালীন সময়ে নিজের ছোট দুই পুত্রকে কাযী শুরাইহের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে কোন উপায়ে তাদের দুজনকে নিরাপদে নবীজির শহর

---

৩৮০. মুহাম্মদ শফী‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬২-৭৪।

পবিত্র মদীনায় পৌঁছে দেওয়া হয়। যখন হযরত মুসলিম শহীদ হয়ে গেলেন, কাযী ছাহেব তাঁর দুই পুত্রকে ডেকে আদর করলেন, সজলনেত্রে তাদের মাথায় হাত বুলালেন। এ আচরণ দেখে, তারা জিজ্ঞেস করলেন, "চাচাজান, আপনার চোখে পানি? আপনি এভাবে আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন! আমরা আবার এতিম হয়ে যাইনি তো?" কাযী ছাহেব বোবা কান্নায় বাষ্পর"দ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, বাবা, হ্যাঁ, প্রিয় বৎসরা, তোমাদের আব্বাজানকে শহীদ করা হয়েছে"। একথা শোনার সাথে সাথে উভয় শাহজাদার উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। "واابتاه و اغزبياه" (বাবা! আমাদের কী হবে!) বিলাপ করতে করতে একজন অপরকে গলাগলিতে, ক্রন্দনে অস্থির হয়ে পড়ল। কাযী শুরাইহ অবোধ বালকদের বললেন, "দুর্মতি ইবন যিয়াদের কাছ থেকে আমি তোমাদের জন্য ভাল কিছু আশা করি না। এখানে থাকাও তোমাদের জন্য নিরাপদ নয়। আমি চাই, যেভাবে হোক তোমাদের জীবনটা যেন রক্ষা হয়। আর তোমরা নিরাপদে মদীনা মুনাওওয়ারাহ্ পৌঁছে যেতে পার"।

অসহায় পরদেশে ইয়াতীম হয়ে যাওয়া কচি কোমল বালকদ্বয়ের দুঃখ যাতনার সীমা রইল না। একদিকে পিতৃবিয়োগের মর্ম যাতনা, অপরদিকে নিজেদের জীবন নাশের সমূহ আশংকা, রাসূলকাননের পুষ্প নন্দন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

মনের দুঃখে শরা'র মুখেও বিলাপ, হায়
কাবাব সম এ হৃদয় ঝলসে কী চিন্ড়ায়!

এ মুহূর্তে কাযী ছাহেবের সামনে দু'টি অনাথ ইয়াতীমের জান-বাঁচানোর সমস্যা! ভেবে চিন্ড়ে তিনি স্বীয় পুত্র আসাদকে ডেকে বললেন, "আমি শুনেছি আজ 'বাবুল ইরাকাইন' (জায়গা) থেকে একটি কাফেলা মদীনা মুনাওয়ারাহ্ রওনা হবে। এ দুজনকে সেখানে নিয়ে যাও। তম্মধ্যে আহলে বায়তের অনুরক্ত কোন সহানুভূতিশীল ব্যক্তির হাতে তাদের তুলে দেবে। তাঁকে সার্বিক পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে বলবে, আর তাদের নিরাপদে মদীনা মুনাওয়ারাহ্য় পৌঁছে দিতে জোর দিয়ে বলবে"। আসাদ তাদের দুজনাকে নিয়ে বাবুল ইরাকাইন আসল। এসে জানতে পারল ঐ কাফেলা কিছু আগেই রওনা হয়ে গেছে। সে ঐ দুজনকে নিয়ে একই পথে চলতে শুর" করল। চলতে চলতে কিছুদূর গিয়ে যাত্রীদের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। সে তাদের দু'জনকে বলল, "দেখ, এই তাদের পায়ের ছাপ, তারা বেশী দূরে নয়, তোমরা একটু দ্র"ত হেঁটে গিয়ে তাদের সাথে মিলে যেও। আর শোন, নিজেদের ব্যাপারে কাউকে

কিছু বলবে না এবং কাফেলা থেকেও বিচ্ছিন্ন হবে না। আমি এখন ফিরে যাই”। আসাদ ফিরে আসল। বালকদ্বয় দ্রুত চলতে লাগল। কিছু দূর গিয়ে তারা কাফেলার ঐ পদচিহ্ন আর খুঁজে পেল না। পথিক দলের খোঁজও আর পেল না। ফুলের মত কচি দু’টি ইয়াতীম বালক নিঃসঙ্গ ভূবনে বিজনদেশে দারুন একাকী হয়ে পড়ল। অত্যন্ড় কাতরচিত্তে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেই লাগল, দয়া দক্ষিণায়- লালনকারী মা বাবার কথা স্মরণ করে আরো উতলা, উদ্বেলিত হয়ে পড়লো।

ছোট তাদের জীবন জুড়ে দেখেনি যা দুঃখ হায়,
তা দেখে বুক ভাঙ্গবে বটেই, এমন দুঃখ কজন পায়!
কোমল বুকে আর আসেনি এমনি আঘাত, যন্ত্রণা,
রক্তে গড়ায় পিতার সে লাশ! কঠিন সে কী দৃশ্য না!
ছোট দু’টি নয়নযুগল অশ্রুতে যে খুন ঝরায়,
কোমল প্রাণে রক্তক্ষরণ! ব্যক্ত করি কোন্ ভাষায়!

ওদিকে ইবন যিয়াদ জানতে পারল যে, হযরত মুসলিম (রা.)-এর সাথে তাঁর দু’টি ছেলে মুহাম্মদ এবং ইবরাহীমও এসেছিল। এও সে জেনে নিল যে তারা দু’জন কুফাতেই কারো ঘরে আত্মগোপন করে আছে। কাজেই সে দূরাচার ঘোষণা জারী করল যে, যে ব্যক্তি মুসলিমের দুই ছেলেকে আমার নিকট এনে দেবে সে পুরস্কার পাবে। আর যে ব্যক্তি তাদের লুকিয়ে রাখবে অথবা এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে সাহায্য করবে, সে কঠিন শাস্ড়ির সম্মুখীন হবে।

ইবন যিয়াদের এই ঘোষণা পেয়ে ধন সম্পদের মোহগ্রস্থ কিছু সিপাহী ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ল। তারা সামান্য মেহনত করতঃ খুঁজতে গিয়েই ইমাম মুসলিম (রা.)-এর শিশু পুত্রদ্বয়কে পেয়ে গেল। সাথে সাথে পাকড়াও করে ইবন যিয়াদের পুলিশ অফিসারের হাতে সোপর্দ করে দিল পুলিশ এদেরকে ইবন যিয়াদের নিকট নিয়ে আসল। ইবন যিয়াদ হুকুম দিল; এদের দুইজনকে আপাতত জেলে বন্দি করে রাখা হোক, তাদের সম্পর্কে আমি ইয়াজিদ এর কাছ থেকে সিদ্ধান্ড় জেনে নেব। ইয়াজিদের নির্দেশ মোতাবেক তাদের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মাশকুর নামী জেলের এক সুপারিন্টেন্ডেন্ট পরহেজগার ও আহলে বায়তের অনুরক্ত ছিলেন। পিতৃহীন দুই অনাথ বালকের এহেন নির্যাতিত ও অসহায় অবস্থা দেখে তাঁর খুবই মায়া হল। তাঁর ঈমানী জযবা (উদ্যম) আন্দোলিত হয়ে

উঠল। মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বললেন, এতিম এই দুই বালককে বাঁচাতেই হবে, চাইতো নিজের জীবন বিপন্ন হোক। প্রতিজ্ঞানুযায়ী রাতের আঁধারে তিনি হযরত আক্বীলের বাগিচার সে দুই ফুলকে জেল থেকে বের করে আনলেন। নিজের ঘরে এনে খাওয়ালেন। অতঃপর শহরের বাইরে কাদেসিয়ার পথে এনে স্মারকচিহ্ন হিসেবে নিজের আংটিটা দিয়ে বললেন, "এই রাস্ড়াটি সোজা কাদেসিয়ায় গিয়েছে। তোমরা এই রাস্ড় ধরেই চলে যাও। সেখানে পৌঁছে কোতোয়ালের (পুলিশ অফিসার) ঠিকানা জেনে নেবে। উনি আমার ভাই, তাঁর সাথে দেখা করে এ আংটিটি দেখিয়ে নিজেদের সব কথা তাঁকে জানাবে। আর বলবে যে, 'আপনি আমাদের মদীনায় পৌঁছিয়ে দিন'। তিনি তোমাদের পূর্ণ নিরাপত্তায় মদীনায় পৌঁছে দেবেন।

বিপদ দেখে দুই ভাই রওনা হয়ে গেল। কিন্তু ভাগ্য ও নিয়তির যে লিখন চুড়ান্ড় হয়ে গেছে, তাকে বান্দার চেষ্টায় কখনো খন্ডন করা যায় না। " لا راد لقضائه و لامعقب لحكمه" (অদৃষ্টের লিখন, না যায় খন্ডন)। দুই ভাই সারাটি রাত ধরে চলতে থাকল; কিন্তু কোথায় কাদেসিয়া? সকালের আলো ফুটলে তারা দেখল, কাদেসিয়ার রাস্ড়ার সেই প্রান্ড়সীমা, যেখান থেকে তাদের চলা শুর— হয়েছিল। অদূরেই একটি গাছ তাদের নজরে পড়ল, যাতে সিন্ধুকের ন্যায় খোল রয়েছে। তার কাছে একটি কুয়াও ছিল গাছটির আড়ালে এসে তারা আশ্রয় নিল। প্রচন্ড ভয় তাদের পেয়ে বসেছিল। কেউ না আবার ধরে তাদের ইবন যিয়াদের কাছে নিয়ে যায়-এ আতঙ্কে বুক দূর— দূর—। এর মধ্যে কুয়া থেকে পানি নেয়ার জন্য কোন বাড়ীর এক দাসী এসে হাজির হল। দু'টি বালককে এই ভাবে বসে থাকতে দেখে সে কাছে আসল। তাদের রূপ-সৌন্দর্য্য ও চেহারায় রাজকীয় আভিজাত্য দেখে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কেগো রাজপুত্তুর? আর লুকিয়ে এখানে বসে আছো কেন?" কর—ণস্বরে বালকদ্বয় বলল, "কী বলে মা আমাদের পরিচয় দেব? আমরা দু'টি পিতৃহীন, এতিম শিশু, আমাদের কেউ নেই, বড়ই নির্যাতিত, পথহারা দু'টি অবোধ মুসাফির!" মেয়েটি আবার শুধালো, 'তোমরা কাদের বাছাধন, কী তোমাদের বাবার নাম?' বাপের নাম জিজ্ঞেস করতেই ছোট হৃদয় ব্যকুল হয়ে চোখ জোড়া অশ্র—সজল হয়ে উঠল। দাসী বলল, "আমার মনে হচ্ছে তোমরা মুসলিম ইবন আক্বীলের ছেলে দু'টিই"। বাবার নাম শুনতেই দুই এতিম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দাসী বলল, আপনারা দুঃখ পাবেন না, শাহ্‌জাদা! আমি এমন একজন মহিলার দাসী

হই, যিনি নবীর খান্দানের সাথে সত্যই ভক্তি-মুহব্বত রাখেন আপনারা মোটেই চিন্ড়া করবেন না। আসুন আমার সাথে চলুন, আপনাদের আমি তাঁর কাছেই নিয়ে যাব। "দু'শাহজাদা দাসীর কথায় রাজী হল দাসী তাদের নিয়ে নিজ মালেকার ঘরে উপস্থিত হল। আর সকল ঘটনা সবিস্ড়ারে জানাল। ভদ্রমহিলা খুব খুশী হলেন। আনন্দের পুরস্কার হিসেবে তিনি ঐ দাসীকে আযাদ (মুক্ত) করে দিলেন। অত্যন্ড় মুহব্বত সহকারে দুই শাহজাদাকে অভ্যর্থনা জানালেন। কচি দু'জোড়া পায়ে ভক্তিতে চুমো খেলেন। দু'টি এতিম বালকের দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে অশ্র"পাত করলেন। এরপরে তাঁদের দু'জনকে সান্ড়না, সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, 'কোন চিন্ড় নেই'। দাসীকে বললেন, এঘটনা যেন গৃহস্বামী হারেসকে ফাঁস না করে।

হারেসের ঘর আলো করে আজ ইউসুফের রূপ আসে,
মুসাফির ওই মেহমান হেরি মৃত্যুর দূত হাসে।
হারেসের বিবি চুমে নেয় দুই জোড়া সেই কচি পা
মেরামত করে ছিন্ন পোষাক পরণেতে ছিল যা।
উনুনে চড়ায় পানির হাড়ি সে দু'চরণ ধুবে তাই,
শয্যা পাতে, বাছা দু'টি আজ একটু ঘুমানো চাই।
নদীর কিনারা, একটি প্রভাত, আতিথ্য ধুম ধামে,
জল-াদ হেরে কুরবানী আর কণ্ঠে ও তেগ নামে।

ওদিকে ইবনে যিয়াদ জানতে পারে যে, মাশকুর জেল থেকে বালক দু'টিকে ছেড়ে দিয়েছে। ইবন যিয়াদ মাশকুরকে তলব করল। আর জিজ্ঞেস করল, "তুমি মুসলিমের ছেলে দু'জনের ব্যাপারে কি করেছ?"। মাশকুর জবাব দেয়, "আমি আল-াহর রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের মুক্ত করে দিয়েছি"। ইবন যিয়াদ বলল, আমাকে ভয় করলে না তুমি?" মাশকুর উত্তরে বলল, "যে আল-াহকে ভয় করে, সে তো আর কাউকে ভয় পায় না"। ইবন যিয়াদ আবার প্রশ্ন করল, "তাদের ছেড়ে দেয়ায় তুমি কি পেয়েছ ?" মাশকুর তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলে, "হে জালিম (অত্যাচারী)! এ দু'টি শিশু বুযুর্গ পিতাকে হত্যা করার কারণে তোমার তো কিছু মিলবে না; কিন্তু নিষ্পাপ এই দু'টি শিশুর কোমল বুকে পিতৃহীনতার কঠিন জ্বালা নিয়েও যারা বন্দীত্বের দূর্দশায় নিপতিত, তাদের ছেড়ে দিতে পেরে আমি তাদের মহান পূর্ব পুর"ষের শাফা'আত (সুপারিশ) তো কামনা করি। হুযুর ছদরে কাওনাইন, সাইয়্যিদে সাকালাইন জনাব মুহাম্মদ মুস্ড়

াফা সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আমার এ খেদমত তো কবুল করবেন। আমাকে শাফা‘আত দিয়ে ধন্য করবেন। যখন তুমি মহান সে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকবে”। ইবন যিয়াদ ক্রোধান্বিত হয়ে বলতে লাগল, “আমি তোমাকে এখনই তার শাস্ড়ি দিচ্ছি”। মাশকুর বলল, “উত্তম, আমার হাজারটিও যদি প্রাণ থাকে তবে তা নবীর আওলাদের জন্য উৎসর্গকৃত।

আছি আমি তার সে পথে বাঁচা মরার চিন্ড়া নেই,
তার তরে প্রাণ তুচ্ছ, কিছু অদেয় নেই, কিচ্ছু নেই।
একটি প্রাণে অর্ঘ্য কি হয়? থাকতো যদি হাজার প্রাণ,
একটি বারে বিলিয়ে দিতাম তৃপ্ত বদন এ অম্-ান।

ইবন যিয়াদ জল-াদকে হুকুম দিল, “একে প্রথমে দোররা (চাবুক) মারতে থাক। এভাবে যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়, এরপর দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিও। জল-াদ চাবুক মারতে শুর“ করল”। প্রথম ঘায়ে মাশকুর পড়ল “বিসমিল-াহির রাহমানির রাহীম”। দ্বিতীয় আঘাতে বলে উঠল “আল-াহ আমাকে ধৈর্য্য দিন”। তৃতীয় দফা আঘাতে বলল, ইলাহী, আমার অপরাধ মার্জনা করে দিন”। চতুথর্ত আঘাত আসলে বলল, “হে আল-াহ, খান্দানে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর ভালবাসার কারণে আমাকে এ শাস্ড়ি দেয়া হচ্ছে”। পঞ্চম বারের আঘাতে মাশকুর ফরিয়াদ জানাল, “হে আল-াহ আমাকে রাসূলুল-াহ এবং আহলে বায়তের নিকট পৌঁছিয়ে দিন”। এরপর মাশকুর ক্রমশ নিরব, নিথর হয়ে গেল, জল-াদ তার কাজ সম্পন্ন করল। ইন্না লিল-াহে .... রাজিউন।

শান্ড়ির কাননে সে আত্মার বিচরণ,
তাঁর সেই সমাধিতে ফুল, নূর আগমন।

ও দিকে পূণ্যশীলা সেই মহিলা সারাটি দিন দুই শাহজাদার সেবা ও আপ্যায়নে মশগুল থাকলেন। রাতের বেলা তাদের আলাদা একটি কামরায় শোবার ব্যবস্থা করে নিজ ঘরে আসলেন। কিছুক্ষণ পর তার স্বামী হারেস ঘরে ফিরল। তাকে খুব ক্লান্ড় পরিশ্রান্ড় দেখে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, “আজ সারাদিন আপনি কোথায় ছিলেন? উত্তরে সে বলতে লাগল, “সকলে কুফার শাসনকর্তা ইবন যিয়াদের কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়েই জানলাম যে জেল দারোগা মাশকুর নাকি মুসলিম বিন আক্বীলের ছেলে দু’টিকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে আমীর ঘোষণা দিয়েছে, তাদের দু’জনকে যে ব্যক্তি ধরে এনে

দিতে পারবে অথবা তাদের সন্ধান দিতে পারবে, তাদের ঘোড়াসহ প্রভূত সম্পদ পুরষ্কার দেয়া হবে। ঘোষণা পেয়ে বহু লোক তাদের খোঁজে বেরিয়েছে। আমিও তাদেরকেই খুঁজতে চারদিকে চষে বেরিয়েছি। আর এতটাই দৌড়াদৌড়ি করেছি যে, আমার ঘোড়ারও দফারফা করেছি। নিরূপায় পায়ে হাঁটাহাটি করেই তাদের খুঁজতে হয়েছে। কারণেই আজ ক্লান্িড়র শেষ হয়েছে, শরীর জর্জরিত!" বিবি তাকে বুঝাতে লাগলেন, "ওগো আল-াহর বান্দা, আল-াহকে একটু ভয়তো কর""ন। রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বংশের বাচ্ছা দু'টির ব্যাপারে আপনার এত ব্যস্ড়তা কী?" হারেস বলল, "তুমি চুপ করো তো ! তোমার তো জানা নেই, ইবন যিয়াদ ঐ ব্যক্তিকেই প্রচুর ধনরাজি বখশিশ দেবার ওয়াদা করেছে, সে এই ছেলেদের তার কাছে পৌঁছিয়ে দেবে অথবা তাদের সন্ধান দিতে পারবে"। স্ত্রী বলে উঠ, "কত না কমবখত তারা, যারা দুনিয়ার ধন-সম্পদের লোভে দু'টি এতিম শিশুকে দুশমনের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টায় রয়েছে, পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে পরকাল ধ্বংস করে দিচ্ছে!" হারেস বলল, "তোমার সে ব্যাপারে এত মাথা ব্যাথা কিসের? তুমি আমার খাবার নিয়ে আস"। স্ত্রী খাবার নিয়ে আসলে সে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মধ্যরাত। বড়ভাই মুহাম্মদ বিন মুসলিম স্বপ্ন দেখে বিচলিত ভাবে জেগে উঠল। ছোট ভাই ইবরাহীমকে জাগিয়ে তুলে বলল, "ভাইটি আমার ! এটা ঘুমোবার সময় নয়। উঠে তৈরী হয়ে নাও, আমাদের সময় একদম ফুরিয়ে এসেছে। এখনই আমি স্বপ্নে দেখলাম। দৃশ্যটা এরকম- আমাদের আব্বাজান, রাসূলাল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম, হযরত 'আলী, হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা এবং হাসান মুজতাবা (রা.)-এর সাথে বেহেস্ড়ে পায়চারী করছেন। হঠাৎ রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আমাদের দু'জনকে দেখে আব্বাজানকে বললেন, মুসলিম, তুমি চলে এলে আর বাচ্চা দু'টিকে জালিমদের মাঝে রেখেই এলে? আমাদের দিকে তাকিয়ে আব্বাজান বললেন, ইয়া রাসূলাল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আমার ছেলেরা তো আসছেই।

স্বপ্নের বিবরণ শুনেই ছোট ভাই বড়জনের মুখে মুখ লাগিয়ে বলে উঠল واويلاه وا مسلماه! (হায়রে মুসীবত! হায়রে আব্বা!) আর কান্না শুর"" করে দিল। বড় ভাইয়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। গভীর বেদনায় আর্তনাদ ও চিৎকার দিয়ে

কাঁদতে লাগল। তাদের চিৎকার ক্রন্দনের আওয়াজে দূর্মতি হারেসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিবিকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কাদের কান্নার আওয়াজ? আমার ঘরে এরা কারা যারা এভাবে কাঁদছে?" স্ত্রী বেচারী ভয় পেয়ে গেল। কোন উত্তর দিতে পারলনা। ঐ জালিম নিজেই উঠে বাতি জালাল। যে কামরা থেকে কান্নার শব্দ আসছিল, সেদিকেই এগিয়ে গেল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল, দু'টি বাচ্চা গলাগলি করে 'আব্বা' 'আব্বা' করে অস্থির হয়ে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কারা?" যেহেতু তারা বুঝেই নিয়েছিল যে, এটা একজন ভক্তের ঘর, বিপদে পরম আশ্রয় এবং গৃহবাসীরা আমাদের পরম হিতৈষী। কাজেই না ভেবেই সাফ বলে দিল, "আমরা মুসলিম ইবন আক্বীলের সন্-ান"। হারেস বলল, "অদ্ভুত! আমিতো সারা দিন তোমাদের খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। এমনকি আমার ঘোড়াটারও দম ফুরিয়ে গেল। আর তোমরা আমারই ঘরে" একথা শুনে এবং জালিমের হাবভাব দেখে তারা ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল, পেরেশানীর প্রতিচ্ছবি যেন। মহিলা যখন স্বামীর এমন পাষ-তা আর নির্মমতা দেখলেন, তখন তার পায়ে মাথা রেখে কাকুতি মিনতিসহ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "পরদেশী এই অসহায় এতিমদের প্রতি একটু দয়া কর-ন"।

এতিম শিশু, একটু খানি দাও আশ্রয়, সম্মানিত এঁদের প্রতি হও সদয়।
দুইটি শিশু বিরহী, খুব যন্ত্রণায়, বিজন দেশে অনাথ তারা, সেই সহায়।
তাদের মারার চিন্-াটা দাও দূর করে, অভিশাপের ভয় করো হে অন্-রে।

দূরাচার বলতে লাগল, "খবরদার, প্রাণের মায়া থাকে তো একদম চুপ! নির-পায় মহিলা চুপ করে থাকেন। হারেস দরজায় তালা লাগিয়ে দিল যাতে স্ত্রী-তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে না পারে।

ভোর হতেই পাষ- তলোয়ার হাতে নিল। শিশু দু'টিকে নিয়ে বের হল। স্ত্রী দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। খালি পায়ে পেছনে পেছনে দৌঁড়াতে লাগলেন আর অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন, "স্বামী, আল-াহকে ভয় কর-ন, এতিম শিশুর প্রতি দয়া কর-ন।

আঁধার চিরে প্রভাত আলো ফুটল চারিদিক,
চললো জালিম হেঁচড়ে তাদের বেহুঁশ দিকবিদিক।
পূণ্যবতী কলজে চেরা চেঁচিয়ে দৌঁড়ায়,
মেরো না, হে জালিম, এরা এতিম অসহায়।
কাফনপরা মা ফাতিমার কান্না শোনা যায়,

বাঁচতে দাও এই পুষ্প দু’টি নবীর বাগিচায়।

স্ত্রীর বুকফাটা কান্না জালিম হারেসের মনে দাগ কাটতে পারল না। বরং তাঁকেও মারতে দৌঁড়ল। বেচারী রি ‍পায় হয়ে থেমে গেল। দূরাচার হারেসের একটা গৃহভৃত্য ছিল, যে তার স্ত্রীর দুধ পান করেছিল। সে যখন ঘটনা বুঝতে পারল, তখন পিছু দৌঁড়াতে লাগল। যখন হারেসের নিকট পৌঁছল, তখন হারেস তাকে বলল, “ছেলে দু’টিকে কেউ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার আশংকা আছে। তাহলে বিরাট পুরস্কার থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে যাব। কাজেই এই নাও তরবারী, এদেরকে এখনই খতম করে দাও”। গোলাম বলল, “আমি নিষ্পাপ দু’টি শিশুকে কী করে হত্যা করব?” হারেস কঠোর হয়ে বলল, “যা বলছি তা-ই কর”। সে অস্বীকার করল।

এদিক কিংবা ওদিক বলা বান্দার নেই হক

মুনিব যখন আছে দাসে করে কি বকবক?

বলল, “তাদের হত্যা করার দুঃসাহস আমার নেই। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র আত্মার কাছে বড়ই লজ্জাবোধ হচ্ছে। তাঁরই খান্দানের দু’টি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে কাল কিয়ামতের দিন কোন মুখ নিয়ে আমি তার সামনে দাঁড়াব?” হারেস ক্রোধোম্মত্ত হয়ে বলল, “যদি তুই তাদের কতল করতে না চাস তো আমিই তোকে কতল করছি”। সে বলল, “আমাকে হত্যা করার আগে আমি তোমার খেল খতম করে দেব”। হারেস ছিল যুদ্ধ বিদ্যায় পারঙ্গম রণকুশলী। আচানক আগবাড়িয়ে সে গোলামটির মাথার চুল ঝাপটে ধরল। গোলাম ও তার দাড়ি টেনে ধরল। গড়াগড়ি করে উভয়ে বিশ্রী রকম দ্বন্দে অবতীর্ণ হল। শেষ দিকে জালিম তার গোলামকে গুর ‍তর জখম করে ধরাশায়ী করে দিল। ইত্যবসরে তার স্ত্রী ও পুত্র দু’ইজনই এসে হাজির। তার পুত্র তাকে বলল, “বাবা, এ গোলাম তো আমার দুধভাই। তাকে এভাবে মারতে তোমার এতটুকু লজ্জা হল না?” পাপিষ্ট তার পুত্রের কথায় কান দিল না। রাগের মাথায় গোলামের উপর এমন এক আঘাত করে বসল যাতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে তার আত্মা বেহেস্ড়ে উড়াল দিল। তখন বেটা তার বাপকে বলল, “বাবা, তোমার চেয়ে পাষাণদিল আর দূরাচার আর কাউকে তো আমি দেখিনি”। হারেস বলল, “মুখ বন্ধ কর বেটা, এই নে তলোয়ার, আর এ বাচ্চা দু’টিকে খতম কর”। ছেলে বলল, “খোদার কসম, এ কাজ আমি কখনো করব না। আর তোমাকেও তা

করতে দেব না"। হারেসের বিবি আবারও অনুনয় করল। "এই নির্দোষ বাচ্চা দু'টির খুনের দায় নিজের মাথায় নেবেন না। যদি তাদের ছেড়েই না দেবেন, তবে এতটুকু তো মানুন, তাদের খুনে নিজ হাত রঞ্জিত করবেন না। নেহায়েত যদি নাই ছেড়ে-দেন অন্ড়ত ইবন যিয়াদের কাছে তাদেরকে জ্যান্ড় নিয়ে যান। উদ্দেশ্য তো সেভাবেও পূরণ হতে পারে"। সে বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে যে, যখনই কুফাবাসী এদের দেখবে, তখন হৈ হট্টগোল করে তাদেরকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। তখন তো আমার পরিশ্রম বৃথা"। পরিশেষে ঐ পাষন্ড খোলা তরবারী উদ্যত করে রাসূল কাননের পুষ্প দু'টিকে নিধন করতে তাদের দিকে এগিয়ে আসল।

সামনে যখন দেখলো তারা জালিম দূরাচার,
দুই এতিমের মাথায় খোলা, চকচকে তরবার।
ভয় পেয়ে খুব হটতে থাকে, বলতে থাকে আর,
"নির্দোষে তো দয়া কর, এতিম যে লাচার।
ছোট শিশু নির্যাতিত, নই যে, কেউ সহায়",
জালিম বলে, 'চুপ করো, মোর কাজ কি সে দয়ায়।

সে মূহুর্তে বিবি দৌঁড়ে এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে যান। বলতে থাকেন, "হে জালিম আল-াহকে ভয় কর, আখিরাতের আযাবকে ভয় কর"। ঐ জালিম স্ত্রীকেও আঘাত করে বসল। মারাত্মক জখম হয়ে পূণ্যবতী স্ত্রী ঢলে পড়লেন আর ছটফট করতে থাকেন। রক্তাক্ত দেহে মাকে ধুলায় লুটোপুটি খেতে দেখে ছেলেটি ছুটে আসে। বাপের হাত চেপে ধরে সে বলে উঠল, "বাবা, হুঁশে ফিরে আস, তোমার কী হয়ে গেল?" ঐ পাষন্ড তার ছেলেকেও এক আঘাতে মৃত্যুর বিছানায় চিরতরে শুইয়ে দিল। মা যখন দেখলেন, তার চোখের সামনেই প্রিয়তম পুত্র নিজ পিতার তলোয়ারেই নিহত হয়ে গেল, তখন মায়ের মন সে দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। প্রচন্ড মানসিক আঘাতে হৃদ ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সে পূণ্যাত্মা রমনীও বেহেশতের যাত্রী হয়ে গেল।

এবার সেই পাষন্ড, আবারও ছেলে দু'টির দিকে তেড়ে আসল। এতিমদ্বয় সকরুণ প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, "সত্যিই যদি আপনার এ আশংকা হয়ে থাকে যে আমাদের জীবন্ড় নিয়ে যেতে গেলে লোকজন হৈচৈ করে আমাদের কেড়ে নেবে এবং আপনি পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবেন, তবে চুল, গুফ ন্যাড়া করে গোলাম সাজিয়ে আমাদের বিক্রি করে দিন"। জালেম বলল, "এখন আমি

তোমাদের আর ছাড়ছি না”। বলে যখন তরবারী উদ্যত করল, তখন ছোটটি এগিয়ে এসে বলে উঠল “মারতে হলে প্রথমে আমাকেই মারো”।

বড়জনে সেই সেক্ষণে খুব করে বিনয়-
একটি আর্জি জানাই তোমায় হলে গো সদয়।
মস্ড়ক আমার আগে নিলে পাই শান্ড়ি তায়
ছোট ভাইটি অতি আদরের মরিগো হায়।
যতই খুশী অত্যাচারের দাও রোলার-
তবু না পড়ুক লাশটি ভায়ের চোখে আমার।
সহসা খড়গ নেমে এল বড় জনের পর-
তারার মতই জমিনে খসে ও শির নিথর।
প্রাণহীন সেই দেহটি ছুঁড়লো নদী বুকে-
‘ভাইরে’ আর্ত চিৎকার ছোট ভাই মুখে।
ভাইয়ের মাথাটি শত্র“ হাতে হেরে যখন-
ভাইয়ের রক্তে গড়াগড়ি যায় ছোট রতন।
ওই নরাধম খড়গ হাতেই এগোয় আবার-
ভাইয়েল পেয়ারা ‘ভাই, ভাই’ বলে করে ফুকার।
‘আম্মা, আম্মা’ একবার ফের ‘আব্বাজান’
জল-াদ তবু সংহারে ওই ছোট্ট প্রাণ।
রক্তের দাগ নাই লাগতেই তরবারে-
রক্ত হেথায় মিশল দুয়ের একাকারে।
লাশ দু’টি ওই অত্যাচারী করে পৃথক-
ছুড়ঁলো নদীর বক্ষে জালিম সংহারক।
কোলাকুলি হয়ে যায় বয়ে লাশ নদী বুকে-
ঢেউরা আছঁড়ে চুমলো কদম নিল মুখে।
জল তরঙ্গে মিশে ওরা যায় কাওসারে,
‘আয় আয়’ বলে মুসলিম যেন ডাক পাড়ে।

অতঃপর ঐ জালিম নিষ্পাপ দু’টি শিশুকে শহীদ করে দিল। আর মাথা দু’টো আলাদা করে নিয়ে মস্ড়কবিহীন নিষ্পাপ দেহ দুটো নদীতে নিক্ষেপ করে দিল। তারপর মাথা দুটিকে থলেতে পুরে ইবন যিয়াদের ঠিকানায় রওয়ানা হয়ে গেল। সময় দ্বিপ্রহর। গভর্নর হাউসে প্রবেশ করে ইবন যিয়াদ পর্যন্ড় যেতে সক্ষম

হল। সেখানে পৌঁছে মস্ড়ক ভর্তি থলেটি তার সামনে রাখল ইবন যিয়াদ জানতে চাইল, 'থলেতে কী রয়েছে?' পুলকিত চিত্তে সে বলতে লাগল, "বখশিশ আর মর্যাদার আশায় আপনার শত্র"র শিরচ্ছেদ করে তাই নিয়ে এলাম"। ইবন যিয়াদ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল "শত্র"টা কে?" নরাধম উত্তর দিল, "মুসলিম ইবন আক্বীলের দুই শিশু সন্ড়ান"। রাগতস্বরে ইবন যিয়াদ ধমকে উঠল, "কার হুকুমে কতল করেছিস, তুই? বেটা নচ্ছার, ইয়াজিদের কাছে আমি লিখেছি যে, নির্দেশ পেলে তাদের জীবিতাবস্থায় পাঠিয়ে দেব। এখন যদি তিনি জীবিতই তাদের পাঠাতে বলেন, তো আমি তখন কী করব? তুই তাদের জীবিত আনলি না কেন?" সে উত্তর দিল "আমার আশংকা হচ্ছিল যে শহরবাসীরা হৈ হট্টগোল করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে"। ইবন যিয়াদ বলল, "সে রকম আশংকা থাকলে, নিরাপদ কোন জায়গায় তাদের আটকে রেখে আমাকে খবর দিতে পারতি! আমি নিজের দায়িত্বেই তাদের আনিয়ে নিতাম। আমার হুকুম ছাড়াই তাদের হত্যা করেছিস কেন?" ইবন যিয়াদ তার অমাত্য সভাসদবর্গের প্রতি চোখ বুলায় মুকাতেল নামক এক ব্যক্তিকে আহ্বান করে, "মুকাতেল, এ ব্যক্তি (হারেস)'র গর্দান উড়িয়ে দাও" যথানির্দেশ তার শিরচ্ছেদ করা হল। এভাবে লোভে মত্ত হারেস আল-াহর আয়াত خسر الدنيا و الاخرة - (উভয়জগতে ক্ষতিগ্রস্থ)-এর বাস্ড়বায়ন ঘটালো।

মিলল না তার খোদা, ও না দেবীর দর্শন,
না পেল সে এই দুনিয়া, না সে ওই জীবন।

দুনিয়া থেকে হাত গুটালেন দৌহিত্র রাসূলের,
অঞ্জলীতে ফুল, ধৈর্য ও সন্ড়োষ হাসিলের।

ইস্পাত দৃঢ় পণ সে তোমার চিত্ত অটলের,
জানায় প্রণতি চরণে বীরত্ব সকলের।

ইমাম হোসাইন (রা.)-এর যাত্রা :

পূর্বে বর্ণিত হয়েছিল যে, কুফাবাসীর চিঠিপত্র এবং প্রতিনিধি বৃন্দের আগমনের পরেই ইমামে 'আলী মাকাম হযরত মুসলিম ইবন আক্বীলকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কুফা পাঠিয়েছিলেন। তিনি কুফাবাসীর সীমাহীন ভক্তি মহব্বত দেখে ইমামে 'আলী মাকামের খেদমতে লিখে দিলেন যে, সহস্র লোক ইতোমধ্যেই আমার হাতে বায়'আত নিয়ে ফেলেছে, আর এখানকার অধিবাসীরা আপনার শুভাগমনের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছেন। অতএব আপনি অবিলম্বেই চলে আসুন।

ইমামে 'আলী মাকাম এ সংবাদ পাওয়ার পর কুফা যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। এদিকে কুফায় যে পট-পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সে ব্যাপারে তিনি অবহিত হননি। মক্কাবাসীরা যখন তার প্রস্তুতির কথা জানতে পারলেন, তখন তাঁরা তাঁর কুফায় যাওয়া পছন্দ করলেন না। কেননা তাঁরা কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার কথা ভালভাবেই জানতেন। তাঁদের এটাও জানা ছিল যে, কুফীরা হযরত 'আলী ও হাসান (রা.)-এর সাথে কী আচরণ করেছিল। কাজেই তাঁরা ইমামকে কঠোর ভাবে বাঁধা দিলেন। সর্বপ্রথম তাঁর সমীপে 'উমর ইবন 'আবদুর রহমান মাখযুমী হাজির হয়ে আরজ করলেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাকি কুফায় যাচ্ছেন। এ জন্যে আপনার খেদমতে শুধু হিত কামনার উদ্দেশ্যেই হাজির হয়েছি। যদি অনুমতি পাই তো, কিছু আরজ করব"। তিনি বলেন, "হ্যাঁ, বলুন"। আপনারা তো সত্যিই সমব্যথী এবং অকৃত্রিম সুহৃদ"। তাঁরা আরজ করলেন, "আপনি এমন একটি শহরে যেতে মনস্থ করেছেন, যেখানে ঐ হুকুমতের আমীর ওমরা এবং কর্মচারীরা রয়েছে, যার কবজায় রয়েছে রাজকোষ। আর আপনি এটাও অবগত যে, সাধারণ প্রজারা হচ্ছে দিরহাম ও দীনার (টাকা)-এর গোলাম এজন্যই আমার সংশয় হচ্ছে যে, যারা আপনাকে আহ্বান করেছে এবং আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্র"তি দিয়েছে, তারাই মাল ও দৌলতের লালসায় উল্টো আপনার বির"দ্ধে লড়তে আসবে। কাজেই আপনি কুফায় যবেন না"। ইমামে 'আলী মাকাম তাদের সমবেদনামূলক পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং তাঁদের জন্য দু'আ করলেন। [৩৮১]

---

[৩৮১]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫; ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২১৫।

এরপর হযরত ‘আবদুল-াহ ইবনে ‘আব্বাস (রা.) এসে বলে-ন, “ভাই, মানুষ বলাবলি করছে আপনি নাকি কুফা রওয়ানা হচ্ছেন ? কথাটা কি সত্য ? “তিনি উত্তর দিলেন, জী হ্যাঁ, ইনশাআল-া, আমি দু’এক দিনের মধ্যেই রওয়ানা হব।” ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আপনাকে আল-াহ্‌র দোহাই দিচ্ছি, এমনটি করবেন না। অবশ্য কুফাবাসীরা যদি বর্তমান শাসকের নিয়োজিত গভর্ণরকে কতল এবং শত্র“দের সেখানে থেকে বিতাড়িত করতেন এবং পরিস্থিতির উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতো তবে আপনার যাতায়াতের সিন্ধান্ড় সঠিক হতো, কিন্ডু তারা আপনাকে এমন অবস্থায় আহবান করেছে, পূর্বের আমীর তাদের মাঝে বহাল, হুকুমতও প্রতিষ্ঠিত, সরকারী কর্মচারীরা যথারীতি ট্যাক্সও আদায় করছে। কাজেই আপনি নিশ্চিত জেনে রাখুন, তারা আপনাকে শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের জন্যই ডেকে নিচ্ছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এই আহবানকারীরা আপনার সাথে প্রতারণা করবে, আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, অসহায় অবস্থায় আপনাকে পরিত্যাগ করবে এবং ক্রমে তারা চরম শত্র“তায় লিপ্ত হবে।” তখন ইমাম পাকের মুখে উচ্চারিত হলো, “ফাইন্নী আস্‌তাখীর“ল-াহা ওয়া আনযুর“ মা ইয়াকূনু” অর্থাৎ আমি আল-াহর নিকট কল্যাণের প্রত্যাশা করবো, আর দেখবো, কী হতে যাচ্ছে।”[৩৮২]

তাঁদের পর হযরত ‘আব্দুল-াহ্ ইবনে যুবাইর (রা.) এগিয়ে আসলেন, জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার সিদ্ধান্ড় কি ?” ইমাম উত্তর করলেন, “আমি কুফা যেতে চাচ্ছি, কারণ কুফার মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ এবং আমার শুভকাংখীরা আমাকে আহ্বান করেছেন। আল-াহর কাছে আমি ভালোটা চাই”। ইবন যুবাইর বলেন, ‘আপনার শুভার্থীদের মতো সেখানে আমারও কোন দল থাকতো, তবে আমিও নিশ্চয় যেতাম”। আবার ইবন যুবাইরের খেয়াল হলো যে, আমার কথায় ইমামের মধ্যে আমারই সম্পর্কে কোন সন্দেহ কিংবা কোন খারাপ ধারণা না আবার সৃষ্টি হয়ে যায়, তাই আবার বললেন, “আপনি যদি হেজাযে থেকেই খেলাফত হাসিলের চেষ্টা করেন তো, আমরা সবাই আপনার নিকট বায়‘আত (আনুগত্য প্রকাশ) করবো। আর আপনাকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা দেবো এবং সবরকম সহযোগিতা ও আন্ড়রিকতা দেবো”। ইমাম বললেন, আমি আমার বুযুর্গ আব্বাজান থেকে শুনেছি যে, মক্কা মুকাররামায় এক অসুরের উদ্ভব হবে,

---

[৩৮২]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫; ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২১৬।

যে মক্কা শরীফের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে দেবে। আমি চাইনা যে, ঐ অসুর আমিই হয়ে যাব"। মোট কথা ইবন যুবাইর অনেক পীড়াপীড়ি করলেন, যাতে তিনি হেরমে মক্কাতেই থেকে যান এবং তাঁর সমস্ড় কাজ ইবন যুবাইর সমাধা করে দেবেন। ইমামে 'আলী মাকাম বললেন, "আমার কাছে হেরেমের বাহিরে কতল হওয়া হেরমের ভেতর কতল হওয়া থেকে অধিকতর পছন্দনীয়। মোট কথা তিনিও কোনমতেই হেরমে থাকতে উদ্যোগী হলেন না।[৩৮৩]

ঐদিন সন্ধ্যায় কিংবা পরদিন সকালে হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) আসলেন এবং বললেন, "ভাই, আমি ধৈর্য্য ধারণ করতেই চাই, কিন্তু পারছিনে। কারণ, আপনার এ যাত্রাতে আমি আশংকাগ্রস্থ। ইরাকের লোকেরা এক অকৃতজ্ঞ জাতি। আপনি তাদের কাছে কখনোই যাবেন না; বরং আপনি এ শহরেই অবস্থান কর"ন। আপনি হেযাযবাসীর কর্ণধার। ইরাক বাসীরা যদি তাদের মহব্বতের দাবীতে সৎ হয়ে থাকে এবং বাস্ড়বিকই আপনাকে প্রত্যাশা করে, তবে আপনি তাদের লিখে দিন যে, প্রথমে তারা গভর্নর এবং দুশমনদের শহর থেকে বের করে দিক; এর পর আপনি যান। কিন্তু আপনি যদি নিবৃত্ত না হন এবং এখান থেকে চলে যাওয়া নিতান্ড়ই জর"রী বোধ করেন, তবে আপনি ইয়েমেন চলে যান আর তা হচ্ছে দীর্ঘ এবং প্রশস্ড় একটি অঞ্চল। কিল-াহ্ (দূর্গ) এবং পাহাড় ঘেরা সেখানে আপনার আব্বাজানের অনুরক্তরাও আছেন। স্বতন্ত্র অবস্থানে থেকে মানুষের কাছে নিজ পয়গাম পৌঁছে দেবেন। আশা করা যায় যে, এ প্রক্রিয়ায় আপনি নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে নিজ উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পারবেন"।

ইমামে 'আলী মাকাম বললেন, "আল-াহর শপথ, আমি নিশ্চিত যে, আপনি আমার একজন দরদী ও হিতাকাংখী। কিন্তু এখন তো আমি যাবার জন্য বদ্ধ পরিকর"। ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, "আচ্ছা যেতেই যদি হয়, তবে মেয়েদের এবং বাচ্চাদের সঙ্গে নিবেন না। আমার ভয় হচ্ছে হযরত 'উসমান (রা.)'র মত স্ত্রী-পুত্রদের সামনেই না আপনাকে কতল করে দেয়া হয়"। অতঃপর বললেন, "আপনি ইবন যুবাইর এর জন্য ময়দান খালি করে দিয়ে তাঁর চক্ষু শীতল করছেন"। আপনি থাকতে কেউ তাঁর দিকে ভ্র"ক্ষেপ করার অবকাশ পেতনা। এক ও অদ্বিতীয় আল-াহর শপথ, যদি আমি এটা বুঝতাম

---

[৩৮৩]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫; ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২১৬।

যে, আমি আপনার সাথে সাথে হাতাহাতিতে লিপ্ত হই, এমনকি আমার আপনার তামাশা দেখতে লোক জড়ো হয়ে যায়, আর এতে আপনি আমার কথা রক্ষা করতেন, তবে আমি সেটাও করে ছাড়তাম"। যেহেতু নিয়তি আর অদৃষ্টের বিধিমালা চুড়ান্ড়ই (কার্যকর) হয়ে গেছে, আল-াহর যা ইচ্ছা সেটাই বাস্ড়বায়ন হবে। কাজেই হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.)-এর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ প্রমাণিত হল, শেষতক তিনিও উঠে চলে গেলেন।

অতঃপর হযরত আবূ বকর ইবন হারেস উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন, "আপনার সম্মানিত আব্বাজান খেলাফতের মসনদে ছিলেন, মুসলমানদের প্রায় তাঁর প্রতিই আকৃষ্ট ছিল এবং তাঁর নির্দেশের প্রতি ছিল অবনত মস্ড়কও। এত প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও যখন তিনি মু'য়াবিয়ার মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলেন, তখন জাগতিক লোভলালসায় মানুষ গুলো তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করল, শুধু যে সঙ্গ পরিত্যাগ করল তাই নয়, বরং তাঁর ঘোর বিরোধী হয়ে পড়ল। আল-াহর ইচ্ছারই বাস্ড়বায়ন ঘটলো। তাঁর পরে আপনার ভাইয়ের সাথে ইরাকীরা যা করল, তাও আপনি জানেন। এতসব অভিজ্ঞতার পরে আপনি নিজ পিতা এবং নিজের ভাইয়ের দুশমনদের কাছে এ আশা নিয়ে যাচ্ছেন যে, তারা আপনার সাথে থাকবে। নিশ্চিত জেনে রাখুন, ইরাকীরা দুনিয়ার লোভে এবং সম্পদের মোহে পড়ে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করবে। এসব দুনিয়ার কুত্তারা খুব তাড়াতাড়ি আপনার শত্র্দের সাথে হাত মেলাবে। আপনার ভালবাসা ও সাহায্যের দাবীদাররাই আপনার দুশমন সাব্যস্থ হবে"।

আবু বকর ইবনে হারেসের জোরালো বক্তব্য ও তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ও সিদ্ধান্ড়ের কোন নড়া-চড়া আনতে পারলো না। আর তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আল-াহর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়ে থাকবে"। মোটকথা তাঁর আরও কিছু শুভাকাংখীরা বাধা দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা ও বিফল হলেন। এভাবে তাঁর দৃঢ় ইচ্ছার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসলো না। এমনি ভাবে ৬০ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে আহলে বায়তের নবুয়্যতের কাফেলা মক্কা মুকাররামা হতে রওয়ানা হলেন।

ولما بلغ محمدا مسير اخيه الحسين رضى الله عنهما الى الطف وكان بين يديه طست يتوضا فيه بكى حتى ملا من دموعه۔

এবং যখন মুহাম্মদ (বিন হানাফিয়া)-এর নিকট তাঁর ভাই হোসাইনের কারবালা রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি এতটাই কেঁদেছেন যে, তাঁর সামনে রাখা অজুর পাত্রটা চোখের পানিতে ভরে যায়।[৩৮৪]

আমর ইবন সা‘ঈদ ইবন আস (যিনি ইয়াজিদের পক্ষে মক্কার গভর্নর ছিলেন) তাঁর ভাই ইয়াহইয়া ইবন সা‘ঈদের নেতৃত্বে কিছু ঘোড় সওয়ারকে ইমামের কাফেলাকে বাধা দানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। যথানির্দেশ তারা কঠোর বাধা আরোপ করে। এমনকি তাদের ও ইমামের সঙ্গীদের সাথে মারপিঠ-সংঘর্ষও হয়। তারা আহ্বান জানান, হোসাইন, আপনি কি আল-াহকে ভয় করেন না? মুসলিম জামাত থেকে আপনি নিষ্ক্রান্ড় হচ্ছেন? উম্মতের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন?” তিনি উত্তর দিলেন,

لی عملی و لکم اعمالکم انتم برئیون مما اعمل و انا بری مما تعملون ۔

আমার কর্ম আমারই জন্য, তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। তোমরা আমার কর্ম থেকে মুক্ত, আমি তোমাদের কর্ম থেকে ভিন্ন।

‘সাফ্ফাহ’ নামক জায়গায় আরবের বিখ্যাত কবি ফারাজদাক্ব এর সাথে সাক্ষাৎ হল, তিনি তার কাছ থেকে ইরাকের অবস্থাদি জানতে চাইলেন, তিনি বললেন, আপনি একজন জ্ঞাত ব্যক্তিকেই জিজ্ঞেস করলেন, হযরত তাদের অন্ড়র আপনার সাথে কিন্তু তরবারীতো রয়েছে বনু উমাইয়ার সাথে। তার পরেও ঐশী সিদ্ধান্ড় আসমান থেকেই আসে। আল-াহ যা চান, তা-ই করেন। ইমাম বললেন,

لله الامر ویفعل ما یشاء و کل یوم ربنا فی شان ان نزل القضاء بما نحب
فنحمد الله علی نعمائه و هو المستعان علی اداء الشکر و ان حال القضاء
دون الرجاء فلم یتعد من کان الحق نیته و التقوی سریرته ۔

সর্ববিষয় আল-াহর হাতেই নিহিত, তিনি যা চান, করেন এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রতিদিন রয়েছে নতুন জৌলুস, যদি আসমানী ফয়সালা আমাদের পছন্দের অনুকুলে হয়, হবে আমরা তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করব। আর সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বেলায়ও তিনিই সাহায্যকারী ও সহায়ক। আর যদি ফায়সালা আশানুরূপ না হয়, তবে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য সৎ হয় এবং তাকওয়া

---

[৩৮৪]. শিবলঞ্জী : নুরুল আবচার, পৃ. ১৫৫।

(খোদাভীর"তা) হয় তার রহস্য, সে এটা দেখে না যে, ফয়সালা পক্ষে আছে, না বিপক্ষে।[৩৮৫]

ফারাজদাকের সাথে আলাপ আলোচনার পর ইমামের কাফেলা অগ্রসর হতে লাগল। এমন সময় তাঁর ভাগ্নেদ্বয় হযরত আউন এবং মুহাম্মদ (রা.) তাঁদের পিতা হযরত 'আবদুল-াহ ইবন জা'ফর (রা.)-এর একটা চিঠি নিয়ে আসলেন এবং ইমামকে রাস্ড়ায় পেয়ে চিঠিটা অর্পন করলেন, যাতে লিখা ছিল-

আমি আপনাকে আল-াহর দোহাই দিয়ে অনুনয় করছি, আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্রই আপনি ফিরে আসুন, কেননা আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে আপনার এবং আহলে বায়ত তথা আপনার পরিবার-পরিজনের সর্বনাশ হওয়ার আশংকা রয়েছে। খোদা না কর"ন, আপনার যদি কিছু হয়ে যায়, তবে দ্বীনে ইসলামের আলো তো নিভে যাবে। আর পৃথিবীটা হারিয়ে যাবে চির অন্ধকারে। আপনি হেদায়তের অনুসারী পথপ্রদর্শক, ঈমানদারের আশার আলো, আপনি তাড়াহুড়া করে রওয়ানা হবেন না। চিঠি প্রেরণের পরপর আমি নিজেও আসছি"।

অনুরূপভাবে মক্কা মুকাররমার গভর্নর আমর ইবন সা'দ ইমাম 'আলী মাকাম হোসাইন (রা.) এর নিকট হযরত 'আবদুল-াহ এবং ইয়াহইয়া ইবন সা'দকে চিঠি সহকারে পাঠালেন এবং মক্কায় ফিরে আসার জন্য বললেন, তিনি এ চিঠি পড়লেন এবং ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন, তখন 'আবদুল-াহ বললেন, ব্যাপার কী? আপনি ফিরে না যাওয়ার জন্য এভাবে সিদ্ধান্ড় নিলেন কেন? তখন ইমাম হোসাইন বললেন,[৩৮৬]

انی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المنام و قد امرنی فیها وانا ماض له علی کان اولی فقالا وما تلك الرویا ؟ قال ما حدثت بها احدًا و اما انا محدث بها متی القی ربی -

"আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে স্বপ্নে দেখলাম তিনি আমাকে এমন একটি নির্দেশ দিয়েছেন, যা আমাকে পালন

---

[৩৮৫]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬; ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২১৮; ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৬৬।

[৩৮৬]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২১৯ ; ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭ ; ইবন কসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৬৭।

করতেই হবে। হোক তার ফলাফল আমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে, তারা উভয়ে বললেন, কিন্তু স্বপ্নটা কী? তার উত্তরে ইমাম হোসাইন (রা.) বললেন, সে স্বপ্নের বৃত্তান্ড় আমি কাউকে বর্ণনা করিনি এবং করবও না, যতক্ষণ না আমি আমার প্রভুর সাক্ষাতে মিলিত হই”।

ইমাম হোসাইন (রা.) আমর ইবন সা‘দের চিঠির উত্তরে লিখেন, যার সারসংক্ষেপ হলো[৩৮৭]

যে আল-াহর পক্ষে মানুষকে আহবান করে আর নেক আমলও সম্পাদন করে সে আল-াহ ও রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বির্দ্ধাচরণকারী কিভাবে হতে পারে? নিঃসন্দেহে আমি একজন মুসলমান। আপনি আমাকে নিরাপত্তা সৌজন্য এবং সদাচরণের উদ্দেশ্যে আহবান করছেন, শুনে রাখুন, আল-াহর নিরাপত্তাই সর্বোত্তম নিরাপত্তা। যারা দুনিয়াতে আল-াহকে ভয় করে না, কিয়ামতের দিবসে আল-াহ তাদেরকে নিরাপত্তা দেবেন না। আল-াহর কাছে আমার একান্ড় প্রার্থনা তিনি যেন দুনিয়াতে তাঁকে ভয় করে চলার তাওফীক দেন। যাতে কিয়ামতের দিন তাঁর নিরাপত্তার যোগ্য হতে পারি। এ চিঠি আপনি যদি বাস্ড়বিকই আমার সাথে সৌজন্য ও ভদ্রতার সদুদ্দেশ্যে লিখে থাকেন, তবে আল-াহ তা‘আলা আপনাকে উভয় জগতে উত্তম পুরস্কার দিন, সালামান্ড়ে............... ”

মূলত ইমাম হোসাইন (রা.)কে তাঁর বন্ধগণ খুব বুঝাতে চেয়েছেন যে, আপনি কুফায় যাবেন না, কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্ড়ে অবিচল ছিলেন, কথায় বলে সিদ্ধান্ড়ে স্থীর থাকা বড় কারামত, তিনি দুঃখ কষ্ট বিপদ-আপদ উপেক্ষা করে কুফাবাসীদের প্রতি তাঁর দেয়া অঙ্গিকার পূরণের জন্য কুফা অভিমুখে রওয়ানা হয়েই গেলেন।

এদিকে দুরাচার ইবন যিয়াদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, ইমাম কাফেলাসহ কুফার দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। ফলে ইবন যিয়াদ পুলিশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হাছীন ইবন নুমাইর তামীমীকে নিয়ে তার নীল নকশা তৈয়ার করে ফেলল। তার গোয়েন্দারা ইমাম হোসেনের সব খবর যথাযথভাবে কুফায় পৌঁছাতে থাকল।

---

[৩৮৭]. মুহাম্মদ শফি‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮১।

ইমাম 'আলী মাকাম হাজের নামক স্থানে পৌঁছে সঙ্গী কায়স ইবন মাসহার আস-সাইদাভীকে একখানা চিঠি দিয়ে কুফায় পাঠালেন। কিন্তু রাস্ড়ায় তো পাহারা বসানো আগেই হয়েছিল। ফলে তিনি কাদিসিয়ার নিকট হাছীন ইবন নমাইরের লোকদের হাতে গ্রেফতার হয়ে গেলেন। তারা তাঁকে কুফায় ইবন যিয়াদের নিকট পাঠিয়ে দিল। ইবন যিয়াদ কায়সকে হুকুম দিল "রাজ প্রসাদের চুড়ায় (ছাদে) আরোহন কর আর মিথ্যুকের ছেলে মিথ্যুক (অর্থাৎ হোসাইন ইবন 'আলীকে) গালি দাও"। হযরত কায়েস যথাহুকুম ছাদে উঠে গেলেন এবং জনতার উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইনের আগমনের খবর জানিয়ে দিলো উলঠো ইবন যিয়াদকে গালি মন্দ করল, ফলে ইবন যিয়াদ ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার হুকুম দিল। তাঁকে ছাদের উপর থেকে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হলো, আবদুল মালেক ইবন উমাইর এসে তাঁকে জবাই করে দিল। তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।[৩৮৮]

কিন্তু ইমাম হোসাইনের কাফেলা সামনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, "যুরমাহ" উপত্যকার আগে এক কুপের সন্নিকটে ইমাম হোসাইন (রা.) হযরত 'আবদুল-াহ ইবন মুতী'র দেখা পেলেন। তিনি এগিয়ে এসে ইমামকে সালাম করলেন এবং বললেন, আপনি এখানে কিভাবে আসলেন? ইমাম বিস্ড়ারিত উত্তর দিলেন। 'আবদুল-াহ ইবন মুতী' বললেন, হুজুর আপনি কুফায় যাবেন না। গেলে আপনাকে শহীদ করে দেয়া হবে। ইমাম বললেন, আমাদের উপর কোন বিপদই আসতে পারে না। তবে যা কিনা আল-াহ তা'আলা আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন"।[৩৮৯]

ইমাম হোসাইন (রা.) অতঃপর "যরূদ" নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে অদূরেই একটি তাবু দেখা গেল। খবর নিয়ে জানা গেল এটা যুহাইর ইবন ক্বাইনের। তিনি হজ্জ সমাপন করে কুফায় ফিরছিলেন, ইমাম হোসাইন (রা.) তাকে ডাকলেন প্রথমে তিনি এ আহ্বান অপছন্দ করলেন, পরবর্তীতে যখন জানলেন যে, আহবানকারী স্বয়ং আলে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম। তখন ওইখানে একটি হাদীস স্মরণ হয়ে গেল, খুশীর দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখমন্ডল। তৎক্ষণাৎ নিজের তাবু ইমাম

---

[৩৮৮]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭

[৩৮৯]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭

পাকের তাবুর কাছেই স্থাপন করলেন। বিবিকে তালাক্ব দিয়ে বললেন, "তুমি তোমার ভাইদের সাথে ঘরে চলে যাও"। নিজের সফর সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা চলে যেতে পার, আর যার ইচ্ছে হয় আমার সাথে থাকতে পার"। সবাই তাঁর একান্ড দেখে অবাক হয়ে গেল। তিনি এবার বললেন, শোন, আমি তোমাদের বলছি, আমরা 'বলতাজার' এ যুদ্ধ করছিলাম। বিজয়ের পর গণীমতের অনেক মাল সম্পদ আমাদের হস্ড়গত হল। ফলে আমরা খুবই উৎফুল- ছিলাম, হযরত সালমান ফারসী (রা.) আমাদের সাথে ছিলেন, তিনি বললেন,[৩৯০] (একটা সময় আসবে)

اذا ادركتم سيد شباب اهل محمد فكونوا اشد فرحًا بقتالكم معه بما اصبتم اليوم من الغنائم فاما انا فاستورعكم الله ـ

"যখন তোমরা হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পরিবারে যুবকদের সরদার ইমাম হোসাইন (রা.) কে পাবে এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, গণিমতের মাল পেয়ে আজ তোমাদের যে আনন্দ হচ্ছে তখন এর চাইতে অনেক বেশী আনন্দ লাভ করবে। কাজেই আমি তোমাদেরকে আল-াহর কাছে সোপর্দ করলাম"। ফলে তিনি ইমামের সাথে থেকে গেলেন, পরিশেষে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে অনন্ড় খুশীতে একাকার হয়ে গেলেন।

এভাবে ইমাম হোসাইন (রা.) যখন ''সা'লাবিয়া'' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তিনি হযরত মুসলিম ইবন 'আক্বীল ও হানী ইবন উরওয়ার শাহাদাতের সংবাদ শ্রবণ করলেন। যখন ইমাম হোসাইন (রা.) এ সব দুঃখজনক সংবাদ জানতে পারলেন, তখন যারা ইমামের সাথে ছিলেন সবাইকে একত্রিত করে তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বললেন, "আমাদের কাছে একে একে মুসলিম ইবন 'আক্বীল, হানী ইবন উরওয়াহ, 'আবদুল-াহ ইবন বকতর প্রমুখের শাহাদাতের সংবাদ এসে পৌঁছেছে। সেখানে আমাদের হিতাকাংখীরা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে। কাজেই আমি আপনাদের জানাতে চাই, আপনাদের মধ্যে থেকে যাঁরা এখনো ফিরে যেতে চান, তাঁরা খুশীমনে ফিরে যেতে পারবেন, এর প্রেক্ষিতে আমার পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ থাকবে না"।

---

[৩৯০]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২২৫ ; ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭

অতঃপর ইমাম ‘যোবালা’ থেকে রওয়ানা হয়ে বতনে আকাবায় পৌঁছলেন। এখানে বনু ইকরামা গোত্রের লোকজনের সাক্ষাৎ পেলেন। তারা ইমামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, ‘কুফায়’। তারা আরয করল, আমরা আপনাকে আল-াহর শপথ ও দোহাই দিচ্ছি, আপনি ফিরে যান, আল-াহর কসম আপনাকে তীর বল-মের মোকাবেলা করতে হবে। ওখানকার পরিস্থিতি ভাল নয়, যারা আপনাকে আহবান করেছে তারা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে গেছে। এমতাবস্থায় আপনার যাওয়াটা কোন ভাবেই সমীচিন হবে না। ইমাম উত্তরে বললেন,[৩৯১]

يا عبد الله! انه ليس يخفى على الرأى مارأيت و لكن الله لايغلب على امره

“ওহে আল-াহর বান্দা! আপনি যা বলছেন তা আমার অগোচরে নয়। তবে আল-াহর কোন সিদ্ধান্ড়ই পরাভূত হয় না”।

এভাবে ‘বতনে আকাবা’ থেকে ‘শেরাফ’ পৌঁছলেন। সেখান থেকে ভোরে ‘কোহে যী হেশাম’ উপত্যকার দিকে রওয়ানা হলেন, সেখানে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে তাবু গাড়লেন, এখানে হুর ইবন ইয়াজিদ রাইয়াহী তামিমী (যাকে ইমামের গ্রেফতারীর উদ্দেশ্যে ইয়াজিদের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিল) এক হাজার সশস্ত্র অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলো এবং ইমামের মুখোমুখি এসে অবস্থান নিল। যুহরের ওয়াক্ত হলে ইমাম হোসাইন (রা.) আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন, আযানের পর তিনি হুর বাহিনীর সামনে উপস্থিত হলেন। হামদ ও সানার পর তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন,

“হে শ্রোতা মন্ডলী! আমি আল-াহ তা‘আলা এবং তোমাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি তোমাদের কাছে উপযাচক হয়ে আসিনি। বরং আমার কাছে এ মর্মে তোমাদের চিঠিপত্র ও দূত পৌঁছেছে যে, আমাদের কোন কর্ণধার তো নেই। আপনি আমাদের কাছে তাশরীফ আনুন, আপনার মাধ্যমেই হয়তো আল-াহ তা‘আলা আমাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দেবেন, একারণেই আজ আমি এসেছি, তোমরা নিজেদের কথাও অঙ্গীকারের উপর অটল থেকে আমাদের সাথে ওয়াদা কর, যাতে আমার পূর্ণ প্রশান্ড়ি অর্জিত হয়। তবে আমি তোমাদের শহরে প্রবেশ করব। আর যদি তোমরা তা না কর! আমার আগমন

[৩৯১]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২২৬ ; ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮।

তোমাদের অনভিপ্রেত হয়, তবে আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই চলে যাব।

সবাই নির-ত্তর, সবাই মিলে নামায আদায় করলেন, হুর নিজেদের কাওমে চলে গেল। আসরের ওয়াক্ত হলে আবার আযান হলো, ইকামত হলো, নামায আদায় হলো, ইমাম আবার ভাষণ দিলেন, ভাষণ শ্রবণের পর হুর বলল, আল-াহর কসম, আপনি এ মাত্র যে চিঠিপত্র ও দূত পাঠানোর কথা বললেন, সে সম্পর্কে আমরা অবহিত নই”। ইমাম হোসাইন (রা.) উকবা ইবন সামআনকে উদ্দেশ্য করে বললেন,” ঐ ব্যাগটি দাও, যাতে এ লোক গুলোর চিঠি রয়েছে”। তিনি ব্যাগটি বাড়িয়ে দিলেন, ইমাম আলী মাকাম থলেটি সবার সামনে উপড় করে দিলেন, চিঠির স্তুপ দেখে হুর বলল,” আমরা এ চিঠি গুলো যারা লেখেছে তাদের মধ্যে নই। আমরা তো এটাই নির্দেশ পেয়েছি যে, যখনই আমরা আপনার সাক্ষাৎ পাবো তখন আপনাকে কুফায় ইবন যিয়াদের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ড় আপনার সঙ্গ ছাড়তে পারবো না”।

উভয়ের মাঝে তর্কাতর্কি ও উত্তপ্ত বাকবিনিময় হতে থাকে, সর্বশেষ হুর বলল, আপনি এমন কোন উপায় বেছে নিন, যাতে আপনাকে কুফায়ও যেতে না হয়। আবার নয় মদীনায় ফিরে যান। ইত্যবসরে আমি ইবন যিয়াদকে চিঠি লিখছি, আর আপনিও ইবন যিয়াদ অথবা ইয়াজিদকে লিখুন। আশা করি একটা সুরহা হয়ে যাবে। ইমাম হোসাইন (রা.) গদীব ও কাদেসিয়ার রাস্ড়া থেকে ঘুরে চলতে শুর- করলেন। হুরও তাঁকে অনুসরণ করে চলতে থাকল।[৩৯২]

‘বায়যা’ নামক স্থানে পৌঁছে ইমাম নিজের এবং হুরের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে এক তেজোদ্দীপক ভাষণ দিলেন, [৩৯৩]

হামদ ও সানার পর তিনি বললেন,

ايهاالناس انّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل فى عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولاقول كان حقا على الله ان يدخله مدخله الا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استأثروا بالفى و احلوا

---

[৩৯২]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২২৮ ; ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯।

[৩৯৩]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২২৯ ; ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০।

حرام الله و حرموا حلاله وانا احق من غير ان ابدلهم وقد اتتنى كتابكم وقدمت على رسلكم بيعتكم و انكم لاتسلمونى و لاتخذلونى فان اقمتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم فانا الحسين بن على و ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسى مع انفسكم واهلى مع اهليكم فلكم فى اسوة ان لم تفعلوا ونقضتم عهدكم و خلعتم بيعتى من اعناقكم فلعمرى ما هى لكم بنكر لقد فعلتموها بابى و اخى وابن عمى مسلم و المغرور من اغتربكم فحظكم اخطأتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فانما ينكث على نفسه وسيغنى الله عنكم و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ۔

"উপস্থিত জনতা, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন যালিম বাদশাকে দেখে, যে আল-াহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল করে, আল-াহর বান্দাদের উপর গুনাহ ও নিপীড়নমূলক শাসন চালায়, শক্তি সামর্থ্য মোতাবেক কাজে কিংবা কথায় তাকে না বদলায়, তবে আল-াহর এটা হক হয়ে যায় যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে ও সে অত্যাচারী শাসকের পরিণাম স্থলে (অর্থাৎ দোযখে) দাখিল করে দেন। সাবধান হও, ঐ লোক গুলো শয়তানের আনুগত্য বেছে নিয়েছে এবং দয়ালু আল-াহর আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে। তারা দেশে অনাচার সৃষ্টি করেছে, শরী'আতের শাসনকে মুক্ত করে দিয়েছে, গণীমতের মাল ব্যক্তিসম্পদের মত কুক্ষিগত করেছে। আল-াহর হারামকৃত বস্তুসমূহকে হালাল এবং হালাল বস্তুসমূহকে হারাম করে দিয়েছে। আমি অপর যে কারও চাইতে তাদের পরিবর্তনের ব্যাপারে বেশী হক্বদার। অবশ্যই আমার কাছে তোমাদের বায়'আতের অঙ্গীকার সমেত চিঠিপত্র ও দূত প্রেরণের প্রমাণ রয়েছে এবং (সে চিঠিসমূহ এ অঙ্গীকার মর্মে লিখা ছিল যে,) তোমরা আমাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে না। বিনা সাহায্যে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করবে না। যদি তোমরা নিজেদের কৃত বায়'আত (অঙ্গীকার) এর উপর অটল থাক তবে সঠিক নির্দেশনা ও হেদায়ত পাবে। শুনে রাখো, আমি হোসাইন ইবন আলী এবং ফাতেমা বিনতে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পুত্র, আমার সত্তা তোমাদের সত্তাতে, আমার পরিজন তোমাদের পরিজনদের সাথেই, আমার মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে আদর্শ। যদি তোমরা এমনটি না করেছ, যদি ওয়াদা অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করেছ, আমার বায়'আতের বেড়ী গর্দান থেকে খুলে ফেলেছ, তবে আমি শপথ করে বলছি এটা তোমাদের

জন্য কোন নতুন কিংবা অভিনব বিষয় না। বরং এর আগে তোমরা আমার বাবা, ভাই এবং চাচাতো ভাই মুসলিমের সাথেও এরূপ আচরণ করে ফেলেছ। যে তোমাদের ধোঁকার ফাঁদে পা দিয়েছে, সেই প্রতারিত হয়েছে। বদনসীব তোমরা! নিজেদের ভাগ্যকে তোমরা বিনষ্ট করেছ। যে বিশ্বাস ঘাতকতা করে, সে তো তার মন্দ পরিণতি নিজের জন্যই ডেকে আনে। অচিরেই আল-াহ তা‘আলা তোমাদের মুখাপেক্ষিতা থেকে আমাকে মুক্ত করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল-াহ”।

এ ভাষণ শোনার পর হুর বলল, “আমি আপনাকে আপনার জীবন সম্পর্কে আল-াহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আর এ কথা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যদি আপনিই হামলা করেন অথবা আপনার উপর হামলা হয় আপনি অবশ্যই নিহত হবেন”। তিনি (ইমাম) বললেন, “তুমি কি আমায় মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো? আর তোমার মন্দ অদৃষ্ট কি এই পর্যন্ড় পৌঁছে গেছে যে, আমাকে কতল করবে? আমি জানি না আমি তোমাকে কিইবা বলব! তবে আমি তা-ই বলবো, যা বনু আউস গোত্রের একজন সাহাবী তার চাচাত ভাইকে বলেছিলেন, (এই সাহাবী আল-াহর রাসূলকে সাহায্য করতে চাইছিলেন আর তাঁর চাচাতো ভাই তাঁকে বলেছিলেন কোথায় যাচ্ছো, মারা পড়বে তো! তার উত্তরে ঐ সাহাবী বলেছিলেন),

سامضی ومابالموت عار علی الفتی - اذا ماتوی خیرا وجاهد مسلما

অচিরেই আমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করব, যুবকের জন্য মৃত্যু তো লজ্জা শরমের বিষয় নয়, যদি তার উদ্দেশ্য সৎ হয় এবং সে একজন মুসলিম হিসাবে জেহাদে অবতীর্ণ হয়।

وواسی رجالا صالحین بنفسه - وخالف مثبورا و فارق مجرما

এবং জীবন দিয়ে নেক বান্দাদের সাহায্য করে, ধ্বংসশীলদের র‍ুখে দাঁড়ায়, দূর্বৃত্তদের থেকে পৃথক থাকে।

فان عشت لم اندم و ان مت لم الم - کفی بك ذلا ان تعیش وترغما

(পরিণামে) যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে লজ্জিত হবো না, যদি জীবনও যায় দুঃখ পাবো না, তবে তোমার পক্ষে এটাই তৃপ্তির যে, তুমি লাঞ্ছনা ও অপমান নিয়ে জীবন কাটাবে

হুর কবিতার এ লাইনগুলো শুনে ইমাম থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় (সঙ্গে সঙ্গে) চলতে থাকল।

আস্তে আস্তে আহলে বায়তের কাফেলা "আযীব আলা হাজানাত" নামক স্থানে পৌঁছলে ইমামে পাকের সাথে ত্বরসাহ ইবন আদীর সাক্ষাৎ মিলে। তিনি কিছু পরামর্শ দিলেন, ঐ স্থান থেকে রওয়ানা হয়ে তারা 'কসরে বনী মাকাতেল' এ উপনীত হয়।

মধ্যরাতে ইমাম সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন "পানি মশক ভরে নাও এবং যাত্রা কর" সফর করতে করতে চোখে একটু তন্দ্রা লেগেছিল, সহসা হতচকিয়ে গেলেন এবং তিনবার ইন্না লিল-াহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, ওয়াল হামদুলিল-াহি রাব্বিল 'আলামীন এটা শুনে ইমাম পুত্র হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) বললেন, আব্বাজান, আমি আপনার জন্য উৎসর্গ হব, এ সময় এ বাক্যদ্বয় বলার হেতু কি? ইমাম বললেন, আমার তন্দ্রা লেগেছিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমি দেখছিলাম, একজন আরোহী বলছে, লোকেরা সফর করে চলছে, আর মৃত্যু তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এতে আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমাদের মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হচ্ছে। "ইমাম তনয় বললেন, অশুভ কাল থেকে আল-াহ আপনাকে রক্ষা কর"ন, আমরা কি সত্যের উপর নই? উত্তরে ইমাম বললেন, ঐ সত্তার শপথ, যাঁর দিকে বান্দাহকে ফিরেতেই হবে, আমরা সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইমাম পুত্রও বললেন, "সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যদি আমাদের মরণ হয়, তবে এমন মৃত্যুতে শংকা নেই"। চলতে চলতে সকালে একটি জায়গায় অবস্থান নিয়ে নামায আদায় করলেন। অতঃপর আবার রওয়ানা হলেন, হুর সাথে সাথে ছিল। এভাবে লীনওয়া ময়দানে পৌঁছলেন। এখানে পৌঁছে তিনি কাঁধে তীর-ধনুকে সজ্জিত একজন আরোহীকে আসতে দেখলেন। লোকটি কাছে এসে ইমামে পাককে নয়, বরং হুরকে সালাম জানালো। এরপর ইবন যিয়াদের একটি চিঠি হাতে দিল। যাতে লেখা ছিল, [৩৯৪]

فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابى و يقدم عليك رسولى فلاتنزله الا بالعراء فى غير حصن وعلى غير ماء و قد امرت رسولى ان يلزمك ولايفارقك حتى ياتينى بانفاذك امرى والسلام -

"বাহক যখন আমার চিঠি নিয়ে তোমার কাছে পৌঁছবে তখন, (সেই মূহুর্ত থেকেই) হোসাইনের উপর কড়াকড়ি আরোপ কর, আর তাঁকে এমন খোলা ময়দানে ছেড়ে কোথাও যেতে দিও না, যেখানে না কোন আশ্রয় বা সাহস আছে

---

[৩৯৪]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৩২ ; ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২১।

না পানি আছে। আমি আমার বাহককে নির্দেশ দিয়েছি, যেন তোমার কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে এবং ততক্ষণ পর্যন্ড় তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, যতক্ষণ না আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, তুমি আমার হুকুম যথাযথ পালন করেছো, সালামান্ড়ে”।

হুর এ চিঠি ইমাম ও তাঁর সহযাত্রীদের পড়ে শোনাল। আর ইমাম ও তাঁর সাথীদের কঠোরতার সাথে এমন ময়দানের দিকে যেতে এবং যাত্রা বিরতি করতে বলল, সেখানে না আছে কোন জনপদ না পানি, তাঁর সাথীরা বলল, হুর আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা লীনওয়া বা গাদির কিংবা শোফাইহে অবতরণ করব। হুর বলল, আল-াহর শপথ! আমি এমনটি করতে পারব না, কেননা এ ব্যক্তিকে আমার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেই নিযুক্ত করা হয়েছে”।

এ সুযোগে যুহাইর ইবন কাইন আরয করল, ওহে ইবন রাসূলাল-াহ! এখন আমরা এদের সাথে অনায়াসে লড়তে পারি, কিন্তু এর পরে যে সময় আসবে, তা আরো কঠিন হবে। শত্র“ সৈন্য এত বেশী হবে যে, আমরা তাদের মোকাবিলা করতে পারব না”। ইমাম বললেন, “আমি নিজের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করব না”। যুহাইর বলল, ঠিক আছে, তবে এটা করতে পারেন যে, সামনে যে পল-ী আছে সেখানে অবতরণ কর“ন। এটা অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত আছে। ফোরাতের তীরেও আছে। এরা যদি আমাদের সেখানে যেতে বাধা দেয়। তবে আমরা লড়াই করব। আর এ সংঘর্ষ পরবর্তী মোকাবিলার তুলনায় সহজতর হবে। ইমাম জিজ্ঞাসা করলেন, “এ পল-ীর নাম কি?” তিনি বললেন, ‘আকর’ ইমাম বললেন, “আমি আকর থেকে আল-াহর নিকট আশ্রয় চাই”।

এভাবে চলতে চলতে ইমাম হোসাইন (রা.) ২ মুহাররম ৬১হি. সনে বৃহস্পতিবার নিজের সঙ্গীসাথী ও পরিবার-পরিজন নিয়ে কারবালার ময়দানে তাঁবু গাড়লেন। হুরও তাঁর সামনাসামনি তাঁবু গেড়েছিল। ইমামে পাক এস্থানের নাম জানতে চাইলে লোকেরা বলল, এ জায়গার নাম ‘কারবালা’। যেই মাত্র তিনি কারবালা শব্দটি শুনলেন, বললেন,

هذا موضع كرب و بلاء هذا مناخ ركابنا و محطار حالنا و مقتل رجالنا

“এটাতো ‘কারব’ (দুঃখ) ও ‘বালা’ (বিপদ), এখানেই আমাদের সফরের মালপত্র রাখার এবং বাহন জন্তু গুলোকে বসানোর স্থান, আমার স্বপক্ষের লোকজনের কতল হওয়ার স্থান”।

এমন বেদনাদায়ক কথা-বার্তা শুনে তাঁর প্রিয় পুত্র-হযরত 'আলী আকবর (রা.) আরয করলেন, "আব্বা এ আপনি কি বলছেন?" ইমাম বললেন, "প্রিয় বৎস! যখন তোমার দাদাজান 'আলী (রা.) সিফ্ফীনের যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন, তখন এখানে পৌঁছে বলেছিলেন, আমার নয়নমনি, কলিজার টুকরা হোসাইনকে চরম অসহায় অবস্থায় এখানেই শহীদ করা হবে"। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বাবা, তখন তুমি কী করবে?" আমি বলেছিলাম, "ধৈর্য ধারণ করব"। তিনি বললেন, "হ্যা, ধৈর্যই ধারণ করবে। কেননা-

انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب -

অর্থাৎ ধৈর্যশীলদের ধারণাতীত পুরস্কার দেয়া হবে"।[৩৯৫]

এদিকে ইমাম হোসাইন (রা.) কাফেলা বিজন মুর-তে কারবালার সমীপে তাঁবু খাটাচ্ছিলেন আর ঐ দিকে ইয়াজিদী হুকুমত এ পবিত্র আত্মাসমূহের প্রতি প্রলয়যন্ত্র চালাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুতিতে মশগুল, প্রস্তুতি মোতাবেক পরদিনই 'আমর ইবন সা'দ চারহাজার সৈন্য নিয়ে ইমামের মোকাবেলা করার জন্য কুফা থেকে এখানে এসে পৌঁছে।

কারবালায় পৌঁছে 'আমর ইবন সা'দ আরযা ইবন কায়স আহমসীকে নির্দেশ দিল, হোসাইনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তিনি এখানে কেন এসেছেন, কী চান তিনি? কিন্তু আরযা ইমাম হোসাইনের চিঠি লেখকদের একজন। ফলে সে ইমাম হোসাইনের নিকট লজ্জা ও সংকোচবোধ করল। এ অবস্থা দেখে কাসীর ইবন আবদুল-াহ শা'বী নামক এক দুঃসাহসী ও বেপরোয়া লোক সে ইমাম হোসাইনের নিকট যেতে চাইল। কাসীর রওয়ানা হয়ে গেল। হযরত আবূ সুমামা সায়েদী (রা.) তাকে এগিয়ে আসতে দেখে ইমামকে বললেন, হে আবূ 'আবদুল-াহ, আল-াহ আপনার মঙ্গল কর-ন, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং রক্তপাতকামী লোকটি আপনার নিকট আসছে"। এটা বলেই আবূ সুমামা (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এগিয়ে এসে কাসীরকে বাধা দিলেন। তাদের মধ্যে বাকবিতন্ডা হওয়ার পর ইবন কাসীর প্রস্ড়াব না বলেই ফিরে গেল।

এরপর ইবন সা'দ কুররাহ ইবন কায়স হানযালীকে ডেকে বলল, এ কাজটা তুমি কর, কুররা ইমাম হোসাইনের নিকট এসে পৌঁছল। এসে সে ইমামকে সালাম দিল। আর ইবন সা'দের কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করল। "তোমাদের

---

[৩৯৫]. মুহাম্মদ শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০২।

কুফা শহরের লোকেরা অনেক চিঠি লিখে আমাকে ডেকেছ। এখন আগমন যদি তাদের অপছন্দ হয়, তবে আমি ফিরে যাচ্ছি"।
কুররা ইবন সা'দের নিকট এসে ইমাম পাকের কথা জানিয়ে দেয়। অতঃপর ইবন সা'দ নিজের প্রস্ড়াবনা এবং ইমামে পাকের উত্তর লিখে ইবন যিয়াদের নিকট প্রেরণ করল।[৩৯৬]
ইবন সা'দের ধারণা ছিল যে, এ সমঝোতামূলক পত্রের মাধ্যমে হয়তো কোন সন্ধি বা আপোষ রফার ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে এবং আমিও এ অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে যাবো। কিন্তু দূর্ভাগ্যই তার জন্য। তার এ লেখা পড়ে ইবন যিয়াদ নিম্নোক্ত কবিতা আওড়াল,

الان اذا اغلقت مخالبنا به + يرجو لنجاة ولات حين مناص

"আমাদের হাতের থাবা যখন তাঁকে বেঁধে ফেলেছে তখন সে মুক্তি চাইছে, অথচ এখন তো পালাবার কোন অবকাশ নেই"।
ইবন যিয়াদ 'আমর ইবন সা'দকে উত্তর লিখল যে, "তোমার চিঠি পেয়েছি, তুমি যা লিখেছ তা বুঝতে পারলাম। হোসাইন এবং তাঁর সকল সঙ্গীকে বল, ইয়াজিদের বশ্যতা স্বীকার করতে। যদি তাঁরা বশ্যতা স্বীকার করে, তবে আমরা যা সমীচীন তাই করব"।
ইবন সা'দ যখন এ চিঠি পেল তখন বলল, আমি বুঝেগেছি যে, ইবন যিয়াদের কাছে নিরাপত্তা ও শান্ড়ির প্রস্ড়াব মুঞ্জুর হয়নি। এর পরপর ইবন যিয়াদের দ্বিতীয় চিঠি পেল, যাতে পানি বন্ধের কঠোর নির্দেশ ছিল।

পানি বন্ধের নির্দেশ :
ইবন যিয়াদের অমানবিক নির্দেশটি হল,

فحل بين الحسين و اصحابه و بين الماء ولايذوقوا منه قطرة كماصنع بالتقى الزكى المظلوم امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه ـ

"হযরত হোসাইন ও তাঁর সাথীদের মাঝে এবং ফোরাতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াও"। পানি এমনভাবে বন্ধ করে দাও, যেন তাঁরা এক ফোঁটাও পান করতে না পারে। যেমনটি মুত্তাকি নির্মলচিত্ত মজলুম আমীর ল মু'মিনীন হযরত 'উসমান ইবন 'আফ্ফান (রা.)-এর সাথে করা হয়েছিল।

---

[৩৯৬]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৩৬।

এ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইবন সা‘দ ‘আমর ইবন হাজাজকে পাঁচশত সৈন্যের আরোহী বাহিনীর অধিনায়ক বানিয়ে ফোরাতের তীরে মোতায়েন করে দেয়। এরা ফোরাত এবং ইমামের মাঝে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়, যাতে তিনি এক বিন্দু পানিও না নিতে পারেন।

ইমাম হোসাইন (রা.) ‘উমর ইবন কুরজা ইবন কা‘ব আনসারীর মাধ্যমে ইবন সা‘দের নিকট প্রস্ড়াব দিলেন, “আমি আজ রাতে উভয় পক্ষের লোক লস্করের মাঝখানে তোমার সাথে সাক্ষাত করতে চাই”। ইবন সা‘দ তা মেনে নেয়।

রাতে উভয়ে বিশজন বিশজন করে অশ্বারোহী নিয়ে একত্রিত হন। অতঃপর উভয়ে নির্জনে আলাপচারিতায় লিপ্ত হলেন, দীর্ঘক্ষণ তা চলল, অতঃপর দু’জনেই আপন সৈন্যদের নিকট ফিরে আসলেন, তাদের মাঝে কি আলোচনা হয়েছে কেউ তা শুনতে পায়নি।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম ‘আলী মকাম ইবনে সা‘দের নিকট তিনটি প্রস্ড়াব রেখে এর যে কোন একটি মানতে বললেন। যথা-

১. আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে যেতে দাও।
২. আমাকে সোজা ইয়াজীদের কাছে নিয়ে চল, আমার এবং তার মাঝে যে ফয়সালা হবার আছে তা-ই হবে।
৩. আমাকে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর যে কোন একটির প্রান্ড়ে নিয়ে যাও, আমি সেখানে সীমান্ড়বাসীদের সাথে জীবন যাপন করব। তবে এধরণের প্রস্ড়াব ইমাম দেবেন কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

যাক পরবর্তীতে ইবন যিয়াদ ইবন সা‘দকে লিখল, “যদি ইমাম হোসাইন এবং তাঁর সাথীরা আমার নির্দেশের প্রতি গর্দান ঝুকায়, তবে তাঁদের আজ্ঞাবাহীর মত আমার কাছেই পাঠিয়ে দাও। যদি তাঁরা এটা না করে তো তাৎক্ষনিক তাঁদের উপর হামলা করে তাঁদের হত্যা কর, এরপর শিরচ্ছেদ করে লাশ গুলোর উপরে ঘোড়া দৌড়িয়ে নিষ্পেষিত কর।

তুমি যদি আমার নির্দেশ মোতাবেক কাজ কর, তবে তোমার জন্য প্রতিদান রয়েছে। নচেৎ আমার সৈন্য-সামন্ড় শিমার-এর হাতে ন্যস্ড় করে দিয়ে তুমি সরে পড়ো।[৩৯৭]

---

[৩৯৭]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৩৬ ; ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩।

ইবন যিয়াদের চিঠি শিমার এসে ইবন সা'দকে দিল। চিঠি পড়ে ইবন সা'দ বিচলিত হয়ে পড়ল। ইবন সা'দ অনেক ভেবে চিন্তে বলল, "আমি আমীরের নির্দেশ পালন করব"।[৩৯৮]

৯ মুহাররম ৬১হিজরীর একটি রাত :

৬১ হিজরী, মুহাররম ৯, বৃহস্পতিবার ইমামে 'আলী মকাম তরবারী সমেত নিজ তাঁবুতে বসে দুই জানুতে মাথা রেখে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন, ওদিকে ইবন সা'দ নিজ সৈন্যদের আহ্বান করল, "হে আল-াহর (!) সিপাহীরা দুশমনের উপর হামলা করতে তৈরী হয়ে যাও, ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাও"। এ আহ্বানে ইয়াজিদ বাহিনীর মধ্যে শোর পড়ে গেল। শোরগোল শুনে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর সহোদরা সাইয়্যিদা যয়নব (রা.) নিকটে এসে তাঁকে জাগিয়ে দিলেন। দু'জানু থেকে মাথা উঠিয়ে ইমাম বললেন,

انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال لى انك تروح الينا -

"আমি এখনই রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বলছেন "নিশ্চয় তুমি আমাদের কাছে আসছো"। এটা শুনে তাঁর বোন কেঁদে উঠে বললেন, "হায়রে মূসীবৎ!" ইমাম বললেন, "না বোন, এটা তোমাদের জন্য মূসীবত নয়; আল-াহ তোমার প্রতি রহমত কর"ন। ধৈর্য ধরে নিরব থেকো"।

হযরত 'আব্বাস (রা.) বললেন, "ভাইয়া, লোকগুলো আপনার দিকে আসছে"। ইমামও তাদের দিকে এগিয়ে যেতে উঠে পড়লেন। হযরত 'আব্বাস বললেন, "না, আপনি যাবেন না, আমিই যাচ্ছি"। তিনি বললেন, "তোমার জন্য উৎসর্গ হই, ঠিক আছে, যাও ভাই, তাদের উদ্দেশ্যটা কি জেনে আসো। তারা এখানে আসতে চায় কেন?"

হযরত আব্বাস বিশজন অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে তাদের কাছে আসলেন যাঁদের মধ্যে যুহাইর ইবন কায়েন এবং হাবীব ইবন মুজাহেরও ছিলেন। জিজ্ঞেস করা হল তারা কী চায়? তার ইবন যিয়াদের হুকুম জানিয়ে দিল। আরো বলল, "তার হুকুম শিরোধার্য করে নাও, নচেৎ যুদ্ধ করতে এবং কতল হতে প্রস্তুত হয়ে যাও। হযরত 'আব্বাস বলেন, "একটু থামো, তাড়াহুড়ো

---

[৩৯৮]. মুহাম্মদ শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৪-১১৫।

করবে না, আমি ইবন রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে তোমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করছি”। তিনি ইমামকে অবহিত করলেন, ইমাম বললেন, “তাদেরকে বলো, আমাদের যেন একটি রাতের অবকাশ দেয়, যাতে ঐ রাতে আমরা ভাল করে নামায পড়ে নিতে পারি। প্রার্থনা করে নিই এবং তাওবা ও ইস্েড়গফার করি। আল-াহ তা‘আলা ভালোই জানেন যে নামায, তেলাওয়াত এবং দু‘আ ইস্েড়গফারের সাথে আমার কতখানি অন্ড়রের সম্পর্ক। পাশাপাশি নিজ পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে কিছু অন্ড়িম উপদেশও দিয়ে যেতে চাই”। হযরত ‘আব্বাস গিয়ে ইবন সা‘দ এর বাহিনীকে বললেন, “আমাদের একটি রাতের অবকাশ দাও, যাতে রাতের মধ্যে কিছু ইবাদত করে নিতে পারি। আর এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আরো কিছু চিন্ড়া ভাবনা করে দেখি। পরে যা সিদ্ধান্ড় হবে সকালে তোমাদের জানিয়ে দেব”। তারা একথা মেনে নিল।[৩৯৯]

সাথীদের উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর খুতবা :

এর পর ইমামে পাক নিজের সফরসঙ্গীদের জড়ো করলেন। ইমামের প্রিয়পুত্র সাইয়্যিদুনা ‘আলী আওসাত হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) বর্ণনা করেন, “আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম, উদ্দেশ্যে ছিলো- আব্বাজান কী বলেন, তা ভালো করে শুনবো। অথচ আমি ছিলাম অসুস্থ। তিনি তাঁর সফরসঙ্গীদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন,”[৪০০]

اثنى على الله تبارك و تعالى احسن الثناء و احمده على السراء والضراء
اللهم انى احمدك على ان اكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا أسماعا وابصارا و أفئدة
و علمتنا بالقران وفقتنا فى الدين فاجعلنا لك من الشاكرين اما بعد فانى لا
اعلم اصحابا اوفى ولاخير من اصحابى ولا اهل بيت ابر و لا اوصل من
اهل بيتى فجزاكم الله جميعا عنى خيرا الا وانى لا ظن يومنا من هؤلاء
الاعداء غدا و انى قد اذنت لكم جميعا فانطلقوا فى حل ليس عليكم منى ذمام
هذا الليل قد غلتتكم فاتخذوه جملا و لنأخذ كل رجل منكم بيد رجل من اهل

---

[৩৯৯]. মুহাম্মদ শফি‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৫-১১৬।

[৪০০]. মুহাম্মদ শফি‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৬; ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৩৮ ; ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬।

بيتى فجزاكم الله جميعا ثم تفرقوا فى البلاد فى سوادكم و مدائنكم حتى يفرج
الله فان القوم يطلبوا فى ولو اصابونى لهوا عن طلب غيرى -

“আমি আল-াহর প্রশংসা করছি, আনন্দিত কিংবা বেদনাগ্রস্থ উভয় অবস্থায় আল-াহর সর্বোত্তম হামদ ও সানা, হে আল-াহ আমি তোমার প্রশংসা করছি, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তুমি আমাদের নবী প্রেরণের মাধ্যমে সম্মানিত করেছো, তুমি আমাদেরকে শোনার জন্য কান দিয়েছো, দেখার জন্য চোখ দিয়েছো, আরো দিয়েছো অন্ড়রসমূহ, কুরআন শিখিয়েছো, দ্বীনের উপলব্ধি দান করেছো, অতঃপর (আমার সঙ্গীরা) !

আমি আমার সঙ্গীদের চাইতে কারো সঙ্গীদেরকে বেশী বিশ্বস্ড় আর উত্তম মনে করিনা। আমার আহলে বায়ত তথা পরিবার বর্গের চাইতে কারো পরিবারবর্গকে বেশী সৎকর্মপরায়ন এবং আত্মীয়তাসচেতন বলে মনে করি না। আল-াহ তা‘আলা তোমাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান নসীব কর‍ুন। শুনে রাখো, আমার বিশ্বাস যে, আমাদের এ সময় কাল থেকে দুশমনদের মোকাবিলায় (শুর‍ু হবে)। আমি তোমাদের খুশী মনে অনুমতি দিচ্ছি। তোমরা রাতের অন্ধকারেই (নিরাপদ স্থানে) চলে যাও, আমার পক্ষ থেকে তার কোন সমালোচনা হবে না। একটি করে উট নিয়ে নাও, তোমরা এক এক জন আমার আহলে বায়তের এক এক জনের হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আল-াহ তা‘আলা তোমাদের সবাইকে উৎকৃষ্ট বদলা দেবেন। পরে তোমাদের আপন আপন শহর বা গ্রামে চলে যাবে। এক সময় আল-াহ তা‘আলা এ মুসীবৎ সহজ করে দেবেন। নিঃসন্দেহে এ শত্র‍ুরা আমাকেই শুধু হত্যা করতে চায়। আমাকে কতল করতে পারলে এদের আর কাউকে প্রয়োজন নেই”।

অকৃত্রিম বন্ধুদের প্রত্যুত্তর :

ঐ ভাষণ শোনার পর ইমামের ভাইপো, ভাগ্নেবৃন্দ সমস্বরে বলে উঠলেন, “আমরা কি শুধু এ উদ্দেশ্যেই চলে যাবো যে, আপনার পরে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে? ঐ দিন যেন আল-াহ আমাদের না দেখান”।

ইমামে পাক আক্বীলের সন্ড়ানদের উদ্দেশ্যে বললেন, “মুসলিমের শাহাদাত তোমাদের জন্য যথেষ্ট, কাজেই আমি তোমাদের অনুমতি দিচ্ছি, তোমরা চলে যাও”। তেজদীপ্ত স্বমহিমাধন্য ভাইয়েরা বললেন, “আমরা মানুষদের কী জবাব

দেব? নিজ সর্দার, নিজ মুনিব, নিজেদের সর্বোত্তম ভাইটিকে আমরা শত্র“দের কবলে রেখে চলে এসেছি? এটাও কি হয় যে, আমরা তাঁর সহযোগী হয়ে একটি তীর চালাইনি, না একটা বর্শা নিক্ষেপ, না তলোয়ারের একটি আঘাত এবং জানতেও পারব না(শত্র“ আক্রান্ড়) অসহায় ভাইটির কী পরিণাম হলো? খোদার কসম! আমরা কখনো এমনটি করবনা! বরং আমরা নিজেদের জান মাল, পরিবার-পরিজন সবকিছু আপনার চরণে উৎসর্গ করবো। আপনার সাথে মিলে আপনার দুশমনদের বির“দ্ধে যুদ্ধ করবো। যে পরিণাম আপনার হবে, সেটা আমাদেরও হবে। আল-াহ্ যেন আমাদের সেই জীবন না দেন, যাতে আপনার পরেও বেঁচে থাকতে হয়”।

হযরত মুসলিম বিন আওসাজা আলআসাদী দাঁড়িয়ে বললেন, “আমরা আপনাকে রেখে যদি চলে যাই, আপনার প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে আল-াহ তা‘আলার কাছে আমরা কী জবাব দেব? খোদার কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ড় আপনার সঙ্গ ছাড়বো না, যতক্ষণ না দুশমনের বুকে আমার এ বর্শা নিক্ষেপ করি এবং তলোয়ার না চালাই। খোদার কসম, যদি আমার হাতে কোন অস্ত্রই না থাকে, তবুও আমি দুশমনদের বির“দ্ধে পাথর মেরে হলেও যুদ্ধ করতাম। এভাবেই আমি আপনার চরণে উৎসর্গ হয়ে যেতাম”।[৪০১]

হযরত সা‘দ ইবন ‘আবদুল-াহ হানাফী উঠে বললেন, “খোদার কসম, আমরা ঐ পর্যন্ড় আপনার সঙ্গ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আল-াহ তা‘আলা এটা দেখে নেন যে, আমরা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পরে তাঁর আওলাদে পাককে কীরূপে হেফাযত করেছি। খোদার কসম, যদি আমার এটাও জানা হয় যে, আমাকে সত্তরবার এভাবে কতল করা হবে যে, প্রত্যেক বারই জীবন্ড় জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আমার ভষ্ম বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তথাপিও আমি আপনার সঙ্গ ছাড়বো না। আর এখন তো একটিবার মাত্র মৃত্যুবরণ করা। যে মৃত্যুতে রয়েছে অনন্ড়কালের সম্মান ও মর্যাদা। তবে ওটাকে কেন আমি হাসিল করব না”? [৪০২]

হযরত যুহাইর ইবন কায়েন উঠে বললেন, “খোদার কসম, আমি তো এটাই চাই যে, “আমাকে কতল করা হোক, আবার জিন্দা করা হোক। আবারও

---

[৪০১]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪।
[৪০২]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৩৯।

কতল করা হোক, আবারও জিন্দা করা হোক, এভাবে সহস্রবার জিন্দা করে সহস্রবার কতল করা হোক আর আমার সহস্রবার কতল হওয়ার বিনিময়ে আল-াহ আপনার পবিত্র সত্তা এবং আপনার আহলে বায়তের নওজোয়ানদের বাঁচিয়ে রাখতেন। (তবেই উত্তম)

মোট কথা এভাবে তাঁর প্রতিটি সহচর আর নিবেদিতপ্রাণ সঙ্গী নিজ নিজ আত্মনিবেদনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আর রাসূলে পাক সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র বাণীর বাস্ড়বায়ন করতঃ উভয় জগতের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। যেমন-

হযরত আনাস ইবন হারেস (রা.) বর্ণনা করেন, [৪০৩]

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابنى هذا يقتل بارض يقال لها كربلا فمن يشهد ذالك منكم فلينصره فخرج انس بن الحارث الى كربلا فقتل بها مع الحسين فجزاهم الله خير الجزاء -

“আমি রাসূলুল-াহ্ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি যে, আমার এই বেটা (হোসাইন) সেই ভূখন্ডে নিহত হবে, যাকে কারবালা বলা হয়। তোমাদের মধ্যে যেই সেখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন তাঁকে সাহায্য করো”। সুতরাং আনাস ইবন হারেসও কারবালায় গেলেন এবং ইমাম হোসাইন (রা.)-এর সাথে শাহাদাত বরণ করেন।

ইমামে পাকের মেঝো ছেলে হযরত যয়নুল আবেদীন বলেন, “বৃহস্পতিবার (কারবালার ঘটনার আগের দিন) সন্ধ্যায় আমি বসা ছিলাম। আমার ফুফু সাইয়্যিদা যয়নব আমার শুশ্রূষায় নিমগ্ন, এমন সময় আমার আব্বাজানের কাছে হযরত আবুযর গিফারীর আযাদকৃত গোলাম হুওয়াই বসে বসে তলোয়ার ধার দিচ্ছিলেন, আর নিম্নোক্ত শে‘য়ের গুলো আবৃত্তি করছিলেন।

يا دهر اف لك من خليل - كم لك بالاشراق والاصيل
من صاحب او طالب قتيل - و الدهر لايقنع بالبديل
وانما الامر الى الجليل - و كل حى سالك السبيل
ما اقرب الوعد من الرحيل - سبحان ربى ماله مثيل

আফসোস হায় কেমনরে তুই সময় অকাল,
ভুলে যাস ত্বরা আপন স্বজন, সন্ধ্যা সকাল।

[৪০৩]. ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৯৯; সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ১২৫।

কত জ্ঞানী গুণী বলি দিয়ে তুই করিস বেহাল,
হায় রে সময় মিটে না কি তোর সে মনের ঝাল?
আল-াহর দিকে সব তরী শেষে উঠায় তো পাল,
চলবে এমন যিন্দা সবার একটিই চাল,
ঘনিয়ে এল এতটাই কি যাবার সে কাল!
মহিমা গাহি সেই আল-াহর যিনি লা-মেসাল।

তিনি বার বার শে‘য়ের গুলো পড়ছিলেন। আমি তার সংকল্প ও মনের ভাব বুঝে ফেলি। আর এটাও বুঝতে পারি যে, দূর্যোগের ঘনঘটা সমুপস্থিত। নিজেরও অজান্তে হয় অশ্রুপাত। তবুও ধৈর্য আর সংযমের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে চলি। কিন্তু আমার ফুফু হযরত যয়নবও শে‘য়েরগুলো শুনলেন এবং তাঁর মানসিক অবস্থা টের পেয়ে গেলেন, তলোয়ার ধার দেয়া হচ্ছিল। তিনি ধৈর্য রাখতে পারলেন না। ধৈর্যহারা হয়ে আমার আব্বাজানের কাছে এসে কান্না জুড়ে দিলেন। বলতে লাগলেন “হায়রে আজ যদি আমার মরণ হতো। হায়রে, মা জননী ফাতেমা, আব্বাজান ‘আলী মূর্তজা, ভাই হাসানও চলে গেলেন। ভাইয়া, আপনি গত হয়ে যাওয়া তাদের স্থলাভিষিক্ত, আমাদের সংরক্ষক, আর পরম আশ্রয় ছিলেন”। বোনের এ অস্থিরতা এবং বিচলিতভাব দেখে তিনি বললেন, দেখো বোন, শয়তান যেন তোমাদের ধৈর্য, সম্ভ্রম আর বিবেক বুদ্ধি লোপ না করে দেয়।” বোন বললেন, “আমার মা-বাপ আমার তরে উৎসর্গ আপনার পরিবর্তে আমি নিজের জীবন বিসর্জন দিতে চাই”। বোনের বেদনাসিক্ত, দরদপূর্ণ এ হাল তাঁকেও সামান্য বিচলিত করে তুলল। ভারাক্রান্ত হৃদয় অশ্রু বিগলিত হয়ে ঝরতে লাগল। বললেন,

لو ترك القطا ليلا لنام

দুর্যোগ যদি একটিও রাত ছাড়তো তবে সে নিদ্রিত হত!

এটা শুনে হযরত যয়নবের অবস্থা আরও বেগতিক হল। বিলাপ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন “জোর জুলম কি আপনাকেও আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেবে? আমার কলিজা তো ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল”। একপর্যায়ে চিৎকার করে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। আব্বাজান বললেন, “বোন আমার! আল-াহকে ভয় কর, তাঁর কাছে ধৈর্য ও শক্তি কামনা কর। জেনে রেখো, যমীনবাসী সকলেই মৃত্যু বরণ করবে, আর আসমানবাসীরাও কেউ বেঁচে থাকবে না। আল-াহ পাক জাল-াশানুহুর পবিত্র সত্তা ছাড়া সকলেই ফানা

হবে। আমার আব্বা, আম্মা, আমার ভাই এরা তো আমার চেয়ে উত্তম ছিল, তাঁদের জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ছিলেন আদর্শের দৃষ্টান্ড়। সে দৃষ্টান্ড় থেকে ধৈর্যের শিক্ষা নাও”। এ রকম আরও কথাবার্তা বলে তাকে সান্ড়্না দিলেন। অতঃপর বললেন, “প্রিয় বোন আমার, আমি তোমাকে শপথ দিচ্ছি, আমার এ শপথ পূর্ণ করো। শোনো, আমার ওফাতের পর (অধৈর্য হয়ে) জামাকাপড় ছেঁড়া-ছেঁড়ি করবে না, মুখে আঁচড়ও কাটবে না, হল-ামাতম কিংবা বিলাপ করবে না”। বোনকে সবর ও শোকর, ধৈর্য-নিয়ন্ত্রনের তালীম দিয়ে তিনি তাঁবুর বাইরে আসলেন। সাহায্যকারীবাহিনীকে প্রতিরক্ষা জর“রী ব্যবস্থার নির্দেশমূলক দিলেন।

তাঁবুগুলো পরস্পর কাছাকাছি নিয়ে আসা হলো। তাঁবুর রশি একটির সাথে অপরটি সংযুক্ত করে দেয়া হলো। তাঁবুগুলোর পেছন দিকে পরিখা খনন করা হল। আর তাতে লাকড়ি ও ডালপালা স্তুপ করা হল, যাতে তুমুল যুদ্ধের মুহূর্তে আগুন লাগিয়ে দেয়া যায়। এর ফলে পেছন থেকে শত্র“রা হামলা করতে পারবে না। এরপর সকলে ইমামের সাথে সারা রাত নামায, দু‘আ, ইস্ড়েগ্ফার এবং বিনয় বিগলিত একান্ড় রোদনে কাটিয়ে দিলেন।

১০ ই মুহাররম ৬১ হিজরী এক ভয়াবহ দিন :

আশুরার রাত শেষ, ইমামে ‘আলী মাকামের তাঁবুতে আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হল। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দৌহিত্র নিজের সকল সঙ্গী-সাথী ও পরিবার-পরিজন নিয়ে সালাতুল ফজর আদায় করলেন। শোহাদায়ে কারবলার জন্য এটাই শেষ নামায।

নামায আদায়ের পর ইমামে পাক সকলের জন্য ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা কামনা করে দু‘আ করলেন। অতঃপর বাহাত্তর জন নিবেদিত প্রাণ যোদ্ধা, বাইশ হাজার ইয়াজিদী বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ক্ষুদ্র এ বাহিনীর প্রাণ স্পন্দন ইমাম হোসাইন (রা.) নিজ সৈনিকদের বিন্যাস করলেন। ডান পার্শ্বে হযরত হাবীব ইবন মুজাহিরকে মোতায়েন করলেন। দলের ঝান্ডা নিজ ভাই ‘আব্বাসকে অর্পন করলেন। তাঁকে এ কারণে আলমদার (অর্থাৎ পতাকাবাহী) নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁবুর পিছনে গর্তে জমাকৃত লাকড়ি গুলোতে আগুন লাগানো হল।

অপর দিকে ইবন সা‘দ তার বাহিনীর ডান ভাগে আমর ইবনুল হাজ্জাজ আয যুবাইদীকে বাম দিকে শিমার ইবন যিল জওশনকে এবং আরোহী বাহিনীর নেতৃত্বের আমর ইবন কায়েস আল-আহসমী এবং পদাতিক বাহিনীর অগ্রভাগে শাবস ইবন রিবঈ ইয়ারবুয়ীকে নিযুক্ত করল। দলীয় পতাকা ধারণের দায়িত্ব দিল স্বীয় গোলাম যুরাইদাকে। ইমাম ‘আলী মাকাম উটের উপর আরোহন করলেন। কুরআন মাজীদ চেয়ে নিয়ে নিজের সামনে রাখলেন এবং দুহাত উঠিয়ে আল-াহর দরবারে ফারিয়াদ করলেন।

“হে আল-াহ, আমার সকল বিপদের সময় তুমিই একমাত্র ভরসা, সকল দুঃখে তুমিই আমার আস্থা। সকল বালা-মুসীবতে তুমিই আমার সহায়দাতা আর মনোবল। অনেক বিপদমূহুর্ত এমনও হয়, যাতে মন দমে যায়, সেই দুঃখযাতনা থেকে মুক্তির উপায় উপকরণও হ্রাস পায়, পরম বন্ধুও তখন সঙ্গ ত্যাগ করে, শত্র‍ু তাতে আনন্দিত হয়ে উঠে। কিন্তু আমি ঐ রকম সব কটি মুহুর্তে তোমারই দিকে মনোনিবেশ করছি, আর তোমারই কাছে মনের ব্যথা খুলে বলছি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বলতে মন চায়নি। হে আল-াহ, তুমি প্রত্যেকবার অমন বিপদ আমার থেকে সরিয়ে দিয়েছ। আমাকে কঠিন মুহুর্ত থেকে বারবার উদ্ধার করেছ। তুমিই সকল নেয়ামতের সর্বময় কর্তা, সকল কল্যাণের তুমিই মালিক, সকল আগ্রহ অভিপ্রায়ের তুমিই সর্বশেষ লক্ষ্য।[৪০৪]

শিমারের বেয়াদবী ও ইমামের শেষ চেষ্টা :

ওদিকে ইয়াজিদীরা যখন পরিখাতে জ্বালিয়ে দেয়া আগুন দেখতে পেল, যা তাঁবু গুলোর পেছনে নিরাপত্তার জন্য জালানো হয়েছিল, তখন অভিশপ্ত শিমার ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকে আসল আর চেঁচিয়ে বলতে লাগল। “হে হোসাইন, তোমরা কি কিয়ামত আসার আগে দুনিয়াতেই নিজেদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে ফেলেছ? (নাউযুবিল-াহ)”। তিনি (ইমাম) এরশাদ করলেন, “(শিমার) তুমিই সে আগুনে জ্বলার জন্য অধিকতর যোগ্য”। মুসলিম ইবন আওসাজাহ্ আরয করলেন, “হে ইবন রাসূলিল-াহ! আমি আপনার চরণে উৎসর্গ, অনুমতি করেন তো একটি মাত্র তীর দিয়ে আমি তাঁর দফারফা করে দেই, এই চরম মুহুর্তে আমার তীর লক্ষভ্রষ্ট হবে না”। তিনি বললেন, “না যুদ্ধের সূচনা আমাদের পক্ষ

[৪০৪]. মুহাম্মদ শফি‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৩-১২৪।

থেকে না হওয়া চাই”। অতঃপর ইমামে পাক ইয়াজিদী সৈন্যদের কাছে গেলেন এবং বলতে লাগলেন,

সমবেত জনতা, তাড়াহুড়ো করো না, আমার কথাগুলো শোনো, সুবচন ও সদুপদেশের যে দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে, তা আদায় করতে দাও। এর পরে তোমাদের ইচ্ছা, যদি আমার ওজর গ্রহণ করে নাও, আমার কথা সত্য বলে মনে করো এবং আমার সাথে ইনসাফ কর, তবে তা হবে তোমাদের সৌভাগ্য, আর আমার সাথে বিরোধিতার কোন বাহানা অবশিষ্ট থাকবে না। আর যদি আমার ওজর কবুল না করো এবং ইনসাফ মত কাজ না কর তবে-

فاجمعوا امركم و شركاءكم ثم لايكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الى ولاتنظرون ان ولى الله الذى نزل عليك الكتاب و هو يتولى الصالحين -

“অতঃপর তোমরা এবং তোমাদের শরীকদল সবাই মিলে একটি কথায় ঐককত্য পোষণ কর, যাতে ঐ কথাটি তোমাদের কারো কাছে গুপ্ত না থাকে। তারপর তোমরা আমার ব্যাপারে যা করতে চাও, করে নাও। আমাকে অবকাশ দিও না।

নিঃসন্দেহে আমার সহায় হচ্ছেন আল-াহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন, তিনিই পূণ্যবানের সহায় হয়ে থাকেন”।

এদিকে তাঁবুর মধ্যে মহিলারা যখন তাঁর কথা শুনলেন, তখন তাদের মধ্যে হাশর উপস্থিত, তাদের কান্নার আওয়াজ ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল, তখন ইমাম পাক ভাই হযরত আব্বাস এবং স্বীয় পুত্র ‘আলী আকবরকে পাঠালেন, যাও, তাদের চুপ করাও, আমি জানের দোহাই দেই, এখন তাদের তো বহু কান্না আসবে”। তারা দু’জন গিয়ে তাঁবুর মহিলাদের শান্ড় করালেন। যখন তাদের কান্নার আওয়াজ থেমে গেল, তখন ইমামে পাক আল-াহ তা‘আলার হামদ্ ও সানা, রাসূলে পাক সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ফেরেশতাদের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করলেন। এই হামদ্ ও না‘তে এমন চমৎকারিত্ব ও অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করলেন, যা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বর্ণনাকারী বললেন,

فوالله ما سمعت متكلما قط قبله ولايمدد ابلغ فى متعلق منه

খোদার কসম, আমি এ সুন্দর আর শৈল্পিক বক্তব্য না এর পূর্বে কখনো শুনেছি, না এর পরে কারো থেকে শুনেছি। অতঃপর প্রমাণ সম্পন্ন করতে তিনি বললেন,

فانسبونی فانظروا من انا ثم راجعوا انفسكم فعاتبواها وانظروا هل يصلح و يحل لكم قتلی و انتهاك حرمتی الست ابن بنت نبيكم و ابن وصيته و ابن عمه و اولی المؤمنين بالله والمصدق لرسوله او ليس حمزة سيد الشهداء عم ابی او ليس جعفر الشهيد الطيار فی الجنة عمی او لم يبلغكم قول مستفيض ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لی و لاخی انتما سيدا شباب اهل الجنة و قرة عين اهل السنة فان صدقتمونی بما اقول وهو الحق ما تعمدت كذبا مذ علمت ان الله يمقت عليه و ان كذبتمونی فان فيكم من ان سالتموه عن ذالك اخبركم سلوا جابر بن عبد الله او ابا سعيد او سهل بن سعد او زيد بن ارقم او انسا يخبروكم انهم سمعوه من رسول الله صلی الله عليه وسلم اما فی هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمی -

"সমবেত জনতা, আমার বংশীয় কৌলিন্য চেয়ে দেখো, আমি কে? নিজেদের বিষয়ে লক্ষ্য করো, নিজেদের এ সিদ্ধান্ড়কে ধিক্কার দাও। চিন্ড়া করো, আমাকে হত্যা করা কিংবা লাঞ্ছিত করা তোমাদের জন্য আদৌ বৈধ কিনা, আমি কি তোমাদেরই নবীজির দৌহিত্র নই? এবং তাঁর ওয়ারীস (উত্তরসূরী) ও চাচাতো ভাই (হযরত 'আলী)-এর পুত্র নই? যিনি আল-াহর প্রতি উত্তম ঈমান আনয়নকারী এবং রাসূলের প্রকৃষ্ট আস্থা পোষণকারী ছিলেন। শহীদকুলশিরমনি বীরকেশরী হযরত হামযা (রা.) কি আমার পিতার পিতৃব্য নন? শহীদপ্রবর হযরত জা'ফর তৈয়ার যুল জানাহাইন কি আমার চাচা নন? এ মশহুর হাদীস কি তোমাদের কছে পৌঁছেনি যে, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আমি ও আমার ভাই সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, তোমরা দু'জন বেহেশতের নওজোয়ানদের সরদার এবং আহলে সুন্নাতের চক্ষু সমূহের শীতলতা?" যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে, তাহলে (জানতে) নিঃসন্দেহে আমি যা তোমাদের বলছি, হক্ব ও সত্য বলছি। কেননা যখন থেকে আমি এটা জেনেছি, মিথ্যুকের উপর খোদার গযব নাযিল হয়, খোদার কসম, সেইদিন থেকে আমি জ্ঞাতসরে কখনো মিথ্যা বলিনি। আমার কথা যদি সত্য বলে না মানো, বরং আমাকে মিথ্যুক মনে করে থাকো, তবে তোমাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ড় এমন লোক বিদ্যমান আছে, যাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করে সত্যাসত্য জেনে নিতে পারো। (অথবা সাহাবায়ে রাসূলদের মধ্যে) জাবের ইবন 'আবদুল-াহ আনসারী, আবু সা'ঈদ খুদরী, সাহল ইবন সা'দ, যায়েদ ইবন আরকাম ও আনাস রয়েছেন, তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করো,

সত্যতার স্বীকৃতি দেবেন যে, তাঁরা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর যবান মুবারক থেকে এ হাদীস শুনেছেন। এখন আমাকে বলো, “এ কথা গুলোর মধ্যে কোন একটি কথাই কি এমন নেই, যা আমার রক্তপাত ও লাঞ্ছনা থেকে তোমাদের র՟খতে পারে?”

এমন সময়ে শিমার ইমামের প্রতি এক অশোভন উক্তি করে বসলে হাবীব বিন মুযাহির তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে বললেন, “আল-াহ তোমার অন্ড়রে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাই তুমি বুঝতে পারছ না ইমামে পাক কী বলছেন”। শিমার এবং হাবীবের বাক-বিত՟ার পর ইমামে পাক আবারও বক্তব্য রাখলেন,

فان كنت فى شك مما اقول او تشكون فى انى بن بنت نبيكم فو الله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبى غيرى منكم ولا من غيركم اخبرونى اتطلبونى بقتيل منكم قتلته او بمالكم استهكت او بقصاص من جراحة فلم يكلموه فناده ياشبث بن ربعى و ياحجاز بن ابجر ويا قيس بن الاشعث ويازيد بن الحارث الم تكتبوا الى فى القدوم و عليكم قالوا لم نفعل ثم قال بلى فعلتم ثم قال ايها الناس اذ فكرهتمونى قدعونى انصرف الى مافى من الارض -

হে সমবেত জনতা, যদি তোমাদের কারো কারো এ কথার মধ্যে সংশয় থাকে, (জান্নাতের নওজোয়ানদের আমি সর্দার) তবে এতেও কি কোন সন্দেহ আছে যে, আমি তোমাদের নবীজিরই দৌহিত্র? খোদার কসম, ভূপৃষ্টের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ড় পর্যন্ড় কোথাও এ সময়ে আমি ছাড়া আর কেউ নবীজির দৌহিত্র নেই। বলো, তোমরা আমার রক্তের পিপাসু কেন হলে? আমি কি কাউকে হত্যা করেছি, কিংবা কারো সম্পদ হানি করেছি? নাকি কাউকে আমি আহত করেছি যে, তোমরা তার প্রতিশোধ নিতে চাও?” (এ প্রশ্নগুলোর কোন উত্তরই তাদের কাছে ছিলনা) সবাই নির՟ত্তর রইল। এরপর ইমাম পাক তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ধরে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, “হে শাবস ইবন রিব‘য়ী হে হেজায ইবন আবজর, হে কায়েস ইবন আশআস, হে যায়েদ ইবন হারেস, তোমরা কি চিঠি লিখে আমাকে তোমাদের কাছে ডাকো নি?” তারা (এবার সরাসরি অস্বীকার করে) বলল, “আমরা কোন চিঠিপত্র লিখিনি”। তিনি বললেন, “তোমরা অবশ্যই লিখেছিলে” এরপর আবার বললেন, “তোমরা

যখন আমাকে অপছন্দই করছো, তবে আমার পথ ছাড়, আমি নিরাপদে কোথাও চলে যাই” ।[৪০৫]

এরপর কায়েস ইবন আশআস বলল, আপনি চাচাতো ভাই ইবন যিয়াদের নির্দেশ মাথা পেতে নিন। তবে আপনার সাথে কোন অশোভন আচরণ করা হবে না” । ইমাম বললেন, “অবশ্য তুমিও তো মুহাম্মদ ইবন আশআসের ভাই। তোমরা কি এটাই চাচ্ছ যে, বনু হাশিম মুসলিম ইবন আক্বীলের রক্ত ছাড়াও আরো রক্তের বদলা চাইবে? খোদার কসম, হীন প্রকৃতি কোন লোকের মত না আমি ইবন যিয়াদের হাতে কখনো হাত দেবো, না কোন ক্রীতদাসের মত আমি আনুগত্যের অঙ্গীকার করবো” ।

عباد الله الی عذت بربی وربکم ان ترجمونی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لایؤمن بیوم الحساب ۔

“হে আল-াহর বান্দারা আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই তোমরা না আবার আমাকে পাথর নিক্ষেপ করো। হিসাবের দিবসকে যে বিশ্বাস করে না এমন অহংকারীর (অনিষ্ট) থেকে আমি আমার ও তোমাদের রবের কাছে আশ্রয় চাই” ।

এটুকু বলে তিনি সওয়ারী (বাহনের পশু) কে বসালেন এবং সেখান থেকে অবতরণ করলেন। কুফাবাসীরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসলো। তাদের গতি দেখে যুহাইর ইবন কাইন সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার হয়ে এগিয়ে আসলেন এবং দুশমনদের সামনে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন,

“হে কুফাবাসী, আল-াহর শাস্ড়িকে ভয় করো, এক মুসলমানের উপর এটা কর্তব্য, যেন সে অপর মুসলিম ভাইকে সদুপদেশ দেয়। এখনও পর্যন্ড় আমরা ভাই ভাই এবং এক দ্বীন ও অভিন্ন মিল-াতে প্রতিষ্ঠিত। যতক্ষণ পর্যন্ড় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে তলোয়ার না চলে, ততক্ষণ পর্যন্ড় তোমাদের নসীহত করার অধিকার আমাদের আছে। যখন তলোয়ার চালাচালি হয়ে যাবে, তখন এ সম্বন্ধ টুটে যাবে। তখন আমরা একটি দল, আর তোমরা অপর একটি দল। শোনো, নিঃসন্দেহে আল-াহ তা‘আলা আমাদের ও তোমাদেরকে তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর আওলাদের ব্যাপারে এক মহাপরীক্ষায় অবতীর্ণ করেছেন। তিনি দেখছেন,

[৪০৫]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫ ; ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৪৩।

আমরাও তোমরা তাঁদের সাথে কী আচরণ করছি। আমরা তোমাদেরকে আওলাদে রাসূলের সাহায্য সহযোগিতা করতে এবং অবাধ্যের সন্ড়ান অবাধ্য ইবন যিয়াদ ও ইয়াজিদের সঙ্গ ছাড়তে আহ্বান জানাচ্ছি। কেননা তাদের উভয়ের কাছ থেকে অন্যায় ছাড়া তোমাদের আর কিছু হাসিল হবে না। এরা তোমাদের চোখে তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে দেবে, হাত-পা কেটে লুলো-খোঁড়া বানিয়ে রাখবে, তোমাদের লাশ খেজুরের ঢালে লটকিয়ে রাখবে। হাজর ইবন আদী সহচরদের এবং হানী ইবন উরওয়ার মত তোমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা করবে”।

এ বক্তব্য শোনার পর কুফাবাসীরা যুহাইর ইবন কাইনকে গালমন্দ করল এবং ইবন যিয়াদের প্রশংসা ও তার জন্য দু‘আ করে বলতে লাগলো,

والله لانبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه او نبعث به وباصحابه الى الامير عبيد الله سلما -

“খোদার কসম, আমরা এখান থেকে এক পা পিছু হটবো না, যতক্ষণ না তোমাদের অগ্রনায়ক হোসাইন (রা.) ও তার সঙ্গীদের কতল করি; অথবা তাদেরকে কয়েদী বানিয়ে ইবন যিয়াদের হাতে সোপর্দ না করি। যুহাইর বললেন, “হে খোদার বান্দারা,

ان ولد فاطمة رضوان الله عليها احق بالود و النصر من ابن سمية فان لم تنصروهم فاعيذكم بالله ان تقتلوهم -

“হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সন্ড়ান ইবন সামিয়ার তুলনায় মুহাব্বত ও সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার অধিকতর হক্বদার। তোমরা যদি তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করতে না পার, আল-াহর ওয়াস্তে অন্ড়ত তাঁদের হত্যা করতে চেয়ো না”।

তাঁদের বিষয়টি তাঁদের ও তাঁদের পিতৃব্যজাত ইয়াজিদের মাঝে ছেড়ে দাও। আমাকে নিজ প্রাণের শপথ দিয়ে বলছি, ইয়াজিদ তোমাদের আনুগত্য দেখে হোসাইনকে কতল করা ছাড়াও সন্তুষ্ট হবে। (অর্থাৎ এটা আমি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থেকেই বলছি)

এ কথা শুনে শিমার যুহাইরের উদ্দেশ্যে এক তীর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, “ব্যস, এবার চুপ কর, খোদা তোমার মুখ বন্ধ করে দিন, তুমি এতক্ষণ যাবৎ বক বক করে আমাদের মগজ চেটেছো”। যুহাইর উত্তরে বললেন, “এই বাওয়ালের পুত্র আমি তোমার সাথে কথা বলছি না, তুমিতো একটা আস্ড় জানোয়ার, আল-াহর শপথ তুমিতো কুরআনের দু’টি আয়াত বোঝারও ক্ষমতা রাখো না,

فابشر بالخزى يوم القيامة و العذاب الاليم -

কাজেই হাশর দিনের লাঞ্ছনা ও যন্ত্রনাকর শাস্ড়ির সুসংবাদ তোমাকে আলিঙ্গন জানাচ্ছে”। শিমার বলল, “খোদা তোমার ও তোমার সঙ্গীর এই মুহুর্তেই মৃত্যু ঘটাবেন”। যুহাইর বললেন, “তুমি কি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো? খোদার কসম, হোসাইনের পক্ষে জীবন দেয়া তোমাদের সাথে থেকে চিরদিন বেঁচে থাকার চাইতে অনেক পছন্দনীয়”। অতঃপর উচ্চস্বরে ইয়াজিদের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, “সমবেত জনতা, এমন পাষ , অত্যাচারীদের ধোঁকায় পড়ে নিজেদের দ্বীনধর্ম বরবাদ করে দিও না। খোদার কসম, যারা হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সন্ড়ান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের রক্ত ঝরাবে, আর সহযোগিতাকারীদের এবং তাঁদের মর্যাদার পক্ষে লড়াইকারীদের হত্যা করবে, তারা সেই প্রিয় নবীর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। ইমামে ‘আলী মকাম যুহাইরকে ডেকে ফিরিয়ে নিলেন।[৪০৬]

হুরের আগমন :

যুহাইর ইবন কাইনের প্রত্যাবর্তনের পর আমর ইবন সা‘দ যুদ্ধ শুর করার জন্য অগ্রসর হলে হুর ইবন ইয়াজিদ, ইবন সা‘দকে বলল, “খোদা তোমার মঙ্গল কর ন, তুমি কি এঁদের সাথে যুদ্ধ করবে?” ইবন সা‘দ বলল, “হ্যাঁ, খোদার কসম, লড়াইও হবে এমন প্রচন্ড যে, যাতে নিদেন পক্ষে এতটুকু হবে তাদের মাথা ও হাত টুকরো টুকরো হতে থাকবে”। হুর বলল, “তাদের তিনটি প্রস্ড়াব থেকে একটিও কি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়?” ইবন সা‘দ বলল, “আল-াহর শপথ, যদি বিষয়টি আমার ইচ্ছাধীন হতো, তবে আমি অবশ্যই তা করতাম। কিন্তু করবো কী, তোমাদের আমীর তো মানছে না”। হুরের মধ্যে কী এক স্পন্দন অনুভূত হল! দৃষ্টি থেকে অন্ধকারের পর্দা সরে গেল। সত্যের দীপ্তি স্বচ্ছ হয়ে ক্রমশঃ ফুটতে থাকল। হুরের এ অবস্থা লক্ষ্য করে তারই ভ্রাতৃ সম্পর্কের এক ব্যক্তি মুহাজির ইবন আউস হুরকে বলল “হায় আল-াহ, আজ তোমার অবস্থা যে অদ্ভুত! আমি তো কোন যুদ্ধেই তোমার এমন অবস্থা দেখিনি! অথচ আমার দৃষ্টিতে তুমি কুফার বীর কেশরীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ

---

৪০৬. মুহাম্মদ শফি‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৭-১৩০।

বীর পুর"ষ। তারপরও তোমার এ দশা কেন? "হুর বলল, "খোদার কসম, আমার এক দিকে জান্নাত, আর অপর দিকে জাহান্নাম। উভয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেছি যে কোথায় যাব।

তার পর বলল, "এখন আমি জান্নাতের দিক স্থির করে ফেলেছি। তাতে আমাকে টুকরো করে দেয়া হোক, কিংবা জীবন্ড় জ্বালিয়ে দেয়া হোক"।

এই বলে তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে চাবুক হানলেন, আর হতভাগ্যদের দল থেকে বেরিয়ে ইমামে 'আলী মকামের নিকট পৌঁছে গেলেন।

ইমামে পাকের চরণে উপস্থিত হয়ে হুর আরয করল, "হে ইবন রাসূলিল-াহ! আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমি সেই ব্যক্তি, যে আপনাকে ফিরে যেতে দেয়নি। সারাটি পথ আপনার সাথে সাথে থেকে পাহারা দিয়েছি এবং এ জায়গায় থেমে যেতে আপনাকে বাধ্য করেছি। কিন্তু লা-শরীক এক আল-াহর কসম, আমার এটুকু ধারণা পর্যন্ড় ছিলনা যে, তাদের মন্দ-অদৃষ্ট এ পর্যন্ড় পৌঁছে যাবে, আর তারা আপনার সব শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করবে। আমি ধারণা করছিলাম যে, তারা আপনার শর্তসমূহ থেকে কোন একটি শর্ত মেনে নেবে এবং একটি সমঝোতার দিক উন্মোচিত হবে। আল-াহর কসম, আমি যদি জানতে পারতাম যে, এ লোকগুলো আপনার সাথে এমনতর আচরণ করবে, তবে আমি কখনো তাদের সাথে থাকতাম না এবং যে সব বে-আদবী আমার পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে আমি কখনো তা করতাম না। এখন আমি কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত, আল-াহর কাছে তাওবা করছি। আর নিজ প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গ করছি, দয়া করে বলুন, আমার এ তাওবা কি কবুল হবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আল-াহ তোমার তওবা কবুল করবেন এবং তোমাকে ক্ষমাও করবেন, "তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আল-াহর ইচ্ছায় 'হুর' তথা স্বাধীন হবে। ঘোড়া থেকে অবতরণ করো"। হুর বললেন, আমি তো তখনই অবতরণ করবো, যখন ঐ যালিমদের বির"দ্ধে লড়তে লড়তে এ প্রাণ আপনার জন্যে উৎসর্গ করে দেব।" তিনি ফরমালেন, "ঠিক আছে, যেমনটি মন চায় করো। আল-াহ তোমায় রহম কর"ন।

ইমামে 'আলী মকামের নিবেদিত প্রাণ সহযোদ্ধাদের সাথে শামিল হওয়ার পরে হুর ইবন ইয়াজিদ কুফাবাসী ইয়াজিদ পক্ষীয়দের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন,

"হে জনগোষ্ঠি, হোসাইন তোমাদের সামনে যে তিনটি প্রস্ড়াবনা রেখেছেন, তার কোন একটি তোমরা মেনে নিচ্ছ না কেন? যাতে আল-াহ তোমাদেরকে

তাঁদের বির—দ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিতেন"। কুফাবাসীরা বলল, আমাদের আমীর ইবন সা'দ এর সাথে কথা বলুন। ইবন সা'দ বলল, "আমি তো চেয়েছিলাম, তবে তা হবার নয়"। হুর বললেন, "হে কুফাবাসী, আল-াহ তোমাদের ধ্বংস কর—ন। তোমরা নিজেরাই হোসাইনকে আহ্বান করেছ, যখন তিনি এসে পৌঁছলেন, তোমরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করলে, উপরন্তু শত্র—র হাতে সঁপে দিলে। তোমরা এটাতো বলেছিলে যে, আমরা নিজেদের জীবন (আপনার পক্ষে) উৎসর্গ করবো, আর এখন তোমরাই তাঁকে আক্রমন করতে এবং হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তোমরা চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলেছ। তাঁকে ও আহলে বাইত (পরিবারবর্গ)-কে আল-াহ তা'আলার প্রশস্ড় ও বিস্ড়ৃত ভূখন্ডের কোন এক স্থানে গিয়ে স্বস্ড়ি ও নিরাপত্তার সাথে থাকতে বাধা সৃষ্টি করছো। এখন তিনি সম্পূর্ণ কয়েদীর হালে। তোমরা তাঁর জন্য ফোরাত নদীর পানি বন্ধ করে রেখেছ, যা ইহুদী, নাসারা, অগ্নি পূজারী নির্বিশেষে সকলেই পান করছে, এ অঞ্চলের কুকুর-শুকর পর্যন্ড় সেখানে অবাধে ফিরছে, সেই পানির জন্য হোসাইন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন হাহাকার করছে। তোমরা হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পরে তাঁর আওলাদগণের সাথে কতই না খারাপ আচরণ করছ! যদি এখনই তোমরা তাওবা না করো এবং নিজেদের এ ইচ্ছা পরিত্যাগ না কর, তবে রোজ কিয়ামতে আল-াহ তা'আলা তোমাদেরও পিপাসার যন্ত্রনায় অস্থির রাখবেন"।

এরপর কুফাবাসী ইয়াজিদ পক্ষীয়রা হুর এর প্রতি তীর বর্ষণ করতে শুর— করে। হুর সেখানে থেকে সরে ইমামে পাকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন।[৪০৭]

যুদ্ধের সূচনা :

হুরের সরে আসার পর 'আমর ইবন সা'দ নিজ পতাকা নিয়ে এগিয়ে আসল এবং একটি তীর ইমামের দিকে নিক্ষেপ করল, "স্বাক্ষী থেকো, সর্বপ্রথম তীর আমিই মেরেছি। এর সাথে সাথেই যুদ্ধের দামাম প্রচন্ডভাবে বেজে উঠে। অন্যরাও তীর ছুঁড়তে শুর— করে। হযরত 'আবদুল-াহ ইবন মুসলিম (রা.),

---

[৪০৭]. মুহাম্মদ শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩২-১৩৫।

হযরত ‘আক্বীল (রা.)-এর পুত্র হযরত জা‘ফর (রা.), হযরত ‘আবদুর রহমান ইবন ‘আক্বীল (রা.), হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘আক্বীল (রা.) হযরত ‘আলী (রা.)-এর পুত্রগণ, যথা হযরত আবূ বকর ইবন ‘আলী (রা.), হযরত ‘উমর ইবন ‘আলী (রা.), হযরত ‘উসমান ইবন ‘আলী (রা.), হযরত জা‘ফর ইবন ‘আলী (রা.), অতঃপর ইমাম হাসান মুজতাবার সন্ড়নগণ যথাক্রমে, হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন হাসান (রা.), হযরত ক্বাসিম ইবন হাসান (রা.), হযরত ‘উমর ইবন হাসান (রা.), হযরত আবূ বকর ইবন হাসান (রা.), ইমাম হোসাইন (রা.)-এর ভাগিনা (হযরত যয়নাবের পুত্র) হযরত মুহাম্মদ ও হযরত ‘আউন ইবন ‘আবদুল-াহ ইবন জা‘ফর ত্বাইয়ার (রা.), হযরত আব্বাস আলমদার ইবন ‘আলী (রা.), ইমাম হোসাইন (রা.)-এর পুত্র হযরত ‘আলী আকবর (রা.) সহ অনেকে বীরদর্পে যুদ্ধ করে অনেক ইয়াজিদী বাহিনীকে জাহান্নামে প্রেরণ করে শাহাদাতের অমীয় শরাব পান করেন। ইন্না লিল-াহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি‘উন।

কারবালার মরর্প্রান্ড়রে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর অন্ড়িম মূহুর্ত :[৪০৮]

এখন নবীজির পবিত্র কাঁধের আরোহী, মা ফাতিমার নয়ন দ্যুতি, ‘আলী মর্তুজার হৃদয় নিধি, হাসান মুজতাবার প্রাণের প্রশান্ড়ি, জান্নাতী যুবকদের সর্দার, প্রেমিকদলের অগ্রনায়ক, নবী বংশের নয়নমনি, ভগ্ন হৃদয়ের পরম আশ্রয়, ধৈর্য্য ও সংযমের মূর্ত প্রতীক, কারবালার শহীদ, মু’মিনকুলের আত্মার শান্ড়ি, হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের সময় সমুপস্থিত। এখনই সংঘটিত হবে দুঃখ-বিষাদের প্রলয়, আসমান ও যমীনে এখন শোকের মাতম শুরর্ হবে। আসমান যমীন এখন রক্তের অশ্রর্ বিসর্জন করবে, এখনই আসবে সেই বিপদঘন মুহুর্তগুলো, যা কল্পনা করতেই শিউরে উঠবে গোটা ইসলামী জাহান। আর এমনটি কেনইবা হবে না, দোজাহানের শাহজাদা, যাঁকে হুযুর আকরাম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম নিজ বুকে ঘুম পাড়াতেন, কাধ মোবারকে আরোহন করাতেন, নিজের জিহ্বা মোবারক চুষতে দিতেন, সেই প্রাণ প্রিয় দৌহিত্র, স্নেহময়ী জননী সাইয়্যিদা ফাতেমার (রা.)-এর কোলে যাঁর কেঁদে উঠা নবীকুল-সর্দারকে অস্থির করে তুলত, সেই আদরের

---

[৪০৮]. মুহাম্মদ শফি‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০-২০৮।

পোষ্য, যিনি তাঁর পবিত্র কাঁধে চড়ে বসলে প্রিয় নবীজি সিজদাকেও দীর্ঘায়িত করে দিতেন, কাঁধ মোবারক হতে যাঁর পড়ে যাওয়া রাসূলকুল-শিরমণির কিছুতেই সইত না, সে আওলাদে রাসূল, যাঁর ভক্তি মুহব্বত প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ, যাঁর সাথে মুহব্বত রাখা আল-াহও রাসূলের সাথেই মুহাব্বত রাখা, যাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া আল-াহ ও রাসূলকেই দুঃখ-কষ্ট দেয়া সেই তাঁকেই যেন আপন পরিবার পরিজনের সামনে, তীর-তরবারী আর বর্শার আঘাতে ঘায়েল করে ঘোড়া থেকে নিচে ফেলে দেয়া হবে। তাঁরই পবিত্র লাশকে যে ঘোড়ার খুরে দলিত করা হবে। তাঁবুগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হবে। রাসূল যাদীদের সমস্ড় আসবাব-পত্র লুঠ করে নেয়ার পরে তাঁদেরকে যে কয়েদী বানানো হবে। হায়রে আফসোস!!

অতঃপর কারবালার তাজেদার পরিবারের সকল সদস্য, আত্মীয় স্বজন সাহায্য ও সহযোগিতাকারী সবাইকে উৎসর্গ করার পর এবার নিজ প্রাণের নযরানা আসল মুনিবের দ্বারে নিবেদন করতে প্রতিজ্ঞা করছেন। আহলে বায়তের তাঁবুতে আগমন করে দেখতে পেলেন, তাঁর সে অসুস্থ পুত্র যিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ড় হয়ে কয়েকদিন ধরে বিছানায় পড়ে আছেন, সফরের ক্লান্ড়ি, ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রচন্ডতায় এবং চোখের সামনে ঘটে যাওয়া মর্মান্ড়িক ঘটনাবলী যাকে এমন কাহিল আর দূর্বল করে দিয়েছে যে, দাঁড়াতে চাইলে তাঁর শরীর মোবারক কাঁপছিল, তিনি সে অবস্থায়ও বর্শা সামলে নিয়ে যুদ্ধের মাঠে যেতে বদ্ধ পরিকর। কারবালার তাজেদার তাঁর চোখের মণি যয়নুল আবেদীনকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। আদর করে বললেন, “বেটা, তোমার পালাতো এখনও আসেনি। এখন তো তোমার এ মা বোনদের রক্ষা করতে হবে। আর এ অসহায় আহলে বায়তকে স্বদেশে পৌঁছাতে হবে। বাছা আমার! আল-াহ তা‘আলা তোমার থেকেই আমার বংশ এবং হোসাইনী বংশধারা জারী করবেন। দেখো, ধৈর্য্য ও সংযমে অটল থেকো, খোদার পথে যত কষ্ট আর বিপদই আসুক না কেন হাসিমুখেই সব সহ্য করবে। সর্বাস্থায় নানা জানের শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ করবে। বৎস, বিপদ-আপদ সইতে সইতে যখন কভূ মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছতে পারো তবে সর্বপ্রথম রওযায়ে আনওয়ারে হাজিরা দেবে, আর নানাজানকে আমার সালাম জানাবে, তোমার চোখে দেখা সার্বিক অবস্থার কথাই তাঁকে জানাবে। এরপর আমার আম্মাজানের কবর শরীফে যাবে, তাঁকেও সালাম জানাবে, ভাই হাসান মুজতবাকে সালাম দেবে।

কলিজার টুকরো আমার, তুমিই যে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে"। ইমামে পাক নিজ পাগড়ি মোবারক খুলে যয়নুল আবেদীনের মাথায় রাখলেন। তারপর সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক পীড়িত পুত্রকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

ইমামে পাক তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধ সামগ্রী বের করলেন। মিসরী ক্বাবা (কোট বিশেষ) পরিধান করলেন। নানাজান হুযুর মুহাম্মদ রাসূলুল-লাহ সাল-লাল-লাহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-লাম-এর ব্যবহৃত পাগড়ী মুবারক মাথায় বাঁধলেন। শহীদকুল-সর্দার হযরত আমীর হামযা (রা.)-এর বর্ম গায়ে জড়িয়ে নিলেন। বড় ভাই হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর কোমরবন্ধ নিজ কোমরে বাঁধলেন। আব্বাজান হায়দার কার্রার (রা.)-এর তলোয়ার ঐতিহাসিক যুলফিক্বার হাতে নিয়ে শহীদানের সম্রাট, জান্নাতী যুবকদের সর্দার নযরানা দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মহিলাদের তাঁবুতে এলেন। বিবিগণ এ অবস্থা দেখে যার পর নাই অসহায় বোধ করলেন। চেহরা বিবর্ণ হয়ে গেল। দুঃখ-বেদনার নিরব প্রতিচ্ছবি সে পবিত্রা মহিলাদের চোখ বেয়ে বেদনার অশ্রু মুক্তো বিন্দুর মত টপকে পড়তে লাগল।

এদিকে ইমামে পাক বলতে লাগলেন, তোমাদের প্রতি আমার সালাম! ব্যথায় নিমজ্জিত আহত কণ্ঠে বোনেরা ডাকল, 'প্রিয় ভাইয়া' বিবি বললেন, 'প্রাণ নাথ', সকীনা বললেন, 'আব্বাজান! কোথায় যাচ্ছেন? এ জঙ্গলে আমাদের কার কাছে সঁপে যাচ্ছেন? যে পশুরা 'আলী আসগরের মত নিষ্পাপ শিশুর প্রতি সামান্য দয়া করেনি, তারা আমাদের সাথে কীরূপ আচরণ করবে?" তিনি বললেন, 'আল-লাহ তোমাদের রক্ষাকারী"। তিনি তাঁদের ধৈর্য্য ধারণের পরামর্শ দিলেন এবং আল-লাহর ইচ্ছায় সহনশীল এবং কৃতজ্ঞ থাকতে উপদেশ দিলেন।

ইমামে পাকের অত্যধিক প্রিয় কন্যা হযরত সকীনা এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর্তস্বরে বলে উঠলেন, "বাবা, আপনি চলে গেলে আমি "বাবা" বলে কাকে ডাকব? পরম মমতায় আমার মাথায় হাত বুলাবে কে?" ইমামে পাক সকীনাকে কোলে তুলে নিলেন। অনেক আদর করে বোন হযরত যয়নবের কোলে দিতে দিতে বললেন, "বোন, এ আমার অনেক যত্নে গড়া বড় আদরের মেয়ে। তাকে কখনো কাঁদতে দিও না। এতিমের বেদনা যেন আমার এ কন্যাটি বুঝতে না পারে। আমার লাশের কাছে তাকে আসতে দিও না"। যয়নব বললেন, "মরণ আমার! আজ এক সকীনাই শুধু এতিম হচ্ছে না; বরং আজ আমরা সকলেই নিরাশ্রয় আর এতিম হতে চলেছি। হায়, আজ যদি আমার

মৃত্যুই এসে যেত, আমার চোখে এ মর্মান্ড়িক পরিস্থিতি দেখতে হত না। ভাইয়া, আপনাকে ছাড়া এবং আপনার পরে আমাদের আর বেঁচে থাকার কী অর্থ আছে? আমাদেরও আপনার সাথে নিয়ে চলুন। আপনার সাথে সাথে লড়াই করতে করতে আমরাও জীবন উৎসর্গ করে দেবো"। ইমাম বললেন, "বোন আমার, তোমরা যে ধৈর্য্যশীলদের সন্ড়ান সন্ততি। নিয়তি আর খোদায়ী সিদ্ধান্ড়ে সন্তুষ্ট থেকো। মুখে অভিযোগের একটি বর্ণও আসতে দিওনা। এ দুনিয়া তো ক্ষণিকের পান্থশালা। পরকালই হচ্ছে স্থায়ী ও অনন্ড় নিবাস। দুনিয়া ক্ষণিকের, আখের চিরস্থায়ী। শোন বোন, আমাদের স্নেহময় নানাজান আল-াহর রাসূল লোকান্ড়রিত হয়েছেন, আম্মাজান সাইয়্যিদাও বিরহের জ্বালা দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। আব্বাজানের মাথায় ক্ষত তিন দিন তক নিজ চোখে দেখেছি। পরিশেষে তিনিও সমাধিতে লুকিয়ে গেছেন। ভাই হাসানের টুকরো টুকরো কলজে তোমরা আমরা তশতরীতে দেখেছি। এতকিছুতেও আমরা সবুর করেছি। এখন আমার বিষয়েও ধৈর্য ধর"। অতঃপর তিনি এক এক জনের নাম ধরে অন্ড়ঃপুরের সবাইকে সালাম জানালেন। ধৈর্য্য ও সংযমের অন্ড়িম উপদেশ শোনালেন। ক্ষত বিক্ষত আহত হৃদয় আসন্ন বিচ্ছেদ ভাবনায় চুর্ণ বিচুর্ণ হতে থাকলো। দুঃখভরা কাতর দৃষ্টিগুলো আলো ভরা চেহারা মুবারকের দর্শন সুধা উপভোগ করতে থাকল। বেদনা বিধুর ক্ষণকাল পরে এ আলোর দীপ্তি চিরতরে মিলিয়ে যাবে। ইমাম শেষ বিদায় জানিয়ে তাঁবু ছেড়ে আসলেন। কারবালার মজলুম ডানে বামে চোখ বুলালেন। গোটা ময়দান আজ ফাঁকা। নিবেদিত প্রাণ সহচরদের কেউ নেই, যারা সারাক্ষণ তাঁর সাহায্যে প্রস্তুত থাকতেন। আরোহন করার সময় যারা পা দানি এগিয়ে দিতেন। হযরত যয়নব দেখলেন যে, ভাইকে সওয়ার করিয়ে দেবার মতও কেউ নেই। বললেন, "রাসূল-কাঁধের সওয়ারী, রেকাব ধারণের সেবায় কেউ নেই বলে নিরাশ হবেন না। রাসূলের এ নাতনী যে সেই খেদমতে হাজির। এবার কারবালার তাজেদার সওয়ার হয়ে ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

শেষ চেষ্টা :

অতঃপর বললেন, "হে জনগোষ্টি তোমরা যে রাসূলের কলেমা পড়ে থাক সেই রাসূলের এরশাদ, 'আমার এই দৌহিত্রদ্বয় হাসান হোসাইন হচ্ছে বেহেশতী যুবকদের সর্দার'। তোমাদের মধ্যে কে এই হাদীস অস্বীকার করবে? সম্ভ্রমবোধ

নেই। একটু লাজ শরম তো করো। আল-াহ্ ও রাসূলের উপর যদি ঈমান থাকে তো, চিন্ড়া করো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বত্র দৃষ্টিনিক্ষেপকারী সেই আল-াহকে কী জবাব দেবে? শ্রেষ্ঠ ত্রাতা, নূরানী সত্তা, রাহমাতুলি-ল 'আলামীন হুযুর মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে মুখ দেখাবে কী করে? নিজ রাসূলেরই গৃহ উজাড়কারীর, ক্বিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস থাকে তো নিজের পরিণাম তো ভাবো! হে বিশ্বাস ঘাতকেরা, তোমরাই আমাকে চিঠি লিখেছিলে, নিজেদের দূত পাঠিয়ে বলেছিলে, দোহাই আমাদের পথনির্দেশনা দিন। নচেৎ আল-াহর কাছে আপনার পোশাক টেনেই নালিশ জানাব'। আমি তোমাদের বিশ্বাস করেই এখানে এসে পৌঁছেছি। হে নির্লজ্জরা তোমাদের তো উচিৎ ছিল আমার আগমন পথে দৃষ্টি বিছিয়ে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাবে, আমার চরণধুলি তোমাদের চোখে সুরমা বানিয়ে নেয়া, ওয়াদামতে তোমাদের সর্বস্ব আমার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দেয়া। কিন্তু তোমরা তার সম্পূর্ণ বিপরীত আমার সাথে এতটাই খারাপ আচরণ করেছ, যে অনাচার কদাচারের আর অন্ড় রইল না। রে দুরাচার যালিম, তোমরা আমার সামনেই যাহরা-কাননের দোলায়িত পুষ্পের মত নিরপরাধ তরুণদের হত্যা করেছ। রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রাণ প্রতীম সন্ড়ানদের রক্ত ধুলোয় গড়াগড়ি করিয়েছ, আমার সাহায্যকারী ও সহযোগীদের কতল করেছ, এখন আমাকেও জবাই করতে চাচ্ছ!! এখনও সময় আছে, লজ্জা ও অনুশোচনায় বিদ্ধ হও। আমারও রক্তে হাত রঙিন করা থেকে সংযত হও। আমাকে হত্যা করার অভিশাপ নিজ ঘাড়ে নিতে যেও না। বলো, তোমাদের কী উত্তর?" তারা বলল, "আপনি ইয়াজিদের বশ্যতা মেনে নিন, অন্যথায় যুদ্ধ ছাড়া উপায় নেই।

তিনি জানতেন যে, তাঁর এ সব কথায় তাদের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। কারণ তাদের অন্ড়রে যে দূর্ভাগ্যের সীল পড়ে গেছে। মন্দ নিয়তি তার প্রান্ড় সীমায় উপনীত। কিন্তু তিনি একথাগুলো প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য বলেছিলেন। যাতে পরবর্তীতে তাদের (আত্মপক্ষে) আর ওযর অবশিষ্ট না থাকে।

এবার নবুওয়াত রবি প্রিয় নবীর নয়ন তারা, বেলায়তের সম্রাট 'আলী (রা.)-এর কলিজার টুকরো, বিশ্ব দুলালী খাতুনে জান্নাতের প্রাণের প্রশান্ড়ি, ধৈর্য-সংযমের মূর্ত প্রতীক সাইয়্যিদুনা হোসাইন (রা.) তৃষ্ণার্ত-অভুক্ত অবস্থায়, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ ব্যথা বুকে নিয়ে কারবালার উত্তপ্ত বালুকায় বিশ

হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনীর সামনে বলতে লাগলেন, “যদি একান্ড়ই নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ থেকে নিরস্ড় হবে না, তবে এসো, আকাংঙ্খা চরিতার্থ করো, আমার রক্তে তোমাদের পিপাসা মিটিয়ে নাও। আর তোমাদের সাহসী, যুদ্ধপ্রিয় রণকুশলীদের এক এক করে আমার মোকাবেলায় পাঠাতে থাকো এবং খোদা প্রদত্ত শক্তি, হোসাইনী বীরত্ব ও হায়দরী আঘাত দেখতে থাকো”।
সুতরাং জর"রী অবস্থায় ব্যবহার্য বিখ্যাত যোদ্ধা আর তেজস্বী সৈন্যদের বিশেষ সংরক্ষিত এক ব্যাটেলিয়ন থেকে তমীম ইবন কাহ্তাবা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নিজ বাহাদুরী চালে অহংকার আর অহমিকাপূর্ণ বাক্যে গজড়াতে গজড়াতে ইমামের মোকাবেলায় আসল। রক্তমুখী চিতার মত ইমামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি চোখ ধাঁধাঁনো বিজলীর মত তীক্ষ্ম তলোয়ারের আঘাত হানলেন। মূহুর্তেই তমীমের মাথা ঠুনকো কুটোর মত ধড় থেকে উড়িয়ে তার সমস্ড় অহংকার ও স্পর্ধা ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। এ ঘটনাদৃষ্টে জাবের ইবন কাহের কিম্মী অত্যন্ড় শক্তিমত্তার ধমক দেখিয়ে বকাবকি করতে করতে সামনে এগিয়ে আসল। হুঙ্কার ছেড়ে বলতে লাগল, “সিরিয়া ও ইরাকের বীর মহলে আমার শৌর্য-বীর্যের প্রচার রয়েছে। আমার সাথে লড়তে কেউ সাহস করে না”। সিরীয় সৈন্যদের এ উদ্ধত দূরাচার যখন ইমামের সামনে এসে তলোয়ার চালাল, তখন তিনিও আত্মরক্ষা করতঃ শাণিত তরবারীর এমন এক আঘাত হানলেন যে, শত্র"র একটি বাহু কাটা গিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল। সে পেছন ফিরে পালাতে লাগলে মৃত্যুদূত তার পথরোধ করে দিল। ইমামে পাক দ্বিতীয় আঘাতে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।
প্রচন্ড ক্রোধে লাল হয়ে বদর ইবন সুহাইল ইয়ামানী আমর ইবন সা‘দকে বলতে লাগল, “কী সব বীরত্বের কলঙ্ক আর কাপুর"ষদের আপনি হোসাইনের মোকাবেলায় পাঠাচ্ছেন, যারা ভাল করে দু’দন্ড লড়তে পারে না। আমার চার পুত্রের মধ্যে যাকে চান এখন ময়দানে পাঠিয়ে দিন। আর দেখুন, আমার কাছ থেকে শিখে আমার সন্ড়ানেরা আজ কেমন যুদ্ধ বিদ্যার পারদর্শিতা দেখায়”। আমর ইবন সা‘দ বদরের বড় পুত্রকে ইশারা করল। সে রীতিমত ঘোড়া উড়িয়ে হযরতের মোকাবেলায় আসল। হযরত বললেন, “ময়দানে তোমাদের পিতা আসলেই ভাল হোত”। তাতে তোমাদের অশুভ পরিণতির তামাশা তাকে দেখতে হোত না”। এটা বলেই ইমাম রক্ত পিয়াসী তলোয়ার দিয়ে এমন এক আঘাত হানলেন যে, তার দফা রফা হয়ে গেল। বদর যখন পুত্রকে মাটিতে

ছটফট করতে দেখল, তখন সে দু'চোখে অন্ধকার মনে হল। মূর্তিমান ক্রোধ হয়ে বর্শা হেলিয়ে যে ময়দানে বেরিয়ে এসে ইমামের উপর হামলা চালাল। ইমাম নিজ ঢাল নিয়ে এমন সুন্দর কায়দায় তার হামলাকে প্রতিহত করলেন যে, মূহুতেই তার বর্শার অগ্রভাগ খুলে পড়ে গলে। হতভাগা বর্শার খালি দন্ডটা রাগে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল আর তলোয়ার প্রস্তুত করল। হযরত বললেন, "দেখো, বকাবকি এক বিষয়, আর বীরত্ব ভিন্ন বিষয়। সাবধান, এখন তোমার সময়ও ফুরিয়ে গেছে"। এ বলেই চাঁদ খন্ডন কারী (নবী)'র প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র 'তাকবীর' হাকঁলেন, আর উম্মুক্ত কৃপাণ দিয়ে এমন আক্রমণ চালালেন যে, বদরকে দু'খন্ড করে ছাড়লেন। এভাবে একেক জন তলোয়ারবাজ, বর্শাধারী সিরিয়া ও ইরাকের বীরপুর ষদের মত যোদ্ধারা গর্জাতে গর্জাতে এবং হাতির চিৎকার করতে করতে হযরতের মোকাবেলায় আসতে থাকল। কিন্তু যে-ই সামনে আসে সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না। শে'রে খোদার যোগ্যপুত্র বীরত্বের এমন চমক দেখালেন যে, কারবালায় ময়দানকে কুফা ও ইরাকের বীরজওয়ানদের ক্ষেত বানিয়ে ছাড়লেন। যশস্বী বীর যোদ্ধাদের তাজা তাজা রক্তে কারবালার মাঠকে রক্তস্নাত করে ছাড়লেন। নিহতের স্তুপ রচনা করলেন। শত্র মহলে শোর গোল পড়ে গেল যে, যদি যুদ্ধের অবস্থা এভাবে চলতে থাকে, তবে এ সিংহ শার্দূল কাউকেই জ্যান্ড় ছাড়বেন না। সিদ্ধান্ড় হল যে, সময়ের চাহিদা মতে তাকে চার দিক থেকে ঘিরে একসাথেই হামলা করতে হবে।

যথারীতি ফাতেমার চাঁদকে যুলুম নির্যাতনের কালো মেঘে চারিদিক থেকে ছেয়ে ফেলল। সহস্র জওয়ান সৈন্যরা ইমামকে ঘিরে ফেলল। তিনি বললেন "হে অত্যাচারীর দল, তোমরা যদি ইবন যিয়াদ আর ইয়াজিদকে খুনী করতে আওলাদে রাসূলের রক্ত বহানো জর রী মনে করে থাক, তবে আওলাদে রাসূলও আল-াহ তা'আলা ও রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সন্তুষ্টি এবং দ্বীনে ইসলামের হেফাজতের জন্য সবকিছুই কুরবানী দিতে প্রস্তুত।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) রক্তপাগল শত্র দের ভিড়ে তাঁর তলোয়ার যুলফিকারের চমক শাণিত করতে থাকলেন। যেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতেন লাশের পর লাশ পড়তে লাগল। শত্র রা আতঙ্কে প্রমাদ গুনতে লাগল।

'আবদুল-াহ ইবন আম্মার নামে এক সৈন্যের বর্ণনা[৪০৯]

فوالله ما رأيت مكسورا قط قد قتل ولده و اهل بيته و اصحابه اربط حاشا ولاامضى جنانا منه ولااجراء مقدما والله ما را يت قبله ولابعده مثله ان كانت الرجالة لتنكشف من عن يمينه وشماله انكشاف المعزى اذا اشد فيها الذئب -

''আল-াহর কসম, আমি সন্ড়ান-সন্ড়তি পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব সবাই নিহত হয়ে যাওয়া সহায় স্বজনহীন কাউকে এমন তেজস্বীতা ও বীরত্ব নিয়ে লড়াই করতে না পূর্বে না পরে কখনো দেখিনি, যেমনটি ইমাম হোসাইন (রা.)কে দেখেছি। তাঁর প্রচন্ড হামলায় উভয় পাশের শত্রুদের আমি এ ভাবে পালাতে দেখেছি যেভাবে এক বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে ছাগল ভেড়ারা পালাতে থাকে"।

ইমামে পাক লড়াই করে যাচ্ছিলেন এবং বলে যাচ্ছিলেন, "আমাকে হত্যা করতে একত্রে আসা লোক সকল, খোদার কসম, আমার পরে তোমরা এমন কাউকেই আর হত্যা করবে না, যার নিহত হওয়া আমার শাহাদাতের চাইতে আল-াহর আযাব নাযিল হওয়ার অধিকতর কারণ হবে। আল-াহ আমাকে সম্মান দান করবেন এবং তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। যতক্ষণ তোমাদের প্রতি কঠোর আযাব নাযিল করবেন না, ততক্ষণ তিনি সন্তুষ্ট হবেন না"।

যদিও তিনি তিনদিনের পিপাসার্ত, মর্মে মর্মে ছিলেন জর্জরিত, শাহাদাতের পরে পূতপবিত্রা, রক্ষণশীলা অন্ড়ঃপুর বাসিনীদের বন্দীদশা ও অসহায় অবস্থায় কথাও তাঁর মনে ছিল, কিন্তু তাঁর ধৈর্য ও মনোবল এবং শাহাদাতের তীব্র আকাংখার কাছে যে হার মানতেই হয়। তিনি বাতিলের সামনে কোনরূপ দূর্বলতার লেশমাত্র প্রকাশ করেন নি। প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁর ধমনীতে নবীজির রক্ত, আর বাহুতে ছিল হায়দরী ত্বাকৃৎ। তাঁর মন বলছিল যে, আমার মত শাহী সওয়ার আর কেউ নেই; কেননা আমি যে আমার নবীজির পবিত্র কাঁধে সওয়ার হয়ে ছিলাম। আমার মত বাহাদুরই বা কে আছে? যেহেতু আমাকে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম নিজ বীরত্ব দানে ধন্য করেছেন। আমি যে, প্রিয়নবীর বীরত্বের প্রকাশস্থল!

---

[৪০৯]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৯।

ইবন সা‘দ এবং তার পরামর্শ দাতারা যখন দেখল যে, ইমামে পাক একাই কুফা আর সিরিয়ার বিখ্যাত বীর বাহাদুরদের বীরত্ব ও শৌর্য বীর্যকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন; তখন তারা সিদ্ধান্ড় নিল যে, এক একজন করে যুদ্ধ করার বদলে ইমামের উপর চতুর্দিক থেকে তীর বর্ষণ করতে হবে। যখন তিনি প্রচন্ড যখমে জর্জরিত হয়ে যাবেন, তখন পবিত্র ওই দেহকে বর্শার আঘাতের লক্ষ্য বানাতে হবে। কাজেই ওই নরাধমদের নির্দেশে তীরন্দাজেরা চারপাশ থেকে তাঁর প্রতি তীর বৃষ্টি শুর“ করে দিল। অনবরত তীরের আঘাতে ইমামে পাকের ঘোড়া এতই আহত ও কাহিল হয়ে পড়ল যে, চলার মত শক্তি ও তেজ হারিয়ে ফেলল। নির“পায় ইমামকে একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে যেতে হল।

এখন চারিদিক থেকে তীর আসতে থাকল। ইমামে পাকের পবিত্র দেহই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। যালিমেরা তাঁর নূরানী দেহকে তীরে তীরে ঝাঁজরা আর রক্তাক্ত করে ফেলে। আবুল হুনুক নামে এক অভিশপ্ত ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর কপাল মুবারকে এসে বিদ্ধ হয়। সর্বশক্তিমান আল-াহর উদ্দেশ্যে যে কপাল নিয়মিত ঝুকত, যা ছিল প্রিয় নবী আল-াহর হাবীব সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর চুম্বন ধন্য, তা এই মুহুর্তে বিদীর্ণ হয়ে গেল। রক্তের ফিনকি ধারায় নূরানী চেহারা মুবারক লালে লাল হয়ে গেল। তিনি চেহারা মুবারকে হাত ফিরালেন। বললেন, “বদনসীব, তোমরা তো রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দুঃখবোধকেও গ্রাহ্য করলেনা”। দৃশ্যতঃ মনে হচ্ছিল, যেন শাহাদাতের মসনদে সমাসীন জান্নাতের দুলহা বহমান রক্তের পুষ্পালঙ্কার পরিধান করেছেন। আঘাতের মনিহার গলায় পরে আছেন। ওদিকে বেহেশতের হুর পরীরা জান্নাতের ঝরোকা থেকে বেহেশতী যুবকদের সর্দারকে অপলক তাকিয়ে আছেন। তিন দিনের পিপাসার্ত কারবালার মুসাফিরের জন্য ‘হাউজে কাউসার’ তার সুপেয় ঠান্ডা পানীয় নিয়ে অপেক্ষায় আছে। নবীগণ অলি আওতাদ আর শহীদকুলের পবিত্র আত্মাসমূহ নবীকুল সম্রাটের প্রিয় দৌহিত্র শহীদ সম্রাটের সমাদর অভ্যর্থনা জানাতে অধীর প্রতীক্ষায় প্রস্তুত। জান্নাতুল ফেরদাউসের সাজ-সজ্জার ধুমধাম চলছিল।

এক ফাঁকে খোলী ইবন ইয়াজিদ আসবাহী হিংসামুক্ত ওই পবিত্র বুকে একটি তীর এমনভাবে ছুঁড়ে মারলো যে, তা ইমামের হৃদপিন্ডে গিয়ে বিধল। এখন পয়গাম্বর কাঁধের আরোহী (হোসাইন)-এর ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ল। হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম ছুটে গেল। ইমামে আরশে মকীন

ঘোড়ার জিন থেকে কারবালার যমীনে পড়ে গেলেন। এবার অভিশপ্ত শিমার মুখাবয়ববে তলোয়ারের আঘাত হানল। তার সাথে সাথেই সিনান ইবন আনাস নখয়ী এগিয়ে এসে বর্শার আক্রমণ চালাল, যা দেহ মুবারক এ ফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

বাগে রেসালতের জান্নাতী ফুল, বেলায়তের পুষ্পোদ্যানের বিকশিত কলি, হায়দরী কুসুমকাননের পুষ্পস্ড়বক, খান্দানে নবুওয়তের অন্যতম স্মারক শাহজাদায়ে কওনাইন ইমাম হোসাইন (রা.) পরম কর”ণাময়ের উদ্দেশ্যে সিজদারত অবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করলেন। (ইন্না লিল-াহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি‘উন)

প্রাণপ্রিয় বোন সাইয়্যিদা যয়নব এ প্রলয়ঙ্করী দৃশ্য দেখে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসলেন। আর্তনাদ করতে করতে তিনি ছুটে আসলেন। বলতে লাগলেন, “হায়রে প্রাণধিক ভাই আমার! হায় আমাদের কর্ণধার! আসমান ছিঁড়ে যদি মাটিতে পড়তো!” সেই মুহুর্তে ইবন সা‘দ ইমামের পাশেই দাঁড়ানো ছিল। তাকে দেখে সাইয়্যিদা বলে উঠলেন, “আমর ইবন সা‘দ, ইমাম আবূ আবদুল-াহ হোসাইন (রা.)-এর হত্যাকান্ডের এ দৃশ্য তুমি উপভোগ করছ?” ইবন সা‘দের চোখে দুনিয়ার চাকচিক্যের মোহ ও লোভের আবরণ পড়ে গিয়েছিল। তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বলেই সাইয়্যিদা যয়নবের এ বুকফাটা আর্তনাদ আর এ মর্মান্ড়িক দৃশ্য দেখে এ পাষাণেরও চোখ ফেটে পানির ধারা দু’গন্ড বেয়ে নেমে আসল। লজ্জায় এতটুকু হয়ে সাইয়্যিদার দিক থেকে সে চোখ ফিরিয়ে নিল।[৪১০] চির-অভাগা খোলী ইবন ইয়াজীদ হযরত ইমাম পাকের নূরানী শির মুবারক পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এগিয়ে আসল। কিন্তু ভয়ে তার হাত কেঁপে উঠল। কম্পিত দেহে সে পেছনে হটে গেল। তার ভাই কুলাঙ্গার হাশাল ইবন ইয়াজিদ ঘোড়া থেকে নেমে শির মুবারককে দেহ মুবারক থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার ভাই খোলীর হাতে অর্পন করল। কেউ বলেছেন, শিমার ছিল শ্বেতী রোগ বিশিষ্ট। সেই হতভাগ্যই শির মুবারক কেটে নিয়েছিল। হুযুর সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছিলেন, “আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, এক ডোরাকাটা কুকুর আমার আহলে বায়তের পবিত্র রক্তে মুখ দিচ্ছে”। হযরত ইমাম জা‘ফর

[৪১০]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫৯।

সাদেক (রা.) বলেন, "সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা পঞ্চাশ বছর পরে প্রকাশ পেল, যখন শ্বেতীরোগী শিমার যুল জওশন ইমামে পাকের রক্ত বইয়েছিল"। হযরত মুহাম্মদ ইবন ওমর ইবন হাসান (রা.) বলেন, "আমি কারবালায় হযরত হোসাইন (রা.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি শিমারকে দেখে বললেন, "আল-াহ ও তাঁর রাসূল সত্য, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন যে, ''আমি এক ডোরা কাটা কুকুরকে আমার আহলে বায়তের পবিত্র রক্তে মুখ দিতে দেখেছি"। সাইয়্যিদা যয়নব (রা.) দৌঁড়ে প্রিয় ভাইয়ের দিকে অগ্রসর হলেন।

'তাযকেরায়ে সিরতে ইবন জোযী'তে রয়েছে, ইমামের পবিত্র দেহে ৩৩ (তেত্রিশ)টি বর্শার জখম, ৪০ (চলি-শ)টি তরবারির জখম এবং তাঁর পিরহান (জামা) শরীফে ১২১ (একশ একুশ)টি তীরের ফুটো (ছিদ্র) ছিল।

বেহায়া, বদনসীব পাষন্ডেরা খুলে নিল তাঁর পবিত্র দেহের সবগুলো কাপড়। সম্পূর্ণ নিরাবরণ করে ফেলল মুসলিম জাহানের শ্রদ্ধেয় ইমামকে। মস্ড়কবিহীন দেহ মোবারক থেকে তাঁর জুব্বা শরীফ কায়েস ইবন মুহাম্মদ ইবন আশআস নিয়ে ফেলল। বাহর ইবন কা'ব নিল পায়জামা। আসওয়াদ ইবন খালেদ জুতো জোড়া খুলে নিল। আমর ইবন ইয়াযীদ নিল পাগড়ী মোবারক, চাদর মোবারক নিল ইয়াযীদ ইবন শোবল, সিনান ইবনে আবস নখয়ী বর্ম আর আংটি লুঠে নিল। বনু নহশলের জনৈক ব্যক্তি তরবারী নিয়ে ফেলল, যা পরবর্তীতে হাবীব ইবনে বদীল'র বংশে আনীত হয়। এতটা যুলুম অনাচার করার পরও সিরিয়া কুফার পাষন্ড খুনীদের হিংসা বিদ্বেশের আক্রোষ মেটেনি। চির দুর্ভাগারা ইমামের পবিত্র শরীরের উপর ঘোড়া দৌড়িয়ে তাঁকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে। এ পাশবিক উম্মত্ততার পর ইয়াজিদী দস্যুরা পর্দানশীন পবিত্র মহিলাদের তাঁবুতে প্রবেশ করে আহ্লে বাইতের যাবতীয় মালামাল লুঠ করে নেয়।

এ পাশাবিকতা ও বর্বরতায় প্রকম্পিত হল যমীন, আল-াহর আরশ দুলে উঠল, আকাশ বাতাস রক্তাশ্রু বর্ষণ করল, জড় বৃক্ষ, তরু-লতা থেকে ক্রন্দন ও বিলাপের আর্তধ্বনি উচ্চকিত হল।

কারবালার এ বিজন মাঠে যুলুম অত্যাচারের মরু ঝড়ে বয়ে গেল, গুলশানে মুস্ড়ফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম এর পুষ্প কলিরা টর্ণেডোর বলি হয়ে গেল, লুণ্ঠিত হল 'আলীর ঘর বাড়ী, উৎপাটিত হল যাহ্রার সজীব কানন। দলিত মথিত করা হল প্রিয় নবীর এ সাজানো কুঞ্জ। পরদেশের

অচিন পরিবেশে শিশুরা হয়ে গেল ইয়াতীম, বিধবার শ্বেতবাস নিলেন সম্ভ্রান্ড় বিবিগণ। বিশ্ব মুসলিমের পরম শ্রদ্ধেয়রা আজ বরণ করলেন কর“ণ বন্দী দশা। ৬১ হিজরীর ১০ মুহররম পবিত্র জুমা'র দিন সংঘটিত হল এ মর্মান্ডিক ঘটনা। সেদিন ইমাম পাকের বয়স ছিল ৫৬ বছর ৫ মাস ৫ দিন। সত্যানুরাগীদের অহংকার, সেই প্রাণপণ যোদ্ধা সেদিন মাতামহের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আপনজনদের নিয়ে এমন দৃঢ় চিত্তে নিজ প্রাণ আল-াহ্র পথে উৎসর্গ করেছিলেন যে, যার কোন নজীর পাওয়া যাবেনা।[৪১১]

শহীদদের সমাধী :

ইয়াজিদ বাহিনী যখন কারবালা থেকে কিছুদূর চলে যায়, তখন শাহাদাতের দ্বিতীয় দিনে, কারো মতে তৃতীয় দিনে ফোরাতের তীরবর্তী গাদ্বেরিয়া গ্রামের বনু আসাদ নামের এক গোত্রের লোকেরা আসল। তারা ইমাম হোসাইন (রা.)-এর মস্ড়ক বিহীন দেহ মুবারক এক জায়গায় এবং বাকী বাহাত্তরজন শহীদানকে এক জায়গায় সমাহিত করে।[৪১২]

সহযোগীসহ আহলে বায়তের সংখ্যা :

সৈয়্যদুনা ইমাম হোসাইন (রা.)-এর আত্মীয় স্বজন, প্রিয়জন তাঁর সহচর, সহযোগী যাঁরা তাঁর সাথে কারবালার মর“ প্রান্ড়রে বড়ই নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা বর্ণনায় মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ৭০জন, আর কেউ ৭২জন, কেউ ৭৯জন, কেউ ৮২জন বলে মত দিয়েছেন। তম্মধ্যে আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সংখ্যা ২০-এর মত। তাঁদের বরকত মন্ডিত নাম সমূহ নিম্নরূপ :

১. মুসলমানদের মুকুটবিহীন সম্রাট হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)

২. হযরত আবূ বকর (রা.)
৩. হযরত 'উমর (রা.)

৪. হযরত 'উসমান (রা.)
৫. হযরত জা'ফর ইবন 'আলী (রা.)

৬. হযরত মুহাম্মদ ইবন 'আলী (রা.)
৭. হযরত কাসেম (রা.)

---

৪১১. মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৭-২০৮।

৪১২. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৩ ; ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬১।

৮. হযরত আবদুল-াহ (রা.) ৯. হযরত আবূ বকর (রা.)
১০. হযরত ‘উমর ইবন হাসান (রা.)
১১. হযরত ‘উসমান ইবন হাসান (রা.) ১২. হযরত মুহাম্মদ (রা.)
১৩. হযরত ‘আউন ইবন ‘আবদুল-াহ ইবন জা‘ফর ত্বাইয়্যার (রা.)
১৪. হযরত ‘আবদুল-াহ (রা.) ১৫. হযরত ‘আবদুর রহমান (রা.)
১৬. হযরত জা‘ফর ইবন আক্বীল (রা.) ১৭. হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন মুসলিম (রা.)
১৮. হযরত ‘আলী আকবর (রা.)
১৯. হযরত ‘আলী আসগর ইবন হোসাইন (রা.) [৪১৩]

শহীদানদের প্রতি কোটি সালাম, যাঁদের রক্তের বিনিময়ে ইসলাম প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

কারবালায় বন্দীদের নামের তালিকা :

কারবালায় যে সমস্ড় মহিয়সী পূণ্যাত্মা ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছেন তাঁদের নাম নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

১. হযরত ইমাম যয়নুল ‘আবেদীন ‘আলী আওসাত (রা.)
২. হযরত ‘উমর ইবন হোসাইন ইবন ‘আলী (রা.)
৩. হযরত মুহাম্মদ ইবন ‘উমর ইবন ‘আলী (রা.)
৪. হযরত যয়নব (রা.)
৫. হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে ‘আলী (রা.)
৬. হযরত ফাতেমা (রা.)
৭. হযরত সকীনা বিনতে হোসাইন (রা.)
৮. হযরত শাহ্রবানু বিনতে ইয়াযদেজর্দ ইবন শাহরিয়ার (রা.) ইমামের বিবি, পারস্য অধিপতি কিসরার নাতীন।
৯. হযরত রূবাব বিনতে ইমর“ল কায়েস (ইমামের বিবি)

এ সমস্ড় পূণ্যাত্মাদেরকে ইয়াজিদ বাহিনী অত্যন্ড় লজ্জাজনক ভাবে বন্দী করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে অবশ্যই তাঁদেরকে ইয়াজিদ মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিয়ে দেয়।[৪১৪]

---

[৪১৩]. মুহাম্মদ শফি‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৬-৮৭।

ইমাম হোসাইন (রা.)-এর নূরানী মাথা মোবারকের আলোচনা :

চির অভাগা খোলী ইবন ইয়াজিদ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর নূরানী মাথা মুবারক পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এগিয়ে আসল। কিন্তু ভয়ে তার হাত কেঁপে উঠল। কম্পিত দেহে সে পিছনে হটে গেল। তার ভাই কুলাঙ্গার হাশাল ইবন ইয়াজিদ ঘোড়া থেকে নেমে ইমামের মাথা মুবারককে দেহ মুবারক থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার ভাই খোলীর হাতে অর্পন করল। কেউ কেউ বলেছেন, শিমার ছিল শ্বেতী রোগী। সে হতভাগ্যই মাথা মুবারক কেটে নিয়েছিল। ইমামের মাথা মুবারক নিয়ে খোলী ইবন ইয়াজিদ রাতেই কুফাতে পৌঁছে। রাজ প্রসাদের দরজা বন্ধ ছিল। সে মাথা মুবারক নিয়ে নিজের ঘরে চলে আসল। পাপিষ্ঠ ওই মাথা মুবারক এক বড় থালায় ঢেকে বিছানার এক পাশে রেখে দিল। আর স্ত্রী নওয়ার-এর কাছে গিয়ে বলল, "আমি তোমার জন্য সারা জীবনের ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছি। ওই দেখ, হোসাইন ইবন 'আলীর মাথা তোমারই ঘরে পড়ে আছে"। সে বলল, "খোদার গজব তোমার উপর, মানুষ সোনা-চাঁদি নিয়ে আসে, আর তুমি আওলাদে রাসূলের মাথা নিয়ে এসেছ"। খোদার কসম! এখন থেকে আমি আর তোমার সাথে থাকব না, কখনো না"। এ বলে নওয়ার নিজের বিছানা থেকে উঠে পড়ল। যেখানে মাথা মুবারক রাখা ছিল সেখানে এসে বসে পড়ল। পরবর্তীতে সে অভিনব ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। নওয়ার বলল, খোদার কসম! আমি দেখতে থাকলাম, খুঁটির আকৃতির মত এক আলোক রশ্মি আসমান থেকে ঐ থালা পর্যন্ড় বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অতঃপর দেখলাম কিছু সাদা সাদা পাখী এর চতুর্দিকে উড়তে ফিরতে থাকল। এভাবে রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। যখন সকাল হল সে নরাধম ইমামের মাথা মুবারক ইবন যিয়াদের কাছে নিয়ে গেল।[৪১৫]

নুরানী মাথা মোবারক ও ইবন যিয়াদ :

---

[৪১৪]. মুহাম্মদ শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৭।

[৪১৫]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৬১; ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৩; ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৯০।

দূর্মতি ইবন যিয়াদের দরবার বসল। গণমানুষের জন্য সাধারণ অনুমতি দেয়া হল। লোকে লোকারণ্য দরবারে তার সামনে ইমামে আলী মকামের নূরানী শির মোবারক একটি তশতরীতে করে নিয়ে আসা হল। ঐ দূরাচারের হাতে একটা ছড়ি (শৌখিন লাঠি) ছিল। ওটা দিয়ে সে ইমামে পাকের ঠোঁটে, দাঁতের মৃদু আঘাত করছিল, আর বলছিল, "আমি এমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় মুখ কারো দেখি নি।" ঐ অভিশপ্তের এহেন ধৃষ্টতা আর বে-আদবী দেখে ওখানে উপস্থিত নবী করিম রাসুলাল-াহি সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রবীণ সাহাবী হযরত যায়েদ ইবন আরকম ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। শোকে দুঃখে কেঁদে উঠে বললেন, "হে মারজানার পুত্র, ইমামে পাকের ওষ্ঠ মোবারক আর পবিত্র দাঁত গুলো থেকে ওই লাঠি সরাও! ওই আল-াহ্র শপথ যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, নিঃসন্দেহে আমি নিজ চোখে দেখেছি যে রাসুলুল-াহ্ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম এই দাঁত আর ঠোঁটগুলোতে চুমো খেতেন। কথাগুলো বলে তিনি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। ইবনে যিয়াদ বলল, "খোদা তোমাকে বেশী কান্নায় রাখুন। যদি তুমি বৃদ্ধ না হতে, আর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ না পেত, তবে অবশ্যই আমি তোমার গর্দান থেকে মাথা পৃথক করে দিতাম।"[৪১৬]

হযরত যায়েদ (রা.) বললেন, আমি এর চাইতেও বেশী উত্তেজিত করার মত কথা তোমাকে শোনাচ্ছি। শোনো, আমি রাসুলুল-াহ্ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-ামকে দেখেছি যে, তাঁর ডান জানুর উপর হাসান, আর বাম জানুর উপর হোসাইন বসা ছিলেন। তিনি উভয়ের মাথায় হাত বুলাতে ছিলেন এবং বলছিলেন, হে আল-াহ্ আমি এদের উভয়কে তোমার নেককার মুমিন বান্দাদের কাছে আমানত হিসাবে সোপর্দ করছি।" অথচ তুমি ? হে দুরাচার, তুমি রাসুলে খোদা রাসুলাল-াহি সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর এ আমানতের সাথে কী অশোভন আচরণ করলে ? অতঃপর তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "কুফাবাসীরা জেনে রেখ,

"তোমাদের উপর খোদা কখনও সন্তুষ্ট হবেন না, তোমরা রাসুলুল-াহর সন্ড়ড় ানকে কতল করেছ, আর মারজানার পুত্রকে নিজেদের শাসনকর্তা বানিয়েছ।

---

[৪১৬]. ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৬২; ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৩।

এখন সে তোমাদের ভাল মানুষগুলো হত্যা করবে, খারাপ লোকগুলোকে ছেড়ে দেবে"। এ কথাগুলো বলে হযরত যায়েদ কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন।[৪১৭]
হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, "হযরত হুসাইন (রা.)-এর নূরানী শির মোবারক একটি তশতরীতে করে ইবনে যিয়াদের সামনে আনা হল। ঐ সময় আমি তার নিকট ছিলাম। সে ইমামের রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে কিছু মন্ড়ব্য করল। তার হাতে একটা ছড়ি ছিল। ওটা দিয়ে সে ইমামের পবিত্র নাকে মৃদু আঘাত করছিল।"
হযরত আনাস (রা.) বলেন, হোসাইন (রা.) রাসুলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। তখন রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ওয়াসমা দিয়ে খেদ্বাবকৃত ছিলেন।[৪১৮]
বর্ণিত আছে যে, ইমামে আলী মকামের নূরানী শির মোবারক যখন দূর্মতি যিয়াদের সামনে রাখা হল, তখন হত্যাকারী গর্বের সাথে বলছিল,

اوفر ركابى فضة و ذهبا - فقد قتلت الملك المحجبا
قتلت خير الناس أما و أبا - وخيرهم اذ ينسبون نسبا

অর্থাৎ আমার উটগুলোকে স্বর্ণ রৌপ্য দিয়ে পূর্ণ করে দাও, কেননা আমি সুপ্রসিদ্ধ, উঁচু মর্যাদার সর্দারকে হত্যা করেছি।
আমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, যিনি বাবা-মা আর বংশ কৌলিন্যে সবার চেয়ে উত্তম ছিলেন।
এ শে'র শুনে ইবনে যিয়াদ প্রচন্ড রেগে গেল। আর বলতে লাগর, "যদি তোমার কাছে তিনি এতই মর্যাদাবান ছিল, তবে ফের তাকে হত্যা করলে কেন ?"
"ওয়াল-াহি! লা নিলতু মিন্নী খাইরান ওয়া লাআলহাকতুকা বিহী সূম্মা দ্বারাবা উনুকাহু"।

---

[৪১৭]. ইবন হাজর মক্কী : আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃ. ১৯৬।
[৪১৮]. ইমাম বুখারী : আল-জামি', খ. ১, পৃ. ৫৩০; ইমাম তিরমিযী : মানাকিবুল হোসাইন অধ্যায়; মুহাম্মদ শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪।

অর্থাৎ খোদার কসম, আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য এর চাইতে উত্তম প্রতিদান আর পেলাম না এবং তাই তোমাকেও তারই কাছে পাঠিয়ে দিলাম অতঃপর ইবনে যিয়াদ লোকটির গর্দান উড়িয়ে দিল।[৪১৯]

ইয়াজিদের দরবারে মাথা মোবারকঃ

শহীদানের শির মোবারক এবং কারবালার বন্দীরা যখন দামেশ্‌ক পৌঁছেন, তখন তাঁদের সাথে ইয়াযীদ কেমন ব্যবহার করেছিল, এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন-

প্রথম বর্ণনা :

যাহ্‌র ইবন কায়েস ইয়াজিদের নিকট উপস্থিত হলে ইয়াজিদ জানতে চাইল, "কী খবর এনেছ"? যাহ্‌র উত্তর দিল,! আমিরুল মু'মিনীন, আপনাকে মুবারকবাদ। আল-াহ আপনাকে বিজয় ও সাহায্য দান করেছেন। হোসাইন ইবনে আলী আমাদের বির—দ্ধে নিজ পরিবারের আঠারোজন এবং ষাটজন অনুচরকে সাথে এনেছিলেন আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হয়তো বশ্যতা স্বীকার কর—ন, নয়তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। তাঁরা আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর দিন প্রভাত হতে না হতেই আমরা চতুর্দিক থেকে ঘিরে তাঁদের আক্রমণ করলাম। আমাদের তরবারী যখন তাঁদের শিরতক-পৌছে যায়, তখন তাঁরা পালাতে শুর— করলেন। কিন্তু তাঁদের পালানোর কোন উপায় ছিল না। তখন তাঁরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে এমন ভাবে লুকিয়ে ফিরছিলেন, যেমন বাজ পাখী থেকে কবুতর নিজকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। আমীর—ল মু'মিনীন, ব্যস একটি উট জবাই করতে যতটুকু সময় লাগে, ততক্ষণ সময়ের মধ্যেই আমরা তাঁদের সবাইকে খতম করে দেই। এখন তাঁদের লাশ খোলা ময়দানে, তাঁদের পিরহান ও চেহারা গুলো রক্তে ধুলোয় একাকার হয়ে পড়ে আছে। সূর্যের উত্তাপ এখন সেগুলোকে গলিত করছে। মর— হাওয়া, তাদের উপর বালি ছিটাচ্ছে, জনহীন তেপান্তুরে সেই দেহগুলোর উপর এখন চিল, শকুন উঠানামা করছে। এ বিবরণ শুনে ইয়াজিদের চোখ ছলছল করে উঠল, আর সে বলে উঠল, "আমি তোমাদের আনুগত্য দেখে তখনই খুশী হতাম, যদি

---

[৪১৯]. ইবন হাজর মক্কী : আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃ. ১৯৫; শিবলঞ্জী : নুর—ল আবসার, পৃ. ১৪৪।

তোমরা হোসাইনকে কতল না করে থাকতে”। ইবন সুমাইয়া (ইবন যিয়াদ)-এর উপর খোদার লা‘নত। আল-াহর কসম, আমি সেখানে থাকলে হোসাইনকে মাফ করে দিতাম। হোসাইনের প্রতি আল-াহ রহম কর“ন। এর পর যাহ্‌রকে কোন পুরষ্কারই দিল না।[৪২০]

দ্বিতীয় বর্ণনা :

শিমার যিল জওশন এবং মাহফার ইবন সা‘লাবা উভয়ে ইমামের শির মোবারক নিয়ে যখন ইয়াজিদের কাছে পৌঁছল, তখন মাহফার দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলল, “আমরা আমীর“ল মু’মিনীনের খেদমতে সবচেয়ে নির্বোধ ও নিকৃষ্ট ব্যক্তির মাথা নিয়ে এসেছি”। (মা‘আ-যাল-াহ) এটা শুনে ইয়াজিদ বলল, “মাহফার-এর মা তার চাইতে নির্বোধ ও নিকৃষ্ট বেটা জন্ম দেয়নি, কিন্তু সে খুনী ও অত্যাচারী। এরপর মাহফার ভেতরে প্রবেশ করল। আর শির মোবারক ইয়াজিদের সামনে রেখে কারবালার পূর্বাপর সমস্ড় ঘটনার বিবরণ দিল। সমস্ড় ঘটনা ইয়াজিদের স্ত্রী হিন্দা বিনতে ‘আবদুল-াহ ইবন ‘আমেরও শুনল। সে চাদর জড়িয়ে সামনে আসল এবং বলল, “হে আমীর“ল মু’মিনীন, এটা কি ফাতিমা বিনতে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর পুত্র হোসাইন ইবন ‘আলীর মস্ড়ক?” ইয়াজিদ বলল, হ্যাঁ, এখন তোমরা তার জন্য কান্না কর। বিশুদ্ধ কুরাইশ বংশীয় বিনতে রাসূলের এ সম্ড়ানের জন্য শোক প্রকাশ কর। যাঁকে তাড়াহুড়ো করেই ইবন যিয়াদ কতল করে দিল, খোদা তাকেও খতম কর“ন”। এরপর ইয়াজিদ দরবার ডাকল। আপামর জনসাধারণের জন্য দরবার উম্মুক্ত করে দেয়া হল। জনতা ভেতরে প্রবেশ করল। শির মোবারক ইয়াজিদের সামনে রাখা ছিল। ইয়াজিদ হাতে একটা ছড়ি নিয়ে ইমামের পবিত্র মুখে ও দাঁতে মৃদু প্রহার করছিল। আর বলছিল, “এখন তো তাঁদের ও আমাদের উদাহরণ হাসীন ইবনুল হামাম যেমন বলেছেন তেমনই সাব্যস্থ হল,

ابی قومنا ان ينصفونا فانصفت - قواضب فی ايماننا تقطر الدما
يفلقن هاما من رجال اعزة - علينا وهم كانوا اعق و اظلمنا

---

[৪২০]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪; ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৬৪; ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৯১।

অর্থাৎ আমাদের সম্প্রদায় তো ইনসাফ করতে অস্বীকার করে দিয়েছিলেন। আর আমাদের হাতের তরবারীগুলোই ইনসাফ করে দিল, যেগুলো রক্ত বইয়ে দিল। তরবারীগুলো এমন লোকদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিল, যারা আমাদের চেয়ে প্রভাবশালী। তারা ছিল বড় অবাধ্য আর অনাচারী।
হযরত আবূ বোরযা আসলমী (রা.) বললেন, "হে ইয়াজিদ, তুমি হাতের ছড়ি দিয়ে হযরত হোসাইন (রা.)-এর দাঁত মোবারকের এমন জায়গায় আঘাত করছ, আমি দেখেছি যে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম সে জায়গাটি পরম আদরে চোষণ করতেন। ইয়াজিদ! নিঃসন্দেহে কাল কিয়ামতের দিন যখন তুমি উঠবে, তখন তোমার সুপারিশকারী হবে ইবন যিয়াদ, আর হোসাইন (রা.) যখন উপস্থিত হবেন, তখন তাঁর সুপারিশকারী হবেন হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম "এ কথাগুলো বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। ইয়াজিদ তখন ইমামে পাকের শির মোবারককে সম্বোধন করে বলল, "হোসাইন! খোদার কসম, যদি আমি তোমার সাথে হতাম, তবে তোমাকে হত্যা করতাম না"। অতঃপর ইয়াজিদ সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলল, "তোমরা কি জান, তাঁদের এ পরিণতি কেন হল? এ কারণেই যে, সে বলত তাঁর পিতা 'আলী আমার পিতা- মু'য়াবিয়া থেকে, তার মা ফাতেমা আমার মা থেকে এবং তার শ্রদ্ধেয় মাতামহ রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আমার পিতামহ থেকে উত্তম। আর সেহেতু এ খেলাফতের সেই অধিকতর উপযুক্ত। এ কথার উত্তর হল এই যে, তার পিতা আমার পিতা থেকে উত্তম' এর জবাব হল, তাঁরা দু'জনে আল-াহর কাছ থেকে ফায়সালা চেয়েছিলেন। আর লোকেরা তো জানে যে, খোদা কার পক্ষে ফায়সালা দিয়েছেন। তার এ কথা বলা যে, তার মা আমার মা থেকে উত্তম'-এর জবাবে আমার মন্তব্য হল, আমি আমার মায়ের কসম দিয়ে বলছি, নিঃসন্দেহে তিনি আমার মা থেকে উত্তম ছিলেন। আর তাঁর এটা বলা যে, তাঁর শ্রদ্ধেয় মাতামহ রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আমার পিতামহ থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন- তার উত্তরে বলব, আমি আমার জীবনের শপথ করে বলছি যে, কোন মুসলমান যে আল-াহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে আমাদের মধ্যে কাউকে রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর বরাবর ও সমকক্ষ

জানতে পারে না, কিন্তু তাঁর উপর এই যে মুসীবত আসল, তা তাঁর না বুঝার কারণেই আসল। তারপর সে কুরআন মাজীদের এ আয়াত তেলাওয়াত করল,

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ـ الاية

এরপর আহলে বায়তের বন্দীদেরকে জনাকীর্ণ দরবারে ইয়াজিদের সামনে উপস্থিত করা হল। ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শির মোবারক তার সামনে রাখা হয়েছিল। ইমামের কন্যাদ্বয় হযরত ফাতিমা ও সকীনা (রা.) যখনই মস্ড়ক মোবারক দেখতে পেলেন, তখন নিজেদের অজান্ড়েই তাঁদের অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসল।[৪২১]

তৃতীয় বর্ণনা :

যখন ইমামের শির মোবারক ইয়াজীদের দরবারে এনে তার সামনে রাখা হল, তখন সে খুশীই হল। আর সিরীয়দেরও একত্রিত করল। তার হাতে একটি ছড়ি ছিল, যা দিয়ে সে ইমামের শির মোবারক এদিক ওদিক ওলট-পালট করছিল। তখন সে ইবন যবআরী রচিত নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করছিল,

ليت اشياخى ببدر شهدوا ـ جزع الخزرج فى وقع الاسل
قد قتلنا الضعف من اشرافهم ـ وعدلنا ميل بدر فاعتدل

অর্থাৎ-হায়! আজ যদি আমাদের পূর্ব পুরুষ, যারা বদরে নিহত হয়েছিল তারা জীবিত থাকতেন, তবে দেখতে পেতেন আমরা তাদের চেয়ে দ্বিগুন তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শেষ করে (সেই বদরের) বদলা নিয়েছি। এভাবে বদরের বিষয়টিতে সমতা এনে দিয়েছি। তার প্রতিশোধ বরাবর হয়ে গেল।[৪২২]

আল-ামা ইবন হাজর মক্কী শাফেয়ী এবং শা'বী বলেন,

وزاد فيها بيتين مشتملتين على صريح الكفر

অর্থাৎ-ইয়াজিদ এর সাথে আরও দু'টি লাইন বর্ধিত করল, যা ছিল ইয়াজিদের সুস্পষ্ট কুফরী সম্বলিত। তা ছিল নিম্নরূপ,

لعبت هاشم بالملك فلا ـ خبر جاءه ولاوحى نزل
لست من عتبة ان لم انتقم ـ من بنى احمد ما كان فعل

---

[৪২১]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৫;

[৪২২]. ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৯২ ; ইবন হাজর মক্কীর আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃ. ২১৮।

অর্থাৎ বনু হাশেম রাজ্য নিয়ে অনেক খেলেছে, অথচ না কোন বাণী তাদের কাছে এসেছিল, না কোন ওহী তাদের প্রতি নাযিল হয়েছিল।
আমি উৎবার সন্ড়ান হতাম না, যদি না আহমদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-'র সন্ড়ানদের ওই কৃতকর্মের প্রতিশোধ নিতে পারতাম, যা তারা করেছিল।

চতুর্থ বর্ণনা :

ইয়াজীদের সামনে হযরত ইমাম এবং তাঁর আহলে বাইত ও সহযোগিদের কাটা শিরগুলো রাখা হলো, সে হাসীন ইবনুল হামাম'র সেই কবিতা আবৃত্তি করল, যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তখন মারওয়ানে'র ভাই ইয়াহ্ইয়া ইবন হাকাম ইয়াজিদের কাছে বসা ছিল।   সে নিম্নোক্ত দু'টি শে-এর পড়ল,

لهام بجنب الطف ادنى قرابة - من أبن زياد العبد ذى الحسب الوغل
سمية امسى نسلها عدد الحصى - وليس الال المصطفى اليوم من نسل

(অর্থাৎ-ওই সৈন্যরা যারা 'তুফ' (কারবালা)'র কাছে (নিহত) পড়ে আছে, তারা ইতর বংশীয় গোলাম ইবন যিয়াদের নিকটাত্মীয়।
সুমাইয়ার বংশ ধরেরা আছে বালু পরিমাণ (অসংখ্য); কিন্ড়ু মোস্ড়ফার সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম বংশ ধর বলতে আজ কেউই নেই।
ইয়াজিদ এটা শুনে ইয়াহ্ইয়া বিন হাকামের বুকে হাত মারল, আর বলল 'খামোশ। এরপর ইয়াজিদের সামনে ইমাম যয়নুল আবেদীন, আহলে বায়তের মহিলা ও শিশুদের বিধ্বস্ড় ও বন্দী অবস্থায় নিয়ে আসা হল। হযরত সকীনার বড় সহোদরা হযরত ফাতিমা বিনতে হোসাইন বললেন,
রাসুলুল-াহ্র কন্যারা কি কয়েদী হয়ে গেল ? ইমাম যয়নুল আবেদীন বললেন, রাসুলল-াহ্ যদি আমাদের শিকলবন্দী অবস্থায় দেখতেন, তবে নিশ্চয় তিনি আমাদের শিকলমুক্ত করে দিতেন। ইয়াজিদ বলল,
'তুমি ঠিকই বলেছ', এরপর সে তাঁদের শিকল খুলে দেয়ার হুকুম দিল। অতঃপর ইয়াজিদ হযরত যয়নুল আবেদীনকে সম্বোধন করে বলল, "তোমার পিতা আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিন্ন করেছেন, আমার হক (অধিকার) মানলেন না এবং আমার রাজত্ব নিয়ে আমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হলেন। এর পরিণামে আল-াহ্ তা'আলা যা কিছু তার সাথে করলেন, তা তোমরাই তো

দেখতে পেলে।" হযরত যয়নুল আবেদীন তার উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ-
"পৃথিবী পৃষ্ঠে কিংবা তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোন বিপর্যয়ই সংঘটিত হয় না, যা সৃষ্টি করার পূর্বেই বিধি লিপিতে লিখিত হয়নি।" ইয়াজিদ তার পুত্র খালেদকে বলল, "এর উত্তর দাও।"
কিন্ডু সে কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারল না। তখন স্বয়ং ইয়াজিদ বলল, যে বিপদই তোমাদের উপর আসে, তা আসে তোমাদেরই কৃতকর্মের দর"ণ, তবে অনেক অপরাধ আল-াহ্ তা'আলা মাফও করে থাকেন।[৪২৩]
ইত্যবসরে সিরিয়ার এক দুরাচার হযরত ফাতিমা বিনতে হোসাইন (রা.)-এর দিকে ইশারা করে বলে উঠল, "আমীর"ল মু'মিনীন! এ মেয়েটি আমাকে দিন"। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা ভয় পেয়ে হযরত যয়নবের কাপড় খামচে ধরলেন। হযরত যয়নব ঐ সিরীয়কে ভৎর্সনা করে বলে উঠলেন, "বাজে বকছিস কেন, রে কম বখ্ত? এ কন্যা (শরী'আত মতে) তোর ভাগ্যে তো দূরের কথা; স্বয়ং ইয়াজিদের ভাগ্যেও জুটবে না"। যেহেতু সাইয়্যিদা ইয়াজিদ সম্পর্কেও বলে ফেললেন, কাজেই ইয়াজিদ রাগান্বিত হয়ে বলল, "মিথ্যা বললেন, খোদার কসম, যদি আমি চাই তো মেয়েটিকে গ্রহণ করতে পারি"। হযরত যয়নব বললেন, "না, খোদার কসম তুমি তাঁকে পেতে পার না। আল-াহ তা'আলা তোমাকে সে অধিকার দেননি, তবে হ্যাঁ, যদি তুমি আমাদের সম্প্রদায় থেকে বহির্ভূত হও, আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাও, ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে থাক তো ভিন্ন কথা"।
অর্থাৎ যতক্ষণ নিজেকে মুসলমান পরিচয় দেবে, ততক্ষণ মুসলিম কন্যাকে গণিমতের মত কবজা করতে পার না) এ কথায় ইয়াজিদ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, "তুমি আমাকে এইভাবে বলছ, দ্বীন ইসলাম থেকে তো তোমার বাবা আর তোমার ভাই বহি®কৃত হয়েছিলেন"।
হযরত যয়নব বললেন, "আমার নানাজান, আমার আব্বা ও আমার ভাইয়ের কাছ থেকেই তো তুমি, তোমার বাপ-দাদা আল-াহর দ্বীন'র হেদায়ত পেয়েছিলে"। ইয়াজিদ গর্জে উঠল "তবে সে খোদার দুশমন, মিথ্যা বকে যাচ্ছে"। সাইয়্যিদা বললেন, "তুমি আমীর হয়ে বাজে ক্ষমতার দম্ভেই এমন

[৪২৩]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৫; ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৬৫।

অনুচিত কর্কশ ভাষা আর অশোভন বাক্য প্রয়োগ করছ”। এ কথার প্রেক্ষিতে ইয়াজিদ কিছুটা লজ্জিত হয়ে নির‍ুত্তর হয়ে গেল।[৪২৪]

পঞ্চম বর্ণনা :

ইমামে পাকের শির মোবারক যখন ইয়াজিদের নিকট পৌঁছল, তখন সে খুশী হয়ে গেল। তার কাছে ইবন যিয়াদের মান মর্যাদা বেড়ে গেল। বিবিধ সম্মান পুরস্কারে তাকে বিভূষিত করল। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই সে লজ্জিত হয়ে পড়ল। কেননা এতক্ষণে বুঝতে পারল, মানুষের অন্ড়রে আমার জন্য ঘৃণা ও শত্র‍ুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে, লোকেরা আমাকে তিরস্কার, অভিশাপ আর গালি-গালাজ শুর‍ু করে দিয়েছে।

এরপর সে ইবন যিয়াদকে গাল মন্দ করতে শুর‍ু করল। বলতে লাগল, মারজানার পুত্রের উপর খোদার লা‘নত, হোসাইনকে হত্যা করে সে মানুষের অন্ড়রে আমার জন্য বিদ্বেষ ও শত্র‍ুতার বীজ বপন করে দিয়েছে। ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকল লোকই হোসাইন হত্যার কারণে আমার শত্র‍ুতে পরিণত হয়েছে। আল-াহর লা‘নত ও তাঁর গজব হোক ইবন যিয়াদের উপর।[৪২৫]

لما قتل ابن زياد الحسين و من معه بعث بروسهم الى يزيد فسر بقتله اولاً وحسنت بذالك منزلة ابن زياد عنده ثم لم يلبث الا قليلا حتى ندم -

অর্থাৎ- হোসাইন (রা.) ও তাঁর সহযোগী সঙ্গীদের শহীদ করে তাঁদের শিরগুলো যখন ইয়াজিদের নিকট প্রেরণ করা হল, তখন প্রথমদিকে ইয়াজিদ খুশী হয়েছিল এবং এ কারণে ইবন যিয়াদের মান-মর্যাদা তার নিকট বেড়ে গেল। কিন্তু তার সে আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। ক্ষণকাল পরে সে লজ্জিত হয়ে পড়ল।[৪২৬]

وقد لعن ابن زياد على فعله ذالك وشتمه فيما يظهر و يبدؤ ولكن لم يعزله على ذالك ولاعاقبه ولارسل من يعيب عليه ذالك -

অর্থাৎ-ইয়াজিদ ইবন যিয়াদের ওই কার্য কলাপের দর‍ুণ লা‘নত দিল বটে, তাকে গাল মন্দও করল এই আশংকায় যে, পরবর্তীতে এ ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যখন চতুর্দিকে বদনাম রটবে, তখন কী হবে?

---

[৪২৪]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৫; ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৯৪।

[৪২৫]. ইবনুল আসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৬।

[৪২৬]. ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৩২।

কিন্তু ইবন যিয়াদের এ নারকীয় তান্ডবের দায়ে না তাকে পদচ্যুত করল, না তার কোন শাস্ড়ি বিধান করল, আর না অপর কাউকে পাঠিয়ে তাকে এ মন্দ কাজের তিরস্কারও করল।[৪২৭]

বাস্ড়বতার নিরিখে অভিমত :

এ বর্ণনাগুলোকে একটু পর্যবেক্ষণ করলেই যে ফলাফল সামনে আসবে, তা হল ইয়াজিদ অবশই ইবন যিয়াদের উপর লা'নত, গালি-গালাজ ইত্যাদি করেছিল এবং ইমাম হত্যার প্রেক্ষিতে দুঃখ প্রকাশও করেছিল বটে; কিন্তু সেটা এ কারণে ছিল না যে, তার দৃষ্টিতে ইমাম হত্যা অবৈধ ও মস্ড়বড় অপরাধ, নচেৎ সে কর্তব্য জ্ঞানে ইবন যিয়াদ ও হোসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীদের পাকড়াও করত এবং তাদেরকে এ অপরাধের অবশ্যই শাস্ড়ি দিত।

বরঞ্চ সে ইবন যিয়াদকে সম্মান ও পুরস্কার দানে ধন্য করেছে। তা আফসোস করার কারণ এটাই ছিল যে, সে বুঝতে পেরেছিল, ইমাম ও নবীর অপরাপর আহলে বায়তের সদস্যদের অন্যায়ভাবে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও তাঁদের প্রতি নিষ্ঠুরতম অত্যাচার অনাচারের যে কলঙ্ক আমার কপালে অঙ্কিত হয়ে গেছে, তা কখনো মুছবে না। আর ইসলামী দুনিয়া ক্বিয়ামত পর্যন্ড় আমাকে নিন্দাই করতে থাকবে।

কাজেই সে নিজের কলংক ভয়ে মৌখিক অভিসম্পাত, তিরষ্কার করেছিল বটে, বাহ্যিক লজ্জা ও দুঃখ প্রকাশও করেছিল, তবে সেটাকে লৌকিক ও রাজনৈতিক লা'নত আর লজ্জিত হওয়া বলাই সমীচিন।

পেছনের পাতাগুলোতে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়ে গেছে। এ ছাড়া স্বয়ং ইবন যিয়াদের বর্ণনাও যেখানে তার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় যে, ইয়াজিদ হোসাইন হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল।

আর উপরোক্ত বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য, হযরত যয়নুল আবেদীন ও সাইয়্যিদা যয়নবের সাথে তার কথোপকথন, কঠোরতা, অমার্জিত বাক বিতন্ডা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণনায় তার কবিতা আবৃত্তি তার অন্ড়রের একান্ড় শত্রম্নতার পরিচয় আর হিংসা বিদ্বেষের প্রমাণ বহন করে।

---

[৪২৭]. ইবন কাসীর : প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৩।

মোট কথা প্রকৃত সত্য এটাই এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদির আলোকেও এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নরাধম ইয়াজিদ এই মহাপাপের দায় থেকে কোনভাবেই মুক্ত নয়। এ নৃশংসতম ঘটনার সেই মূল হোতা, ঘটনায় সে বারবারই সম্পৃক্ত, আর ইয়াজিদই পুরো ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।
উপরন্ড় শাহাদাত পরবর্তী হাররার প্রলয়ঙ্করী ইতিহাস হতভাগার মন্দবরাত ও দূর্ভাগ্যের অস্পষ্টতাকে বিদীর্ণ করে তার কুকীর্তিকে আরো উন্মোচিত করে দিয়েছে।[৪২৮]

নূরানী মাথা মোবারক কোথায় সমাহিত :
ইমাম হোসাইন (রা.)-এর নূরানী শিরমোবারক কোথায় সমাহিত করা হয়েছে, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।
‘আল-ামা কুরতুবী ও শাহ ‘আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন, “ইয়াজিদ কারবালার বন্দীদের সাথে শির মোবারকও মদীনা ত্বৈয়্যবায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। মদীনা ত্বৈয়্যবাতে শির মোবারকের গোসল-কাফন শেষে হযরত সাইয়্যিদা ফাতেমা যাহরা অথবা ইমাম হাসান (রা.)-এর পাশেই সমাহিত করা হয়”।
ইমামিয়া বলেন, “কারবালার বন্দীগণ (মুক্তি পেয়ে) চলি-শদিন পর যখন পুনরায় কারবালায় এসেছিলেন, তখন পবিত্র দেহ মোবারকের সাথে মিলিয়ে শির মোবারকও দাফন করেন”।
কেউ কেউ বলেন, ইয়াজিদ হুকুম দিয়েছিল “হোসাইনের কর্তিত শির শহরে শহরে প্রদক্ষিণ করাও”। নির্দেশ মোতাবেক ফিরানোর সময় যখন তারা আসকালান পৌঁছে, তখন সেখানকার আমীর (শাসক) তাদের কাছ থেকে নিয়ে সেখানে দাফন করে দেন। আবার সে আসকালান যখন ইংরেজদের অধিকৃত হয় , তখন তালায়ে ইবন রিযযীক নামে মিশরের ধর্মপ্রাণ উপপ্রশাসক ত্রিশ হাজার দীনার দিয়ে ইংরেজদের কাছ থেকে শির মোবারক তুলে আনার অনুমতি লাভ করেন। আর তাঁর সেনাদল ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে নগ্নপায়ে এসে ৫৪৮ হিজরী সনের ৮ই জুমাদাল উখরা রবিবার সেখান থেকে তুলে মিশরে নিয়ে আসেন। সে সময়ও শির মোবারকের রক্ত তাজা ছিল এবং তা থেকে

---

[৪২৮]. মুহাম্মদ শফি‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬১-৬২।

‘মেশক’ এর মত সুগন্ধ আসছিল। অতঃপর তিনি সবুজ রেশমী কাপড়ের থলেতে জড়িয়ে আবলুস কাঠের আসনে রেখে শির মোবারকের সম ওজনের মেশক ও আম্বর এবং সুগন্ধ দ্রব্য চতুর্দিক রেখে তার উপর ‘মাশহাদে হোসাইনী’ তথা হোসাইন সমাধি রচনা করলেন। কারীব খান খলীলী’র মাশহাদে হোসাইনী সুপ্রসিদ্ধ। শেখ শিহাবউদ্দীন ইবন আতলবী হানাফী বলেন, “আমি মাশহাদে গিয়ে শির মোবারকের যিয়ারত করেছি।

তবে শির মোবারক এ জায়গায় আছে কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান ও সংশয়গ্রস্থ ছিলাম। আচানক আমার ঘুম পেয়ে গেল। স্বপ্নে দেখলাম যে ঘোষণাকারীর মত এক লোক শির মোবারকের কাছ থেকে বের হয়ে সোজা হুজুর পুর নূর হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর হুজরা মোবারকে গেলেন। গিয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল-াহ! সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম আহমদ ইবন হালবী ও ‘আবদুল ওয়াহাব আপনার বেটা হোসাইন (রা.)-এর শির মোবারকের পবিত্র সমাধি যিয়ারত করেছেন। তখন রাসূলে পাক সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম ফরমালেন “আল-াহুম্মা তাকাব্বাল মিনহুমা ওয়াগফির্ লাহুমা” অর্থাৎ হে আল-াহ, এ দু’জনের যিয়ারত কবুল কর˜ন এবং তাঁদের ক্ষমা করে দিন”।

শেখ শিহাবুদ্দীন বলেন, “ঐ দিন থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, হযরত ইমামের শির মোবারক এখানেই সমাহিত। এরপর মৃত্যু পর্যন্ড় শির মোবারকের যিয়ারত আমি ছাড়ি নি”।

শায়খ ‘আবদুল ফাত্তাহ ইবন আবূ বকর ইবন আহমদ শাফে‘য়ী খুলুতী তাঁর পুস্ড়িকা ‘নুর˜ল আইন’-এ উলে-খ করেন, খাতেমাতুল হুফ্ফাজ ওয়াল মুহাদ্দিসীন, শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন ‘আল-ামা নাজমুদ্দীন গায়তী তৎকালীন মালেকী শাইখুশ শুয়ূখ শামসুদ্দীন লাকানী থেকে উদ্বৃত করেন যে, তিনি সব সময় মাশহাদে পাকে নূরানী শির মোবারকের যিয়ারতে হাজির হতেন এবং বলতেন, “ইমামের শির মোবারক এখানেই সমাহিত”।

হযরত শেখ খলীল আবূ হাসান তমাররসী (রহ.) শির মোবারকের যিয়ারতে আগমন করতেন। যখন (ইমামের শির মোবারকের) এ সমাধি পাশে আসতেন, তখন বলতেন, “আস্সালামু আলাইকুম ইয়া ইবনা রাসূলিল-াহ,” আর উত্তর শুনতে পেতেন, “ওয়া আলাইকাস সালামু ইয়া-আবাল হাসান”। একদিন

সালামের উত্তর না পেয়ে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। যেয়ারত শেষ করে ফিরে আসলেন। দ্বিতীয় দিন পুনরায় হাজির হয়ে সালাম দিলেন। এবার উত্তর পেলেন। তখন তিনি আরজ করলেন, “সাইয়্যিদী, গতকাল যে উত্তর পাওয়ার সৌভাগ্য হল না। “ইমাম বললেন, “হে আবুল হাসান, কাল এ সময় আমি নানাজান রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর খেদমতে হাজির ছিলাম এবং আলাপ আলোচনায় মশগুল ছিলাম”।

ইমাম ‘আবদুল ওয়াহাব শা‘রানী বলেন, “কাশফের অধিকারী সুফী সাধকদের শীর্ষস্থানীয় সুফীদের মতে ইমামে পাকের নূরানী শির মোবারক এ স্থানেই রয়েছে”। শায়খ করীমউদ্দীন খুলুতী বলেন, “আমি রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর অনুমতি পেয়ে এ জায়গার যিয়ারত করেছি”।[৪২৯]

নূরানী মাথা মোবারক-এর কারামত (অলৌকিকত্ব) :

সুলতান মুলক নাসেরকে তাঁর কিছু অধীনস্থরা এসে একব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ জানাল যে, লোকটি এ মহলের কোথায় গুপ্তধন রয়েছে, তা জানে, কিন্তু বলছে না। সুলতান লোকটিকে সাজা দেয়ার হুকুম দিলেন। জল-াদ তাকে নিয়ে গিয়ে মাথার উপরে ‘খানাফিস’ (কীট বিশেষ) তারও উপরে ‘কিরমায’ (পোকা) বেঁধে দিল। এটা এমন এক জঘন্যতম দন্ড ও শাস্ড়ি, যা কোন মানুষ কয়েক মুহুর্তও সহ্য করতে পারে না। মগজ বিদীর্ণ হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। লোকটিকে এ শাস্ড়ি কয়েকবার দেয়া হল কিন্তু তার কিছুই হল না।

বরং প্রতিবার কীট গুলোই মরতে দেখা গেল। তখন লোকেরা তাকে তার কারণ জিজ্ঞেস করল। উত্তরে সে জানাল, যখন ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শির মোবারক মিশরে আনা হয়েছিল, তখন আমি তা ভক্তি সহকারে মাথার উপর নিয়েছিলাম। এ ঘটনা তারই বরকত ও শির মোবারকের কারামত।

এক বর্ণনা এমনও পাওয়া যায় যে, ইমামের শির মোবারক ইয়াজিদের ভান্ডারেই গচ্ছিত ছিল। যখন সুলাইমান ইবন আবদুল মালেকের শাসন কাল আসল এবং তিনি তা জানতে পারলেন তখন শির মোবারক আনিয়ে দেখলেন।

---

[৪২৯]. মুহাম্মদ শফি‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯১-৯২।

ঐ সময় হাড়সমূহ শুভ্র রূপার মত চমক দিচ্ছিল। তিনি তাতে খোশবু লাগিয়ে কাফন জড়িয়ে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করলেন।[৪৩০]

'আল-ামা ইবন হাজর হায়তমী মক্কী বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান ইবন 'আবদুল মালেক হুযুর নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে স্বপ্নে দেখলেন যে, প্রিয়নবী তাঁকে খুব সমাদর করছেন এবং তাঁকে সুসংবাদ দিচ্ছেন। সকালে হযরত ইমাম হাসান বসরী (রা.)-এর কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি তার ব্যাখ্যায় বললেন, সম্ভবতঃ আপনি নবীজির আওলাদের সাথে কোনরূপ সৌজন্যমূলক আচরণ করেছিলেন। তখন তিনি বললেন,

نعم وجدت رأس الحسين فى خزانة يزيد فكسوته خمسة اثواب وصليت عليه مع جماعة من اصحابى و قبرته فقال له الحسن هو ذالك سبب رضا صلى الله عليه وسلم ـ

অর্থাৎ- হ্যাঁ, আমি হোসাইন (রা.)-এর শির মোবারক ইয়াজিদের ভান্ডারে খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি সেটাতে (কাফনের) পাঁচ কাপড় জড়িয়ে নিজের সঙ্গী সাথীদের নিয়ে জানাযা পড়লাম। এরপর তা যথারীতি কবরস্থ করলাম।

তখন হযরত হাসান বসরী (রা.) বললেন, আপনার একাজটিই হুযুর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামের সন্তুষ্টির কারণ হয়েছিল।

'আল-ামা শাফী' উকাড়ভী বলেন, নূরানী শির মোবারক সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা সমূহ রয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে তাঁর সমাধির তথ্য পাওয়া যায়। এতে এমনও তো হতে পারে যে, রেওয়ায়েতসমূহ ও সমাধিসমূহের সম্পর্ক একাধিক শির মোবারকের সাথে রয়েছে। কেননা ইয়াজিদের কাছে আহলে বায়তের সকল শহীদানের শির পাঠানো হয়েছিল। কাজেই এক শির এক স্থানে, তো অন্যশির অন্য স্থানে দাফন হয়ে থাকবে। ভক্তি বিশ্বাসের ভিত্তিতে হোক, অথবা অন্য কোন কারণে হোক শুধু ইমাম হোসাইন (রা.)-এর দিকেই সম্পর্ক করা হয়ে। (প্রকৃত তথ্য আল-াহই জানেন)[৪৩১]

---

[৪৩০]. তাহযিবুত তাহযীব, খ. ২, পৃ. ৩৫৭।

[৪৩১]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, ১৯৭; মুহাম্মদ শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২-৯৩; সালাহ উদ্দীন মাহমুদ : মাওসু'আত, ৪১৫-৪২০।

‘আলী ইবনুল হোসাইন যয়নুল আবেদীন (রা.) :

আওলাদে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর মধ্যে কারবালায় যিনি অসুস্থ হওয়ার দরূন প্রাণে বেঁচে গেছেন তিনি হলেন ইমাম হোসাইন (রা.)-এর ছেলে ‘আলী ইবনুল হোসাইন যয়নুল আবেদীন (রা.)। তাঁর মাতার নাম সালামাহ/সালাফাহ বিনতে ইয়াযদাজার্দ পারস্য অধিপতির মেয়ে। অত্যধিক ইবাদত-বন্দেগীর কারণে তাঁর উপাধী হয়ে যায় যয়নুল আবেদীন। তিনি ৩৮হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। কারবালার প্রান্ড়রে তাঁর আব্বা শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইনের সাথে তিনি ছিলেন ২৩ বছরের যুবক। সে দিন অসুস্থ হওয়ার কারণে যুদ্ধে যেতে পারেননি। আহলে বায়তের সাথে তিনিও দামেস্ক প্রেরিত হলেন। পরবর্তীতে ইয়াজিদ তাঁদের সবাইকে মদীনা ত্বৈয়্যবায় প্রেরণ করে দেয়।

তিনি অত্যন্ড় বিনয়ী ও ইবাদত গুজার ছিলেন। বেশী বেশী ক্রন্দন করতেন। জ্ঞানে গুণে সর্বাধীক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তিনি তাঁর পিতা ইমাম হোসাইন (রা.) থেকে এবং দাদা হযরত ‘আলী (রা.) থেকে হাদীসে মুরছাল বর্ণনা করতেন। তাছাড়াও উম্মুল মু’মিনীন হযরত সফীয়্যাহ (রা.), হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), হযরত ‘আয়েশা (রা.), হযরত আবূ রাফি (রা.), ইমাম হাসান (রা.), হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘আব্বাস (রা.), উম্মে সালামাহ (রা.), আল-মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা.) যয়নব বিনতে আবূ সালামাহ (রা.), মারওয়ান ইবন হেকম (রা.) ওবায়দুল-াহ ইবন আবূ রাফি (রা.), সা‘ঈদ ইবন মুসাইয়্যেব (রা.), সা‘ঈদ ইবন মারজানা, আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর মাওলা যাকওয়ান (রা.) থেকে ‘ইলম অর্জন করেছেন।

তাঁর থেকে তাঁর ছেলেরা আবূ জা‘ফর মুহাম্মদ ‘উমর, যায়দ, ‘আবদুল-াহ, যুহরী ‘আমর ইবন দীনার, আল-হিকম ইবন উতাবাহ, যায়দ ইবন আসলাম, হাবীব ইবন আবূ সাবিত, আল-ক্বা‘ক্বা‘ ইবন হাকীম, আবূল আসওয়াদ, ‘উরওয়া, হিশাম ইবন ‘উরওয়া, আবূ হাযিম আল-আ‘রাজ, আবূ সালামাহ ইবন আবদুর রহমান এবং ত্বাউস প্রমুখ তাঁর থেকে ‘ইলম অর্জন করেছেন। তিনি অধীক হাদীস বর্ণনাকারী, সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) মা‘মূন (নিরাপদ) এবং উন্নত সনদের অধীকারী ছিলেন।

তাঁর যুগশ্রেষ্ঠ কয়েকজন সন্ড়ান ছিলেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে-

‘আবদুল-াহ ইবন ‘আলী (রা.), ‘উমর ইবন ‘আলী (রা.), যায়দ ইবন ‘আলী (রা.) হোসাইন ইবন ‘আলী (রা.) আবূ জা‘ফর আল-বাক্বির (রা.)[৪৩২]

উপসংহার :

আমাদের আক্বা-মুনিব, সরওয়ারে কায়েনাত, শফী‘য়ে আঁছীয়া, রহমতকা খযীনা, ইমামুল আম্বিয়া, সৈয়্যদুল আতক্বীয়া, সাকীয়ে কাওসার, সাহিবুত তাজ ওয়াল মি‘রাজ, মাকামে মাহমুদের একচ্ছত্র অধিপতি, আল-াহ তা‘আলার একমাত্র হাবীব, সৃষ্টির প্রাণ স্পন্দন, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-ামকে হৃদয় উজাড় করে ভালবাসা ঈমানের অনিবার্য দাবী। তাঁরই উম্মত হিসেবে তাঁর শান ও সম্মানের আলোচনা আমাদের ঈমান ও অনুভবে আলে-নবুওয়াতের চেতনা ও উচ্চকিত উদ্দীপনা। আল-াহ তা‘আলা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর মান-মর্যাদাকে সুউচ্চ করেছেন। কুরআন মাজীদের পরতে পরতে এবং হাদীস শরীফের অসংখ্য বর্ণনায় তাঁর অনুপম গুণাবলী ও অনন্য সম্মানের যে উলে-খ রয়েছে তা বর্ণনাতীত। অনুরূপভাবে তাঁর মহিমান্বিত সম্মানিত পরিবার-পরিজনের মান-সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কথাও বিভিন্ন আয়াতে ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা এমনই সম্মানিত যে, সালাত একমাত্র আল-াহ তা‘আলার জন্য অথচ সেখানেও নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি দরূদ-রহমত বরকতের অভিনন্দনের অর্ঘ। তাঁরা আমাদের নবীর সহচার্যের কারণে এক এক জন আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্র তুল্য, অনুসরনীয় অনুকরণীয় মহান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। তাঁর বিবিগণ মু’মিনের মা। হযরত ‘আলী উম্মতের মাওলা। মা ফাতিমা জান্নাতী রমণীদের সর্দার। ইমাম হাসান, হোসাইন বেহেস্ড়ী যুবকদের সর্দার। আমার নবী যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁর পরিবার-পরিজনও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের আত্ম ত্যাগের কারণে যুগে যুগে ইসলাম পূর্ণজীবিত হয়েছে। স্বয়ং আমার নবী তাঁর পরিবার-পরিজনদের জন্য উম্মতের মুহাব্বত ও ভালবাসা চেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উম্মতের একদল ক্ষমতা লিপসো ব্যক্তিদের হাতে বড়ই নির্মমভাবে আহলে বায়তের সর্ববোত্তম ব্যক্তি ইমাম হোসাইনসহ ৭০জন সহচর

[৪৩২]. সালাহ উদ্দীন মাহমুদ : মাওসু‘আত, ৪২৫-৪৩২।

শাহাদাত বরণ করেছেন। যারা তাদেরকে শহীদ করেছেন তারাও নিজেদের মুসলমান দাবী করত। আফসোসের বিষয় তারাও তাদের দাবী মোতাবেক মুসলমান। হ্যাঁ তারা ইয়াজিদী মুসলমান।

মূলত আহলে বায়তের ফদ্বীলত, মান, মর্যাদা স্বয়ং আল-াহ ও রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম অতীব গুর“ত্বের সাথে আলোকপাত করেছেন। তা সত্বেও সে আলোকে বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য তাঁদের শান-মান বর্ণনা করা এটা নিজের নাজাতের উসিলা লাভের সম্বল মনে করেছি।

ইসলামী সভ্যতার সোনালী ইতিহাসে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম, তাঁর পরিবার-পরিজন, বংশধর ও আত্মীয়-স্বজন যে অবদান রেখে গেছেন তা চির ভাস্মর, চির অম্-ান। মুসলিম মিল-াত তাঁদের মাধ্যমে মহান রব্বুল ‘আলামীনের পরিচিতি লাভ করেছেন। দোযখী থেকে বেহেস্্তী হয়েছেন। ‘ইলম ও হিকমতের মালিক হযেছেন। একটি অনন্য সুন্দর জীবন ব্যবস্থায় লালিত পালিত হয়ে ইহকালীন সুখ সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তি সুনিশ্চিত করেছেন। বিশেষত নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.) ও তাঁর পরিবারের মহান বীর সেনানীর আত্মত্যাগ আমাদের নিকট চির জাগর“ক হয়ে থাকবে। তাঁদের আলোচনা আমাদের জন্য ‘ইবাদত, আল-াহর রহমত পাওয়ার উপলক্ষ্য, নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম-এর শাফা‘আতই প্রত্যাশিত। আল-াহ তা‘আলা আমাদের এই সামান্য আলোচনা কবুল কর“ন। আমীন

গ্রন্থপঞ্জি

اَ - (আ)

০১. আ‘লা হযরত : কানযুল ঈমান, বঙ্গানুবাদক : আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, (প্রকাশনায় : গুলশান- ই-হাবীব ইসলামী কমপে- ক্স, চট্টগ্রাম- ১ম সং, ১৯৯৫ খৃ.)
: আহকামে শরী‘আত (লাহোর : মাকতাবা ফকরীয়্যা, ১৯৮৪)

০২. আবূ নু‘আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যত, (বৈরূত : দারুল মা‘রিফা,তা.বি.)
: হুলিয়াতুল আওলিয়া,

اِ - (ই)

০৩. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : তাফসীরে দূররে মনসূর
: তারীখুল খোলাফা,
: আল-খাসায়িসুল কুবরা।

০৪. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী : তাফসীরে কবীর

০৫. ইসমা‘ঈল হক্বী : রূহুল বয়ান

০৬. ইমাম খাযিন : তাফসীর-

০৭. ইমাম বুখারী : আল-জামি‘

০৮. ইমাম মুসলিম : আল-জামি‘

০৯. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি‘

১০. ইমাম আবূ দাউদ : আস-সুনান

১১. ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান ও ‘আমল ইয়াউম ওয়াল লায়ল

১২. ইমাম ইব্ন মাজাহ্ : আস-সুনান

১৩. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ,

১৪. ইমাম বায়হাক্বী : দালাইলুল নবুয়্যত,

১৫. ইমাম তাবরানী : মু‘জামুল কবীর

১৬. ইব্ন হাজর মক্কী : আস-সাওয়া‘য়িক্ব আল-মুহ্‌রিকা, (মুলতান থেকে প্রকাশিত)

১৭. ইবন জরীর তাবারী : তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক

১৮. ইবন হিশাম : সিরাতে ইবন হিশাম

১৯. ইমাম হাকিম : আল-মুসতাদারাক

২০. ইবন খলদুন : মুক্বাদ্দামা।

২১. ইবন কাসীর : আল-বিদাইয়াতু ওয়ান নিহাইয়াতু।

২২. ইবনুল আসীর : আল-কামিল ফিত তারীখ।

: উসুদুল গাবাহ ফী মা‘রিফাতিস সাহাবা, (বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

২৩. ইবন হাজার ‘আসক্বালানী : ফতহুল বারী।

২৪. ইমাম নববী : আল-মিনহাজ ফী শরহি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ।

২৫. ইমাম আহমদ ক্বাস্তলানী : ইরশাদুস সারী।

২৬. ইমামে রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে সানী : মাকতুবাত শরীফ।

২৭. ইমাম তাবরানী : মু‘জামুল কবীর।

২৮. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল : ফাদ্বায়িলুস সাহাব,

ح - (হ)

২৯. হাফিয মুযযী : তাহযীবুল কামাল,

دَ - (ড)

৩০. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান : আল-মুনীর (আরবী-বাংলা অভিধান) দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত।

৩১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, (ঢাকা : রিয়াদ্ব প্রকাশনী, ৭ম সং, ২০১০ খৃ.)

سَ - (স)

৩২. সানা উল্লাহ পানিপথী : তাফসীরে মাযহারী,

৩৩. সৈয়্যদ মুহাম্মদ আলূসী : রূহুল মা‘আনী

৩৪. সৈয়্যদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান

شَ - (শ)

৩৫. শায়খ ওলী উদ্দীন আল-খত্বীব : মিশকাতুল মাসাবীহ, (লাহোর : আল-মাত্বা‘আতুল ‘আরাবীয়্যাহ তা. বি.)

৩৬. শায়খ ‘আবদুল ওয়াহীদ নূর আহমদ : আল-মু‘জামু মুফাহ্রাস লিকালিমাতিল কুরআনিল কারীম (রিয়াদ্ব : দারুস সালাম লিননশর ওয়াত তাওযী‘, ১ম সং ১৪২১ হি.)

৩৭. শায়খ মুহাম্মদ ইবন সাবুন : ‘ইস‘আফুর রাগিবীন, (গ্রন্থটি নূরুল আবচার গ্রন্থের টীকা বিশেষ)

ص - (স)

৩৮. সালাহ উদ্দীন মাহমূদ সা‘ঈদ : মাওসূ‘আত আ-লে বায়তিন নবীয়্যীল আত্বহার, (মিসর : দারুল গাদ্দিল জাদীদ, ১ম সং, ২০১৩ খৃ./১৪৩৪হি.)

ض - (দ্ব)

৩৯. দ্বিয়াউল উম্মত : দ্বিয়াউল কুরআন,

ع- ‘আ

৪০. ‘আল্লামা শিবলঞ্জী : নূরুল আবচার, (মিশর থেকে প্রকাশিত ১৯৬৩ খৃ.)

৪১. 'আল-ামা ইউসুফ নাব্হানী : শরফুল মুআব্বাদ লি আ-লে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম

৪২. 'আল-ামা মুফতী ক্বাজী মুহাম্মদ 'আবদুল ওয়াজেদ : সৈয়্যদা ফাতেমা বতুল বিনতে রাসূল,

৪৩. 'আল-ামা মুহাম্মদ শফী' উকাড়ভী : ইমাম পাক আওর ইয়াজিদ পলীদ, (লাহোর : দ্বিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স। অক্টোবর ২০০৩)
: শামে কারবালা, (বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান)

৪৪. 'আল-ামা মোল-া হোসাইন : রাওদ্বাতুশ শুহাদা (ইরান থেকে প্রকাশিত)

৪৫. 'আল-ামা 'আবদুর রহমান সাফূরী : নুযহাতুল মাজালিস, (উর্দু ভাষায় অনুদিত)

৪৬. 'আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : আশ'আতুল লুম'আত।
: জযবুল কুলুব
: মাদারেজুন নবুয়্যত, (উর্দু ভাষায় অনুদিত, করাচী : মদীনা পাবলিসং কোম্পানী, ১৯৭০ খৃ.)
: মাদারিজুন নবুওয়াত (বাংলায় অনুদিত, ই.ফা.বা প্রকাশনা : ২৩৮২ প্রকাশকল : জুন-২০০৫ খৃ.)

৪৭. 'আল-ামা হাফিয নুর্দ্দীন 'আলী ইবন আবূ বকর হায়সামী : মাজমা'উয যাওয়াইদ (মিসর থেকে প্রকাশিত)

৪৮. 'আল-ামা আবদুল গণী মুজাদ্দেদী : আনজাহুল হাজাহ,

৪৯. 'আল-ামা 'আলী ইবন আহমদ : সিরাজুম মুনীর শরহে জামি'উস সাগীর,

فَ - (প)

৫০. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম (লাহোর : নূরীয়া রজভীয়া পাবলিকেশন,)

৫১. প্রফেসর ড. আ.ন.ম. মুনীর আহমদ চৌধুরী : আহলে বায়ত : একটি পর্যালোচনা। (শাহাদাতে কারবালা, গবেষণামূলক স্মারক গ্রন্থ ৬ষ্ঠ প্রকাশ ২০১১)

قَ - (ক্ব)

৫২. ক্বাযী মুহাম্মদ সোলায়মান সালমান : রহমাতুলিল 'আলামীন, (লাহোর : শায়খ গোলাম 'আলী, ১৯৬৮ খৃ. সালে প্রকাশিত

مَ - (ম)

৫৩. মহিউদ্দীন ইবনুল আরবী : তাফসীরে ইব্ন 'আরবি

৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূব ফিরোজাবাদী : আল-কামুসুল মহীত্ব, (কায়রো: দার্ল হাদীস,২০০৮ খৃ.)

৫৫. মুফতী সৈয়্যদ 'আমীমুল ইহসান : কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ, (ইউ.পি : দার্ল কিতাব, দেউবন্দ, ১৯৯১, খৃ.)

৫৬. মোল-া 'আলী ক্বারী : মিরকাত ও শারহু শিফা।

نَ -(ন)

৫৭. নুর্দ্দীন 'আলী সামহুদী : ওয়াফাউল ওয়াফা

গ্রন্থকার পরিচিতি

আল-ামা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম ১৯৭৩ খৃ. সালে হাটহাজারী উপজেলার অন্তর্গত নাঙ্গলমোড়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী হেদায়ত আলীর বাড়ীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় ভাইয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তাঁর পিতা মোহাম্মদ আছলক মিয়া, মাতা আলহাজ্ব গোলছাফা খাতুন। তাঁর বড় আব্বা মোহাম্মদ ইসলামের বধান্যতা ও তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন।
গ্রন্থকার নাঙ্গলমোড়া শামসুল ‘উলূম ফাযিল মাদ্‌রাসা হতে ১৯৮৮ খৃ.সালে স্কলারশীপসহ দাখিল এবং ১৯৯০ খৃ.সালে আলিম উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৯১-১৯৯২ শিক্ষা বর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েই সাধারণ বৃত্তির জন্য মনোনিত হন। অনার্স-মাষ্টার্স পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে মেধা তালিকায় স্থান করে নেন। এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া হতে স্কলারশীপসহ ফাযিল এবং ‘ইলমে হাদীস বিষয়ে উচ্চতর সনদ লাভ করেন। ২০০১ খৃ. সালে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি ঢাকা থেকে আরবী ভাষার উপর গুরুত্বপূর্ণ ডিগ্রি অর্জন করেন।
২০১০ খৃ. সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ২২০ তম সভায় **‘ইমাম মুসলিম (রহ.) : জীবন ও কর্ম’** শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য গ্রন্থকারকে Ph.D. ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
ইসলামী শরী‘আতের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় ও উপর্যুক্ত শিরোনামে গবেষণার নিমিত্তে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ও লাইব্রেরীতে গমন করার সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি সা‘উদি ‘আরবের উম্মুল কূরা ইউনিভার্সিটি, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মদীনা মুনাওয়ারা, রাবেতা আলমে ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র মক্কা আল-মুকাররমা, মসজিদে নববী শরীফের আল-হারাম লাইব্রেরী, আরব আমিরাতের শারজাহ পাবলিক লাইব্রেরী, দুবাই জুমু‘আ আল-মাজিদ সাংস্কৃতিক সেন্টার ও শারজাহ আল-যায়দ পাবলিক লাইব্রেরীতে গবেষণা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এ ছাড়াও তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি, দারুল

ইহসান ইউনিভার্সিটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও আরবী বিভাগের সেমিনার, চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা ও চট্টগ্রামে গবেষণা কাজে একাধিকবার গমন করেছেন।

তাঁর বিখ্যাত **'ইমাম মুসলিম (রহ.) : জীবন ও কর্ম', 'নূর তত্ত্ব'** ও **হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম** গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়ে সুধী সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ছোট বেলা থেকেই তিনি কবিতা-প্রবন্ধ লেখার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী। দেশের গুর"ত্বপূর্ণ বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ড় উত্তর মাদার্শা তৈয়বিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সহ-সুপার পদে, ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১৪ সাল পযর্ন্ড় হাটহাজারী জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসায় আরবী প্রভাষক পদে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাঙ্গুনিয়া নুর"ল উলূম ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসায় উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত আছেন।

অধ্যাপনা ও গবেষণার পাশা-পাশি নাঙ্গলমোড়া শামছুল উলুম ফাযিল ডিগ্রী মাদরাসার গভর্নিং বডির বিদ্যোৎসাহী সদস্য, হাটহাজারী জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া এতিমখানা কমিটির সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, নাঙ্গলমোড়া বায়তুন নূর জামে মসজিদ কমপে-ক্সের সাধারণ সম্পাদক, আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন, হাটহাজারীর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামিক প্রচার ও গবেষণা পরিষদ, রাউজানের ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আত্মশুদ্ধির অনবরত প্রচেষ্টায় তিনি মুরশিদে বরহক কুত্বে মাদার আওলাদে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম 'আল-ামা হাফিয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ ত্বৈয়্যব শাহ (রহ.)-এর বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি ২০০২ খৃ. সাল থেকে একাধিকবার পবিত্র মক্কা আল-মুকাররমায় গমন করে 'উমরা পালন এবং রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর রাওদ্বা আক্বদাস যিয়ারত করার পরম সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ২০১০খৃ. সালে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। ২০১১খৃ. সালেও তিনি হজ্বব্রত পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ২০১২ খৃ. সালে ভারতীয় উপমহাদেশে 'ইলমে দ্বীন প্রচার-প্রসারের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। নয়াদিল-ীতে অবস্থিত অসংখ্য অলি-বুঝুর্গদের যিয়ারতে ধন্য

হন। সর্বপরি সুলতানুল হিন্দ, 'আতাউর রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি আজমিরী (রহ.)-এর পবিত্র রাওদ্বা শরীফে গমন করে রূহানী ফুয়ূযাত হাসিল করার সুযোগ লাভ করেন।

তিনি দক্ষিণ হিংগলা নিবাসী, সা'উদি 'আরবের জেদ্দা কিং 'আবদুল 'আযীয ইউনিভার্সিটির সাবেক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইসলামিক প্রচার ও গবেষণা পরিষদ চট্টগ্রাম- এর প্রতিষ্ঠাতা ও মুহিউস সুন্নাহ মুনিরীয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব, মাওলানা মুহাম্মদ নূর"ল আমিন চৌধুরীর একমাত্র কন্যা, সুলতানুল আউলিয়া কুত্‌বুল ইরশাদ হাফিয মুনির"দ্দীন নুর"ল-াহ (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা, পীরে কামেল হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (ম.জি.আ)-এর নাতনী আছমা বিন্‌ত আমিন চৌধুরীর সহিত ১৯৯৯ খৃ. সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পারিবারিক জীবনে তিনি এক ছেলে ও তিন মেয়ের জনক। দ্বীনি খেদমতের জন্য তিনি সকলের নিকট দু'আ প্রার্থী।